২০০০ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

BanglaBook.org

সোল মাউন্টেন

গাও ঝিংজিয়ান

অনুবাদ । প্রমিত হোসেন

www.BanglaBook.org

সোল মাউন্টেন একটি সুচারু, অবিস্মরণীয় এবং সাহসি উপন্যাস; একজন মানুষের একটি দুঃসাহসিক ভ্রমণ-যাত্রার কাহিনী-অংশত ভ্রমণপঞ্জি, অংশত দর্শন, অংশত প্রেমকাহিনী এবং অংশত উপকতা। অযুত গল্পের ঘনসন্নিবেশ আর অসংখ্য স্মরণীয় চরিত্র-বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ দাওপন্থি প্রভু থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসি আর পৌরাণিক বন্য মানুষের জন্যে ধর্মযাজিকা; ধোঁয়া উদগীরণকারি বাসে মারাত্মক কিংচুন সাপ। সাধারণ প্রথাকে এখানে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী ধারণা হয়েছে বাধার সম্মুখিন আর মানবিক পরিস্থিতি, সকল দুর্বলতা ও বিজয়সহ, প্রকাশিত হয়েছে অনাবৃতভাবে।

***

'একটি মহাকাব্য যা অন্য আর কোনোটির মতো নয়, এক অভূতপূর্ব গ্রন্থ যা আমাদের নিয়ে যায় চিনের অদম্য হৃদয়ের গভীরে, সমকালীন সাহিত্যের অন্য কোনো রচনা যা করতে পারে না।'
নিকোলাস জোসে

'নব্বই দশকের চিনা সাহিত্য জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি পড়বে গাও ঝিংজিয়ান-এর সাহস ও সৃজনি শক্তির কাছে।'
এলেইন পেইরব, লে মন্ডে

'এই জাদুকরি মনোমুগ্ধকর বইটি একজন চিত্রকর, কবি ও দার্শনিকের কাজ এবং এর বহুবৈচিত্র্য দৃশ্যবিন্যাসের ভিতর দিয়ে এক নিষ্ঠুর চিনের ক্যালেইডোস্কোপ আমাদের অন্ধ করে দেয়।'
ডিয়ান ডি মার্গারি, লে ফিগারো

'অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর, ইংরেজি ভাষায় লেখা সমকালীন যে কোনো উপন্যাসের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র .... কল্পনার এক অনন্যসাধারণ রচনা ইউরোপীয় ও চিনা সংস্কৃতি যার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের অভিযান; এবং প্রাচীন চিনা পুরাণ, দর্শন, ইতিহাস, লোক সঙ্গীত আর স্মৃতি সমেত এক দুঃসাহসিক নাটক।'
স্যালি ব্লেকনি, দ্য উইকএণ্ড অস্ট্রেলিয়ান

'সাহিত্যের আনন্দধারায় সংযোজিত অসামান্য একটি উপন্যাস।'
সিমন প্যাটন, দ্য কুরিয়ার-মেইল

সোল মাউন্টেন

গাও ঝিংজিয়ান

অনুবাদ ■ প্রমিত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্যধারা
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সোল মাউন্টেন

চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০০৪
প্রথম প্রকাশ : ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০১
বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা
কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি
কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel 0044-2072475954
Fax 0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ গাও ঝিংজিয়ান/ হোসেন মনির
কম্পোজ ■ বিসমিল্লাহ্ কম্পিউটার্স ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ■ আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৭ ননী গোপাল লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য ঃ তিনশ' পঞ্চাশ টাকা
ISBN 984-31-1166-4
অন্যধারার যে কোনো বই অনলাইনে অর্ডার করতে–
www.rokomari.com
ফোনে অর্ডার করতে–১৬২৯৭

সোল মাউন্টেন অনুবাদ প্রসঙ্গে

গাও ঝিংজিয়ান নামের সঠিক চিনা উচ্চারণ কাও সিংচিয়ান। রোমান হরফে লেখা হচ্ছে বলে মূল চিনা উচ্চারণ নিয়ে এই জটিলতা। গাও- এর জন্ম ৪ জানুয়ারি ১৯৪০- জাপানি আগ্রাসন আরম্ভের পর পরই যুদ্ধ বিক্ষত চিনে। গৃহযুদ্ধে জাতীয়তাবাদিদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের বিজয়ের পর ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চিন গণপ্রজাতন্ত্র। এ সময়ের মধ্যে মাধ্যমিক পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেন গাও। বেইজিং ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট থেকে ফরাসি ভাষাসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৬২ সালে। লেখক ও সমালোচক হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার আবির্ভাব ঘটে ১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে এবং নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি তার নিরীক্ষামূলক কাজগুলোর প্রতি সুধী মহলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আর এগুলোর সাহায্যে তিনি চাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টির মতাদর্শিদের সৃষ্টি করা গাইডলাইনের বিরোধিতা করেন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমাপ্তি ও উদার নীতির বাস্তবায়ন গাও-এর রচনা প্রকাশে সহায়ক হয়ে দেখা দেয়। এরই ফলে দুই সদস্য বিশিষ্ট লেখক প্রতিনিধি দলের হয়ে ১৯৭৯ সালের ফ্রান্সে ও ১৯৮০ সালে ইতালিতে ভ্রমণের সুযোগ পান তিনি। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেন ছোট গল্প, উপন্যাসিকা, সমালোচনামূলক রচনা ও নাটক। এসব প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। অন্যদিকে প্রকাশিত হয় তার গ্রন্থ-সমূহ ঃ *A Preliminary Discussion of the Art of Modern Fiction* (১৯৮১, *A Pigeon Called Red Beak* (১৯৮৫), *Collected Plays of Gao Xingjlan* (১৯৮৫), এবং *In Search of a Modern Form of Dramatic Representation* (১৯৮৭)। এছাড়াও *Absolute Signal* (১৯৮৫) নামে তার তিনটি নাটকও মঞ্চস্থ হয় বেইজিং পিপল্'স আর্ট থিয়েটারে।

১৯৮৭ সালে জার্মানিতে D. A. A. D ফেলোশিপ গ্রহনের জন্যে যখন তিনি চিন ত্যাগ করেন তখন চিনে আবার ফিরে আসার আর কোনো ইচ্ছা তার ছিলো না। তিনি সাথে করে নিয়ে যান তার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটিঃ ১৯৮২ সালের গ্রীষ্মে বেইজিং-এ শুরু করা একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। এই উপন্যাসটির নাম ছিলো *লিংশান* এবং উপন্যাসটি তিনি শেষ করেন ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে (বর্তমানে এখানেই তিনি বাস করেন ফরাসি নাগরিক হিসেবে) এবং এ উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় তাইপেই থেকে, ১৯৯০ সালে। Goran Malmqvist– অনুবাদ করেছিলেন গাও-

BanglaBook.org

এর দশটি নাটক যা সেট হিসেবে ১৯৯৪ সালে প্রকাশ করেছিলো সুইডিশ রয়াল ড্রামাটিক থিয়েটার-সুইডিশ ভাষায় উপন্যাসটি অনুবাদ করেন এবং সেটি *Andamas berg* নামে প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। এরপর Noel ও Liliane Dutrait এই উপন্যাস তর্জমা করেন ফরাসি ভাষায় *La Montagne de l'ame* নামে, প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। এরপর বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন Mabel Lee এবং Soul Mountain নামে ঐ অনুবাদ এ বছরই প্রথম প্রকাশিত হয় আর এ উপন্যাসের জন্যে গাও ঝিংজিয়ানকে যখন নোবেল সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয় তখন বিশ্ব হতবাক হয়ে পড়ে। বলা হয়ে থাকে যে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রকাশের অদমনীয় ইচ্ছার ফলাফল হিসেবে গদ্যরচনা, নাটক ও কবিতা মিলিয়ে বেশ কয়েকশ লেখা বেরিয়ে আসে গাও-এর হাত দিয়ে। কিন্তু সেসব যে প্রকাশ করা যাবে না সে ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। এবং অপ্রকাশিত হলেও ঐসব রচনা গাইডলাইনের বিরুদ্ধে তার অবস্থানের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারতো। লুকিয়ে রাখা পাণ্ডুলিপি আগুণে পুড়িয়ে ফেলেন গাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উত্তুঙ্গ সময়ে।

১৯৮১ সালে তার *এ প্রিলিমিনারি ডিসকাসন অফ দ্য আর্ট অফ মডার্ন ফিকশন* প্রকাশিত হলে অবক্ষরিত পুঁজিবাদি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ধার করা আধুনিকতাবাদী আইডিয়ার উপস্থাপন বলে সেটির সমালোচনা করা হয় এবং তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। ১৯৮৩ সালে *বাস স্টপ* নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়, তবে একবার বিশেষ মঞ্চায়নের নির্দেশ দেয়া হয় যাতে করে নাটকটির ওপর সমালোচনা লেখা যায়। সে বছর 'আত্মিক দূষণ রুখে দাও' শীর্ষক প্রচারণা চলাকালে সমালোচনার দায়ে লেখক হিসেবে গাওকে এক-ঘরে করে দেয়া হয়েছিলো, আর এখন তাকে প্রকাশনা ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয় ঃ একজন জ্যেষ্ঠ পার্টি সদস্য ঘোষণা করেন যে *বাস স্টপ* 'গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এযাবৎ কালের মধ্যে রচিত সর্বাধিক অনিষ্টকর রচনা।' ঠিক এ সময়েই, নিয়মমাফিক এক স্বাস্থ্য পরীক্ষায়, তার ফুসফুসের ক্যানসার হয়েছে বলে বলা হয়। এই অসুখে কয়েক বছর আগে তার বাবাও মারা গিয়েছিলেন। গাও হতাশ হয়ে মৃত্যুর কাছে নিজেকে সপে দেন, কিন্তু পরবর্তীতে ধরা পড়ে যে আগের ডায়াগনসিস ভুল ছিলো এবং তার ক্যানসার হয়নি। মৃত্যু থেকে জীবনের বাস্তবতায় ফিরে আসেন গাও, আর গুজব রটে যে তাকে ছিংহাই প্রদেশের কুখ্যাত কারাগারে পাঠানো হচ্ছে। অবিলম্বে বেইজিং (মূল চিনা উচ্চারণ পেইচিং)-এ পালিয়ে যাবার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন গাও, তার প্রস্তাবিত উপন্যাসের অগ্রিম রয়ালটি নিয়ে নেন, চলে আসেন সিচুয়ান-এর প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে, হাঁটতে আরম্ভ করেন ইয়াংসি নদীর উৎস থেকে উপকূল অবধি। ইতোমধ্যে 'আত্মিক দূষণ রুখে দাও' প্রচারণা থেমে গেলে তার পক্ষে বেইজিং-এ আসা নিরাপদ হয়ে ওঠে। দশ মাসে ১৫,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন তিনি। ১৯৮৩ সালের এই ঘটনাবলি একজন মানুষের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্বাধীনতার অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে ওঠে সোল মাউন্টেন উপন্যাসে। গাও ঝিংজিয়ান পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সে দেশান্তরি হন এবং ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এখন

BanglaBook.org

বসবাস করছেন প্যারিস নগরীতে। জীবিকা নির্বাহ করেন ছবি এঁকে এবং এতেই তিনি সুপরিচিত। এপ্রিল মাস পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন চিত্রশালায় তার তিরিশটি একক প্রদর্শনী হয়েছে। এ ছাড়া বেইজিং (১৯৮৭ সালে), নিউ ইয়র্ক, তাইপেই ও হংকং-এ তার শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তার শিল্পকর্ম সংগৃহীত আছে ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি চিত্রশালায়।

গাও-এর সাম্প্রতিক রচনাসমূহের অধিকাংশই চিনা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাইপেই ও হংকং থেকে। এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকাশিত হয়েছে ফরাসি ভাষাতেও। আর এখন ইংরেজিতে ও অনূদিত হচ্ছে। তার সাম্প্রতিকতম কিছু নাটক প্রথমে লেখা হয়েছে ফরাসি ভাষা ও পরে চিনা ভাষায়। ১৯৯২ সালে গাওকে ফ্রান্স সম্মানিত করে Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres খেতাবে। ফরাসি ভাষায় তার নাটক *Le Somnambule* ১৯৯৪ সালে অর্জন করে Prix Communaute Francais de Belgique পুরস্কার। ১৯৯৭ সালে *La Montagne de I'ame* উপন্যাসটি Prix du Nouvel An chinois পুরস্কারে ভূষিত হয়।

সোল মাউন্টেনের এ বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন হচ্ছে Mabel Lee-কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে। বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি ও স্বত্ব গ্রহণ করা হয়েছে Harper Collins *Publishers* থেকে। গ্রন্থকারে এই সম্পূর্ণ অনুবাদটি কপিরাইটকৃত অতএব পাঠকদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন বৈধ বইটি-ই পড়েন। পাঠকদের প্রতি এবং ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

প্রমিত হোসেন
২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কবীর চৌধুরী, আলী আহমদ, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, আলম খোরশেদ, আহমেদ ফারুক হাসান, আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, আবীর হাসান, জি. এইচ. হাবিব, অমিত হোসেন, রাজু আলাউদ্দিন নাভিদ ইসকান্দার এবং স্মৃতিকণা বিশ্বাস-এর উদ্দেশে সোল মাউন্টেন-এর বাংলা অনুবাদ নিবেদন করা হলো

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১

পুরনো বাস একটা বাতিল নগরী। এবড়োখেবড়ো গর্তময় মহাসড়কে বারো ঘণ্টা এর ভিতরে ঝাঁকুনি খাবার পর, তুমি এসে পৌঁছাবে দক্ষিণের এই পার্বত্য কাউন্টি শহরে।

বাস স্টেশনে, যে জায়গাটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে বরফ-ব্লকের মোড়ক আর আঁখের ছোবড়ায়, তোমার পিঠের বোঝা আর একটা ব্যাগ নিয়ে তুমি দাঁড়াবে আর একটুক্ষণের জন্যে তাকাবে চারপাশে। লোকজন বাস থেকে নামছে অথবা হেঁটে যাচ্ছে, বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুরুষলোকেরা হুমহাম করে এবং মহিলারা বহন করছে বাচ্চাদের। তরুণদের একটা ভিড়, বস্তা কিংবা ঝুড়ির কারণে মোটেও বিঘ্নিত নয়, তাদের হাত আছে মুক্ত অবস্থায়। পকেট থেকে তারা সূর্যমুখীর বিচি বের করে, একবারে একটি করে মুখের মধ্যে পুরে দেয় আর খোশা ভাঙে। সশব্দে দক্ষতার সাথে চিবিয়ে ভিতরের শাঁসটা খায় তারা। আয়েশী ও নিশ্চিত হওয়াটা এ জায়গার আঞ্চলিক রোগ। তারা স্থানীয় আর জীবন তাদের এইরকম বানিয়েছে, এখানে তারা আছে অনেক প্রজন্ম ধরে আর তাদের অন্যত্র খুঁজতে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। স্থানটি সকাল-সকাল ত্যাগ করার জন্যে যাত্রা করা হয় নদী পথে ক্যানোপি নৌকায় এবং স্থলপথে ভাড়া করা শকটে, কিংবা পদব্রজে যদি তাদের টাকা না থাকে। অবশ্যই সে সময় কোনো বাস ছিলো না আর কোনো বাস স্টেশনও। আজকালকার দিনে, যতোটা দীর্ঘ পথ তারা ভ্রমণ করতে সক্ষম হোক, তারা বাড়িতে ফিরে আসে, এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পাশ থেকেও, গাড়িতে অথবা বড়ো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে চেপে। ধনি, বিখ্যাত ও একেবারে কিছুই না এমন সব লোকজন সবাই তাড়াতাড়ি করে কারণ তারা বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি, পূর্ব-পুরুষদের বাড়িকে ভালোবাসে না? তাদের থাকার উদ্দেশ্য নেই, তাই তারা ঢিলেঢালা- ভাবে হাঁটে, কথা বলে আর উচ্চস্বরে হাসে; এবং স্থানটির জন্যে ভালোবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ করে। বন্ধুরা যখন মিলিত হয় তখন তারা নগরবাসীর অর্থহীন রীতি অনুযায়ি মাথাও নাড়ে না কিংবা করমর্দনও করে না, বরং তারা নাম ধরে চিৎকার করে অথবা, পিঠ চাপড়ে দেয়। আলিঙ্গনও গতানুগতিক, তবে নারীদের ক্ষেত্রে নয়। সিমেন্টের জাবনা-পাত্রের পাশে যেখানে বাস ধোয়া হয়, দুই তরুণী নারী হাত

BanglaBook.org

ধরাধরি করে কথা বলে। এখানকার মেয়েদের রয়েছে মনোহর কণ্ঠস্বর আর ,দ্বিতীয়বার তাদের দিকে না তাকিয়ে তোমার উপায় থাকে না। তোমার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো যে সে পরেছে একটা গাঢ়-নীল ছাপার হেডস্কার্ফ। এ ধরনের স্কার্ফ, আর কেমন এর বাঁধন, বহু প্রজন্ম আগের হলেও এসব দিনেও হামেশা চোখে পড়ে। তুমি নিজেকে তাদের দিকে হাঁটছো দেখতে পাও। তার থুৎনির নিচে স্কার্ফ গিট্টু দেয়া আর প্রান্ত দুটো ওপর দিকে তোলা। তার মুখটা অপূর্ব সুন্দর। তার অবয়ব চমৎকার, তার ছিপছিপে দেহও তদ্রুপ। তুমি তাদের খুব কাছ ঘেঁষে চলে যাও। তারা হাত ধরে রাখছে এই সমস্তটা সময়, উভয়েরই লাল খশখশে হাত আর দৃঢ় আঙুল। উভয়েই সম্ভবত সম্প্রতি বিয়ে হওয়া বউ ফিরে এসেছে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে, অথবা মা-বাবার কাছে। এখানে, *সিফু* শব্দটির অর্থ একজনের নিজের পুত্রবধূ এবং এটা ব্যবহার করছে rustic উত্তরাঞ্চলীয়দের মতো যে কোনো তরুণী বিবাহিতা নারীকে উল্লেখ করতে যা অবিলম্বে incur করবে ক্রোধ পীড়ন। অন্যদিকে, একজন বিবাহিতা নারী নিজের স্বামিকে ডাকে *লাওগং* বলে, তথাপি তোমার *লাওগং* আর আমার *লাওগং* উভয়েই ব্যবহৃত। এখানকার লোকজন এক অনন্য স্বরভঙ্গি সহকারে কথা বলে। এমন কি যদিও তারা একই কিংবদন্তির সম্রাটের প্রজা, এবং একটা সংস্কৃতি ও বর্ণের।

তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে না তুমি এখানে কেন। ঘটনা হলো যে তুমি একটা রেলগাড়িতে ছিলে আর এই ব্যক্তি লিংশান নামক একটা জায়গার নাম উল্লেখ করেছিলো। সে বসে ছিলো বিপরীত দিকে আর তোমার কাপটা ছিলো তারটার পাশেই। রেলগাড়ি চলতে শুরু করলে কাপের ঢাকনা একটার সাথে অন্যটা লেগে ঠনঠন শব্দ করে। ঢাকনা যদি ঠনঠন শব্দ চালিয়ে যেতেই থাকে অথবা ঠনঠন শব্দ হয় ও থেমে যায়, সেটা হতে পারতো এর পরিসমাপ্তি। যাহোক, যখনই তুমি কিংবা সে কাপ দুটো পৃথক করো, তখনই ঠনঠন শব্দ থেমে যায় এবং তুমি ও সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো মাত্রই ঠনঠন শব্দ আবার শুরু হয়। সেও তুমি হাত বাড়িয়েছিলে, কিন্তু আবারও থেমে যায় ঠনঠনানি। তোমরা দুজন হাসো একই সময়ে, কাপ দুটো আলাদা করে রাখো, আর শুরু করো এক আলাপচারিতা। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো কোথায় সে যাচ্ছিলো।

'লিংশানস।'

'কি?'

'লিংশান, *লিং* মাসে হচ্ছে আত্মা, আর *শান* অর্থ পর্বত।'

BanglaBook.org

তুমি প্রচুর স্থানে ছিলে, বিখ্যাত অনেক পর্বত সফর করেছো, কিন্তু কখনোই এ জায়গার নাম শোনোনি।

বিপরীত দিকে তোমার বন্ধু তার চোখ দুটো বন্ধ করেছিলো আর ঝিমাচ্ছিলো। যে কারুর মতোই, কৌতূহলি না হয়ে তোমার করার কিছু থাকে না এবং স্বাভাবিকভাবেই জানতে ইচ্ছুক হও কোন কোন বিখ্যাত স্থান তুমি মিস করেছো তোমার সফরে। তাছাড়া, সব কাজ যথাযথভাবে করতেই তুমি পছন্দ করো আর এটা বিরক্তিকর ছিলো যে একটি স্থান আছে যার নামও তুমি শোনোনি। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো লিংশান-এর অবস্থান সম্পর্কে।

'ইউ নদীর উৎসে,' সে বলে, খুলছে তার চোখ। এই ইউ নদী সম্পর্কেও কিছুই জানো না তুমি, তবুও জানতে চাওয়া সম্পর্কে তুষ্টি ছিলে আর এমনভাবে মাথা নাড়াও যার অর্থ হতে পারে 'তাই তো, ধন্যবাদ' কিংবা 'ওহ, জায়গাটা আমি চিনি'। তোমার বড়ত্বের আকাঙ্ক্ষাকে এটা সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তোমার কৌতূহলকে নয়। কিছু পর তুমি জানতে চাও ওখানে কিভাবে যাওয়া যায় আর পর্বতের রুট।

'উইঝেন যাবার ট্রেন ধরো, তারপর ইউ নদীর উজানে চলে যাও নৌকা নিয়ে।'

'ওখানে কি আছে? প্রাকৃতিক দৃশ্য? মন্দির? ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান?' তুমি জিজ্ঞেস করো, আটপৌরে হবার চেষ্টা করছো।

'এর সবটা কুমারি নির্জন প্রান্তর।'

'আদিম বনভূমি?'

'অবশ্যই, কিন্তু কেবল আদিম বনভূমিই নয়।'

'বন্য মানব সম্পর্কে কি?' তুমি বলো, কৌতুক করে।

কোনো বক্রোক্তি ছাড়াই সে হাসে, মনে হয় না যে সে মজা করছে আর তার ফলে তুমি আরও রহস্যাবৃত হয়ে পড়ো। তার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে হবে তোমাকে।

'তুমি কি একজন পরিবেশবিদ? জীববিজ্ঞানি? নৃবিজ্ঞানি? প্রত্নতত্ত্ববিদ?'

প্রত্যেক বারই সে মাথা ঝাঁকায় তারপর বলে, 'আমি জীবন্ত মানুষের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহি।'

'কাজেই তুমি লোক জীবনাচারের ওপর গবেষণা চালাচ্ছো? তুমি একজন সমাজতাত্ত্বিক? একজন জাতিতাত্ত্বিক জাতিবিদ? একজন সাংবাদিক, হয়তো? একজন দুঃসাহসি অভিযাত্রিক?'

'এ সব কিছুতে আমি একজন অপেশাদার।'

BanglaBook.org

তোমরা দু'জন হাসতে শুরু করো।

'এসব কিছুতে আমি একজন দক্ষ অপেশাদার!

হাসি তোমাকে ও তাকে প্রফুল্ল করে। সে একটা সিগারেট ধরায় এবং লিংশানের বিস্ময় সম্পর্কে তোমাকে বলার সময় কথা বলা থামাতে পারে না। এরপর, তোমার অনুরোধে, তার সিগারেটের খালি বাক্সটা সে ছেঁড়ে আর লিংশানে যাবার রাস্তাটার মানচিত্র আঁকে।

উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে বিলম্বিত শরৎ শুরু হয়েছে কিন্তু গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ পুরোপুরি- ভাবে শেষ হয়ে যায়নি। সূর্যাস্তের আগে, সূর্যের আলোয় তখনও যথেষ্ট উত্তপ্ত থাকে প্রকৃতি এবং ঘাম গড়াতে থাকে তোমার পিঠ বেয়ে। চারপাশটা একটু দেখার জন্যে তুমি স্টেশন ত্যাগ করো। ধারে কাছে কিছুই নেই কেবল সড়কের ওপাশে ছোট্ট সরাইখানাটা ছাড়া। সামনের দিকে কাঠের সংলগ্ন দোকানসহ পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়ি সেটা। উপরতলায় মেঝের বোর্ড বিশ্রীভাবে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে, কিন্তু বালিশ আর ঘুমানোর মাদুরের ওপরকার ধুলোর আস্তরণ আরো খারাপ। তুমি যদি পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার হতে চাও, তাহলে তোমাকে অন্ধকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কাপড় চোপড় খুলে স্যাঁতসেঁতে সংকীর্ণ আঙিনায় গায়ে পানি ঢালার জন্যে। এই জায়গাটি গ্রামের কারিগর ও রিকশাচালকদের একটা ক্ষণিক বিরতিস্থল।

অন্ধকার নেমে আসার আগে হলেই ভালো, কারণ তাহলে কোথাও পরিষ্কার হয়ে নেবার জায়গা খুঁজে পাবার সময় পাওয়া যাবে প্রচুর। তুমি রাস্তায় নেমে আসো ছোট্ট শহরটা দেখতে, কোনো নির্দেশনা খুঁজে পাবার আশা করছো, একটা বিলবোর্ড অথবা একটা পোস্টার, অথবা 'লিংশান' নামটাই শুধু যাতে বুঝতে যে তুমি ঠিক পথেই আছো এবং এই সুদীর্ঘ সফরে কোনো ফ্যাকড়ায় পড়োনি। তুমি দেখ সবখানেই কিন্তু কিছুই খুঁজে পাও না। বাস থেকে নেমে আসা অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে তোমার মতো কোনে পর্যটক ছিলো না। অবশ্য তুমি ওই ধরনের পর্যটক নও, তুমি যা পরে আছো তাহলো; প্রচণ্ড সংবেদনশীল স্পোর্টস শু আর কাঁধে স্ট্র্যাপযুক্ত একটা ব্যাকপ্যাক, তোমার মতো পোশাক পরে নেই কেউ। কিন্তু নববিবাহিত ও অবসরগ্রহনকারিদের দ্বারা ভিড়াক্রান্ত টুরিস্ট স্পটগুলোর মতো কোনো স্পট এটা নয়। ওই জায়গাগুলো রূপান্তরিত হয়ে গেছে পর্যটনের দ্বারা, সর্বত্র পার্ক করা থাকে কোচ আর বিক্রি করা হয় টুরিস্ট ম্যাপ। স্থানটির নাম ছাপা টুরিস্ট হ্যাট, টুরিস্ট টি-শার্ট, টুরিস্ট হাতাকাটা জামা ও টুরিস্ট রুমাল পাওয়া

BanglaBook.org

যায় সব ছোট ছোট দোকান ও স্টলে এবং স্থানটির নাম বিদেশিদের জন্যে নির্ধারিত 'রেফারেন্সসহ স্থানীয়' হোটেল ও স্যানাটোরিয়াম, এবং অবশ্যই খদ্দেরের জন্যে প্রতিযোগিতালিপ্ত ছোট ছোট ব্যক্তিমালিকানাধীন হোটেলের বাণিজ্যিক নামে ব্যবহৃত হয়। তুমি ওই ধরনের কোনো জায়গায় মৌজ উপভোগ করতে আসোনি যেগুলো পর্বতের রৌদ্র করোজ্জ্বল দিকটায় অবস্থিত এবং যেখানে লোকজন জড়ো হয়েছে। মাত্র দেখার জন্যে 'এবং একে ধাক্কাধাক্কি করে এবং যোগ করে তরমুজ খোশার আবর্জনা ফলের বড়ি, কোমল পানীয়ের বোতল, ক্যান, কার্টন, স্যান্ডউইচের মোড়ক ও সিগারেটের অবশিষ্ট অংশ। শিগগিরই অথবা দেরিতে এই জায়গাটিও বিস্ফোরিত হবে, কিন্তু তুমি এখানে এসেছো তারা এখানে প্যাভিলিয়ন আর সারিবদ্ধ ঘর গড়ার আগেই, সাংবাদিকরা তাদের ক্যামেরা নিয়ে আসার আগেই এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা কাদের ক্যালিগ্রাফিসহ স্মারক ফলক স্থাপন করতে আসার আগেই। নিজেকে নিয়ে খুশি হবার অনুভূতি তুমি থামাতে পারো না, এবং তথাপি তুমি উদ্বিগ্ন। পর্যকদের জন্যে এখানে কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই, তুমি কি একটা ভুল করেছো? তোমার শার্টের পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের ওপর আঁকা মানচিত্র ধরেই তুমি যাচ্ছো, রেলগাড়িতে সাক্ষাৎ পাওয়া দক্ষ অপেশাদার কেবলমাত্র তার সফরেই যদি জায়গাটির গল্প শুনে থাকে তাহলে কি হবে? কেমন করে তুমি জানবে এসব সে বানিয়ে বলছিলো না? ভ্রমণ-পত্রে এ জায়গাটির নামের কোনো উল্লেখ তুমি কখনোই দেখনি এবং এটা সর্বসাম্প্রতিক ট্রাভেল গাইডেও তালিকাভুক্ত নয়। অবশ্য, লিংতাই, লিংদিউ, লিংইয়ান-এর মতো জায়গাগুলো এবং প্রাদেশিক মানচিত্রে এমন কি লিংশানের নাম খুঁজে পাওয়া শক্ত নয় এবং তুমি ভালে করেই জানো যে ইতিহাসে ও ধ্রুপদি সাহিত্যে, লিংশান উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন শামানবাদি রচনা Classic of the Mountain and Seas এবং পুরনো ভৌগোলিক গেজেটিয়ার Annotated Water Classic-এ। এই লিংশানেই বুদ্ধ আলোকিত করেছিলেন শ্রদ্ধাভাজন মহাকশ্যপকে। তুমি বোকা নও, কাজেই তোমার বুদ্ধি ব্যবহার করো, প্রথমে সিগারেটের প্যাকেটে লেখা উইঝেন নামক জায়গাটি খুঁজে বের করো, এভাবেই তুমি লিংশান খুঁজে পাবে।

তুমি বাস স্টেশনে ফিরে আসো আর ওয়েটিং রুমে যাও। এই ক্ষুদ্র শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম স্থানটি এখন নির্জন। টিকেট প্রদানের জানলা আর পার্সেলের জানলা ভিতর থেকে তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কাজেই করাঘাত অর্থহীন। জিজ্ঞেস করবার কেউ নেই, তাই টিকেটের জানলার ওপরে গাড়ি থামার স্থানগুলোর তালিকা দেখতে পাও তুমি [illegible]ংগ্রাম, স্যান্ডি ফ্ল্যাট, সিমেন্ট

কারখানা, পুরনো কুঁড়ে, স্বর্ণ অশ্ব, ভালো ফলন, বন্যা জল, ড্রাগন উপসাগর, পীচ ব্লসম হলো ..... নামগুলো ভালোই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু যে জায়গাটি তুমি চাও সেটা ওখানে নেই। এটা মাত্র ক্ষুদ্র একটা শহর কিন্তু বেশ কয়েকটা রুট আছে আর কিছু সংখ্যক বাস চলাচল করে। ব্যস্ততম রুট সিমেন্ট কারখানা দিয়ে দিনে পাঁচটি অথবা ছয়টি বাস চলাচল করে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সেটা পর্যটন রুট নয়। সামান্য সংখ্যক বাসের রুটটি, দিনে একটা, নিশ্চিত দূরতম গন্তব্যের এবং এটা উন্মোচিত হয় যে উইঝেন হচ্ছে সর্বশেষ স্টপ। এই নামের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই, এটা অন্য জায়গার নামের মতোই একটা নাম এবং এর মধ্যে জাদুকরি কিছু নেই। এখনো, তোমাকে একটা নাম এবং এর মধ্যে জাদুকরি কিছু নেই। এখনো, তোমাকে মনে হয় একটা নিরাশ জট পাকানো অবস্থার একটা প্রাপ্ত তুমি খুঁজে পেয়েছো এবং যখন তুমি পরমানন্দদায়ক নও, তুমি তখন নিশ্চিতভাবেই আশ্বস্ত। নির্গমনের এক ঘণ্টা আগে সকাল বেলায় একটা টিকেট কেনার দরকার তোমার এবং অভিজ্ঞতা থেকে তুমি জানো যে এই ধরনের পাহাড়ি বাসে, যা দিনে একবার চলে মাত্র, আরোহন করা হবে একটা যুদ্ধ। লড়াই করবার প্রস্তুতি যদি তোমার না থেকে থাকে, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে কিউতে দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু, ঠিক এখন, তোমার হাতে প্রচুর সময় আছে, যদিও তোমার ব্যাকপ্যাক খুব বিরক্তিকর। রাস্তা দিয়ে তুমি স্বচ্ছন্দে যাবার সময় কাষ্ঠবাহি ট্রাকগুলো হর্ন বাজিয়ে শব্দ করে পাশ দিয়ে চলে যায়। শহরে ঐসব আওয়াজ ট্রাকের চেয়ে ও বাজে। কোনো কোনোটার সাথে যুক্ত থাকে ট্রেইলার, সেগুলোর ভেঁপু ফেটে পড়ে এবং কন্ডাক্টররা দরজার বাইরে ঝুলতে থাকে, বাসের গায়ে জোরে শব্দ করতে থাকে হাতের থাবা মেরে পথচারিদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে। দু'পাশের পুরনো ভবনগুলো সড়কের পাশে পরিষ্কার দাঁড়িয়ে থাকে আর প্রতিটার সামনে সংলগ্ন কাঠের দোকান রয়েছে। নিচের তলা ব্যবসার জন্যে আর উপর তলায় ধোয়া কাপড়-চোপড় শুকানোর জন্যে নেড়ে দেয়া হয়- ন্যাপ্পি, ব্রা, আন্ডারপ্যান্ট, ফুলতোলা বিছানার চাদর- সব ধরনের পতাকার মতো, হৈ চৈ আওয়াজে আর যানবাহখন চলাচলের ধুলোয় পতপত করছে। রাস্তার পাশে কংক্রিটে তৈরি টেলিগ্রাফের খুঁটিতে চোখ বরাবর উচ্চতায় সব রকমের পোস্টার লাগানো। শরীরের কটু গন্ধ দূর করার একটা বিজ্ঞাপন তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ জন্যে নয় যে তোমার গায়ে কটু গন্ধ আছে, বরং চমকপ্রদ ভাষা আর 'দেহের কটু গন্ধ'-এর পর ব্রাকেটের ভিতরকার কথাগুলো।

BanglaBook.org

> দেহের কটুগন্ধ (অমরদের গন্ধ হিসেবেও পরিচিত) যন্ত্রণাকর, বমনোদ্রেককারি গন্ধের একটি বিরক্তিকর অবস্থা। এটা প্রায়ই সামাজিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক ক্রিয়া করে, থাকে, এবং বিলম্বিত করতে পারে, জীবনের প্রধান ঘটনা ঃ বিবাহ। এটা তরুণ পুরুষ ও মহিলাদের চাকরির ইন্টারভিউতে অসুবিধা সৃষ্টি কিংবা যখন তারা তালিকাভুক্ত হবার চেষ্টা চালায়, অতঃপর প্রচুর ভোগান্তি ও বেদনার মুখোমুখি হয়। একটা নতুন সম্পূর্ণ চিকিৎসার দ্বারা, আমরা দ্রুততার সাথে গাত্রগন্ধ দূর করতে পারি যার সাফল্যের মাত্রা ৯৭.৫৩%। জীবনের আনন্দ আর ভবিষ্যতের সুখের জন্যে, আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই আসতে এবং এর থেকে মুক্তি পেতে

এরপর তুমি একটা পাথরের সেতুতে আসো ঃ এখানে কেউ গায়ের গন্ধ ছড়ায় না, কেবল একটা শীতল, তরতাজা বাতাস। প্রশস্ত নদীকে যুক্ত করা সেতুটার রয়েছে বিটুমেনের পৃষ্ঠদেশ, কিন্তু পাথরের থামে খোদাই করা বানরগুলোর চিত্র প্রমাণ করে এর দীর্ঘ ইতিহাস। তুমি কংক্রিটের রেইলিং-এ ঠেশ দাও এবং সেতুর পাশে ছোট্ট শহরটা জরিপ করো। নদীর উভয় তীরে, বাড়িঘরের কালো ছাদ মাছের স্কেলের মতো বহু দূরে চলে গেছে অন্তহীন। দুই পর্বতের মধ্যে উন্মোচিত হয়ে আছে উপত্যকা যেখানে সোনালি ধান ক্ষেতের উপরের অঞ্চল সন্নিহিত হয়ে আছে সবুজ বাঁশের ঝাড়ে নদীটা নীল আর পারিষ্কার বালুময় কূলে যেমন এটা ক্ষীণ ধারায় বহমান কিন্তু গ্রানাইট পাইলনের সন্নিকটবর্তী যা স্রোতধারাকে দ্বি-ভাগ করে এবং পরিণত হয় কালির মতো সবুজ গভীর। সেতুর কুঁজ অতিক্রম করেই ধাবমান জলরাশি মন্দিত হয় এবং ঘূর্ণাবর্ত থেকে সৃষ্টি হয় সাদা ফেনা। দশ মিনিট উঁচু পাথরের এমব্যাংকমেন্ট দাগ করে আছে জল স্তরের- নতুন ধূসর মূলত হলুদ রেখা সম্ভবত রেখে গেছে সাম্প্রতিক গ্রীষ্মকালীন বন্যা। এটাই কি হতে পারে ইউ নদী? এবং এটা কি প্রবাহিত হয়েছে লিংশান থেকে? সূর্য অস্ত যাবার মুখে। উজ্জ্বল কমলা ডিস্ক আলোয় আসিক্ত হয়েছে কিন্তু কোনো চোখ ধাঁধালো তীব্রতা নেই। তুমি

BanglaBook.org

নির্মিশেষ তাকিয়ে থাকো বহু দূরে কুয়াশাচ্ছন্ন উঁচু-নিচু পর্বত শীর্ষের দিকে যেখানে মিলিত হয়েছে উপত্যকার দুই পার্শ্বদেশ। এই কালো প্রতিচ্ছবি দীপ্তিমান সূর্যের নিম্ন প্রান্তে স্পর্শে করে যা মনে হয় ঘূর্ণায়মান। সূর্য গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে, অধিক কোমল হয়ে ওঠে, সমগ্র নদীর ওপর স্বর্ণালি প্রতিফলন ঘটায় ঃ পানির গাঢ় নীল বর্ণ চোখ-ধাঁধালো সূর্যালোকের ধবধবানি স্পন্দনের সাথে গলে যাচ্ছে। লাল স্তর উপত্যকায় নেমে এলে তা পরিণত হয় প্রশান্তে, ভয়ানক সুন্দর এবং শোনা যায় শব্দ। তুমি তা শুনতে পাও, পলায়নপর কম্পিত হয়ে উঠে আসে তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে, আর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে আলোকরশ্মির মতো যতক্ষণ না সূর্য তার পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর আলম্ব করে, হোঁচট খায় তারপর ডুবে যায় পর্বতের কালো ছায়ার আড়ালে, আকাশময় ছড়াতে থাকে আভাময় সব বিচিত্র বর্ণ। সন্ধ্যার বাতাস তোমার কানের পাশ দিয়ে বয়ে যায় সশব্দে এবং চলমান গাড়িগুলো অতিক্রম করে যায় তোমাকে, নিত্যনৈমিত্তিক শব্দ করে তাদের কালা হয়ে যাবার মতো হর্নগুলোয়। তুমি সেতু অতিক্রম করো আর দেখ সেখানে নতুন একটা উৎসর্গ প্রস্তর যার ওপর লাল রঙে উৎকীর্ণ করা এই কথাগুলো ঃ 'ইওংনিং সেতু। সং রাজবংশের কাইইউয়ান শাসনামলের তৃতীয় বছরের নির্মিত এবং ১৯৬২ সালে মেরামতকৃত। এই প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে ১৯৮৩ সালে।' এখানে যে পর্যটন শিল্প আরম্ভ করা হবে এটা সেই চিহ্ন তাতে সন্দেহ নেই।

সেতুর শেষ প্রান্তের পর দুটো খাবারের দোকান। বাম দিকেরটায় তুমি এক কটি bean curd খাও, সকল সঠিক উপাদানসহ অতিশয় মোলায়েম ও সুস্বাদু। হকাররা এটা রাস্তায় ও গলিতে বিক্রি করে থাকে কিন্তু এটা কয়েক বছর যাবৎ উঠে গেছে এবং সম্প্রতি আবার মিলছে পরিবারের কারবার হিসেবে। ডান দিকের দোকানে তুমি খাও দুটো সুস্বাদু জিলর আবরণযুক্ত ছোট পেঁয়াজের প্যানকেক, সরাসরি উত্তপ্ত স্টোভ থেকে তুলে আনা। তারপর দোকান দুটোর একটায়, তুমি মনে করতে পারো না কোনটায়, তুমি এক বাটি মিষ্টি ইউয়ানসিয়াও dumpling খাও যা ধেনো মদে গরম করা। সেগুলো মুক্তার আকৃতির। অবশ্য খাদ্যের ব্যাপারে তুমি পশ্চিমহ্রদ ভ্রমণ কারি মিস্টার দ্বিতীয় মা-এর মতো, তবে তোমার রয়েছে সব হজম করে ফেলার একটা ক্ষমতা। তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের এই খাদ্য আস্বাদ করেছো, আর শোনো স্বত্বাধিকারির সাথে খদ্দেরদের কথাবার্তা। তারা অধিকাংশই স্থানীয় এবং সবাই চেনে সবাইকে। তুমি বন্ধুসুলভ হবার জন্যে চেষ্টা করছো সুললিত স্থানীয় উচ্চারণ ব্যবহার করে।

BanglaBook.org

তুমি তাদের একজন হতে চাও। তুমি এক দীর্ঘ সময় নগরিতে থেকেছো এবং অনুভব করা প্রয়োজন যে তোমার একটা হোমটাউন রয়েছে। তুমি একটা হোমটাউন চাও যাতে করে তুমি ফিরে যেতে পারো তোমার শৈশবে দীর্ঘদিনের হারানো স্মৃতি স্মরণ করতে।

সেতুর এই পাশে তুমি ঘটনাক্রমে খুঁজে পাও একটা সরাইখানা, সেটা প্রাচীন খোয়া-পাথরের সড়কে অবস্থিত। কাঠের মেঝে মোছা হয়েছে আর যথেষ্ট পরিষ্কার। তোমাকে দেয়া হয়েছে একটা ছোট সিঙ্গ্‌ল রুম যেখানে আছে বাঁশের মাদুরে ঢাকা একটা তক্তার বিছানা। সুতির কাঁথা সন্দেহজনক ধূসর- হয় এটা পরিষ্কার করা হয়েছে যথাযথভাবে, কিংবা ওই রংটাই এর আসল রং। বাঁশের মাদুরের নিচ থেকে তেলচিটে বালিশটা বের করে এক পাশে ছুড়ে দাও তুমি আর সৌভাগ্যজনকভাবে দিনটা গরম কাজেই বেডিং ছাড়াই তুমি চালিয়ে নিতে পারো। ঠিক এখন তোমার যা প্রয়োজন তাহলো তোমার লাগেজ নামানো যা খুব প্রচণ্ড মনে হয়, ধুলোয় ধূসরিত এবং নিজেকে শয্যায় গড়িয়ে দেয়া।

পাশের দরোজায় চিৎকার আর হৈ চৈ। তারা জুয়া খেলছে এবং তুমি তাদের তাশ ওঠানো ও সজোরে নিক্ষেপ করার শব্দ শুনতে পাও। কাঠের একটা পার্টিশন তোমাকে আলাদা করেছে এবং, ফাইলগুলো ঢেকে দেয়ার জন্যে সাঁটানো কাগজের ফুটোর ভিতর দিয়ে কয়েকজন খালি গা লোককে তুমি দেখতে পাও। তুমি তেমন ক্লান্ত নও যে ওভাবেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি দেয়ালে কান পাতবে আর তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চস্বরে চিৎকার উঠবে পাশের দরোজায়। তারা তোমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে না, চিৎকার করছে নিজেদের মধ্যে – তারা সর্বদাই বিজয়ী ও পরাজিত আর মনে হয় যেন পরাজিত টাকা না দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। জুয়া এবং গণিকাবৃত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়ালে টাঙানো সরকারি নিরাপত্তা দপ্তরের নোটিশ সত্ত্বেও সরাইখানার ভিতরে খোলামেলাভাবেই তারা জুয়া খেলছে। আইন কাজ করে কিনা তা দেখার সিদ্ধান্ত নাও তুমি। তুমি কিছু কাপড়-চোপড় পরো, বেরিয়ে আসো করিডোরে এবং অর্ধ-উন্মুক্ত দরোজায় করাঘাত করো। তোমার করাঘাতের শব্দ কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না, তারা ভিতরে চিৎকার- হৈ চৈ করতেই থাকে আর কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্যই করে না। কাজেই তুমি ঠেলে দরোজাটা খোলো এবং ভিতরে ঢোকো। কক্ষের মাঝখানে অবস্থিত বিছানার উপর গোল হয়ে বসা চারজন লোক প্রত্যেকেই তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু তারা নয়, তুমিই একটা রুঢ় ধাক্কা খাও। কাগজের টুকরো মারা

BanglaBook.org

আছে লোকগুলোর মুখে, তাদের কপালে, ঠোঁটে, নাকে, থুৎনিতে এবং তাদের বিশ্রী ও হাস্যকর দেখাচ্ছে। তারা হাসছে না এবং অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করছে তোমার প্রতি। তুমি অনাহুত আর তারা স্পষ্ট বিরক্ত।

'ওহ, তোমারা তাশ খেলছো,' তুমি বলো, ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলো দৃষ্টিতে।

তারা খেলা চালিয়ে যায়। লম্বা কাগজের কার্ডগুলোয় লাল ও কালো চিহ্ন যেমন মাহ্‌জং-এর মতো আর তাতে স্বর্গের তোরণ ও নরকের কারাগারও রয়েছে। বিজয়ী শাস্তি দেয় পরাজিতকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সেটা একটা স্থানে মেরে দিয়ে। এটা একটা prank হোক, বাষ্প বের করে দেবার একটা পন্থা, অথবা একটা টালি, যাই হোক তা জুয়াড়িদের সমঝোতার বিষয়, কিন্তু বহিরাগত কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এটা আসেলে কি।

তুমি পশ্চাদাপসরণ করো, ফিরে আসো নিজের কক্ষে, শুয়ে পড়ো আবার, এবং দেখতে পাও বাতির গোলকের চারপাশে ঘিরে একটা পুরু কালো স্তর। লাখ লাখ মশা বাতি নেভার অপেক্ষায় আছে যাতে করে তারা তোমার রক্ত দিয়ে ভোজসভা বসাতে পারে। তুমি দ্রুত মশারি ফেলে দাও আর একটা সংকীর্ণ চতুস্কোপ স্থানে আবদ্ধ হয়ে পড়ো, যার শীর্ষে রয়েছে একটা বাঁশের আড়ার-এ ধরণের কোনো আড়ার নিচে বহু বহুদিন পর আবার তুমি ঘুমালে, এবং বহু বছর পর নিজেকে reverie-তে এগিয়ে দিতে আড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হলে। আজ, তুমি জানতে পারো না কি বিপর্যয় বয়ে আনবে আগামীকাল। যা কিছু তোমার জানা দরকার সবই তুমি শিখেছো। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। আর কি তুমি খুঁজছো? যখন কোনো লোক মধ্যবয়সে পৌঁছায় তখন কি তার শান্তিময় ও স্থিতিশীল একটা জীবন সন্ধান করা উচিত নয়, খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন নয় অতি-চাহিদা সম্পন্ন-নয় ধরনের একটা কাজ, থাকা উচিত নয় একটা মধ্য অবস্থানে, হওয়া দরকার নয় একজন স্বামী ও একজন পিতা, গড়া প্রয়োজন নয় একটা স্বস্তিদায়ক গৃহ, ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখাএবং প্রতিমাসে তাতে কিছু যোগ করা দরকার নয় যাতে করে বৃদ্ধ বয়সে কাজে লাগবে আর অবশিষ্ট কিছু থেকেও যাবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে?

BanglaBook.org

২

কিওংলাই পর্বতের গায়ে কিয়াং অঞ্চলে কিংহাই তিব্বত পার্বত্যভূমির সীমান্ত এলাকা ও সিচুয়ান basin-এ, আমি মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে একটা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি- অগ্নিপূজা। আগুণ, সভ্যতার বাহক, সর্বত্রই পূজিত হয়েছে মানবজাতির আদিম পূর্বপুরুষদের দ্বারা এ জিনিস পবিত্র। আগুণের সামনে বসে থাকা বৃদ্ধটি একটা বাটি থেকে সুরা পান করছে। প্রতিটি চুমুকের আগে সে এর ভিতর আঙুল ডুবিয়ে একটু তরল তুলে এনে কাঠ-কয়লার ওপর ফেলে তাতে একটু শব্দ সৃষ্টি হয় আর নীল দ্যুতি ছড়ায়। কেবল ওই সময়েই আমি উপলব্ধি করি যে আমিও বাস্তব।

ওটুকু হলো রান্নার স্টোভের ঈশ্বরের জন্যে, তাকেই ধন্যবাদ যে আমরা খেতে ও পান করতে পারি,' সে বলে। আগুনের নৃত্যরত আলো জ্বলজ্বল করে ওঠে তার পাতলা গালে, তার উঁচু নাকে, আর তার চোয়ালের হাড়ে। সে আমাকে বলে যে কিয়াং জাতিসত্তার লোক সে এবং পাহাড়ের নিচে অবস্থিত কেংতা গ্রাম থেকে এসেছে। আমি সরাসরি শয়তান ও আত্মা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না, তাই আমি তাকে বলি যে এখানে আমি এসেছি পাহাড়ের লোক সঙ্গীতের ওপর কিছু গবেষণাকর্ম চালাতে। ঐতিহ্যমণ্ডিত সঙ্গীতকার ও নর্তকদের অস্তিত্ব কি এখানো আছে এখানে? সে বলে সে তাদেরই একজন। নারী ও পুরুষেরা আগুনের চারপাশে বসে একটা গোলাকার বৃত্ত রচনা করে এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত নৃত্য চালিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে এটা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

'কেন?' আমি ভালো করেই জানি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জিজ্ঞেস করি। আমি আমার অসততার পরিচয় দিচ্ছি। 'সেটা ছিলো সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তারা বলেছিলো গানটা নোংরা তাই আমরা তার পরিবর্তে গাইতে শুরু করি মাও জেদং-এর বাণী গানগুলো।'

'আর তারপরে কি?' আমি প্রশ্ন করি। এটা অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে।

'কেউ ওগুলো আর গায় না। লোকজন আবারও নাচ করতে শুরু করেছে কিন্তু যুবসমাজের খুব বেশিজন তেমন করে নাচতে পারে না, আমি তাদের কয়েকজনকে নাচ শেখাচ্ছি।'

BanglaBook.org

একটু নেচে দেখানোর জন্য আমি তাকে বলি। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে, তৎক্ষণাৎ সে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ালো আর নাচ ও গান শুরু করলো। তার কণ্ঠস্বর নিচু এবং সমৃদ্ধ, চমৎকার একটা কণ্ঠস্বর সে পেয়েছে। আমি নিশ্চিত সে কিয়াং, এমন কি যদি জনসংখ্যা রেজিস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশও বলে যে সে কিয়াং নয়। তারা ভাবে তিব্বতীয় কিংবা কিয়াং বলে কেউ দাবি করার অর্থই হচ্ছে সে জন্মের বাধা-নিষেধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে যাতে করে প্রচুর বাচ্চাকাচ্চা নিতে পারে।

সে গানের পর গান গেয়ে চলে। সে বলে যে সে কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি, আর আমি তাকে বিশ্বাস করি। গ্রাম প্রধান হিসেবে যখন সে সমাপ্তি টেনেছিলো, তখন সে গিয়েছিলো পাহাড়ি মানুষদের একজন হয়ে থাকার জন্যে, একজন বৃদ্ধ পাহাড়ি মানুষ যে ভালো কৌতুক পছন্দ করে; যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার প্রেমের বয়স পার হয়ে গেছে।

সে মন্ত্রও জানে, শিকারীদের কাজ যখন তারা পাহাড়ে যায়। তাদের বলা হয় পাহাড়ি ব্ল্যাকম্যাজিক এবং তাদের ব্যবহার করার ব্যাপারে তার কোনো সমস্যা নেই। যে বাস্তবিক বিশ্বাস করে তারা বন্যপ্রাণীদের খোঁয়াড়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে অথবা খোঁয়াড়ের ভিতর ঢুকতে সেগুলোকে বাধ্য করে। ওগুলো কেবল পশুদের ওপরই ব্যবহৃত হয় না, মানুষেরও ওপরও প্রয়োগ করা হয় প্রতিশোধের জন্যে। পাহাড়ি ব্ল্যাকম্যাজিকের একজন শিকার পাহাড় থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবে না। সেগুলো হচ্ছে 'শয়তানের দেয়াল'। শিশুকালে যেমনটা আমি শুনেছি ঃ পাহাড়ে রাতের বেলায় কোনো সময় যখন একজন মানুষ ঘুরছে, তখন একটা দেয়াল, একটা চূড়া অথবা একটা গভীর নদী ঠিক তার সামনে দেখা দেবে, যাতে করে আরও সামনে সে আর অগ্রসর হতে পারবে না। মন্ত্র যদি না ভাঙে তবে মানুষটার পা সামনের দিকে এগোবে না এবং এমন কি সে যদি হাঁটতে ও থাকে তবুও সেই জায়গাতেই স্থির থাকবে যেখান থেকে শুরু করেছিলো। কেবলমাত্র সকাল হলেই সে আবিষ্কার করে যে বৃত্তাকারে ঘুরছে। সেটা তেমন খারাপ নয়, সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো অন্ধগলিতে যখন কোনো লোক এ অবস্থায় ঢুকে পড়ে তখন তার অর্থ হলো মৃত্যু।

মন্ত্রের তারে সে কম্পন সৃষ্টি করে। সে যখন গান করছিলো তখনকার মতো এটা ধীর ও ঢিলেঢালা ছিলো না, ছিলো দ্রুত বিটে নান-নান-না-না ধরনের কিছু। এটা আমি একটুও বুঝতে পারি না, কিন্তু শব্দের অতিন্দ্রিয় টান আমি অনুভব

BanglaBook.org

করতে পারি আর একটা দানবীয়, শক্তিশালী আবহ তৎক্ষণাৎ কক্ষটিকে permeates করে, ধোঁয়া থেকে যার ভিতরটা কালো। অগ্নিশিখার উত্তাপ মাটন স্ট্যুর লৌহ পট ছিদ্র করে আর তার চোখ ধাঁধাঁয়। এই সমস্ত বিষয়ই একেবারেই বাস্তব।

লিংশানের পথটা তুমি যখন অনুসন্ধান করো, তখন এই ধরনের বাস্তবতার সন্ধানে ইয়াংসি নদী বরাবর আমি ভ্রমণ করি। আমি সেদিন মাত্র এক সংকটের ভিতর দিয়ে গেছি এবং তারপর, তার চরমে, একজন চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে ভুল করে আর জানায় আমার ফুসফুসে ক্যান্সারের কথা। মৃত্যু আমার সাথে কৌতুক করছিলো কিন্তু এখন দানবীয় দেয়াল থেকে পালিয়ে আমি গোপনে উৎফুল্ল হয়েছি। জীবন আমার জন্যে আবারও চমৎকার তরতাজা। অনেক আগেই ওইসব contaminated পরিপার্শ্ব আমার ত্যাগ করা উচিত ছিলো এবং ফিরে আসা উচিত দিলো এই জীবনের সন্ধানে প্রকৃতির কাছে।

ওইসব পরিপার্শ্বে আমি শিখেছিলাম যে জীবন হচ্ছে সাহিত্যের উৎস, যে সাহিত্যকে বিশ্বস্ত হতে হবে জীবনের প্রতি, বিশ্বস্ত হতে হবে বাস্তব জীবনের প্রতি। আমার ভুলটা ছিলো যে আমি জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলাম আর তার সমাপ্তি ঘটিয়েছিলাম বাস্তব জীবনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। জীবন নয় জীবনের manifestations-এর অনুরূপ। বাস্তব জীবন, কিংবা অন্য কথায় জীবনের মৌলিক substance, হওয়া উচিত সাবেক এবং তা পরবর্তী হওয়া উচিত নয়। আমি বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধে গিয়েছিলাম কারণ আমি খুব সাধারণভাবে এক সাথে বাঁধছিলাম জীবনের manifestations, অবশ্যই সঠিকভাবে জীবনকে তাই আমি আঁকতে সমর্থ ছিলাম না এবং সমাপ্তিতে এসে সফল হয়েছিলাম কেবলমাত্র সংক্ষুব্ধ বাস্তবতায়।

আমি জানি না এখন আমি ঠিক পথে আছি কি না, তবে যে কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্য জগৎ থেকে নিজেকে বহিষ্কার করেছি আমি এবং আমার ধোঁয়াভর্তি কক্ষ থেকেও পালিয়েছি। ওই কামরায় সর্বত্র গাদা করে রাখা বই ছিলো। সেগুলো প্রকাশ করে সব ধরনের সত্য, সত্যের ওপর ঐতিহাসিক সত্য যে কিভাবে মানুষ হতে হয়। অতো সব সত্যের মূল জিনিসটা অমি দেখতে পাই না, কিন্তু ওইসব সত্যের জালে সংগ্রাম করছিলাম আশাহীনভাবেই, মাকড়শার জালে আটকা পড়া পতঙ্গের মতো। সৌভাগ্যবশত, ভুল ডায়াগ্নসিস করা ডাক্তারটি আমার জীবন রক্ষা করেছিলো। সে ছিলো অত্যন্ত খোলামেলা এবং দুই আলাদা ঘটনায় নেয়া আমার বুকের দুটো এক্স-রে নিয়ে তুলনা করার সুযোগ পেয়েছিলো- ফুসফুসের বাম lobe-এর ওপর একটা ছায়া উইন্ডপাইপের দেয়াল সংলগ্ন দ্বিতীয় পিঞ্জরাস্থি

BanglaBook.org

বরাবর ছড়িয়ে পড়েছিলো। পুরো বাম lobe পুনরায় নড়াচড়া করার ক্ষেত্রেও এটা কোনো কাজে আসেনি। ফলাফল ছিলো সুস্পষ্ট। আমার বাবা ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। রোগটা ধরা পড়ার তিন মাসের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে। আর এই ডাক্তারই সেই ডাক্তার যে সঠিকভাবে তার রোগ নির্ণয় করেছিলো। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার দক্ষতায় আমার আস্থা ছিলো তাই। এবং তার আস্থা ছিলো বিজ্ঞানে। দুটো একইরকম, কারিগরি ত্রুটির কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। সে একটা অথোরাইজেশনও লিপিবদ্ধ করেছিলো বিভাগীয় এক্স-রে করার জন্যে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো দু সপ্তাহ সময়ে। এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোনো কারণ ছিলো না। এটা ছিলো টিউমারের extent-কে determine করা। মৃত্যুর আগে আমার বাবা এটা করেছিলো। এক্স-রে আমি করি আর না করি ফলাফল হবে একই, এটা বিশেষ কিছুই ছিলো না। মৃত্যুর আঙুল গলে যদি আমি বেরিয়ে আসতে পারি তো সেটা হবে একটা সৌভাগ্য। আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি, ভাগ্যেও আমি বিশ্বাস করি।

একদা আমি চার ইঞ্চি লম্বা একখণ্ড কাঠ দেখেছিলাম ১৯৩০-এর দশকে একজন anthropologist ঐ কাষ্ঠখণ্ডটি সংগ্রহ করেছিলেন কিয়ং অঞ্চল থেকে। হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো এক ব্যক্তির খোদাই করা মূর্তি সেটা। মাথায় কালির দাগ দিয়ে চোখ, নাক ও মুখ আঁকা, এবং 'longevity' শব্দটি লেখা হয়েছিলো শরীরে। মূর্তিটাকে বলা হতো 'উচাং উপুড়' আর বিদঘুটেভাবে কিছু একটা ধূর্ততা ছিলো ওটার মধ্যে। কিয়াং-এর অবসরপ্রাপ্ত গ্রাম প্রধানকে আমি জিজ্ঞেস করি এ রকমের talisman এখনো আছে কি না আশপাশে। সে আমাকে বলে এগুলোকে 'পুরনো শিকড়' বলা হয়। এই কাষ্ঠ idol নবজাতকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাথী হয়ে থাকে। মৃত্যু হলে মৃতদেহের সাথে এটা ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মৃতদেহ কবর দেবার পর এটা বনপ্রান্তরে রাখা হয় আত্মাকে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার সুযোগ দিতে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি এর একটা আমাকে সে দিতে পারে কিনা যাতে করে আমি সেটা সঙ্গে রাখতে পারি। সে হাসে এবং বলে এ জিনিস শিকারিরা শার্টে লাগিয়ে রাখে দুরাত্মা তাড়ানোর জন্যে, আমার মতো কারো এটা কোনো কাজে লাগবে না।

'বৃদ্ধ কোনো শিকারি আছে কি এই জাদুটা সে জানে আর আমাকে তার সাথে শিকারে নিতে পারে?' আমি জানতে চাই।

'পাথর দাদু সবচেয়ে উত্তম,' চিন্তা করার পর সে বলে। 'তাকে খুঁজে পাবো কিভাবে?' আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করি। 'পাথর দাদুর কুড়েঘরে সে আছে।'

BanglaBook.org

'কোথায় এই পাথর দাদুর কুড়েঘর?'

'রূপোর খনির Gully-এর দিকে আরো কুড়ি *লি* পর্যন্ত যাও তারপর creek অনুসরণ করো শেষ পর্যন্ত। ওখানেই তুমি পাথরের একটা কুড়েঘর খুঁজে পাবে।

'ওটা কি জায়গাটার নাম, নাকি তুমি দাদুর পাথরের কুড়ে বোঝাচ্ছো?'

সে বলে ওটা জায়গাটার নাম, বাস্তবিক সেখানে একটা পাথরের কুটির আছে, এবং দাদু পাথর সেখানে বসবাস করে। 'তার কাছে তুমি আমাকে নিয়ে যেত পারো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'সে মৃত। নিজের বিছানায় সে শুয়ে ছিলো এবং ঘুমের মধ্যে মারা গিয়েছিলো। সে অনেক বেশি বৃদ্ধ হয়েছিলো। নব্বই বছরের ও বেশি সময় বেশ ভালোভাবেই সে কাটিয়ে গেল পৃথিবীতে, কেউ কেউ এখনো বলে যে একশ' বছর। যাই হোক না কেন, তার বয়স সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নয়।'

'তার অধিবাসীদের কেউ কি এখনো বেঁচে আছে?'

'আমার দাদার প্রজন্মে আর যতোদূর আমি মনে করতে পারি, সে সর্বদাই একা ছিলো।'

'স্ত্রী ছাড়াই?'

'রূপোর খনির Gully-তে সে একা একা বাস করতো। Gully-র একেবারে উঁচুতে বসবাস করতো সে। নির্জন কুটিরে। একা ওহ, আর তার রাইফেলটা এখানো ঝুলছে কুটিরের দেয়ালে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি সে আমাকে কি বলতে চেষ্টা করছে। সে বলে দাদু পাথর ছিলো এক মহান শিকারি, এমন একজন শিকারি জাদু-টোনায় যে ছিলো সুদক্ষ। ওইরকম শিকারি আর নেই এইসব দিনে। প্রত্যেকেই জানে যে তার রাইফেলটা কুটিরের দেয়ালে ঝুলছে, যে ওটা কখনো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু ওখানে গিয়ে ওটা নেবার সাহস কেউ করে না।

'কেন?' আমি আরো চমকিত হই।

'রূপোর খনিরতে যাবার রাস্তা বিচ্ছিন্ন।'

'কোনো পথই নেই?'

'একটাও না। প্রথম দিকে লোকজন সেখানে রূপোর খনি খুঁড়তে শুরু করে, চেংদু'র একটা ফার্ম শ্রমিকদের একটা দলকে ভাড়া করে এবং তারা খনির কাজ আরম্ভ করে। পরবর্তী সময়ে, খনি যখন 100% হয়ে গেছে, প্রত্যেকেই জায়গাটি ছেড়ে চলে যায়, এবং পাটাতনের সড়কগুলো যাবার সময় তারা ভেঙে দিয়ে যায়।'

BanglaBook.org

'এইসব ঘটেছিলো কখন?'

'আমার দাদা যখন বেঁচে ছিলো, পকাশ বছরেরও বেশি আগে।'

সেটা ঠিক হতে পারে, কেননা সে ইতোমধ্যেই অবসরপ্রাপ্ত এবং পরিণত হয়েছে ইতিহাসে, বাস্তব ইতিহাসে।

'তো সেই থেকে কেউই আর ওখানে যায়নি?' আমার রহস্য লাগে ভীষণ।

'বলা শক্ত, যাহোক ওখানে পৌঁছানো কঠিন।'

'আর কুটিরটা কি হয়ে গেছে?'

'আমি শীর্ষ সম্পর্কে বলছিলাম।'

'ওহ, একেবারে ঠিক।'

সে আমাকে ওখানে নিতে চায় বা, একটা শিকারিও খুঁজে দিতে চায় না আমার জন্যে, কাজেই সে কারণেই এভাবে আমাকে চালনা করছে, আমি ভাবি।

'তাহলে তুমি কিভাবে জানো যে রাইফেলটা এখনো দেয়ালে ঝুলছে?' আমি জিজ্ঞেস করি,

'ওটা সেই কথা যা প্রত্যেকেই বলে, কেউ একজন নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। তারা সবাই বলে যে দাদু পাথর অবিশ্বাস্য, তার মৃতদেহ পচেনি এবং বন্য প্রাণীরা তার কাছে যাবার সাহস করে না। সে মাত্র 'সেখানে অনড় শুয়ে আছে আর তার রাইফেল ঝুলছে দেয়ালে।' 'অসম্ভব,' আমি ঘোষণা করি। 'পাহাড়ে এখানে উচ্চ আর্দ্রতার মধ্যে লাশে পচন ধরবে আর রাইফেল পরিণত হবে এক স্তূপ মরিচায়।'

'আমি জানি না। যাই হোক, লোকেরা বহু বছর ধরে এসব কথা বলে আসছে।' সে আরো কিছু বিস্তারিত বলার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে আর তার গল্প থামিয়ে দেয়। আগুণের আলো নাচে তার দু চোখে এবং আমার মনে হয় তাতে আমি ধূর্ততা দেখতে পাই।

'এবং তুমি কখনো তাকে দেখনি?' আমি থামতে দেবো না। 'তাকে যারা দেখেছে তারা বলে যে তাকে ঘুমন্ত মনে হয়, আর রাইফেলটা টাঙানো আছে দেয়ালে তার মাথার ওপর।' সে বলে, 'যে ব্ল্যাক ম্যাজিক জানতো। শুধু যে মানুষেরাই রাইফেলটা চুরি করার জন্যো ওখানে যাবার সাহস রাখে না তাই নয়, পশুরাও ওই জায়গার কাছাকাছি যাবার সাহস করে না।'

শিকারিটি ইতোমধ্যে myth ক্রেতা হয়ে গেছে। ইতিহাস আর কিংবা দন্ডিত একটা মিশ্রণ সম্পর্কে বলতে হয় কিভাবে লোক কাহিনী সৃষ্টি হয়। বাস্তবতা অস্তিত্বশীল কেবল অভিজ্ঞতায়, এবং তা অবশ্যই হবে ব্যক্তিগত

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতা ও পরিণত হয় গল্পে। বাস্তবতা পরীক্ষিত হতে পারে না এবং তার দরকারই নেই, সেটা পরিত্যাগ করা যেতে পারে 'জীবনের বাস্তবতা' সম্পর্কে সুদক্ষদের বিতর্কের বিষয় হিসেবে। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জীবন। বাস্তবতা খুবই সাদামাটাভাবে এই যেমন এই কামরায় আগুনের পাশে আমি বসে আছি। যেটা ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। এবং আমি তার চোখে আগুনের আলোর নাচানাচি দেখতে পাই। বাস্তবতা আমি নিজের বাস্তবতা কেবলমাত্র এই তাৎক্ষণিকের perception এবং এটা বলা দরকার তা হচ্ছে যে বাইরে, এক সবুজ নীল পর্বত ঘিরে ধরছে একটা কুয়াশা এবং তোমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে যে দ্রুত প্রবাহিত স্রোতের ধাবমান জলরাশির মতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩

অতএব তুমি উইঝেন এসে পৌঁছাও, কালো cobblestone বসানো দীর্ঘ ও সংকীর্ণ একটা রাস্তার ওপর এবং গভীর এক-চাকার দাগ যুক্ত এই রাস্তায় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, তুমি আচানক প্রবেশ করো তোমার শৈশবে, মনে হয় তোমার শৈশব কেটেছে এটার মতো প্রাচীন কোনো পাহাড়ি শহরে। এক-চাকার হস্তচালিত শকট আরও দেখা যাবে না এবং জুজুবে এ্যাক্সেল creak বর্ণের তেলে তৈলাক্ত করা সত্ত্বেও, সড়কগুলো পূর্ণ হয়ে আছে বাইসাইকেলের বেলের ধ্বনিতে। এখানে সাইক্লিস্টদের এ্যাক্রোব্যাটের দক্ষতা প্রয়োজন। আসনের দু'পাশে ঝোলানো ভারি চটের থলে সহ, তারা মানুষজনের ভিতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে বহন করে নিয়ে যায় খুঁটি অথবা টেনে নিয়ে যায় কাষ্ঠ-শকট সজোরে চিৎকার করে। বৈচিত্র্যপূর্ণ চিৎকার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ফেরিওয়ালাদের হাকডাক, দর কষাকষি, কৌতুক ও হাস্যরসের সাথে। সয়া সস আচার, সেদ্ধ পর্ক, কাঁচা হাইড, পাইন কাঠ, শুষ্ক চালের গাদা আর লেবুর গন্ধে তোমার শ্বাস পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর তোমার দুই চোখ দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দোকানের সামনের স্থানগুলোর সারিবদ্ধভাবে রাখা দক্ষিণাঞ্চলে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রি। এর মধ্যে আছে সয়া-বিন-এর দোকান, তেলের দোকান, চালের দোকান, চিনা ও পশ্চিমা ওষুধের দোকান, রেশম ও সুতোর দোকান, জুতোর দোকান, চায়ের দোকান, কসাইয়ের স্টল, দরজির দোকান, এবং সেইসব দোকান যেগুলো বিক্রি করছে স্টোভ, দড়ি, মৃৎপাত্র, আগরবাতি, মোম এবং কাগজের টাকা। দোকানগুলো, ঝাঁপিয়ে উঠেছে একটি অন্যটির ওপর, অপরিবর্তিত রয়েছে ছিং রাজবংশের শাসনামল থেকে। Ever Prosperous Restaurant-এর দুমড়ানো সাইনবোর্ডটা মেরামত করা হয়েছে আর সমতল তলাযুক্ত প্যানগুলোর একটি যা বিশেষ ধরনের *guotie* ভাজার কাজে ব্যবহৃত হয় পিটিয়ে জানান দেয়া হচ্ছে যে এ জিনিসটা আবার ব্যবসায়ে ফিরে আসছে। মদের ব্যানার আবারও ঝুলছে First Class Delicacies Restaurant-এর উপরতলার জানলা থেকে সর্বাধিক আবেদনকজয় কাঠামো হলো রাষ্ট্র পরিচালিত ডিপার্টমেন্ট

BanglaBook.org

ষ্টোর, নতুন তিন-তলা একটা কংক্রিটের দালান। একটা মাত্র ডিসপ্লে তার আকৃতি পুরনো দোকানের মতো, তবে কাচের উইন্ডোর ভিতরটা দেখে মনে হয় যেন কখনো পরিষ্কার করা হয়নি। আলোকচিত্রির দোকানটা নজর-কাড়া ঃ খেয়ালী ভঙ্গি দেয়া আর ভয়ানক পোশাক পরা নারীদের আলোকচিত্র রাখা হয়েছে প্রদর্শন করার জন্য। এসব মেয়েরা সবাই স্থানীয় সুন্দরী এবং কেউই দুনিয়ার অপর প্রান্তের কোনো জায়গার চলচ্চিত্র-পোস্টারের তারকা নয়। এই জায়গা সত্যিই সুদর্শনা নারী উৎপাদন করে। তাদের প্রত্যেকেই অঙ্গভঙ্গি করছে। দুই গালে হাত রেখে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে তারা আর তাদের রয়েছে মাদক চাউনি। আলোকচিত্রি সযত্নে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে কিন্তু তারা পোশাক পরেছে ছোট খাটো এনলার্জমেন্ট ও রঙিন প্রিন্ট সুলভ এবং একটা নোটিশে বলা হচ্ছে যে কুড়ি দিনের মধ্যে আলোকচিত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্য কোনো খানে ভাগ্য নির্ধারিত না হলে, তুমি জন্মগ্রহণ করতে পারতে এই শহরে, বড় হতে, এবং এখানে বিয়ে করতে। তুমি বিয়ে করতে পারতে এদের মতো একটা সুন্দরী নারীকে, যে অনেক আগে তোমার পুত্র-কন্যাদের জন্ম দিতো। ভাবনার এই স্থানে, তুমি হাসো আর দ্রুত সরে যাও কেননা লোকজন ভাববে যে এসব নারীদের কারো প্রতি আপত্তিকর কিছু মনোভাব দেখা দিয়েছে তোমার আর ভুল ধারণা করতে শুরু করবে তারা। এবং এখনো পর্যন্ত তুমিই তোমার কল্পনায় বাহিত হচ্ছো। পর্দাযুক্ত জানলা আর ক্ষুদ্রকায় গাছ ও ফুলের পাত্রসহ দোকানগুলোর ওপরে ব্যালকনির দিকে তুমি তাকাও, যারা এখানে বসবাস করে তাদের সম্পর্কে কল্পনা না করে তুমি পারো না। দরোজায় লোহার প্যাডলক লাগানো একটা বড় এপার্টমেন্ট ওখানে থামগুলো এখন ফেটে গেছে, কিন্তু খাঁজকাটা নকশাগুলো আর মেরামতের বাইরে চলে যাওয়া রেইলিং ইঙ্গিত বহন করছে একদা কি রকম মনমুগ্ধকর ছিলো স্থানটি। এর মালিক ও বাসিন্দাদের ভাগ্য তোমাকে কৌতূহলে পূর্ণ করে তোলে। পাশের দোকান হংকং স্টাইলের পোশাক ও জিন্স বিক্রি করে, আর প্রদর্শন করার জন্যে রাখা মোজা প্যাকেজিং-এর ওপর একজন পশ্চিমা নারী তার পা দেখাচ্ছে। সামনের দরোজায় সোনালি হরফে লেখা সাইন, 'Ever New Technical Development Company', কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় যে কি ধরনের কারিগরি উন্নয়ন এটা। এরপর আরেকটি দোকান যেখানে অপ্রক্রিয়াজাত lime স্তূপ করে রাখা আছে, এরপর সম্ভবত কোনো মিলমালিকের দোকান এবং খালি জায়গায় সেমাই শুকানো হচ্ছে খুঁটিতে

বাঁধা তারের ওপর। তুমি ঘুরে দাঁড়াও এবং পাশের একটা ছোট গলিতে প্রবেশ করো যে গলিটা চায়ের দোকানের গরম পানির পাশেই, তারপর একটা কোণের দিকে মোড় নিয়ে তুমি আবার হারিয়ে যাও স্মৃতির ভিতরে।

একটা অর্ধ-ভেড়ানো দরোজার মধ্যে একটা স্যাঁতসেতে আঙিনা, আগাছা ভর্তি, নির্জন, কোণগুলোয় স্তূপাকৃতি rubble তুমি স্মরণ করো তোমার শৈশবের বাড়ির দেয়ালসহ পিছনের আঙিনা। তুমি শংকিত ছিলে কিন্তু এটা তোমার জন্যে ছিলো একটা fascination, গল্পের বই থেকে শেয়ালে রূপকথা আসতো সেখান থেকে। ইশকুল থেকে ফিরে, ভুল না করে, দেখার জন্যে ওখানে একাকী তুমি যেতে। তুমি কখনো রূপকথার কোনো শেয়াল দেখনি, তবে রহস্যের অনুভূতি সব সময় হতো তোমার শৈশবকালীন স্মৃতিতে। ফাটলে হতো একটা পুরনো পাথরের বেঞ্চ ছিলো আর একটা কূপ যেটা সম্ভবত শুকনো। মধ্য-শরতের বাতাস rubble-এর মধ্যে শুষ্ক হলুদ আগাছার ভিতর দিয়ে বয়ে যায় এবং সূর্য খুবই প্রখর। আঙিনার দরোজা শক্ত করে বন্ধ করা এই বাড়িগুলোর রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস যেগুলো প্রাচীন কাহিনীর মতো। শীতকালে, উত্তুরে বাতাস প্রলম্বিত চিৎকার করছে গলির ভিতরে, তুমি পরছো নতুন গরম প্যাডেড ক্লথ, শু এবং অন্য বাচ্চাদের সাথে তোমার পা দিয়ে লাথি মারছো দেয়ালে। তুমি মনে করতে পারো কথাগুলো ঃ

সুপের মতো পুরু চন্দ্রালোকে
আমি বেরিয়ে পড়ি ধূপকাঠি পোড়াতে
লুও তাচিয়ে এর জন্যে যে পুড়ে মরেছে
তোউ সান্‌নিয়াং-এর জন্যে যে মরেছে ক্রোধে
সাননিয়াং তুলেছিলো beans
কিন্তু pods ছিলো শূন্য
সে বিয়ে করেছিলো মাস্টার চি-কে
কিন্তু মাস্টার চি ছিলো খাটো
তাই সে বিয়ে করে এক কাঁকড়াকে
কাঁকড়া অতিক্রম করে এক গর্ত
Trod করে এক বাইনের ওপর
বাইন নালিশ করে
সে নালিশ করে এক সন্ন্যাসির কাছে

BanglaBook.org

সন্ন্যাসি প্রার্থনা করে
কুয়ানিন-এর নিকট প্রার্থনা
তাই কুয়ানিন piss করে
piss আঘাত করে আমার ছেলেকে
তার পেট আহত হয়
তাই আমি নাচতে আনি এক জাদুকরকে
নাচে কাজ হয় না
কিন্তু খসতে থাকে প্রচুর টাকা

বিবর্ণ আগাছা আর নতুন সবুজ উদ্ভিদ গজিয়েছে ছাদে, নড়ছে বাতাসে। ছাদে ঘাস জন্মানো কতোদিন আগে শেষবার দেখেছিলে তুমি? তোমার খালি পা কালো cobblestone-এর রাস্তায় শব্দ করে গভীর এক চাকার দাগ সহ। তুমি তোমার শৈশবের স্মৃতি থেকে ফিরে এসেছো বর্তমানে। খালি পা, নোংরা কালো পা, তোমার ঠিক চোখের সামনে শব্দ করছে। তুমি কখনো খালি পায়ে চলাচল করোনি তাতে কিছু যায় আসে না, তোমার মনের মধ্যে এই ভাবচিত্রটাই সংকটজনক।

কিছু পর ছোট গলি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাও তুমি আর মহাসড়কে উঠে আসো। এই জায়গা থেকেই কাউন্টি শহর থেকে আসা বাসগুলো মোড় নেয় ফিরে যাবার জন্যে। টিকেট কাটার জানলাসহ একটা বাস স্টেশন আছে সড়কের পাশে, কিছু বেঞ্চ ও আছে ভিতরে, এখানেই বাস থেকে তুমি নেমেছিলে এর আগে। সড়কের ওপাশে একটা সরাইখানা এক তলা কক্ষের একটা সারি- আর শাদা চুনকাম করা ইটের দেয়ালে রয়েছে একটা মাইল 'Good Rooms Within'. সরাইখানাটা পরিচ্ছন্ন দেখায় এবং থাকার জন্যে তোমাকে কোনো একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, কাজেই এর ভিতরে তুমি প্রবেশ করো। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা করিডোর ঝাড়ু দিচ্ছে আর তাকে তুমি জিজ্ঞেস করো খালি রুম আছে কি না। সে বলে হ্যাঁ। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো লিংশান আরো কতোটা দূরে। সে তোমার দিকে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে তাকায়, এটা রাষ্ট্র পচিালিত একটা সরাইখানা, সে কাজ করছে মাসিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বেতনে এবং কথাবার্তায় মার্জিত নয়।

'দুই নম্বর,' দরোজা খোলা একটা রুমের দিকে ঝাঁটার হাতল দিয়ে ইঙ্গিত করে সে বলে। তোমার লাগেজ তুমি ভিতরে নিয়ে আসো এবং লক্ষ্য করো

BanglaBook.org

বিছানা রয়েছে দুটো। একটার ওপর কেউ একজন শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, একটা পা আরেক পায়ের ওপর আড়াআড়ি রেখে, Unofficial Record of the flying Fox বইটির একটা কপি তার হাতে। বইয়ের বাদামি কাগজের প্রচ্ছদে নামটি লেখা, স্পষ্টত বইয়ের দোকান থেকে ধার করে আনা। তুমি তাকে সম্ভাষণ জানাও এবং সে বন্ধুসুলভ মাথা নাড়ার জন্যে বইটা নামিয়ে রাখে।

'হেল্লো।'

'থাকছো এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'একটা সিগারেট ধরাও।' সে তোমাকে একটা সিগারেট ছুড়ে দেয়। 'শুকরিয়া।' তুমি অপর পাশের খালি শয্যাটার ওপর বসো। মনে হয় সে আলাপ করতে চায়। 'তুমি কতোদিন ধরে এখানে আছো?'

'দশ দিন কিংবা ওইরকম।' সে উঠে বসে আর নিজেও একটা সিগারেট ধরায়।

'এখানে মজুত কিনছো?' তুমি জিজ্ঞেস করো, অনুমান করছো। 'আমি এখানে আছি কাঠের জন্যে।'

'এখানে কাঠ পাওয়া কি সহজ?'

'তুমি কি একটা কোটা পেয়েছো?' বদলে সে জিজ্ঞেস করে, আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'কিসের কোটা?'

'একটা রাষ্ট্র-পরিকল্পিত কোটা, অবশ্যই।'

'না।'

'তাহলে আর সহজ নয় কাঠ পাওয়া।' সে আবার শুয়ে পড়ে।

'এই বনাঞ্চলেও কাঠের স্বল্পতা?'

'কাঠ আছে কিন্তু দাম বিভিন্ন রকম।' সে বিরক্ত হবে না, সে বলতে পারে তুমি এ খেলায় নেই।

'তুমি কি দাম কমার অপেক্ষায় আছো?'

'হ্যাঁ,' সে উদাসীন ভাবে জবাব দেয়, বইটা তুলে নিচ্ছে আবার পড়ার জন্যে।

'তোমরা মজুত ক্রেতারা বাস্তবিক দেদার বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখো।' তাকে তোমার তোষামোদ করতে হয় যাতে করে তাকে কিছু প্রশ্ন তুমি করতে পারো।

'তেমন আর কি।' সে ভদ্রতা করে।

BanglaBook.org

'লিংশান জায়গাটা, তুমি জানো কিভাবে ওখানে পৌঁছানো যায়?' সে উত্তর দেয় না, কাজেই তুমি শুধু বলতে পারো যে কিছু দর্শনীয় স্থান দেখতে তুমি এসেছো এবং তেমন কোনো জায়গা দেখার আছে কিনা।

'নদীর পাড়ে একটা প্যাভিলিয়ন আছে। তুমি যদি ওখানে গিয়ে বসো তাহলে নদীর অপর তীরের ভালো দৃশ্য তুমি দেখতে পাবে।'

'বিশ্রাম উপভোগ করো!' কিছু বলার জন্যে তুমি বলো।

তুমি ব্যাগ রেখে যাও, রেজিস্টারে নাম লেখার জন্যে পরিচারিকাকে খুঁজে বের করো এবং বেরিয়ে পড়ো। মহাসড়কের শেষ মাথায় সিঁড়িগুলো, পাথরের লম্বা স্ল্যাব দিয়ে তৈরি, নিচে নেমে গেছে অন্তত দশ মিটার এবং সেখানে বাঁশের খুঁটি উপরে তোলা বেশ কিছু কালো ক্যানোপি রাখা আছে। নদীটা চওড়া নয় কিন্তু নদীর তলদেশ, এটা আদৌ বৃষ্টিপাতের মওসুম নয়। অপর তীরে একটা নৌকা আর লোকজন উঠছে-নামছে। পাথরের সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো লোকজন প্রত্যেকেই নৌকাটার এপারে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

উপরে, বাঁধের ওপর, ওপড়ানো কানাতের অপর কোণযুক্ত একটা প্যাভিলিয়ন। বাইরের দিকে খালি ঝুড়ি রাখা আছে সারিবদ্ধ ভাবে এবং ভিতরের অবশিষ্ট অংশে অপর তীর থেকে আগত চাষীরা যারা এখানে এসেছে বাজারের জন্যে আর তাদের সব সামগ্রি বিক্রি করে দিয়েছে। তারা উচ্চস্বরে কথা বলেছে এবং তা শোনাচ্ছে সং রাজবংশের আমলে রচিত ছোট গল্পে ব্যবহৃত ভাষার মতো। প্যাভিলিয়ন সম্প্রতি রঙ করা হয়েছে এবং কানাতের নীচে ড্রাগন আর ফিনিক্সের নকশা নতুন করে রঙ করা হয়েছে এবং সামনে দুই মূল স্তম্ভে উৎকীর্ণ এই বাণী ঃ

বিশ্রামে বসে থাকার সময় অন্য লোকদের দুঃখ-দুর্দশা আলোচনার বিষয় নয়।

একটা পর্যটনে বেরোলে ড্রাগন নদীর সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে অনুরাগ সৃষ্টি করবে।

পিছনের দুই স্তম্ভ দেখার জন্যে তুমি ঘুরে যাও। এই শব্দগুলো সেখানে লেখা আছেঃ

চলে যাবার সময় পানি নাড়তে ভুল করো না

ফিনিক্সের মধ্যে বিস্ময়ে লিংশানকে দেখার জন্যে ঘুরে, দাঁড়াও

তুমি চক্রান্তে পড়েছো। নৌকাটা সম্ভবত এপারে ভেড়ার পর্যায়ে আছে। কেননা বিশ্রামরত ও শীতল হওয়া লোকজন উঠে পড়েছে। প্যাভিলিয়নে কেবল একজন মাত্র বৃদ্ধ মানুষ তখনো বসে আছে।

BanglaBook.org

'পরম পুজনীয় বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি এই তন্ত্র 'প্রধান স্তম্ভের তন্ত্র সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করছো?' বৃদ্ধ আমার ভুল ঠিক করে ছিলো।

'হ্যাঁ, পরম পুজনীয়, আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি যে প্রধান স্তম্ভের ওপর ওই মন্ত্র কে লিখেছিলো?' তুমি বলো। 'পন্ডিত মি. চেন সিয়ান্‌নিহ্‌!' তার মুখ প্রশস্ত হা হয়ে যায়।

'আমি তার সম্পর্কে জানি না,' তোমার অজ্ঞানতা সম্পর্কে খোলামেলা হওয়াটা অত্যন্ত সুফলদায়ক।

'কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেন এই ভদ্রলোক?'

'তোমার মতো লোকেরা জানে না, অবশ্যই। তিনি বেঁচে ছিলেন এক হাজার বছরেরও আগে।' বৃদ্ধ লোকটা বলে 'দয়া করে আমার কোনো কথা নিয়ে মজা করো না, পরম পুজনীয় বয়ঃজ্যেষ্ঠ,' তুমি বলো, চেষ্টা করছো তোমাকে নিয়ে তার ইয়ার্কি থামাতে। 'তোমার গেলাসের প্রয়োজন নেই, তুমি দেখতে পাওনা?' সে বলে, স্তম্ভের শীর্ষ বিমের দিকে আঙুলের নির্দেশ করে।

তুমি উপরের দিকে তাকাও এবং দেখ যা আর পুনরায় রঙ করা হয়নি। সিঁদুরে রঙে এই কথাগুলো লেখা ঃ

শাওসিং শাসনামলের দশম বছরে
বসন্তের প্রথম মাসে মহান সং রাজবংশের
আমলে প্রতিষ্ঠিত এবং মেরামত করা হয় ছিয়ানলং
শাসনামলের ঊনিশতম বছরের তৃতীয়
মাসের ঊনত্রিশতম দিবসে মহান ছিং
রাজবংশের আমলে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪

নেচার রিজার্ভের হোস্টেল থেকে আমি বেরিয়ে আসি এবং কিয়াং-এর অবসরপ্রাপ্ত গ্রামপ্রধানের বাড়িতে ফিরে যাই। একটা বড় সড় তালা ঝুলছে তার দরোজায়। এই নিয়ে তিনবার আমি তার বাড়িতে এলাম কিন্তু একবারও তাকে পেলাম না। মনে হচ্ছে এই দরোজাটা যা আমাকে নিয়ে যেতে পারে অতীন্দ্রিয় সেই জগতে তা আমার জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

চমৎকার ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে আমি ইস্তত ঘুরতে থাকি। এমন আচ্ছন্ন ধরনের বৃষ্টির ভিতর আমি অনেকদিন পর ঘুরছি। স্লিপিং ড্রাগন ভিলেজ হসপিটাল আমি অতিক্রম করে যাই, সেটা জনমানবশূন্য দেখায়। বনভূমি শান্ত কিন্তু কোথাও একটা প্রবাহ সব সময়ই রয়েছে যা খুব দূরে নয়, যার জন্যে আমি শুনতে পাই প্রবহমান জলের ধ্বনি। আমার এমন স্বাধীনতা পাবার আগে কেটে গেছে বহু যুগ, কোনো কিছু নিয়েই আমার ভাবনা করার নেই এবং আমি আমার ভাবনাকে আপন ইচ্ছায় ছেড়ে দিই। সড়কে কেউ নেই, আর কোনো যানবাহনও দৃশ্যগোচর হয় না। চোখ যত দূর দেখতে পায় সবই শুধু অসামান্য বিলাসবহুল সবুজ। এখন বসন্ত ঋতুর মধ্যভাগ। সড়কের পাশে পরিত্যক্ত বিশাল প্রাঙ্গন সম্ভবত ডাকাত সর্দার সং কুয়োতাই-এর সদর দপ্তর, যার কথা গতরাতে উল্লেখ করেছিলো রিজার্ভের ওয়ার্ডেন। চল্লিশ বছর আগে, ঘোড়ার ক্যারাভানের জন্যে একটা মাত্র পাহাড়ি রাস্তা ছিলো এই জায়গায় চলাচলের একমাত্র পন্থা। উত্তর দিকে এই রাস্তাটি ৫০০০ মিটার উঁচু পালাং পর্বত অতিক্রম করে চলে গেছে ছিংহাই-তিব্বতীয় উঁচু ভূমিতে এবং দক্ষিণে চলে গেছে মিন রিভার উপত্যকার ভিতর দিয়ে সিচুয়ান basin-এ। দক্ষিণের আফিম চোরাচালানিরা আর উত্তরের লবন চোরাচালানিরা সবাই বাধ্যানুগতভাবে এখান দিয়ে যাবার অনুমতিপত্র কেনে টাকার বিনিময়ে। এটাকে বলা হয় যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে আর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা হয়, তাহলে এখানে আগমন ঘটবে কিন্তু প্রত্যাবর্তন ঘটবে না কারো। তাদের সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া হবে যমের সাথে সাক্ষাৎ করতে।

BanglaBook.org

প্রাঙ্গনটা পুরনো, কাঠের। বিশাল দুটো প্রচণ্ড কাঠের ফটক হা করে খোলা এবং ভিতরে, যার তিন দিক থেকে পরিবেষ্টিত দোতলা ভবন, অতিবর্ধিষ্ণু একটা আঙিনা যেটা তিরিশ অথবা চল্লিশটা ঘোড়ার ক্যারাভান রাখার পক্ষে যথেষ্ট বড়। সম্ভবত সেইসব দিনে, ফটকগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া মাত্র, কাঠের রেলিং দেয়া ব্যালকনিগুলো আকস্মিকভাবে সশস্ত্র ডাকাতদের আবির্ভাবে পূর্ণ হয়ে যেতো আর নৈশযাপনের জন্যে আগত ক্যারাভানগুলো ফাঁদের ভিতর আটকে-পড়া কচ্ছপের মতো দেখাত। এমন কি গোলাগুলি শুরু হলেও বুলেট থেকে আত্মরক্ষা করার কোনো জায়গা পাওয়া যেতো না আঙিনার ভিতরে কোথাও।

আঙিনায় দুই প্রস্থ সিঁড়ি রয়েছে। আমি উপরে উঠে আসি। মেঝের পাটাতন শব্দ করে এবং স্পষ্টত আমি আমার উপস্থিতি জানান দিই। যাহোক উপরতলা জনমানবহীন। একটার পর একটা কপাট ঠেলে আমি দরোজা খুলে শূন্য কামরার ধুলো আর আর্দ্রতার গন্ধ নেই। একটা তারের ওপর নোংরা ধূসর একটা তোয়ালে ঝুলছে কেবল আর পড়ে আছে পুরনো এক পাটি জুতো যাতে বোঝা যায় এ জায়গায় মানুষ বসবাস করেছে, তবে সম্ভবত কয়েক বছর আগে। পরবর্তী সময়ে এখানে যখন রিজার্ভের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠা করা হয় সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ সমবায়, স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় কেন্দ্র, শস্য ও তেল ডিপো, পল্লী ক্লিনিক, গ্রাম প্রশাসন কর্তৃক নির্মিত সরু একশ মিটার সড়ক দিয়ে তখন আর এখানে সং-কুয়োতাই-এর একশ' ডাকাত অথবা একদা এই প্রাঙ্গনে জড়ো করা তাদের একশ' রাইফেলের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট ছিলো না। সেইসব দিনে তারা মাদুরের ওপর শুয়ে আফিম খেতো আর আদর করতো তাদের মেয়ে মানুষদের। এই মেয়ে মানুষেরা, দিনের বেলা তাদের জন্যে রান্না করতো আর রাতে তাদের সঙ্গে শুতো। কোনো কোনো সময়, লুণ্ঠিত মালের ভাগাভাগি সমান না হলে কিংবা মেয়ে মানুষ নিয়ে, লড়াই শুরু হয়ে যেতো আর ভয়ংকর দাঙ্গা হতো সম্ভবত এই ভবনেরই বিভিন্ন তলায়।

'কেবলমাত্র দস্যু সর্দার সং কুয়োতাই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো। এই লোকটা ছিলো নির্দয় আর নিষ্ঠুরে, আর খ্যাতিমান ছিলো তার বুদ্ধিমত্তার জন্যে।' রিজার্ভের ওয়ার্ডেন রাজনৈতিক কাজ করে এবং সে প্রভাবদায়ক। এখানে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সে বিরাটকায় পান্ডা রক্ষা থেকে শুরু করে দেশপ্রেম পর্যন্ত বিস্তৃত বিষয়ের ওপর বক্তৃতা শোনায় এবং তার বক্তৃতা ছাত্রীদের চোখে পানি আনতে পারে।

BanglaBook.org

সে বলে যে দস্যুরা অপহরণ করেছে এমন মেয়েদের মধ্যে লাল ফৌজের এক নারী সৈনিকও ছিলো। ১৯৩৬ সালে, লং মার্চ চলাকালে, যখন এক রেজিমেন্ট লাল ফৌজ অতিক্রম করে যাচ্ছিলো মাও'এরকাই তৃণভূমি, তখন একটি ব্যাটেলিয়ন আক্রান্ত হয় দস্যুদের দ্বারা। লঙ্গ্রি ডিটাচমেন্টের দশ বা ওইরকম সংখ্যক মেয়ে অপহৃত ও ধর্ষিত হয়। সবচেয়ে কমবয়সী মেয়েটি ছিলো সতেরো কিংবা আঠারো বছরের এবং একমাত্র সেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলো। কয়েকজন ডাকাতের হাত-বদল হবার পর ঘটনাক্রমে এক কিয়াং বৃদ্ধ তাকে বউ হিসেবে কিনে নেয়। কাছের পার্বত্য এক সমতল ভূমিতে সে বাস করে আর এখনো তার ব্যাটেলিয়নে, রেজিমেন্ট ও কোম্পানির নাম বলতে পারে, পাশাপাশি মনে করতে পারে তার কম্যান্ডিং অফিসারের নামও যে কি না এখন একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। ওয়ার্ডেনের চেহারায় উত্তেজনা এবং বলে যে অবশ্যই এইসব কথা সে শিক্ষার্থীদের বলতে পারে না, তারপর সে আবার দস্যু সর্দার সং কুয়োতাই প্রসঙ্গে ফিরে আসে। এই সং কুয়োতাই জীবন শুরু করেছিলো, সে বলে, একজন আফিম ব্যবসায়ীর কনিষ্ঠ সহকারি হিসেবে। ব্যবসায়ীটিকে যখন বিগ ব্রাদার চেন হত্যা করলো তখন তার নিকট নিজেকে সে সমর্পণ করলো। বিগ ব্রাদার চেন ছিলো ঐ অঞ্চলের দস্যু সর্দার। শীগগিরই তার বিশ্বাসী অনুচর হয়ে উঠলো সে এবং ঠাঁই পেলো ছোট আঙিনায় যেখানে বিগ ব্রাদার বাস করতো প্রাঙ্গনের পিছনে। পরবর্তীকালে ছোট আঙিনাটা মর্টার হামলায় উড়িয়ে দেয় লিবারেশন আর্মি আর এখন সেখানে গাছ-গাছড়া ও ঝোপ গজিয়েছে। কিন্তু ওইসব বছরগুলো এটা বাস্তবিকই ছিলো যুদ্ধকালীন রাজধানীর প্রতিকৃতি একটা ক্ষুদ্র চোংছিং, যেখানে বিগ ব্রাদার চেন ও তার হারেম তাদের উপভোগ করে ছিলো রমন ও সুরায়। তার জন্যে অপেক্ষা করার অনুমতি প্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি ছিলো সং কুয়োতাই। মা'এরকাং থেকে একটা ক্যারাভান আসে ডাকাত ভর্তি যারা এই অঞ্চলটার ওপর নজর রেখে আসছিলো যেখানে তোমাকে শুধু বসে থাকতে হবে তোমার নিকট লুণ্ঠিত হবার জন্যে আসা মালামালের অপেক্ষায়। ভয়ংকর এক লড়াই চললো দুইদিন ধরে, উভয় পক্ষের হতাহত হলো, কিন্তু পরিষ্কার কোনো বিজয় কিংবা পরাজয়ের আগেই, তারা শান্তির আলোচনায় বসলো আর একটা চুক্তিতে রক্তের সিলমোহর দিলো। ফটকগুলো খোলা ছিলো আর অন্য দলটিকে ভিতরে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানানো হলো। উপরতলা-নিচতলা ডাকাতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তারা পান ও ক্রীড়ায় মেতে উঠলো। অন্য পক্ষকে মাতাল করে দেবার পরিকল্পনাটি বাস্তবিকই ছিলো বিগ ব্রাদারের যাতে করে সে দ্রুত তার কাজ সারতে পারে। সে তার রক্ষিতাদের বুক আলগা করে টেবিল

থেকে টেবিলে পাঠালো। উভয় পক্ষেরই কারো সম্ভব প্রতিরোধ করা নিজেকে? প্রত্যেকে বেসামাল মাতাল হয়ে পড়েছিলো। কেবল দুই দস্যু সর্দার তখনও সোজা হয়ে বসেছিলে টেবিলে। পূর্ব আয়োজন অনুযায়ী, বিগ ব্রাদার তার আঙ্গুল নাড়লো আর সং কুয়োতাই এগিয়ে এলো তার পাত্রে আরো কিছুটা মদ ঢেলে দিতে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে, এ কথা বলার চেয়ে দ্রুত, টেবিল থেকে সে তুলো নিলো প্রতিদ্বন্দ্বি দস্যু সর্দারের মেশিন গান এবং গুলি করে মারলো দুই সর্দারকেই। বিগ ব্রাদারকেও সে রেহাই দিলো না। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো; আত্মসমর্পন করতে চায় না এমন কে আছে? দস্যুরা একে অন্যের দিকে তাকালো, কেউ বিড় বিড় করারও সাহস পেলো না। সং কুয়োতাই এরপর বিগ ব্রাদারের ছোট আঙিনায় চলে এলো আর সমস্ত রক্ষিতা তার সম্পত্তিতে পরিণত হলো।

ওয়ার্ডেন এইসব কিছু দারুন নাটকীয়তার সাথে বলে, সে বাড়িয়ে বলে না যখন বলে ছাত্রীদের চোখে পানি এসেছে। সে বলতে থাকে যে ১৯৫০ সালে তারা পাহাড়ে এসেছিলো ডাকাতদের উৎখাত করার জন্যে। ছোট আঙিনাটা ঘিরে ফেলেছিলো দুই কোম্পানি সৈনিক। দিনের আলো ফুটলে তারা চিৎকার করে ডাকাতদের অস্ত্র সমর্পন করতে বললো, এবং সাবধান করে দিলো যে প্রধান ফটকে অনেকগুলো মেশিনগান বসানো হয়েছে কাজেই পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। ওয়ার্ডেন এমনভাবে বলতে লাগলো যেন সে নিজে সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো।

'তারপর কি হলো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'প্রথমে তারা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলো, কাজেই মর্টার বর্ষণ করা হলো ছোট আঙিনায়। জীবিত ডাকাতরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলো আত্মসমর্পণের জন্যে। সং কুয়োতাই তাদের ভিতর ছিলো না। যখন আঙিনায় অনুসন্ধান চালানো হলো তখন ক্রন্দনরত কয়েকজন মেয়ে মানুষ ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না। প্রত্যেকেই বললো যে বাড়িটায় একটা গোপন সুঙ্গ আছে, পাহাড়ের কোথাও যার মুখ, তবে সেটা কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি, আর সং কুয়োতাই-কেও দেখা যায়নি কখনো কোথাও। এরপর পেরিয়ে গেছে চল্লিশ বছর, কেউ কেউ বলে সে এখনো বেঁচে আছে আর অন্যরা বলে সে মারা গেছে, সবই ধারণা, কোনো প্রকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।' গোলাকার বেতের চেয়ারে ওয়ার্ডেন বসে, যে প্রান্তে তার হাত রেখে দিয়েছে সেখানে আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিচ্ছে, তারপর শুরু করে ধারণাগুলো বিশ্লেষণ করতে।

'সং কুয়োতাই-এর কি ঘটেছিলো সে সম্পর্কে তিনটে ধারণা চালু আছে। একটা হলো, সে পলায়নের পর অন্য এলাকায় চলে যায়, নিজের নাম পরিবর্তন করে, আর কোথাও থিতু হয়ে বসে ক্ষেতে চাষীর কাজ করার জন্যে। দ্বিতীয়টি হলো, বন্দুকযুদ্ধে সে নিহত হয়ে থাকবে, কিন্তু ডাকাতরা তা স্বীকার করতে চায়নি। ডাকাতদের নিজেদের এক প্রস্থ আইন রয়েছে– নিজেদের মধ্যে ভয়ংকর এক যুদ্ধে তারা হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু কোনো বাইরের লোকের কাছে কোন কিছু প্রকাশ করবে না তারা। তাদের রয়েছে নিজেদের ethics, তোমার ভালো লাগলে বলতে পারো দস্যু বীরত্বের এক code, আর অন্যদিকে তারা অতিশয় নিষ্ঠুর আর ধড়িবাজ। দস্যুদের রয়েছে দুটো পক্ষ তাদের নিকট। নারীরা সবাই অপহৃত হয়েছিলো কিন্তু একবার তার আস্তানায় এলে তারা দলের একটা অংশে পরিণত হয়। তার দ্বারা সবাই তারা নির্যাতি তথাপি তার জন্যে গোপনীয়তা বজায় রাখে।' সে মাথা নাড়ছে এ জন্যে নয় সে এটাকে দুর্বোধ্য হিসেবে মনে করছে, সে এটা করছে কারণ মানব বিশ্বের জটিলতায় সে আলোড়িত, এটা মনে হয়।

'অবশ্য কারো পক্ষে তৃতীয় সম্ভাবনা বাতিল করে দেয়া সম্ভব নয় যে সে পাহাড়ে পালিয়ে গেছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, এবং অনাহারে মারা যায়।'

'লোকেরা কি পাহাড়ে হারিয়ে যায় আর সেখানে মৃত্যুবরণ করে?'

আমি জিজ্ঞেস করি।

'অবশ্যই, আর শুধু কৃষকরাই নয় যারা ঔষুধি গাছ-গাছড়ার অনুসন্ধানে আসে। এমন কি স্থানীয় শিকারীরাও যারা এই পর্বতে মারা গেছে।'

'ওহ্?' এটা আরো বেশি রহস্যজনক।

'মাত্র গত বছর একজন শিকারি পাহাড়ে গিয়েছিলো আর দশ বা ওইরকম দিনের মধ্যে ফিরে এলো না। কেবল তখনই তারা আত্মীয়রা গ্রাম কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করলো; আর আমাদের নোটিশ দেয়া হলো। আমরা বন পুলিশের সাথে যোগাযোগ করি, তারা আমাদের অনুসন্ধানি কুকুর দেয়। আমরা সেগুলোকে নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। পরে সেই শিকারিকে পাথরের একটা ফাটলের ভিতর পাওয়া যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়েছিলো।'

'পাথরের ফাটলের ভিতর কিভাবে সে আটকে গিয়েছিলো?'

'যে কোনো ভাবেই হোক, সে সম্ভবত আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। সে শিকার করছিলো আর রিজার্ভে শিকার করা নিষেধ। এ ছাড়াও ছোট ভাইকে হত্যা করেছিলো এক লোক এমন ঘটনাও আছে।'

'এটা কিভাবে ঘটেছিলো?'

BanglaBook.org

'সে ভুল করে ছোট ভাই মনে করেছিলো একটা ভালুককে। দুই ভাই পাহাড়ে গিয়েছিলো ফাঁদ পাততে। musk-এ বেশ ভালো রোজগার। ফাঁদ পাতার কলাকৌশল আধুনিক হয়েছে—ইসপাতের কনস্ট্রাকশন কেবল থেকে টেনে বের করা ছোট এক খণ্ড তার থেকেও একটা ফাঁদ তৈরি হতে পারে এবং কোনো ব্যক্তি পাহাড়ে এক দিনে কয়েকশ ফাঁদ পাততে পারে। এই আকৃতির একটা এলাকা তত্ত্ববধান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তারা সব এমন লোভী, হতাশাজনক। দুই ভাই পাহাড়ে গিয়েছিলো ফাঁদ পাততে আর এই কাজে এক পর্যায়ে দু'জন দু'দিকে আলাদা হয়ে যায়। পাহাড়ি লোকজন যা বলে তা বিশ্বাস করা হবে কুসংস্কার : তাদের মতে দুই ভাই ব্ল্যাকম্যাজিকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। পাহাড়ের শীর্ষ দেশে একটা বৃত্তের ভিতর যাবার পর তারা দু'জন একে অন্যের ওপর ধাক্কা খায়। প্রচণ্ড কুয়াশা ছিলো। বড় ভাই তার ছোট ভাইটিকে দেখতে পায়, তাকে একটা ভাল্লুক মনে করে, এবং নিজের রাইফেল দিয়ে তার ওপর গুলি চালায়। বড় ভাই হত্যা করে ছোট ভাইকে। রাতের বেলা সে বাড়িতে ফেরে এবং নিজের ও তার ভাইয়ের রাইফেল রেখে দেয় শুয়োরের খোয়াড়ের বাঁশের গেটের পাশে পাশাপাশি যাতে করে তাদের মা সকালের প্রথম কাজ শুয়োর খাওয়ানোর সময়ই তা দেখতে পায়। বড় ভাই বাড়ির ভিতরে যায়নি, তবে আবার পাহাড়ে ফিরে যায় যেখানে তার ভাই মরে পড়ে আছে আর সেখানে সে নিজের গলা কেটে ফেলে।'

আমি শূন্য উপরতলা ত্যাগ করি এবং কিছুক্ষণের জন্যে আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকি যেটা একটা পুরো ক্যারাভান ঘোড়ার পক্ষে যথেষ্ট বড়, তারপর মহাসড়কের দিকে এগোই। এখনো পর্যন্ত জনমানুষের কিংবা যানবাহনের কোনো চিহ্ন নেই। বৃষ্টির আচ্ছন্নতায় আর ঠিক বিপরীত দিকে কুয়াশায় আবৃত গাঢ় সবুজ পাহাড়ের দিকে আমি তাকাই। এর আগে, মহাসড়ক তৈরি হবার আগে, পাহাড়ের উভয় পাশ গভীর বনে ভরে যেতে পারতো। পাহাড়ের পিছন দিকে প্রাচীন অরণ্যের সান্নিধ্য নিয়ে আমি পরিণত হচ্ছি। আর নিজেকে ওইদিকে আকর্ষিত হতে দেখি কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা।

আলোর শিখা প্রচন্ড হয়ে ওঠে আর পরিণত হয় একটা পাতলা ফিল্মে যা পুরোপুরিভাবে পাহাড়ি চূড়া ঢেকে ফেলে ফুটিয়ে তোলে পাহাড়ের পিছনে বজ্রের আলোক পেঁচিয়ে যাচ্ছে আর অকস্মাৎ, আমি বুঝতে পারি মহাসড়কের নিচে নদীর আওয়াজ অনেক বেশি উঁচু হয়ে উঠেছে, একটা অদ্ভুত গর্জন যেমন এটা অবিরত ছুটে চলে প্রবল বেগে বরফাকৃত পাহাড় থেকে মিন নদীর ভিতরে। এটা ধারণ করে এক সহিংস শক্তি যা সমতল ভূমিতে প্রবহমান নদীর ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় না।

BanglaBook.org

৫

প্যাভিলিয়নের নিকট তুমি তাকে দেখতে পাও। এটা একটা অপ্রত্যাশিত আশা, একটা ভাগ্যক্রম সাক্ষাৎ, একটা চমকপ্রদ সাক্ষাৎ। তুমি নদী-তীরে আবারও আসো সন্ধ্যায়, পাথরের সিঁড়ির ওপর আছড়ে কাচা কাপড় পরিষ্কার করা হচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে প্যাভিলিয়নের কাছে এবং তোমার মতোই সে তাকিয়ে আছে অন্য পাশের পাহাড়ের দিকে। তার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারো না তুমি। সে দাঁড়িয়ে আছে এই ক্ষুদ্র পাহাড়ি গ্রামে। তার দেহ, আর অভিব্যক্তি স্থানীয় মানুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুমি হেঁটে যাও কিন্তু সে তোমার মনের ভিতর রয়েই যায় এবং যখন তুমি প্যাভিলিয়নে ফিরে আসো তখন আর সে সেখানে নেই। ইতোমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে এবং প্যাভিলিয়নে এক জোড়া সিগারেটের আগুন থেকে থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে যখন ধোঁয়া টানা হচ্ছে, লোকজন সেখানে শান্তস্বরে কথা বলছে ও হাসছে। তুমি তাদের মুখ দেখতে পাও না, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর থেকে অনুমান করতো পারো যে সেখানে সম্ভবত দুইজন পুরুষ ও দুইজন নারী আছে। তাদের স্থানীয় বলে মনে হচ্ছে না, স্থানীয়রা সব সময় উচ্চস্বরে কথা বলে সে তারা তোষামোদ করুক আর আগ্রাসিই হোক। তুমি উপরে যাও এবং মনে হয় তারা কথা বলছে এই শিক্ষাসফর থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে কি করার ছিলো তাদের সে সম্পর্কে তাদের পিতা-মাতাকে অবশিষ্ট করা, ওয়ার্ক ইউনিট প্রধানকে মিথ্যা বলা, এবং সর্বপ্রকার গল্প নিয়ে ভাবা।

এ সম্পর্কে কথা বলা এমন মজাদার তারা হাসি থামাতে পারে না। তুমি ইতোমধ্যেই ওই বয়স পার হয়ে গেছ এবং কারো দ্বারা তত্ত্বাবধানেরও প্রয়োজন নেই। এখনো তুমি ততোটুকু আনন্দ পাচ্ছো না যতোটুকু পাচ্ছে তারা। সম্ভবত তারা অপরাহ্নে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু যেমন তুমি স্মরণ করো কাউন্টিং টাউন থেকে মাত্র একটা সকালবেলার বাস এসে থাকে। যাহোক সম্ভবত নিজেদের পথ ও উপায় আছে। তাকে তাদের মধ্যকার একজন বলে মনে হয় না এবং এই ভিড়ের মতো উৎফুল্ল দেখায় না। তুমি প্যাভিলিয়ন ত্যাগ করো আর সোজাসুজি হাঁটতে থাকো নদীর কিনারা ধরে। তোমার রাস্তা খুঁজে বের করা নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই। নদীর পাশে কয়েক ডজন বাড়ি কিন্তু শুধুমাত্র শেষ বাড়িটা, যেটা বিক্রি করে সিগারেট, সুরা ও টয়লেট পেপার, দোকানের দরোজা অর্ধেক

BanglaBook.org

খুলে রেখেছে। cobblestone দিয়ে তৈরি রাস্তা শহরের দিকে ফিরে গেছে আর সেখানে একটা উঁচু দেয়াল। ডান দিকে দুর্বল হলুদ স্ট্রিট লাইটের ভিতর, অন্ধকার দরোজাপথের ভিতর দিয়ে, গ্রাম প্রশাসনের দপ্তর। উঁচু ভবন ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার সমেত বড় আঙিনা অবশ্যই একদা এক সময়ে একটা ধনী ও ক্ষমতাশালী পরিবারের বাসভবন ছিলো। এরপর একটা সবজির বাগান ভাঙা ইট দিয়ে বেড়া দেয়া এবং বিপরীত দিকে একটা হাসপাতাল। দুই লেন এগিয়ে একটা সিনেমা হল, মাত্র কয়েক বছর আগে নির্মিত, এবং এখন দেখাচ্ছে একটা মার্শাল আর্টস চলচ্চিত্র। এই ক্ষুদ্র শহরে তুমি আছো একবারেরও অধিক কাজেই সন্ধ্যার সেশন শুরু হবে কোন সময়ে তা দেখতে যাবার দরকার নেই তোমার। হাসপাতালের পাশের লেন প্রধান সড়ক অতিক্রম করেছে এবং সোজা চলে গেছে বিপরীত দিকের বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর বরাবর। তুমি এই সবকিছু জানো খুব নিখুঁতভাবে, যেন তুমি এ শহরের পুরনো এক বাসিন্দা। তুমি এমন কি গাইড হিসেবেও কাজ করতে পারো যদি কেউ গাইড চায়। এবং তোমার ভয়নাকভাবে দরকার কারো সাথে কথা বলা।

তুমি ভাবোনি যে অন্ধকার নেমে আসার পর এই ছোট স্ট্রিটে এত লোকজন হবে। শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্ট স্টোরের লৌহ দরোজা বন্ধ এবং গ্রিল তোলা আর জানলার সামনে প্যাডলক দেয়া। দোকানগুলোর বেশিরভাগ এখনো খোলা তবে দিনের বেলা বসো স্টলগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে আর সে জায়গায় বসানো হয়েছে ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার কিংবা বাঁশের শয্যার লোকজন স্ট্রিটে বেরিয়ে এসেছে, খাচ্ছে ও কথা বলছে, দোকানগুলোর ভিতর খাবার ও কথা বলার সময় টেলিভিশন দেখছে, এবং উপরতলার জানলার পর্দায় ছায়া ফেলছে। কেউ একজন একটা বাঁশি বাজাচ্ছে এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ ও চিৎকার করছে— প্রত্যেক গৃহস্থালি নিজের নিজের পূর্ণ blast din তৈরি করছে। নগরসমূহে গান জনপ্রিয় কয়েক বছর আগে, গান বাজছে টেপ রেকর্ডারে–হেভি মেটাল ইলেক্ট্রনিক সঙ্গীতের পাশে বাজছে গীতিময় কথার সুললিত গান। নিজেদের দরোজা পথে বসা লোক জন আলাপচারিতা চালাচ্ছে স্ট্রিটের লোকজনের সাথে এবং এটা এই সময়ে যে সিঙ্গলেট ও শর্টস ও প্ল্যাস্টিক স্লিপার পড়া পরা বিবাহিত নারীরা স্নানের নোংরা পানির পাত্র নিচ্ছে সড়কে ঢালবে বলে। বালকদের দঙ্গল সর্বত্র, হাতে হাত ধরা ঘুরে বেড়ানো বালিকাদের উত্যক্ত করছে। অকস্মাৎ, তুমি আবার তাকে দেখতে পাও, একটা ফলের দোকানের সামনে। তুমি আরো দ্রুত হাঁটো, সে pomelo কিনছে, যার মৌসুম সবে শুরু হচ্ছে। তুমি সামনে ঠেলে এগিয়ে যাও আর সেগুলোর দাম জানতে চাও। গোলাকার কাঁচা pomelo স্পর্শ

BanglaBook.org

করে সে এবং চলে যায় হেঁটে। তুমি বলো, সেটা ঠিক, ওগুলো পাকা নয়। তুমি তার পাল্লা ধরো। আমার সাথে যোগ দিতে ইচ্ছুক? তুমি মনে হয় তার সম্মতি শুনতে পাও, সে এমন কি একবার মাথাও নাড়ে যার ফলে ঝাঁকুনি খায় তার চুল। তুমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে, তুমি কল্পনা করতে পারোনি সে অমন তাৎক্ষনিক রাজি হয়ে যাবে। তুমি স্বস্তি অনুভব করো এবং তার সাথে হাঁটতে থাকো।

তুমিও কি এখানে এসেছো লিংশানের কারণে? এর থেকেও সপ্রতিভ কিছু বলতে পারতে তুমি। তার চুল আবার নড়ে, তারপর তুমি আলাপ আরম্ভ করো।

তোমার নিজের ব্যাপারে?

সে উত্তর দেয় না। নাপিতের দোকানের সম্মুখভাবে আলোকিত হয়ে আছে নিওন লাইটে এবং তুমি তার মুখ দেখতে পাও। সেটা তারুণ্যময় আর কিছুটা উদ্বিগ্নতা দারুন আর্কষণীয়। দোকানের ভিতর ড্রায়ারের নিচে মাথা রেখে চুলের সাজসজ্জারত মহিলাদের দিকে তুমি তাকাও এবং বলো যে এতে আধুনিকায়ন খুব দ্রুত ঘটেছে। সে অন্যদিকে তাকায়, হাসে, তার তুমিও তার সাথে হাসো। তার চুল ঢেকে রেখেছে তার কাঁধ এবং তা কালো ও উজ্জ্বল। তুমি বলতে চাও, তোমার চুল খুব সুন্দর, কিন্তু ভাবো এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, তাই এ কথা তুমি বলো না। তুমি তার সাথে হাঁটো, এবং কোনো কিছু বলো না। এমন নয় যে তুমি তার সাথে ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা বলতে চাও না, কিন্তু বলার মতো সঠিক শব্দ তুমি ভেবে বের করতে পারো না। ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি তুমি সামলাতে পারো না এবং চাও যে যতো দ্রুত সম্ভব এই dielmma থেকে বেরিয়ে যেতে।

আমি কি তোমার সাথে হাঁটতে পারি? আবার, এ কথা বলা সত্যিই বোকামিপূর্ণ কাজ।

তুমি বাস্তবিক একজন মজার মানুষ, তুমি মনে হয় তার নিচু কণ্ঠস্বর শুনতে পাও। তাকে উৎফুল্ল দেখায় আর তখনো অনুমোদনপূর্ণ। যাহোক তুমি বলতে পারো নিজেকে প্রফুল্ল দেখানোর চেষ্টা করছে সে, তোমাকে অবশ্যই তার দ্রুত পদক্ষেপের সাথে এক সঙ্গে চলতে হবে। সে একটা শিশু নয় আর তুমিও টিনএজার নও। তুমি তাকে তোষামোদের চেষ্টা করো।

আমি তোমার গাইড হতে পারি, তুমি বলো, মিং রাজবংশের আমলে এটা নির্মান করা হয়েছিলো এবং অন্তত পাঁচ শ'বছর পার করে দিয়েছে, তুমি কথা বলছো চিনা ভেষজবিদের দোকানের পিছনে অবস্থিত প্রাচীর সম্পর্কে, নক্ষত্রখচিত আকাশের অন্ধকারে ওপর দিকে বেঁকে যাওয়া gable -এর একটা উড়ন্ত কানাত। আজ রাতে আকাশে চাঁদ নেই। মিং রাজবংশের শাসনামলে, পাঁচশ'

BanglaBook.org

বছর আগে, না, এমন কি মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও, এই রাস্তায় রাতের বেলা হাঁটতে হলে তোমাকে লণ্ঠন বহন করতে হতো। যদি আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হয় তাহলে তুমি কেবল এই প্রদান রাস্তাটা ছেড়ে লেন গুলোর মধ্যে যাও, দেখবে পিচের মতো অন্ধকার তোমাকে গ্রাস করবে। তোমাকে এমন কি কয়েক দশক আগেও যেতে হবে না, মাত্র কুড়ি বা তিরিশ পা এগিয়ে যাও, তাতেও তুমি প্রবেশ করবে সেই প্রাচীন সময়ে।

কথা বলতে বলতে তুমি চলে আসো First Class Fragrance Teahouse-এর সামনে যেখানে দেয়াল বরাবর দাঁড়িয়ে আছে প্রাপ্তবয়স্ক লোকজন ও শিশুরা। তুমি ভিতরটা দেখার জন্যে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াও। সংকীর্ণ দরোজার পর লম্বা টি হাউজ যেখান থেকে সকল চৌকোনো টেবিল সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বেঞ্চগুলোর সারিতে গলা বাড়িয়ে দেয়া মাথার পিছন দিক এবং ঠিক মাঝখানে একটা চৌকোনো টেবিল হলুদ ঘের দেয়া লাল কাপড়ে ঢাকা: প্রশস্ত হাতাযুক্ত আলখাল্লা পরিহিত একজন গল্পকথক এর পিছনে একটা উঁচু টুলের ওপর উপবিষ্ট।

'সূর্য অস্ত যায়, পুরু মেঘ ঢেকে দেয় চাঁদ, এবং সচরাচরের মতো সর্প রাজ ও তার স্ত্রী নিয়ে আসে তাদের দুরাত্মাদের থলে নীলা বিস্তীর্ণভাবে প্রাসাদে। ধবধবে চামড়ার বালক-বালিকা আর শুকর মাংস, গোমাংস ও মেষ মাংসের বিপুল ভোজের আয়োজন দেখে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সর্প রাজ তার স্ত্রীকে বলে: তোমার জন্যেই এই চমৎকার ভাগ্য। আজকের জন্মদিনের উৎসব চমকপ্রদ। দুরাত্মাদের একজন বলে আজকের জন্মদিনে প্রয়োজন হাওয়া ও তারের যন্ত্রসঙ্গীত এবং grotto-র প্রভু স্বয়ং এসব নিয়ে ব্যস্ত।' ব্যাং! সে কাঠের খঞ্জনি দিয়ে শব্দ করে টেবিলের ওপর, 'বাস্তবিক, বিস্মৃত প্রণালী উৎপাদন করে বুদ্ধি!'

সে একপাশে খঞ্জনি নামিয়ে রাখে আর ঢাকের কাঠি নিয়ে কয়েকটা বাড়ি মারে ঢাকের চামড়রার ওপর। তার অন্য হাতে ধাতব তারে সেলাই করা একটা তাম্বুরিন নিয়ে ধীরে নাড়তে থাকে যাতে তা বেজে ওঠে। তারপর তার প্রাচীন কণ্ঠস্বরে সে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে ”

'সর্প রাজ নির্দেশনা দেয় আর সকল চার কোয়ার্টারে তৎপরতা শুরু হয় যা অবিলম্বে রূপান্তরিত হয় নীল বিস্তীর্ণতার প্রাসাদে রঙ্গিল সজ্জাসহ আর বাতাসের ও তারের বাদ্যযন্ত্রের একটা সুরও থাকে।' হঠাৎ কারে সে কণ্ঠস্বর উচ্চ করে, 'এবং, ব্যাং যখন শুনতে পায়, সে ক্যাঁকোঁ করে উচ্চস্বরে আর প্যাঁচা তার কন্ডাক্টরের ছড়ি নাড়ে।' টেলিভিশনের অভিনেতাদের আবৃত্তির স্টাইল সে অনুকরণ

BanglaBook.org

করে এবং দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে। তুমি তার দিকে তাকাও এবং তোমরা দু'জনেই হাসো। এই হলো সেই আনন্দিত মুখ যা তুমি আশা করছিলে। আমরা কি ভিতরে ঢুকবো আর বসবো? তুমি খুঁজে পেয়েছো বলার মতো কিছু। কাঠের বেঞ্চ ও লোকজনের পা পেরিয়ে তুমি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাও, একটা বেঞ্চ খুঁজে পাও যেটা পূর্ণ নয়। গল্পকথনের দিকেই তাকাও না কেন দর্শকদের টানার যে চেষ্টা চালাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর তার অঞ্জনি আবার শব্দ করছে, অত্যন্ত উচ্চ শব্দে।

'জন্মদিনের অভিনন্দন জ্ঞাপন এখন শুরু হচ্ছে! সমস্ত দূরাত্মা-'বাঁ দিকে ঘুরে হাত জোড় করে সালাম জানাবার সময় সে নম্রস্বরে বিড় বিড় করে, তারপর ডান দিকে ঘোরে হাত নাড়ার জন্যে এবং প্রাচীন ভ্রষ্টার কণ্ঠে গান গায়, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।'

তারা এ গল্প বলে আসছে এক হাজার বছর ধরে, তুমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলো।

এবং এখনো তারা এ গল্প বলা চালিয়ে যাবে। তাকে মনে হয় তোমার প্রতিধ্বনি।

তারা কি পরবর্তী এক হাজার বছরও এ গল্প বলতেই থাকবে? তুমি জানতে চাও।

ম্‌ম্‌ম্‌, সে-উত্তর দেয়, ছোট শিশুর মতো তার ঠোঁট ওল্টায়। তুমি নিজেকে ভীষন সুখী মনে করো।

'চেন ফাটং-এ ফিরে যাওয়া যাক। সে এটা করে তংকং পর্বতে তিন দিনে, স্বাভাবিকভাবে এই সফরে সময় লাগে সাত বার সাত সমান উনপঞ্চাশ দিন, যেখানে সে দেখা পায় তাও পন্থী ওয়াং-এর। ফাটং সালাম জানিয়ে মাথা নত করে বলে: শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভুর একটা অনুরোধ রয়েছে আমার। তাওপন্থী ওয়াং সালামের জবাব দেয় এবং ফাটং জিজ্ঞেস করে; আমি কি জানতে পারি নীল বিস্তীর্ণতার রাজপ্রাসাদ কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? কেন জিজ্ঞেস করছো তুমি? সেখানকার শয়তানরা বাস্তবিক অতিশয় ভয়ংকর। সেখানে যাবার সাহস করবে কে? আমার উপাধি দেন আর আমার নাম ফাটং, যার অর্থ দুর্বোধ বুদ্ধর আইন'। আমি বিশেষভাবে এসেছি দূরাত্মাদের বন্দি করার জন্যে। তাওপন্থী প্রভু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং বলে; তরুণ বালক ও বালিকাদের সেখানে আজই পাঠানো হয়েছে। তারা হয়তো ইতোমধ্যে সর্প রাজের পেটের মধ্যে চলে গেছে। এ কথা শুনে, ফাটং চিৎকার করে, তাদের উদ্ধার করতে আমাকে অবশ্যই সেখানে দ্রুত যেতে হবে!

BanglaBook.org

ব্যাং! তুমি দেখ গল্পকথক তার ডান হাতে ধরা ঢাকের কাঠি তুলছে এবং তার বাম হাতে তাম্বুরিন বাজাচ্ছে। তার চোখ বড় বড় করে খোলা যতক্ষণ না চোখের সাদা অংশ দেখা যায় এবং সে একটা মন্ত্র যখন আবৃত্তি করে তখন তার সাথে তার সর্বাঙ্গ দুলতে আরম্ভ করে......তুমি কোনো কিছুর গন্ধ পাও। তামাক ও ঘামের কড়া গন্ধের মধ্যে একটা মনোরম সুগন্ধ, এটা আসছে তার চুল ও তার থেকে। গল্পকথকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে লোকজন তরমুজের বিচি খাচ্ছে কুড়মুড় করে, সে পরে আছে সন্ন্যাসির আলখাল্লা। সে ডান হাত ধরে আছে একটা জাদুর তরবারি এবং বাম হাতে ড্রাগনের একটা শিং এবং দ্রুততর কথা বলছে, যেন সে মুক্তোর একটা মালা বের করছে।

'তিনবার জাদুর বটিকা রাখা হয়। এক-দুই-তিন, তিন-সেনাদল আল লু পর্বত, মাও পর্বত এবং লংহু পর্বতের সেনাপতিরা *ও-ইয়া-ইয়া আ-হা-হা তা-কু-লং-তং খাং-ঙঁ-ইয়া- ইয়া-ইয়া-উ-হু।* স্বর্গের সম্রাট, পৃথিবীর সম্রাট, আমি ছোট ভাই আমাকে পাঠিয়েছেন সত্য প্রভু সম্রাট দুরাত্মাদের বিতাড়িত করতে। অমূল্য জাদুকরি তরবারি ধারণ করে আর বাতাস ও আগুনের চক্রের ওপর আমি ঘুরতে পারি ডানে আর বাঁয়ে–

সে ঘোরে আর উঠে দাঁড়ায়, তুমি তার পিছনে অনুসরণ করো, লোকজনের পা ডিঙিয়ে যাও। তারা সবাই তোমাকে অগ্নিদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে।

'শীগগির, শীগগরি, তুমি তোমার আদেশ পেয়েছো!'

হাসির এক গর্জন অনুসরণ করে তোমাদের দু'জনকে।

ব্যাপার কি?

কিছুই না!

তুমি থাকতে চাইলে না কেন?

আমি অসুস্থ বোধ করছিলাম।

তুমি অসুস্থ?

না, এখন ভালো বোধ করছি, ভিতরটা একদম

তুমি বাইরে হাঁটো আর রাস্তায় বসে আলাপ করতে থাকা লোকজন তোমাদের দু'জনের দিকে তাকায়।

নিরিবিলি কোনো জায়গা দেখবো আমরা?

হ্যাঁ।

ছোট একটা গলির মধ্যে একটা কোণার দিকে তাকে তুমি নিয়ে যাও। লোকজনের আওয়াজ আর সড়কের আলো তোমাদের পিছনে পড়ে থাকে। গলির

BanglaBook.org

ভিতর কোনো স্ট্রিটলাইট নেই, কেবলমাত্র বাড়িগুলোর জানলা থেকে দুর্বল আলো আসছে। সে হাঁটার গতি ধীর করে এবং তুমি ভাবো মাত্র কি ঘটেছে। তোমার কি মনে হয় না তুমি আর আমি শয়তনের মতো প্রভাবিত হচ্ছি?

সে খিকখি করে।

তারপর সে আর তুমি হাসি থামাতে পারো না। সে এত বেশি হাসে যে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তার পায়ের গোড়ালি cobble stones-এর ওপর আওয়াজ তোলে। তুমি গলি থেকে উত্থিত হও এবং তোমার সামনে ধান ক্ষেত নিষ্প্রভ আলোয় স্নাত। আচ্ছন্ন দূরে কয়েকটি দালান, তুমি জানো এটা শহরে একটা মধ্য বিদ্যালয়। আর একটু দূরে পাহাড় ধূসর নাক্ষত্রিক আলোর রাত্রির আকাশ। একটা বাতাস শুরু হয়, ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ নিয়ে আসে যা ডুবে যায় ধানের বিশুদ্ধ মিষ্টি গন্ধের ভিতর। তুমি তার কাঁধের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসো, এবং সে সরে যায় না। তোমাদের কেউ কোনো কথা বলো না, কিন্তু চলে যাও যেখানে তোমাদের পা নিয়ে যায় তোমাদের মাঠের মাঝখানে ধূসর পথে।

তুমি উপভোগ করছো?

হ্যাঁ।

তোমার মনে হয় না এটা চমৎকার?

আমি জানি না, আমি বলতে পারি না, আমাকে জিজ্ঞেস করো না। তুমি তার বাহুতে ঠেশ দাও এবং সে তোমার দিকে, তুমি তার দিকে তাকাও, তুমি তার অবয়ব দেখতে পাও না তবে অনুভব করো তার ছোট নাক আর আবারও তুমি গন্ধ পাও সেই পরিচিত উষ্ণতার। অকস্মাৎ সে থেমে দাঁড়ায়।

ফেরা যাক, সে বলে।

কোথায় ফেরা?

আমাকে কিছুটা বিশ্রাম নিতে হবে।

আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

আমার সাথে আমি কাউকে চাই না।

তোমার কি এখানে আত্মীয়স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধব আছে? নাকি নিজের ওপরই আছো?

সে উত্তর দেয় না। তুমি জানো না সে কোথেকে এসেছে অথবা কোথায় সে ফিরে যাচ্ছে। এখনো, তুমি তার সাথে যাচ্ছো প্রধান সড়কে এবং সে নিজের মতো একা হেঁটে যাচ্ছে, সড়কের শেষ প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, যেন একটা গল্পে, যেন একটা স্বপ্নে।

BanglaBook.org

৬

হাইবায় অবস্থিত ২৫০০-মিটার বৃহদাকার পাণ্ডা পর্যবেক্ষণ কম্পাউন্ডে, সর্বত্রই পানি ঝরে পড়ে ফোটায় ফোটায় এবং আমার বেডিং স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। এখানে আমি দু রাত অতিবাহিত করেছি। দিনের বেলায় শিবিরের ইস্যু করা প্যাডযুক্ত পোশাক পরি আমি, কিন্তু তারপরও ভেজা ভেজা অনুভব করি। সর্বাধিক আরামদায়ক সময় হচ্ছে আগুনের সামনে খাওয়া ও গরম সুপ পান করা। রান্নাঘরের ছাউনিতে একটা আড়ায় ঝুলানো থাকে ধাতব একটা তারে একটা বড় এলুমিনিয়ামের পাত্র। স্টোভের কাঠ পরিমাপ করে কাটা নয়, পোড়ানো হয় অমনিই। বাতাসে দুই ফুট পর্যন্ত তার শিখা ওঠে আর আলো ছড়ায়। যখন আমরা আগুনের চারপাশ ঘিরে বসি তখন সর্বদা একটা কাঠবেড়াল সেখানে আসে আর ছাউনির কাছে বসে গোল গোল চোখে লক্ষ্য করতে থাকে। কেবলমাত্র রাতেই সবাই একত্রিত হয় এবং হাস্য-কৌতুক চলে। নৈশভোজ শেষ হতে হতে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসে, শিবিরটা ঘিরে আছে পিচের মতো কালো বন, সবাই ছাউনির ভিতর সেঁধিয়ে যায় আর কেরোসিন বাতির আলোয় আপন আপন বিষয়ে মেতে ওঠে।

পাহাড়ের গভীরে তারা রয়েছে সারা বছর এবং বলেছে সমস্ত যা তাদের বলার আছে, এবং কোনো খবর নেই। পাহাড়ে প্রবেশের পর সর্বশেষ গ্রাম ও হাইবা থেকে ২১০০ মিটার দূরে Sleeping Dragon Pass থেকে একজন কিয়াং-কে তারা ভাড়া করে, প্রতি জোড়া দিনের জন্যে তার পিঠে তাজা শাক-সবজি ও শুকর কিংবা ছাগ মাংসের চাপড় ভর্তি ঝুড়ি। রেঞ্জার স্টেশন গ্রাম থেকেও অনেক দূর। দু'দিনের জন্যে তারা পাহাড়ের নিচে ছুটি নিয়ে যেতে পারে প্রতি মাসে বা কয়েক মাসের মধ্যে, রেঞ্জার স্টেশনে চুল ছাঁটতে, স্নান করতে এবং একবেলা ভালো খাবার খেতে। যখন সময় আসে তখন তারা রিজার্ভ কার নিয়ে চেংতুতে যায় মেয়ে বন্ধুদের দেখা করতে কিংবা অন্যান্য নগরিতে অবস্থিত নিজের নিজের বাড়িতে যায়। তাদের জন্যে বেঁচে থাকার এটাই পন্থা। তাদের খবরের কাগজ নেই এবং তারা রেডিওর সম্প্রচার শোনে না। রোনাল্ড রিগ্যান, অর্থনৈতিক সংস্কার, মুদ্রাস্ফীতি, আত্মিক দূষণের মূলোৎপাটন, Hundred Flowers Movie Award, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি–সেই গোলমেলে পৃথিবী

BanglaBook.org

রয়ে গেছে নগরিতে, তাদের জন্যে এসব অনেক দূরের। যাহোক, মাত্র গত বছর এখানে কাজ করতে পাঠানো একজন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক সবসময় হেডফোন লাগিয়ে রেখেছে। কেবল ঘনিষ্ঠভাবে তার কাছাকাছি হবার পর আমি আবিষ্কার করি সে ইংরেজি ভাষা শিখছিলো। এবং আরও এক তরুণ আছে সে কেরোসিন বাতির আলোয় পড়ে। দু'জনেই গবেষণা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার জন্যে অধ্যয়ন করছে যাতে করে এখান থেকে পালাতে পারে তারা। এখানে আরও একজন মানুষ আছে যে অয়্যারলেস সিগন্যাল ধারণ করে, একটা বিমান চলাচল ট্র্যাকিং চার্টে তা চিহ্নিত করে রাখে। এই সিগন্যালগুলো আসে বৃহদাকার পাণ্ডাদের কাছ থেকে যেগুলোকে ধরা হয়েছিলো এবং গলায় অয়্যারলেস নেকব্যান্ড বেঁধে বনের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো পুনরায়।

আমার সাথের বৃদ্ধ উদ্ভিদবিদ এরই মধ্যে দুইদিন পাহাড়ে কাটিয়েছে; কিছু সময়ের জন্যে সে বিছানায় শুয়ে আছে, কিন্তু আমি বলতে পারবো না সে ঘুমাচ্ছে কি না। এই আর্দ্র বেডিং-এ আমি মোটেও উষ্ণতা পাবো না আর সম্পূর্ণ জামাকাপড়ে আবৃত হয়ে শুয়েও আমার মগজ জমে যাবার মতো মনে হয়, তথাপি পাহাড়ের নিচে এখন মে মাস আর মধ্য বসন্ত। আমার হাত এসে পড়ে একটা এঁটেল পোকার ওপর যেটা আমার উরুর ভিতর অংশের ওপর আস্তানা গেঁড়েছে। দিনের বেলা যখন আমি লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম তখন নিশ্চয় এটা আমার ট্রাউজারের পা বেয়ে উঠেছিলো। আমার ছোট আঙ্গুলের নখের সমান এটার আকৃতি আর পাঁচড়রার মতো শক্ত। আমি ওটাকে ধরে ঘষা দেই কিন্তু টেনে তুলতে পারি না। আমি জানি যদি আরো জোরে টানাটানি করি তাহলে এটার দেহ ছিঁড়ে আসবে আর আমার শরীর কামড়ে থাকা মাথাটা থেকেই যাবে আর আমার মাংসের ভিতর বাড়তে থাকবে। আমার পাশের বিছানার শিবির শ্রমিকের কাছ থেকে আমি সাহায্য নিই। সে আমার পোশাক খুলে ফেলে, আমার উরুর ওপর কঠিন একটা চাপড় মারে এবং ঝেড়ে ফেলে রক্ত-চোষা খুদে বেজন্মটাকে। কেরোসিনের বাতির আগুনে পুড়ে সেটা মাংসের গন্ধ ছড়ায়। শ্রমিকটা প্রতিশ্রুতি দেয় সকালে আমার ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবে।

ছাউনির ভিতর ও বাইরে উভয় স্থানেই নীরবতা, কিন্তু বনের সবখানেই ফোটায় ফোটায় জল পতনের শব্দ। অনেক দূরে একটা পাহাড়ি বাতাস বয়ে যায় তবে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছায় না। এরপর আমার ওপরকার কাঠের তক্তা থেকেও চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়তে লাগলো এবং মনে হয় ঠিক আমার লেপের ওপর পানির ফোটা পড়বে। বৃষ্টি ঝরছে কি? অমনোযোগের সাথে, আমি উঠে পড়ি।

BanglaBook.org

বাইরের মতো ভিতরেও স্যাঁতসেঁতে। কাজেই পানি পড়ুক বিন্দু, বিন্দু, বিন্দু পরে, আমি একটা রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পাই। শব্দটা পরিষ্কার কিন্তু পেঁচিয়ে যায় আর কম্পিত হতে থাকে উপত্যকায়।

'ওখানে White Cliff-এর কাছে,' কেউ একজন বলে।

'চুদি অবৈধ শিকারিদের।' আরেকজন শপথ করে বলে।

প্রত্যেকে জাগ্রত, অথবা এমন হয়ে থামতে পারে যে কেউই ঘুমায়নি।

'দেখ কয়টা বাজে এখন।'

'বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।"

তারপর আর কেউ কোনো কথা বলে না। ব্যাপারটা এমন যেন তারা আরেকটি গুলিবর্ষণের অপেক্ষা করছে। ভগ্ন ও ঝুলন্ত নীরবতায়, ছাউনির বাইরে কেবল পানি পড়ছে ফোটায় ফোটায়, এবং উপত্যকায় বন্দি হযে গেছে বাতাসের কম্পিত ধ্বনি। তারপর তোমার মনে হয় বন্য প্রাণীর আওয়াজ শুনতে পেয়েছো। এই পৃথিবী বন্য প্রাণীদের কিন্তু মানুষ তাতে হস্তক্ষেপ করে অযাচিত। নিবিড় অন্ধকার লুকিয়ে রাখে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা। আর এই রাত মনে হয় আরও বেশি বিপদজনক, তোমার আতংক জাগছে যে তোমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে, নিকটবর্তী হচ্ছে শিকারী, ওৎ পাতা হচ্ছে। তোমার মনের শান্তি তুমি আর ধরে রাখতে পারে না.......

'পেইপেই এসেছে!'

'কে?'

'পেইপেই!" বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটি চিৎকার করে ওঠে।

ছাউনির ভিতর পুরোপুরি গোলমাল এবং সবাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে।

বাইরে উচ্চ স্বরে গরগর আওয়াজ হচ্ছে। এ হলো সেই শিশু পাণ্ডা যাকে খাদ্য, অসুস্থতা ও অনাহার থেকে তারা রক্ষা করেছিলো! তারা এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো, তারা নিশ্চত ছিলো সে আসবে। ইতোমধ্যে দশদিন পেরিয়ে গেছে আর তারা দিন গণনা করছিলো। তারা বলেছিলো নতুবা বাঁশের অংকুরোদগম শুরু হলেই সে নিশ্চিত আসবে। এবং এখন সে এসেছে তাদের পোষাপ্রাণী, তাদের ধন, কাঠের দেয়ালে নখ আঁচড়াচ্ছে।

কেউ একজন এক বালতি ভুট্টার মন্ড নিয়ে সজোরে দরোজা খুলে বেরিয়ে যায় এবং বাকিরা দ্রুত পিছু নেয় তার। রাতের অন্ধকার বিশাল গাঢ়ধূসর প্রাণীটা ঘুর ঘুর করছিলেন। ভুট্টার মন্ড দ্রুত একটা পাত্রে ঢেলে দেয়া হলো এবং প্রাণীটা সেটার কাছে এলো, সজোরে নাসিকাধ্বনি করছিলো সে। তার ওপর টর্চের

BanglaBook.org

আলো ফেলা হচ্ছিলো। তাতে সে একটু উদ্বিগ্ন হলো না, সে মগ্ন ছিলো খাদ্য গ্রহণে আর এমন কি একবারের জন্যেও তাকালো না। তারা পাগলের মতো তার ফটো তুলছিলো, ফলে সেখানে স্থির ছিলো ফ্ল্যাশলাইটের আলো। এবং প্রত্যেকেই তার কাছে যাবার চেষ্টা করে, তাকে ডাকতে, উত্যক্ত করতে আর তার লোম স্পর্শ করতে যা শুওরের লোমের মতো শক্ত। সে মুখ তুলে তাকায় আর প্রত্যেকেই ছাউনিতে আশ্রয় নেবার জন্যে ঘুরে দৌড় দেয়। এটা যাই হোক না কেন একটা বন্য প্রাণী এবং একটা স্বাস্থ্যবান পান্ডা অনায়াসে কুস্তি লড়তে পারে চিতাবাঘের সঙ্গে। প্রথম বার যখন এটা এসেছিলো তখন খাবারের সাথে একটা এলুমিনিয়ামের কন্টেইনার চিবিয়ে খেয়েছিলো এবং বর্জ্যের সাথে ফেলতে ফেলতে গিয়েছিলো হজম না হওয়া এলুমিনিয়ামের অংশ যা অনুসরণ করে নিয়েছিলো তারা। একজন সাংবাদিক ছিলো যে জন্তুটাকে অনুসরণ করে খুব কাছাকাছি গিয়েছিলো ফটো তোলার জন্যে। সে আক্রমণের শিকার হয়। তার জননেন্দ্রিয় ভয়ংকরভাবে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং অবিলম্বে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় চেংতুতে, সেখানে সে লড়াই করছে জীবনমৃত্যুর।

পর্যায়ক্রমে খাওয়া শেষ করে জন্তুটা এবং, এক খণ্ড আঁখ থাবায় ধরে চিবোতো থাকে, চলে যায় Cold Arrow Bamboos নামে শিবিরের প্রান্তদেশের জঙ্গলের ভিতর।

'আমি বলেছিলাম পেইপেই আজ আসবে।'

'এটা বেশির ভাগ এই সময়ে আসে, দুইটা বা তিনটার মধ্যে।'

'আমি শুনতে পেয়েছিলাম এটা গর গর করছে আর দেয়ালে আঁচড় কাটছে।'

'খাবার ভিক্ষা করার সময় কেমন ভালো হয়ে থাকে, শয়তান।'

'ও অনাহরে ছিলো। বড় বালতিটার সব খাদ্য সাবার করে দিয়েছে।'

'ও মোটা খুব। আমি ওকে স্পর্শ করেছি।'

তারা খুব উত্তেজিত আর এক সাথে সবাই বিস্তারিত বলতে থাকে—কে প্রথম শুনেছে, কে প্রথম দরোজা খুলেছে, দরোজার ফাঁক দিয়ে সে কিভাবে দেখতে পেয়েছে, জন্তুটা তাকে কিভাবে অনুসরণ করেছে, জন্তুটা কিভাবে বালতির মধ্যে তার মাথা ঢোকায়, পাত্রের পাশে সেটা কিভাবে বসে, আর কেমন করে খাদ্যগ্রহণ উপভোগ করে বাস্তবিকই। কেউ একজন বলে যে ভুট্টার মন্ডে সে চিনি মিশিয়ে দিয়েছিলো আর জন্তুটা মিষ্টি জিনিস খেতে ভালোবাসে! স্বাভাবিকভাবে তারা একে অন্যের সাথে অল্পই কথা বলে, কিন্তু এখন তারা পেইপেই সম্পর্কে কথা বলছে যেন ওই জন্তুটা তাদের সবার ভালোবাসার ধন।

BanglaBook.org

আমি আমার ঘড়ির দিকে তাকাই, এই পুরো ঘটনা ঘটতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি কিন্তু এ নিয়ে তারা অবিরাম কথা বলে চলেছে। তারা সমস্ত বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কেউ কেউ বিছানার ওপর উঠেও বসেছে। ব্যাপারটা ওই রকমই, পাহাড়ে জীবন একঘেঁয়েমিপূর্ণ আর নিঃসঙ্গতায় ভরপুর এবং একজন মানুষের এ ধরনের স্বস্তি প্রয়োজন। পেইপেই থেকে তারা কথা বলতে শুরু করে হানাহান সম্পর্কে। কিছু আগে রাইফেলের গুলিবর্ষণ তাদের সতর্ক করে দিয়ে ছিলো। হানহান এসেছিলো পেইপেই আসার আগে এবং লেং ঝিং ঝিং নামে এক চাষীর দ্বারা নিহত হয়েছিলো। বেশ কয়েক দিন ধরে একই অবস্থান থেকে আসা হানহানের সংকেত পাচ্ছিলো তারা এবং, জন্তুটা আশংকাজনক অসুস্থ ভেবে, তাকে দেখতে তারা বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে, বনের ভিতর একটা টাটকা মাটির ঢিবি খুঁড়ে তারা বের করে আনে হানহানের কংকাল আর নেকব্যান্ড যেটা তখনো সংকেত পাঠাচ্ছিলো। সন্ধানি কুকুরসহ একটা অনুসন্ধানি দল গঠন করে তারা আর গন্ধ শুঁকে এসে হাজির হয় এই লেং ঝিংঝিং-এর বাড়িতে যেখানে তারা আড়ায় ঝোলানো হানহানের চামড়া খুঁজে পায়। নেকব্যান্ড লাগানো আরেকটা পান্ডা ছিলো লিলি, কিন্তু তার সংকেত হারিয়ে গিয়েছিলো বনভূমির বিস্তৃত গভীরতায় এবং কখনোই আর শোনা যায়নি। জানার কোনো উপায় ছিলো না যে সেটা চিতাবাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো না কি চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলো নেক-ব্যান্ডটা অথবা চতুর কোনো শিকারি তাকে হত্যা করে নেকব্যান্ডটা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো রাইফেলের কুঁদোর সাহায্যে।

দিনের আলো ফোটার কাছাকাছি সময়ে আরো দুটো গুলির শব্দ ভেসে আসে কম্পাউন্ডের নিম্নাংশ থেকে। দীর্ঘসময় ধরে সে শব্দের প্রলম্বিত প্রতিধ্বনি কাঁপতে থাকে উপত্যকায়, গুলি ছোঁড়া হয়েছে এমন রাইফেলের নল থেকে বেরোনো ধোঁয়ার মতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭

তুমি দুঃখ করো তাকে আবারও দেখাতে একটা সময় নির্ধারণ না করার জন্যে, তুমি দুঃখ করো তার পিছু না নেবার জন্যে, তুমি দুঃখ করো তোমার সাহসের অভাবের জন্যে, তাকে না রেখে, তার সাথে কথা না বলে, আরো বেশি সপ্রতিভ না হয়ে, এবং কোনো যোগাযোগ হবে না বলে। হিসেব করলে, সুযোগ হারানোর জন্যে তুমি দুঃখ করো। তুমি নিদ্রাহীনতায় ভোগো না কিন্তু সারা রাত তুমি ঘুমিয়েছো অস্বস্তির সাথে। খুব সকালে তুমি উঠেছো, ভাবো যে এ সমস্ত কিছু হাস্যকর এবং সৌভাগ্যবশত তুমি হঠকারি হওনি। ওই ধরনের হঠকারি ব্যবহার আত্ম-মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু তারপর নিজের প্রতি তোমার বিস্বাদ লাগে অতোটা যুক্তিবাদি হবার জন্যে। তুমি এমন কি জানোও না কিভাবে একটা প্রেম শুরু করতে হয়, তুমি এতটা দুর্বল তোমার পুরুষ ভাবটাও হারিয়ে ফেলেছো, সূচনার সুযোগ নেবার সামর্থ্যও তুমি হারিয়েছো। পরবর্তীতে, যা হোক, তুমি নদীতীরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছো তোমার ভাগ্যকে ফেরানোর চেষ্টায়।

কাজেই তুমি প্যাভিলিয়নে বসেছো ঠিক যেভাবে কাঠের কারবারি পরামর্শ দিয়েছিলো, প্যাভিলিয়নে বসে আছো আর দেখছো নদীর ওপর তীরের দৃশ্যাবলী। একেবারে সকাল থেকেই পাড়া-পারের ঘাটে ব্যস্ততা। লোকজন এক দিকে জড়ো হওয়ায় ফেরির পানির স্তরের দিকটা উপরে উঠে যায়। ঘাটে ভেড়ার পর, দড়ি-দড়া বাঁধায় আগেই, তীরে নামার জন্যে লোকজন যুদ্ধ শুরু করে দেয়। খুঁটি বয়ে নেওয়া বড় ঝুড়িসহ লোকজন আর বাইসাইকেল ঠেলে নেয়া লোকজন একে অন্যের সাথে গুতোগুতি করে, শহরের দিকে ছুটতে ছুটতে প্রত্যেকেই চিৎকার ও হলফ করতে থাকে। ফেরিটা নদীর এপার-ওপার চলাচল করে। অন্য তীরের লোকদেরও পার করে দেয়। এ পাড়ের পারাপার বেশ শান্ত। তুমি একটা প্যাভিলিয়নে বসে থাকো, বোকার মতো, কারো সাক্ষাতের ভান করো, একজন নারীর যে এসেছিলো ও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো, ঠিক যেন তুমি দিবা স্বপ্ন দেখছো। এটা কি হতে পারে যে তুমি বিরক্ত, যে তোমার উত্তেজনা ও কামনা বিহীন একঘেঁয়ে জীবন নিয়ে তুমি হতাশ এবং যে তুমি আবার বাঁচতে চাও, জীবনের অভিজ্ঞতা নিতে চাও আবার?

BanglaBook.org

নদী তীর হঠাৎ করে আবার কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে, এবার সেখানে এসেছে মহিলারা। পানির কাছে পাথরের ধাপগুলোয় তারা ভিড় করে–কেউ কেউ কাপড়চোপড় পরিস্কার করে এবং অন্যরা চাল ও শাকসবজি ধোয়। একটা কালো ক্যানোপি নৌকা আসতে দেখা যায় আর লগি হাতে গলুইয়ে দাঁড়ানো মানুষটা ওই মহিলাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে। মহিলারাও চিৎকার করে তার জবাব দেয়, তবে তুমি বলতে পারবে না তারা ঝগড়া করছে না কি তামাশা করছে। ঠিক তখনই আবার তাকে তুমি দেখতে পাও। তুমি বলো তুমি ভেবেছিলে সে আসবে, যে প্যাভিলিয়নে সে ফিরে আসবে যাতে করে এটার বিষয়ে তাকে তুমি বলতে পারবে। তুমি বলো একজন বৃদ্ধ মানুষ প্যাভিলিয়নে বসে এ সম্পর্কে তোমাকে বলেছিলো। বৃদ্ধটি ছিলো জ্বালানি কাঠের মতো বিশুষ্ক এবং তার ভূর্জপত্র সদৃশ ঠোঁট থেকে শব্দ বেরিয়ে আসছিলো ফোঁস ফোঁস করে বৃদ্ধটিকে দেখাচ্ছিলো একটা শয়তানের মতো। সে বলে শয়তানদের সে ভয় পায় কাজেই তুমি বলো যে বৃদ্ধটির ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর হাই ভোল্টেজ তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বাতাসের মতো। তুমি বলেন *Historica Records* নামের শহরের পুরানো কালের নথি আছে এবং প্রথম যুগে এই ক্রসিং পরিচিত ছিলো ইউ ক্রসিং নামে। কিংবদন্তি আছে যে মহান ইউ যখন বন্যা দমন করেছিলেন তখন এই জায়গা ক্রস করেছিলেন তিনি। নদী তীরে একটা গোলাকার খোদিত পাথর ছিলো যেটার ওপর সতোরোটি প্রাচীন প্রতীক চিহ্ন রয়েছে। যা হোক, কেউই তার পাঠোদ্ধার করতে পারেনি, ব্রিজ নির্মাণের সময় পাথর প্রয়োজন হলে ওটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়েয় দেয়া হয়। তারপর তারা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় আর ব্রিজটাও কখনো তৈরি হয়নি। তুমি তাকে দেখাও বিখ্যাত সংরাজবংশের শাসনামলের পণ্ডিতের লেখা দ্বিচরণবিশিষ্ট কবিতা। যে লিংশান তুমি খুঁজছো সে জায়গা পরিচিত ছিলো প্রাচীন কালের মানুষদের কাছে; এখানে বসবাসকারি গ্রামের প্রজন্মসমূহ স্থানটির ইতিহাস জানে না, জানে না নিজেদের সম্পর্কেই। যদি এই এপার্টমেন্ট ও আঙিনার অধিবাসীদের অনেক প্রজন্মের জীবন পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করা হয়, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে বা কোনো রংচং না চড়িয়ে, তবে তা অবশ্যই উপন্যাস লেখকদের চমৎকৃত করবে। তুমি জিজ্ঞেস করো সে তোমাকে বিশ্বাস করে কি না। উদাহরণ হিসেবে নাও ওই বৃদ্ধাটিকে যে বসে থাকে দরোজার চৌকাঠে আর ফাঁকা চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সব দাঁত পড়ে গেছে আর মুখটা কুঁচকানো। একটা মমির মতো সে, তার গর্তে বসা অলস নিষ্প্রভ চোখ দুটো ব্যতীত আর কোন নড়াচড়া নেই। কিন্তু সেইসব দিনে সে ছিলো বিজলিদীপ্ত ও সুন্দর। দু-দশ *লি* এলাকার মধ্যে সে

BanglaBook.org

ছিলো সর্বাধিক সুন্দরী মহিলাদের মধ্যে এক নম্বর কিংবা দু'নম্বর এবং যারা একবার দেখতো তাকে তারা আবার না তাকিয়ে পারতো না। কিন্তু আজ কে কল্পনা করতে পারে ওইসব দিনে কেমন ছিলো সে দেখতে, এটা উল্লেখ না করে যে ডাকাতের বউ হবার পর কেমন যৌন আবেদনময়ী দেখাতো তাকে? এই শহরে দস্যু সর্দারকে ডাকা হতো Second Master বলে। দরোজার চৌকাঠের ওপাশে আঙিনাটা বিপুল নয়, কিন্তু অনেকগুলো আঙিনা আছে। সেইসব দিনে, কালো ক্যানোপি নৌকা থেকে বড় বড় বেতের ঝুড়ি ভর্তি স্বর্নমুদ্রা নিয়ে আসা হতো এই আঙিনায়। এই বৃদ্ধা এখন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কালো ক্যানোপি নৌকার দিকে: বহু বছর আগে বৃদ্ধাটি অপহৃত হয়েছিলো আর এই নৌকাগুলোর একটাতেই তাকে তুলে নেয়া হয়েছিলো। ওই সময়ে সে ছিলো সেই সব মেয়ের মতো পাথরের ধাপে কাপড় কাচছে যারা, কেবল প্লাস্টিকের স্যান্ডেলের পরিবর্তে তার ছিলো কাঠের খড়ম আর সে একটা ঝুড়ি নিয়ে এসেছিলো নদীতে শাকসবজি ধোবার জন্যে। পাশেই একটা নৌকা ভিড়েছিলো আর কি হচ্ছে তা সে বুঝে ওঠার আগেই দুইজন লোক তার বাহু দুটো মুঠো করে ধরে আর তাকে হিঁচড়ে তোলে নৌকায়। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করার ও অবকাশ পায়নি সে কারন তার মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেয়া হয়েছিলো। নৌকাটা পাঁচ *লি* পর্যন্ত যাবার আগেই পালাক্রমে কয়েকজন ডাকাতের দ্বারা সে ধর্ষিত হয়। এই কালো ক্যানোপি নৌকাগুলো যা হাজার বছর ধরে নদীতে চলাচল করছে, একদা ভাসতো বুনন করা বাঁশের নৌকা, এগুলোয় প্রকাশ্য দিবালোকেও ওই ধরনের অপরাধ করা সম্ভব ছিলো। সেই রাতে সে খোলা পাটাতনে নগ্ন হয়ে শুয়েছিলো, পরবর্তী রাতে সে নৌকার গলুইয়ে বসে রান্নার জন্যে স্টোভে আগুন জ্বালিয়েছিলো........এখন তুমি কি বলবে? তুমি কি তার এবং Second Master সম্পর্কে কথা বলবে, কেমন করে সে ডাকাতের বউ হলো? কিংবা তুমি কি বলবে কেন সে সব সময় দরোজার চৌকাঠে বসে থাকে? সেই আগের দিনগুলোয় তার চোখ দুটো এখনকার মতো অলস ছিলো না আর সর্বদা সে বুনন করা বাঁশের একটা কন্টেইনার বহন করতো তার বুকে আর তার হাত দুটো চিরকাল ব্যস্ত থাকতো এমব্রয়ডারি করার কাজে। তার শাদা আঙুল এব্ব্রয়ডার করতো জলে ভাসা ম্যান্ডারিন ডাক অথবা পেখম মেলা ময়ুর। সে তার কালো বেনী কয়েল করে তার মাথার ওপর আর সেগুলো ধরে রাখে একটা jude ও রূপার চুলের কাঁটায়, তার ভুরু আঁকে এবং মুখের চারপাশে চুলের রেখা ট্রিম করে, কিন্তু কারো সাহস হয় না তাকে আকর্ষণীয়া বলবার। তারা চারপাশের লোকজন, অবশ্যই, জানতো যে কন্টেইনারে ওপারে রয়েছে রঙিন

BanglaBook.org

সিল্কের সুতো আর ঠিক তার নিচেই আছে গুলি ভর্তি একজোড়া চকচকে কালো রিভলভার। যখন নৌকা নোঙ্গর ফেলতো তখন সৈন্যরা যদি নৌকায় উঠে আসতো তাহলে এমব্রয়ডারে ব্যস্ত এই চমৎকার হাতে দুটো এক সাথে তাদের গুলি করে ফেলে দিতো। এসব যখন ঘটতো তখন Second Master নিশ্চিত গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকতো তার বাড়িতে। Second Master মহিলাটির কাছে একটা ফ্যান্সি নিয়ে যেতো তার নিজের জন্যে তাকে সঙ্গে রাখে; কাজেই সে যাকে বিয়ে করেছে তার প্রতি নারীসুলভ আনুগত্য অনুসরণ করছিলো। শহরের কেউ কি এখনো তাদের রিপোর্ট দেইনি? বেশ, এমন কি burrow-এর কাছে জন্মানো ঘাসও খায় না খরগোশ। তারপর অলৌকিকভাবে, সে তার নিজের একটা জীবন অধিকার করলো। বিষয়টা হলো একদা বিখ্যাত দস্যু সর্দার Second Master যার লড়াই করার ক্ষমতা ছিলো চ্যালেঞ্জ-বিহীন, শেষের দিকে এসে সে নিহত হলো এই নারীর দ্বারা। কিভাবে? Second Master নিষ্ঠুর ছিলো কিন্তু এই মহিলা ছিলো আরো খারাপ–নিষ্ঠুর হবার বিষয়টি এলে মহিলাদের কোনো তুলনাই হতে পারে না পুরুষের সাথে। যদি আমাকে তুমি বিশ্বাস না করো তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারো টাউন মিড্‌ল স্কুলের শিক্ষক মি উকে। জীবনাচার, ইতহিাস ও উইঝেনের কাহিনী সংকলন করার জন্যে কাউন্টির নতুন পর্যটন অফিস তাকে মনোনীত করেছে। পর্যটন অফিসের পরিচালক হচ্ছে উ-এর ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রীর চাচা, নইলে এই কাজ তার জুটতো না। জনবসতিতে মানুষেরা জন্ম নেয় ও বড় হয়, তাদের সবারই থাকে বলার মতো গল্প, আর সেই কেবল শহরের একমাত্র ব্যক্তি নয় যে লিখতে পারে। কে ইতিহাসের বিবরণের মধ্যে যেতে চায় না এবং উপরন্তু অগ্রীম টাকা তুলতে ইচ্ছুক নয় লেখকের ফি হিসেবে? উ হচ্ছে কয়েক প্রজন্ম ধরে প্রভাবশালী স্থানীয় একটি পরিবারের সদস্য। হলুদ সিল্কের ওপর লেখা গোত্রের কুলুজি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়, ছিলো বারো ফুট লম্বা। তার পূর্বপুরুষরা হান রাজবংশের সম্রাট উ-এর শাসনামলে Leader of Court Gentlement হিসেবে উচ্চ অবস্থান ও ক্ষমতা উপভোগ করতো এবং ছিং রাজবংশের কুয়াংসু সম্রাটের শাসনামলের হ্যানলিন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাদের খ্যাতি ছিলো অবিসম্বাদী। যাই হোক তার বাবার প্রজন্মে এসে তারা ভূমি-সংস্কার ও জমির পুনর্বন্টনের মধ্যে ধাবিত হয় এবং, তাদের ভূ-স্বামীর শ্রেণীকরণে পীড়িত, কয়েক দশক দুর্ভাগ্যের শিকার। এখন যাহোক, তার বড় ভাই, সাগর পারের একজন অধ্যাপক যার সাথে যোগাযোগ সে হারিয়ে ফেলেছে, স্থানীয় কাউন্টি প্রধানের সাথে একটা কারে চড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে তার হোমটাউনে

BanglaBoi.org

বেড়াতে। আর একটা রঙিন টেলিভিশন নিয়ে এসেছে সে তার জন্যে। ফলাফল হিসেবে শহরের ক্যাডাররা তাকে সম্মান দেখাতে শুরু করে। এ নিয়ে কোনো কথা নয়। ঠিক আছে, আমি Long Hair-দের বিদ্রোহ সম্পর্কে বলবো তাদের বলা হয় তাইপিং। রাতের বেলা তারা আসে আর মশাল জ্বালিয়ে দেয় প্রধান সড়কের অর্ধেকটা। বর্তমান বাস স্টেশন প্রধান সড়কের শেষে অবস্থিত, Dragon King Temple-এর প্রাচীন অবস্থানে। Dragon King Temple এর সামনে পাথর কুঁটির গাদা, চান্দ্র নববর্ষের পঞ্চদশতম দিনে লণ্ঠন উৎসবের সন্ধ্যা, লণ্ঠনসমূহের সবচেয়ে ভালো দৃশ্য দেখা যায় Dragon King Temple-এর অপেরা মঞ্চ থেকে। নদী বরাবর সমবিষ্ট হয় চারটি গ্রাম থেকে আসা লণ্ঠন ড্রাগনরা-এ মানুষের দল যারা পরে থাকে লাল, হলুদ, নীল সাদা কিংবা কালো পোষাক, যে ধরনের ড্রাগনের ভূমিকায় নেমেছে তার ওপর নির্ভর করে পোশাকের রং। ঢাক আর ধাতুনির্মিত ঘন্টার আওয়াজে ভিড়ের প্রধানরা তালে তালে সাড়া দিতে শুরু করে। নদীর পাশের দোকানগুলো তাদের কাছ থেকে পেয়েছে নগদ অর্থের লাল প্যাকেট এই বছরে প্রত্যেকেই চায় ভালো ব্যবসা। Dragon King Temple এর বিপরীতে চালের দোকানের বৃদ্ধ ছিয়ানের লাল প্যাকেটগুলো হলো সর্বাধিক লাভজনক এবং দুটো সুতোয় পাঁচশ, ক্যাকার্স ঝুলানো আছে তার দোতলার জানলায়। একটার পর একটা ড্রাগন ঘুরতে থাকে বন বন করে আর ডিগবাজি খায়; ড্রাগনের মাথা ঠিক রাখা অথবা এমব্রয়ডার করা বল ধরে রাখাটা হয় সবচেয়ে কঠিন। আর যখন আমি তোমাকে এসব বলছি, দুটো ড্রাগন আসে গ্রাম গুলাইকুন থেকে একটা লাল আর উ কুইজি-এর নেতৃত্বাধীন কালোটা আসে শহর থেকে। এই গল্প বলো না, বলোনা। কিন্তু তুমি বলো, এবং কালো ড্রাগন ও উ কুইজি সম্পর্কে কথা বলা চালিয়ে যাও, সে তো মহান নৈপূণ্য প্রদর্শনকারী শহরের প্রতিটি মানুষ জানে! তরুনীরা সবাই তার প্রতি আচ্ছন্ন আর যদি তাকে দেখতে পায় তাহলে তারা চিৎকার করে কুইজি, একটু চা খেয়ে যাও, অথবা তারা এক বাটি মদিরা এনে দেবে তকে। অযর্থাথ আচরণ কি? তুমি তোমার গল্প বলে যাও। উ কুইজি, নেতৃত্ব দিচ্ছে, কালো ড্রাগনের সাথে আবির্ভূত। ঘামে সিক্ত হয়ে গেছে সে এবং Dragon King Temple-এর সামনে তার ভেস্টের বোতাম খোলে আর ভিড়ের ভিতর পরিচিত একজনের কাছে সেটা দেয়। তার বুকের ওপর একটা কালো ড্রাগনের টাট্টু এবং রাস্তার তরুণরা সন্তোষে চিৎকার করে ওঠে। এই পর্যায়ে, গুলাইকুন থেকে আগত লাল ড্রাগন রাস্তার অন্য প্রান্ত থেকে দৃশ্যে আবির্ভূত হয়। একই রকম শরীরের কুড়ি অথবা তার অনুরূপ সংখ্যক তরুণ ও বৃদ্ধ ছিয়ানের চালের দোকানে জড়ো হয়েছে

BanglaBook.org

প্রথম পুরস্কারের জন্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। দুই দলই এক সাথে কলাকৌশল দেখানো শুরু করে। উ কুইজি কৌশল প্রদর্শন করছে একটা আগুনের বল নিয়ে, Cobblestones-এর ওপর খালি গায়ে ডিগবাজি খাচ্ছে এবং কালো ড্রাগনকে পরিণত করছে একটা অগ্নিময় বৃত্তে। লাল ড্রাগনও ভালো কলাকৌশল প্রদর্শন করে। দুই দল প্রতিযোগী ঘামে দরদর করে ভিজতে থাকে, পানি থেকে উঠে আসা ঈলের মতো, কাউন্টারের পাশে খুঁটিতে ঝোলানো লাল প্যাকেট মুঠিতে নেবার জন্যে মরীয়া। এক লহমায়, সেটা ধরে ফেলে গুলাইকুন-এর এক তরুণ। এই যন্ত্রণা কিভাবে সইবে উ কুইজি আর তার দল? দুই দলের মধ্যে শপথ উচ্চারিত হয় সজোরে। তারপর কালো ও লাল ড্রাগনরা জড়িয়ে পড়ে এক যুদ্ধে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতে পারে না কোন পক্ষ এটা শুরু করেছিলো কিন্তু উভয় পক্ষেরই যুদ্ধের চুলকানি ছিলো, আর এভাবেই লড়াই প্রায়শ শুরু হয়। গতানুগতিকভাবে শিশু ও নারীরা আরম্ভ করে চিৎকার এবং মজা দেখার জন্যে যেসব নারী দরোজা পথে টুলের ওপর দাঁড়িয়েছিলো তারা বাচ্চাদের মুঠোয় ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। তাদের ফেলে যাওয়া টুলগুলো উভয় পক্ষের জন্যে ভয়াবহ অস্ত্রে পরিণত হয়। শহরে একজন পুলিশ সদস্য আছে কিন্তু এই রকম উৎসবের দিনে লোকজন তাকে ড্রিংক কিনে দেবে অথবা অন্য কিছু........যুদ্ধে কালো ড্রাগন দলের একজন নিহত হয় আর লালর্ড্রানন দলের নিহতের সংখ্যা দুই। এর মধ্যে গণনায় ধরা হয়নি ছোট ইয়াংজির বড় ভাইকে যে এসব দৃশ্য দেখছিলো। তার পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙ্গে যায় যখন, কোনো কারণ ছাড়াই, কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় এবং তার ওপর লাফিয়ে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে, ডগস্কিন প্লাস্টার করে তার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়, এটা বাইরে লাল লণ্ঠন জ্বালানো গণিকালয় Joy of Spring Hall-এর পাশের দরোজার Pockmark Tang-এর একটা পারিবারিক প্রেসক্রিপশন। তুমি এটা সব বলেছো এবং এটা একটা গল্প যা তুমি বলতে থাকবে, শুধু ব্যতিক্রম যে সে শুনতে চায় না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৮

শিবিরের নিম্নাংশে ম্যাপ্ল ও লিন্ডেন গাছের বনে, আমার সঙ্গে পর্বতে আসা বৃদ্ধ উদ্ভিদবিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে একটা দানবাকার metasequoia. এটা চল্লিশ মিটারেরও বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট একটা জীবন্ত ফার্ন-এর জীবাশ্ম। দশ লাখ বছর আগের বরফ যুগের একটা solitary remnant, কিন্তু যদি আমি শাখাগুলোর দিকে তাকাই তাহলে ক্ষুদ্রাকার নতুন পাতা দেখতে পাবো। গুঁড়িতে বিপুল আকৃতির একটা গর্ত আছে যা কোনো পান্ডার গুহা হতে পারে। বৃদ্ধ আমাকে বলে এতে চড়ে ভিতরটা একবার দেখতে, বলে যে যদি এটা কোন পাণ্ডার বাসস্থান হয়ে থাকে তাহলে জন্তুটাকে এর ভিতরে পাওয়া যাবে শীতকালে। সে যেভাবে বলে সেভাবে আমি করি। সারা দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে ছত্রাকে। এই বিপুল বৃক্ষের ভিতরেও বাইরে জন্মেছে একটা সবুজ fuzz আর ড্রাগনের মতো শেকড়-বাকড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকা ঝোপঝাড়ের মধ্যে বুকে হাঁটছে সাপেরা।

'এখন তোমার জন্যে একটা আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশ পাওয়া গেছে, ইয়ং ম্যান,' metasequoia-র গুঁড়ির ওপর মাউন্টেনিয়ারিং পিক দিয়ে আঘাত করতে করতে সে বলে। শিবিরের সবাইকে সে ইয়ংম্যান বলে ডাকে। তার বয়স কমপক্ষে ষাট বছর, দারুণ স্বাস্থ্য, আর পাহাড়ের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তার মাউন্টেনিয়ারিং পিক একটা ওয়াকিং স্টিক হিসেবে ব্যবহার করে।

'কাঠ হিসেবে বিক্রি হতে পারে এমন সমস্ত বৃক্ষই তারা কেটে ফেলেছে। এটা যদি একটা বৃক্ষ গুহা না হতো তাহলে এটাও চলে যেতো। কঠিনভাবে বললে বলতে হয়, এখানে প্রাথমিক কোনো বন নেই। এই সমস্ত বন দ্বিতীয় দফায় জন্মানো।' সে বলে।

সে এখানে সংগ্রহ করছে বৃহদাকার পান্ডার খাদ্য Cold Arrow Bamboo-এর নমুনা। আমি তার এক মানুষ সমান উঁচু কিছু মরা Cold Arrow Bamboo দেখতে যাই। একটাও জীবন্ত বাঁশ খুঁজে পাইনি সেখানে। সে বলে Cold Arrow Bamboo-এর ফুল ফুটতে, বীজ হতে ও মরতে পুরো ষাটটি বছর সময় লাগে। ট্রান্সমাইগ্রেশনের ওপর বৌদ্ধ শিক্ষা অনুযায়ী এটা হবে সঠিকভাবে একটা *কল্প*।

BanglaBook.org

'মানুষ পৃথিবীকে অনুসরণ করে, পৃথিবী অনুসরণ করে আকাশকে, আকাশ অনুসরণ করে way, way অনুসরণ করে প্রকৃতিকে, সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে। সেই ধরনের ক্রিয়া করো না যা প্রকৃতির মূল চরিত্রের বিরুদ্ধে যায়, সেই ক্রিয়া করো না যা করা উচিত নয়।'

'সেক্ষেত্রে বৃহদাকার পান্ডা সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক মূল্য কি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'এটা প্রতীতি, এটা এক ধরনের পুন র্নিশ্চয়তা–নিজেদের deceive করা প্রয়োজন মানুষের। আমরা একটা প্রজাতি সংরক্ষণের চিন্তায় আচ্ছন্ন যে প্রজাতির বেঁচে থাকার সামর্থ্য আর নেই এবং অন্যদিকে মানব প্রজাতি সংরক্ষণের জন্যে ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশ আমরা ধ্বংস করে চলেছি। তুমি যে পথে এখানে এসেছো সেই মিন নদীটার দিকে তাকাও দু'পাশের বনভূমিই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। মিন নদী পরিণত হয়েছে কালো কর্দমাক্ত নদীতে কিন্তু ইয়াংসি নদীর অববাহিকা তো আরো শোচনীয়। যদিও ব্লক দিয়ে একটা বাঁধ নির্মাণ করতে যাচ্ছে তারা Three Gorges-এ! বলা নিষ্প্রয়োজন যে, নদী ব্লক দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা হলে ইয়াংসি নদীর সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হবে। অবশ্যই আমার মতো বুড়োর কথা কে আর শোনে, কিন্তু মানুষ যখন এভাবে প্রকৃতিকে আঘাত করে তখন প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নেয়!'

আমি তার সাথে বনের ভিতরে যাই, কোমর সমান উঁচু cyrtomimum-এ তা পরিবেষ্টিত-সেগুলোর পাতা গোলাকার দেখতে লাগে বিশাল আকারের ফানেলের মতো। এমন কি আরো গভীরে আছে ভক্ষণযোগ্য টিউলিপ, যার সাতটি পাতা গজায় একটা বৃত্ত রচনা করে। সর্বত্রই স্যাঁতসেঁতে একটা অবস্থা।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারি না, নিচে জন্মানো ছোট ছোট গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে কি সাপ আছে?

'এখন তো ঋতু নয়, কেবল গ্রীষ্মের প্রথম দিকে যখন গরম পড়ে তখনই সাপেরা মারাত্মক হয়ে ওঠে।'

'বন্য প্রাণী সম্পর্কে কি?'

'পশু নয়, মানুষই ভীতিকর!' সে আমাকে বলে যে তরুণ থাকা কালে একই দিনে তিনটে বাঘ মেরেছিলো সে। মা বাঘ আর একটা বাচ্চা ঠিক তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো আর তখন পুরুষ বাঘটা এলো তার সাথে দ্বন্দ্ব করতে। তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সে যখন অন্য দিকে তাকিয়েছে তখন বাঘটা চলে গেছে। বাঘ সাধারণভাবে মানুষজনকে আক্রমণ করে না কিন্তু মানষেরাই সবখানে বাঘ বধ করছে। দক্ষিণ চিনে বাঘ ইতোমধ্যেই নিশ্চিহ্ন

BanglaBook.org

হয়েছে। তুমি যদি কোনো বাঘের দেখা পাও আজকাল তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে পারো,’ সে বলে।

‘তাহলে সবখানে যে বিক্রি হয় ব্যাঘ্র-অস্থি সুরা তার কি?’ আমি জিজ্ঞেস করি।

‘এটা fake! এমন কি জাদুঘরেও বাঘের হাড় মেলা ভার। বিগত দশ বছরের মতো হলো সারা দেশে একটু বাঘের চামড়া কেনা হয়নি। ফুচিয়ান প্রদেশের কোনো গ্রামের এক ব্যক্তির একটা বাঘের কংকাল ছিলো, কিন্তু পরে জানা যায় কংকালটা আসলে শুয়োর ও কুকরের হাড় দিয়ে বানানো হয়েছিলো!’ সে হাসিতে ফেটে পড়ে আর দম নেবার জন্যে তার মাউন্টেনিয়ারিং পিক-এর ওপর ঠেশ দেয়।

‘আমার জীবদ্দশায়,’ সে বলতে তাকে, ‘আমি খুব কমই আমার জীবন থেকে পলায়ন করেছি, কিন্তু বন্যপ্রাণীর থাবা থেকে মোটেও না। একবার আমাকে ডাকাতরা ধরেছিলো, তারা দাবি করেছিলো একটা সোনার বার। ধরে নিয়োছিলো আমি কোনো ধনী পরিবারের সন্তান। তাদের জানার কোনো পথ ছিলো না যে আমি পর্বতে গবেষণা করছি খুব গরিব একজন ছাত্র এবং এমন কি আমার হাতে পড়া ঘড়িটাও এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা। পরের সময়টা ছিলো জাপানী বিমান হামলার সময়। যে বাড়িটায় বাস করতাম তার ওপর একটা বোমা পড়লো। ছাদ ধসে পড়লো আর টাইলস উড়ে গেল। কিন্তু সেটা explode হলো না। আরেকবার ছিলো এর পর যখন আমার বিরুদ্ধে আনা হয় একটা অভিযোগ এবং আমাকে ডানপন্থি চিহ্নিত করা হয় আর পাঠানো হয় একটা প্রিজন ফার্মে। সে সব ছিলো বিপত্তিকর সময়, খাবার কিছু ছিলো না, আমার বেরি-বেরি হয়েছিলো আর প্রায় মরেই গিয়েছিলাম। ইয়ংম্যান, প্রকৃতি ভীতিকর নয়, মানুষই হচ্ছে ভীতিকর! তোমার কেবল প্রয়োজন প্রকৃতিকে জানা আর তাহলে সে তোমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবে। মানুষ নামে পরিচিত এই প্রাণীটা অবশ্যই সর্বোচ্চ বুদ্ধিমান, সে গুজব থেকে শুরু করে টেস্ট-টিউব শিশু পর্যন্ত প্রায় যে কোন কিছু তৈরি করতে সমর্থ-তথাপি সে দুই থেকে তিনটে প্রজাতি ধ্বংস করে প্রতিদিন। এটাই হলো মানুষের absurdity.’

শিবিরে সেই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে আমার কথোপকথন চলে। হতে পারে এর কারণ আমরা দুজনেই এসেছি hustle ও bustle বিশ্ব থেকে। অন্যরা সারা বছর ধরে পাহাড়ে থাকে। তারা নীরবে বেড়ে উঠেছে বৃক্ষের মতো, আর কথা বলে খুব কদাচিত। অল্প কয়েকদিন পর সে বাড়িতে যাবার জন্যে পাহাড়ের নিচে যায়। কথোপকথনে অন্যদের জড়িত করতে না পারাটা হতাশাজনক। আমি

BanglaBook.org

জানি তারা আমাকে শুধুমাত্র একজন inquisitive পর্যটক হিসেবে ভাবে। কিন্তু এই পর্বতে কেন আমি এসেছি? এই রকম এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা শিবিরে জীবনের অভিজ্ঞতা নিতে? এই ধরনের অভিজ্ঞতার কি অর্থ আমার কাছে? যে সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলাম যদি তার থেকে এটা পলায়ন মাত্র হয়, তাহলে আরো সহজ পথ ছিলো। তাহলে হতে পারে অন্য ধরনের এক জীবন খুঁজে বের করা। অনেক দূরে পিছনে ফেলে আসা মানবজাতির দুর্বহ perplexing পৃথিবী। যদি আমি একটা recluse হতেই চেষ্টা করি তাহলে কেন আমার অন্য মানুষদের সাথে মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন? জানা নেই একজন যা খুঁজছে তা বিশুদ্ধ যন্ত্রণা খুব বেশি বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা, খুব বেশি যুক্তি, খুব বেশি অর্থ! জীবনের কোনো যুক্তি নেই, কাজেই এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে যুক্তি থাকতে হবে কেন? তাছাড়া, যুক্তি কি? আমি মনে করি বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা থেকে আমার বেরিয়ে আসা প্রয়োজন? আমার সকল উদ্বিগ্নতার এটাই কারণ।

আমি জিজ্ঞেস করি উ-কে (যে আমার জন্যে tick সরিয়ে নিয়েছে) যে এ অঞ্চলে আর কোনো প্রাচীন বনভূমি আছে কি না।

সে বলে চারপাশে ওই ধরনের বনের ছড়াছড়ি।

আমি বলি এটা বাস্তবিকই ঠিক কথা কিন্তু আমি কোথায় এমন একটা বন খুঁজে পাবো।

'সেক্ষেত্রে White Rock-এ যাও, আমরা এর একটা রাস্তা পেয়েছি, সে বলে।

আমি জিজ্ঞেস করি যে ঐ রাস্তাটা শিবিরের নিম্নাংশ দিয়ে উপত্যকায় চলে যাওয়া রাস্তাটা কি না। উপত্যকার ওপরের অংশে রয়েছে একটা নগ্ন চূড়া এবং একটা দূরত্ব থেকে সেটাকে বনভূমির সবুজ সমুদ্রের মধ্যে সাদা পাথরের মতো লাগে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সে হ্যাঁ বলে।

আমি ওখানে গেছি। বনভূমি পুরোপুরি নিষিদ্ধ লগে খাঁড়ি পূর্ণ হয়ে আছে বড় বড় গাছের গুঁড়িতে স্রোত যা নিচে নামিয়ে আনতে পারেনি।

'এগুলো লগ করাও হয়েছে,' আমি বলি।

'সেটা হলো রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার আগের ব্যাপার,' সে ব্যাখ্যা করে।

'কিন্তু রিজার্ভে কি এমন আদিম বন আছে যেখানে শ্রমিকদের পদপাত ঘটেনি?'

'অবশ্যই। তোমাকে যেতে হবে ঝেং নদীতে।'

'আমি সেখানে পৌছাতে পরি?'

BanglaBook.org

'তুমি নও। এমন কি আমাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়েও আমরা মূল কেন্দ্রের দিকে যেতে পারি না, এমনই দুর্ভেদ্য! আর চারপাশে ৫০০০ থেকে ৬০০০ মিটার বরফাবৃত পর্বত।'

'এই প্রকৃত আদিম বনভূমি দেখার জন্যে কিভাবে সেখানে আমি পৌঁছতে পারি?'

'সবচেয়ে নিকটবর্তী স্পট হলো 11M 12M; এখানে ব্যবহৃত এভিয়েশন মানচিত্রের সংখ্যাদুটো সুপারিশ করলো সে।

'কিন্তু নিজে নিজে সেখানে তুমি পৌঁছাতে পারবে না।'

সে বলে গত বছর দু'জন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট এক ব্যাগ বিস্কুট আর একটা কম্পাস নিয়ে ওখানে যাবার জন্যে অভিযান চালিয়েছিলো। ওরা সবেমাত্র এখানে এসেছিলো আর ভেবেছিলো কোনো সমস্যা নেই। সে রাতে তারা আর ফিরে আসেনি। চতুর্থ দিনে তাদের একজন কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে মহা-সড়ক পৌঁছায়-তাকে দেখতে পায় ছিংহাইগামী ট্রাকবাহকের লোকজন। তারা উপত্যকার ভিতরে অপরজনকে খুঁজতে যায়, সে অচেতন হয়ে পড়েছিলো খাদ্যাভাবে। বৃদ্ধ উদ্ভিদবিজ্ঞানী আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললো যে আমি যেন অবশ্যই একা একা খুব বেশি ভিতরে না যাই এবং যদি সত্যিই আমি বনটা দেখার জন্যে ওখানে যেতে চাই তাহলে যেন অপেক্ষা করি কেউ একজন 11M 12 M থেকে বৃহদাকার পান্ডার তৎপরতা বিষয়ক সংকেত সংগ্রহ করে নিয়ে আসা পর্যন্ত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৯

তুমি কি কোনো ধরনের সমস্যায় আছো? তুমি বলো, টিজিং করো তাকে।

কোন কারণে এ কথা বলছো তুমি ?

এটা তো স্পষ্ট, এই রকম একটা জায়গায় একজন তরুণী একা একা আসছে।

তুমি নিজেও কি একাই আসোনি ?

এটা আমার একটা অভ্যাস, আমি এক একা ঘুরতে ভালোবাসি,

এ ব্যাপারটা আমাকে প্রচুর বিষয় ভাবতে সাহায্য করে। কিন্তু তোমার মতো তরুণী একজন নারী

শোনো, তোমরা পুরুষেরা এটা ভাবো না কেবল।

আমি বলছি না যে তুমি ভাবো না।

প্রকৃতপক্ষে, কিছু পুরুষ একটুও ভাবে না!

তুমি কিছু সমস্যায় আছো মনে হচ্ছে।

যে কেউ ভাবতে পারে, কিন্তু তাতে এ অর্থ হয় না যে সে সমস্যায় আছে।

আমি একটা লড়াই বাধানোর চেষ্টা করছি না।

আমিও না।

আমি সাহায্য করতে চাই।

অপেক্ষা করো আমার দরকার না হওয়া পর্যন্ত।

সেটা কি এখনই তোমার দরকার না?

ধন্যবাদ, না। আমার কেবল একাকীত্ব প্রয়োজন, আমি চাই না কেউ আমাকে বিষণ্ন করে তুলুক।

তাহলে কিছু একটা তোমাকে উদ্বিগ্ন করছে।

যা খুশি তুমি বলতে পারো।

মানসিক চাপে ভুগছো তুমি।

তুমি এসব আরো বাড়িয়ে দিচ্ছো।

তাহলে তুমি স্বীকার করছো কিছু একটা তোমাকে উদ্বিগ্ন করছে।

প্রত্যেকেরই উদ্বেগ রয়েছে।

কিন্তু তুমি উদ্বেগ খুঁজছো।

BanglaBook.org

কি জন্যে একথা বলছো?

এটা বুঝতে বিশাল শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

তুমি দারুণ glib.

যতোক্ষণ না সেটা তোমাকে offend করে।

এটার মতো একই জিনিস নয় সেটা।

যাই হোক, নদী বরাবর একটু হাঁটাহাঁটি করার যে পরামর্শ তাকে তুমি দাও তা সে প্রত্যাখ্যান করে না। তোমার প্রমাণ করা প্রয়োজন যে নারীদের প্রতি তুমি এখনো আকর্ষণীয়। উজানে, সে তোমার সাথে এমব্যাংকমেন্ট বরাবর যায়। তোমার অনুসন্ধান করা দরকার সুখ এবং তার অনুসন্ধান করা দরকার ভোগান্তি।

সে বলে নিচে তাকানোর দুঃসাহস তার নেই। তুমি বলো তুমি জানো সে শংকিত।

কিসে?

পানির কারণে।

সে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু কর কিন্তু তুমি বলতে পারো সে এটা স্থাপন করছে।

কিন্তু তুমি ঝাঁপ দেবার সাহস করো না, তুমি বলো, চলে যাচ্ছো প্রান্তের দিকে। steep এমব্যাংকমেন্টের নিচে নদী surging করছে।

কি হবে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ি? সে বলে।

আমিও লাফিয়ে পড়বো আর তোমাকে রক্ষা করবো। তুমি জানো যদি তুমি এ কথা বলো তাহলে তুমি তাকে সুখী করবে।

সে বলে সে ঝিমুনি অনুভব করছে, এতে লাফিয়ে পড়া সহজ হবে। তাকে কেবলমাত্র তার চোখ দুটো বন্ধ করতে হবে। এইরকমভাবে মৃত্যু হবে যন্ত্রণাহীন। তুমি বলো ঠিক তার মতো নগর থেকে আসা একটা তরুণী নদীর ভিতর লাফিয়ে পড়েছিলো। সে ছিলো তরুণী আর বিষণ্ন তুমি বলছো না সে জটিল, কেবল এটা যে গতকালকে যেমন ছিলো ঠিক সেইরকম বিশেষ বুদ্ধিমান আর নয় আজকের লোকজন এবং গতকাল দাঁড়িয়ে আছে তোমার ও আমার ঠিক নাকের ডগায়। তুমি বলো সেটা ছিলো চন্দ্রহীন রাত এবং নদীটাকে দেখাচ্ছিলো অধিক অন্ধকার ও গভীর। ফেরিম্যান পিঠ কুঁজো ওয়াং তৌ-এর স্ত্রী পরবর্তীতে বলেছিলো যে ওয়াং তৌকে সে শেভ করে দিয়েছিলো এবং তাকে বলেছিলো সে শিকলের ঘরঘর শব্দ শুনতে পেয়েছে। সে বলেছিলো যদি সে একবার উঠতো

BanglaBook.org

আর বিষয়টা দেখতো। পরে, সে ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেয়েছিলো আর ভেবেছিলো সেটা হাওয়া। ফোঁপানি অবশ্যই। সশব্দে হয়ে থাকবে। সেটা ছিলো গভীর রাত, আর প্রত্যেকেই ঘুমাচ্ছিল। কুকুরগুলো ডাক দিলো না ফলে সে ভেবেছিলো এটা এমন কেউ হবে না যে নৌকা চুরির চেষ্টা করছে এবং আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সে যখন অর্ধ ঘুমন্ত তখন বেশ কিছু সময়ের জন্যে ফোঁপানির শব্দ হয়েছিলো এমন কি সে জেগে ওঠার পরও সে শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। কুঁজো ওয়াং তৌ-এর স্ত্রী বলেছিলো যদি কেউ সেখানে থাকতো, তাহলে মেয়েটা তার জীবনটা ওভাবে নিতে পারতো না। তার স্বামীকে সে দোষ দিয়েছিলো গভীর ঘুমের কারণে। সাধারণভাবে বিষয়টা ছিলো এই রকমঃ যদি খুব জরুরি হয়ে পড়তো আর কেউ রাতের বেলা নদী পার হতে চাইতো, তবে তারা জানালায় করাঘাত করতো আর চিৎকার করতো। সে যা বুঝে উঠতে পারেনি তা ছিলো মেয়েটি যদি নিজেকে খতমই করতে চাইবে তাহলে শিকলে ঘরঘর আওয়াজ করবে কেন। এটা কি হতে পারে যে কাউন্টি টাউনের ফেরি ধরার চেষ্টা করছিলো সে যাতে করে নগরীর তার মা-বাবার কাছে সে ফিরে যেতে পারে? কাউন্টি টাউন থেকে মধ্যাহ্নের বাস ধরতে পারতো সে। নিশ্চয়ই সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলো সকলের নজর। কেউই নিশ্চত করে বলতে পারে না মৃত্যুর আগে সে কি ভাবছিলো। যা হোক, সে ছিলো খাঁটি ভালো ছাত্রী যাকে শহর থেকে পাঠানো হয়েছিলো এই গ্রামের মাঠে কাজ করার জন্যে। এখানে তার না ছিলো পরিবার না ছিলো বন্ধুবান্ধব এবং সে ধর্ষিত হয়েছিলো পার্টি সেক্রেটারির দ্বারা। প্রত্যুষে সিয়াশাপু নদীর তিনশ *লি* ভাটিতে তার লাশ পাওয়া যায়। তার দেহের উপরের অংশ ছিলো অনাবৃত, নদীর মধ্যে ঝুঁকে পড়া কোনো শাখায় নিশ্চয়ই বেধে গিয়েছিলো তার শার্ট। ওই পাথরটার ওপর তার স্পোর্টস শু্য রেখে গিয়েছিলো সে। পরে, পাথরটার ওপর 'ইউ ক্রসিং' খোদাই করা হয়েছিলো আর লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়েছিলো। পর্যটকরা সবাই ফটো তোলার জন্যে ওটার ওপর চড়ে। কেবলমাত্র উৎকীর্ণ লিপিই রয়ে গেছে আর অন্যায় একটা মৃত্যুতে ভোগা আত্মাটির কথা পুরোপুরি ভুলে গেছে সবাই। তুমি কি শুনছো? তুমি জানতে চাও। বলে যাও। সে জবাব দেয় কোমল সুরে।

লোকজন এই স্পটে এসে মারা যায় সব সময়, তুমি বলো, আর প্রায়ই দেখা যায় তারা শিশু ও মহিলা। গ্রীষ্মে শিশুরা পাথরটা থেকে লাফ দেয়, যে আর ভেসে ওঠে না বলা হয় সে মরার চেষ্টা করছিলো। যারা জোর করে নিজেদের

BanglaBook.org

জীবন হরণ করে তারা সব সময় মহিলা হয়ে থাকে–প্রতিরক্ষাবিহীন তরুণী ছাত্রীদের এখানে পাঠানো হয় শহর থেকে, তরুণী নারী যাদের সইতে হয়েছে শাশুড়ি ও স্বামীর দুর্ব্যবহার। অনেক মনোহর তরুণী মেয়েও আত্মহত্যা করেছে। ইশকুল শিক্ষক মি, উ শহরে গবেষণা শুরু করার আগে, ইউ ক্রসিং গ্রামবাসীদের কাছে Grieving Ghost Cliff হিসেবে পরিচিত ছিলো আর বড়রা সর্বদা দুশ্চিন্তা করতো যে তাদের বাচ্চারা ওখানে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে কি না। কেউ কেউ বলে মধ্যরাতে সাদা পোশাক পরা এক মহিলার ভূত সব সময় আবির্ভূত হয়। সে সব সময় একটা গান গাইছে যা তারা শনাক্ত করতে পারে না কিন্তু তা শোনায় গ্রামের কোনো শিশুর গান কিংবা ভিখারি কোনো বালিকার পুষ্প-ঢোলক গান। অবশ্যই, এই সমস্ত কিছুই কুসংস্কার, লোকজন প্রায়ই নিজেদের কথাতেই ভয় পায়। বস্তুত এখানে একটা জলচর পাখি আছে যেটাকে স্থানীয় অধিবাসীরা বলে নীল মস্তক আর একাডেমিক্‌সগণ বলে নীল পাখি, তুমি এ পাখির উল্লেখ পাবে তাং রাজবংশের শাসনমলের কবিতায়। গ্রামীবাসীদের মতানুসারে নীল মস্তকের আছে লম্বা বহমান চুল। তুমি অবশ্যই ওগুলোকে দেখেছো, ওগুলো খুব বেশি বড় নয় আর দেহটা সিলভার ব্লু রঙের আর মাথার ওপর দুটো লম্বা গাঢ় নীল রঙের plumes তারা সতর্ক, আর দেখতে সুন্দর। সে সব সময় বিশ্রাম নেয় এমব্যাংকমেন্টের ছাউনির মধ্যে অথবা নদীতীরের নিকটবর্তী ঘন বাঁশবনের কাছে, এবং তাকিয়ে থাকে উদাসীনভাবে। যতক্ষণ পছন্দ করো তত দীর্ঘসময় তার দিকে তাকিয়ে থাকার আনন্দ উপভোগ করতে পারো তুমি কিন্তু যদি একটু নড়াচড়া করো, সে উড়ে যাবে। এই গ্রামের নীল মস্তক পৌরাণিক নীল পাখি নয় যা পশিমের রানী মাতাকে খাবার এনে দিতো যার উল্লেখ আছে *Classic of the Mountains and Seas* বইটিতে। তুমি তাকে বলো যে এই নীল পাখি হচ্ছে একটা নারীর মতো, অবশ্যই বোকা নারীও আছে তবে তুমি বলছো নারীসুলভ বুদ্ধিবৃত্তি, নারীসুলভ উপলব্ধি সম্পর্কে। যে সব নারী গভীর প্রেমে পড়ে তারা বাস্তবিকই ভোগান্তির শিকার হয়–পুরুষরা নারীদের চায় আনন্দের জন্যে, স্বামীরা তাদের বৌদের চায় রান্নাবান্না ও সংসার সামলানোর জন্যে। এবং মা-বাবা ছেলের বৌকে চান পরিবারের ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে। এর কোনোটাই ভালোবাসার জন্যে নয়। তারপর তুমি কথা বলতে শুরু করো মামেই সম্পর্কে। সে গভীর মনোযোগের সাথে শোনে। তুমি বলো এই নদীতে চালিত হয়ে এসেছিলো মামেই আত্মহত্যার জন্যে, লোকজন এ কথাই বলে। সে মাথা নাড়ায় এবং শিশুর মতো শোনে, শিশুর মতো দারুণ সুন্দরভাবে।

BanglaBook.org

তুমি বলো মামেই ছিলো বাগদত্তা কিন্তু সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো যখন তাকে নিতে এসেছিলো তার শাশুড়ি। প্রেমিকের সঙ্গে সে পালিয়ে যায়, প্রেমিকটি ছিলো গ্রামের এক তরুণ।

সে কি একজন লন্ঠন ড্রাগন নর্তক ছিলো? সে জিজ্ঞেস করে। শহরে যুদ্ধে লিপ্ত লন্ঠন ড্রাগন টিপ এসিছলো গুলাইকুলের ভাটি অঞ্চল থেকে, এই তরুণের পরিবার এসেছিলো ওয়াংনিয়ান থেকে, সেটা পনেরো *লি* উজানে। গোত্রের উত্তরাধিকার সূত্রে সে খাটো তার থেকে তবে চমৎকার একজন তরুণ। মামেই-এর প্রেমিকের টাকাও ছিলো না কোনো অবলম্বন ও ছিলো না, তার পরিবারের ছিলো মাত্র দুই *মু* শুষ্ক জমি আর নয় ভাগ ধানী জমি। এই অঞ্চলে, লোকজন অনাহারে মরবে না যদি তারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং যদি থাকে দৃঢ় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অবশ্য সেটার মেয়াদ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সেনাদলের rampaging না হওয়া পর্যন্ত, এসব যখন ঘটে তখন আশি থেকে নব্বই শতাংশ গ্রামবাসীর মৃত্যু কোনো অজানা বিষয় নয়। এখন ফেরা যাক মামেইতে। তার প্রেমিকের ক্ষেত্রে মামেইয়ের মতো চতুর ও মনোহর মেয়েকে বিয়ে করতে এই সম্পত্তিই যথেষ্ট ছিলো না। মামেইয়ের মতো মেয়ের একটা বিশেষ মূল্য থাকে: ডিপোজিট হিসেবে এক জোড়া রূপার ব্রেসলেট, উপহার হিসেবে আট বাক্স কেক এবং যৌতুক হিসেবে দুই শটকভর্তি গিল্ড করা ওয়ার্ডরোপ ও চেস্ট। এই মূল্য যে ব্যক্তি পরিশোধ করেছিলো সে বাস করতো শুইগাং-এ, যার পিছনে এখন আলোকচিত্রের দোকান। পুরনো বাড়িটার মালিকানা বহুদিন হলো পরিবর্তিত হয়েছে। তবে আমরা বলছি সেই সময়ের কথা। তার স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিতে থাকলো এবং যেহেতু তার মন স্থির হয়েছিলো একটা পুত্র সন্তানের আশায়, এই সম্পদশালী লোকটা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো। মামেই এর মা ছিলো এক বুদ্ধিমতি বিধবা যে কন্যার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেছিলো: একজন দরিদ্র মানুষের সাথে মাঠে কাজ করে সারা জীবন খরচ করার চেয়ে তার জন্যে বরং একজন ধনী লোকের দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়া অনেক ভালো। কথাবার্তার ভিতর দিয়ে একটা চুক্তি হয়। একটা দিন ধার্য করা হয় কিন্তু রাতের বেলা সে পালিয়ে যায়। সে কয়েকটা জামা-কাপড় বান্ডিল করে, এবং মধ্যরাতে তার প্রেমিককে বাইরে আসার জন্যে জানলায় টোকা মারে। কামনায় তারা পুড়ছিলো এবং ঠিক সেখানেই নিজেকে সে সমর্পন করে তার কাছে। তারপর, চোখ থেকে অশ্রু মুছতে মুছতে, তারা একে অন্যকে আদর করে এবং পাহাড়ে পালিয়ে যেতে সম্মত হয়। হাতে হাত ধরে তারা নদী পারাপারের জায়গায় এসে পৌঁছায় এবং স্ফীত ঢেউয়ের দিকে তাকায়। যাহোক যুবকটি বলে একটা কুঠার ও কয়েকটি যন্ত্রপাতি

BanglaBoi.org

আনার জন্যে তাকে বাড়িতে যেতে হবে। তাকে তার মা-বাবা দেখে ফেলে। বাবা এক খণ্ড কাঠ দিয়ে বালকটিকে পেটায় আর মা ছিলো ভগ্নহৃদয় কিন্তু তার ছেলের গৃহত্যাগ সইতে পারছিলো না। বাবার পিটুনি আর মায়ের কান্নার প্রলম্বিত বিবাদের মধ্যে সমান হয়ে গেল। খুব ভোরবেলায় ওঠা ফেরির লোক বললো পুটলিসহ একটা মেয়েকে সে দেখেছিলো। তারপর শুরু হয় প্রচণ্ড কুয়াশা এবং আলো ফুটে উঠলে নদী থেকে উঠে আসা সকালের কুয়াশা আরো ঘন হয়ে ওঠে যাতে করে সূর্য পরিণত হয় একটা গাঢ় লাল বর্ণের জ্বলন্ত কাঠ কয়লার বলে। ফেরির লোকটা বলে : অন্য নৌকায় লাফানো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে না, কিন্তু বিপর্যয় ঘটবে যদি তারা একটা timber floatএর দ্বারা ধাক্কা খায়। বাজারে যাবার পথে তাদের পাড়ের ওপর ছিলো ভিড়। এই বাজার কমপক্ষে তিন হাজার বছর ধরে চলেছে। এই বাজারে যারা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে স্পষ্টত এমন লোকজন ছিলো যারা কুয়াশার ভিতর তাৎক্ষনিকভাবে একটা চিৎকার শুনতে পেয়েছিলো। তারপর জলের ভিতর কিছু পতনের শব্দ হয়েছিলো। যাদের কান খুব তীব্র তারা সে শব্দ শুনেছিলো একবারেরও বেশি, কিন্তু প্রত্যেকেই কথা বলা চালিয়ে গিয়েছিলো আর পরিষ্কারভাবে কিছুই শোনা যায় নি। এটা বাস্তবিক একটা ক্রসিং, নতুবা মহান ইউ এই জায়গাতেই তার ক্রসিং-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। নৌকা বোঝাই ছিলো শাক-সবজি, কাঠ-কয়লা, শস্য মিষ্টি আলু, ব্যাঙের ছাতা, ক্রিসেনথিমাম, ভক্ষণযোগ্য ছত্রাক, চা, ডিম, লোকজন ও শুওর ইত্যাদিতে। এর ফলে নৌকার দু'পাশের কিনারা জলরেখা ছুঁই ছুঁই করছিলো। Grieving Ghost Cliff নামক পাথরটা ছিলো নদীর সাদা কুয়াশার ভিতর মাত্র একটা ধূসর ছায়া। একদম সকালে একটা কাকের কা- কা ডাক শুনে কয়েকজন মহিলা মন্ত্র-উচ্চারণ করে। কাকের ডাক শোনা একটা খারাপ লক্ষণ। আকাশে চক্রাকারে উড়তে উড়তে একটা কালো কাক কা-কা করছিলো, মুমূর্ষু কারো ছায়া নিশ্চয়ই, বুঝতে পেরেছিলো সেটা। মানুষ যখন মরণাপন্ন, তারা বস্তুতপক্ষে মরার আগে, তারা মৃত্যুর এক ছায়া ছড়ায়। এটা দুভার্গ্যের ছায়া ধরনের কিছু একটা, যা চোখ বা কান দিয়ে ধরা যায় না, এবং কেবল অনুভূতি দিয়ে বোঝা যায়।

আমার কি দুর্ভাগ্যের ছায়া আছে? সে জিজ্ঞেস করে। তোমার নিজের জন্যে এটা তুমি কঠিন করেছো, তোমার একটা masochistic streak রয়েছে। তুমি তাকে উত্যক্ত করছো।

কদাচিৎ বেঁচে থাকা অমন বেদনা! তুমি সেক্ষেত্রে আবার তার চিৎকার শুনতে পাও।

BanglaBook.org

১০

গাছের গুঁড়িতে ছত্রাক, মাথার ওপর শাখা-প্রশাখা তার মাঝখানে ঝুলছে চুলের মতো পাইন lichen, এমন কি বাতাস পর্যন্ত সমস্ত কিছু, ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়ছে। বিশাল উজ্জ্বল, পানির স্বচ্ছ ফোটা, ফোটার পর ফোটা, ধীরে ধীরে পড়ে আমার মুখের ওপর, নেমে যায় আমার গলার নিচে, বরফের মতো ঠাণ্ডা। আমার হ্যাট, চুল ডাউন লাইন্‌ড জ্যাকেট ও ট্রাউজার সমস্ত ভেজা। কেবল আমার পেট সামান্য উষ্ণ অনুভূত হয়।

একেবারে সামনেই সে থেমেছে কিন্তু ঘোরে না চারদিকে, তার মাথার পিছনে থ্রি-সেকশন মেটাল এরিয়াল এখনো দুলছে পতিত বৃক্ষের ওপর উঠে নিকটবর্তী হওয়ামাত্রই, আমি শ্বাস নেবার আগেই সে আবার চলতে শুরু করে। সে লম্বা নয় এবং কৃশ এবং বানরের মতো খ্যাপড়া সেভাবে আঁকা বাঁকা যাওয়া খুব বেশি ঝামেলার এবং আমার কোনো পছন্দ নেই সোজাসুজি পথে পাহাড়ে ওঠা ব্যতীত। খুব সকালে শিবির থেকে যাত্রা করার পর একবারও না থেকে আমরা দু'ঘণ্টা যাবৎ এগিয়ে চলছি এবং সে একটা বাক্যের বেশি আমার সাথে কথা বলেনি। মনে হয় যে এই কলাকৌশল ব্যবহার করছে আমাকে নিবৃত্ত করার জন্যে। ভাবছে আমি আবিষ্কার করবো এটা খুবই কঠিন আর পিছনে ফিরো যাবো। আমি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার জন্যে বেপরোয়া সংগ্রাম করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব তা প্রশস্ত হতেই থাকে, কাজেই সে সময়ে সময়ে থামে আর অপেক্ষা করে আমার জন্যে। যখন আমি দম নিই সে তখন এরিয়াল ওঠায়, এয়ারফোন কানে লাগায়, সংকেত ধারণ করে এবং তার নোটবুকে একটা রেকর্ড লিখে রাখে।

একটা ক্লিয়ারিং-এ আবহাওয়ার সরঞ্জাম ইনস্টল করা হয়েছে। সেটা সে পরিদর্শন করে, নোট নেয়, এবং আমাকে বলে আর্দ্রতা ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। এই সমস্ত সময়ের মধ্যে আমার প্রতি এই তার প্রথম শব্দাবলী আর গণ্য হতে পারে বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে। আরো কিছু পর তার সঙ্গে মৃত Cold Arrow Bamboo-এর একটা clump-এ ঢোকার জন্যে তাকে অনুসরণ করতে সে আমাকে ইঙ্গিত করে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক মানুষ সমান উঁচু কাঠের গোলাকার stakes-এর বেড়া দিয়ে ঘেরা বড় সড় একটা খোঁয়াড়। হুড়কো

BanglaBook.org

যথাস্থানে নেই আর ফটক উন্মুক্ত। এই খোঁয়াড় ব্যবহৃত হয় পান্ডাদের ফাঁদে আটক করার জন্যে, রাইফেলের সাহায্যে তাদের শরীরে চেতনানাশক প্রয়োগ করা হয়, এরপর পরিয়ে দেয়া হয় ট্রান্সমিটার নেকব্যান্ড; তারপর ছেড়ে দেয়া হয়। সে আমার গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটির দিকে ইঙ্গিত করে। আমি সেটা তার হাতে দিই এবং সে খোঁয়াড়ের বাইরে আমার ফটো তোলে, ধন্যবাদ যে খোঁয়ারের ভিতরে নয়। লিন্ডেন আর ম্যাপল গাছের ধোয়াছন্নতার ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে যাই, ফুল্লকুসমিত catalpa ঝোপের নিকট পাহাড়ি পাখির ওড়াউড়ি ও ডাকাডাকি, কাজেই একাকীত্বের অনুভূতি প্রশ্নাতীত। তারপর দুই হাজার সাত অথবা আটশ, মিটার উচ্চতায় এসে আমরা একটা confier বেল্টে পৌছাই–ভাঙাচোরা আলোর অংশ বিশেষ দেখা যায় আর বিশাল আকৃতির হেমলক, খোলা ছাতার মতো সেগুলোর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে মাথার ওপর। যাহোক, তিরিশ অথবা চল্লিশ মিটার উচ্চতায় সেগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছে ধূসর-বাদামি বনের আরেক ধরনের বৃক্ষ যার উচ্চতা পঞ্চাশ কিংবা ষাট মিটার। নিচে আর কোনো ছোট ঝোপ জন্মাতে পারেনি আর বেশ দূর পর্যন্ত দেখা সম্ভব। পুরু উঁচু গাছগুলো আর হেমলকের গুঁড়ির মধ্যবর্তী স্থানে কিছু গোলাকার আলপাইন azaleas. সেগুলো প্রায় চার মিটার উঁচু এবং আর্দ্র লাল ফুলে ঢাকা। শাখাগুলো ভারে নুয়ে পড়েছে ধনুকের মতো এবং সৌন্দর্যের এই ভার সইতে না পেরে, নিচে বিপুল ফুল ছড়িয়ে রেখেছে শান্তভাবে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্যে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য আমাকে পূর্ণ করে তোলে অন্য এক ধরনের বিষণ্নতায়। এটা একটা বিষণ্নতা যা বিশুদ্ধরূপে আমারই এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত কিছু নয়। সামনের দিকে উপরে আর নিচে প্রচুর পরিমাণ মৃত বৃক্ষ। এই স্তম্ভসমান স্তূপ পেরিয়ে যাওয়া আমার ভিতরে নিরবতা সৃষ্টি করে এবং কামনা সৃষ্টি করে ভিতরের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার।

একটা কোকিল যেটাকে আমি দেখতে পাই না ডাকছে–তারপর আবারও নিচের দিকে, বাম দিকে তারপর ডান দিকে। ওটা কোনোভাবে আমাকে ঘিরে উড়ছে, যেন আমার নিশানা নষ্ট করার চেষ্টা করছে, এবং মনে হয় বলছে ভাই আমার জন্যে অপেক্ষা করো। ভাই আমার জন্যে অপেক্ষা করো! এই ব্যাপারটা আমার মনে নিয়ে আসে দুই ভাইয়ের গল্প যারা জঙ্গলে গিয়েছিলো sesame বীজ বুনতে। গল্পটায় সৎমা মুক্তি পেতে চায় প্রথম বউয়ের পুত্রের থেকে কিন্তু ভাগ্য তার নিজের পুত্রকেই সরিয়ে দেয়। আমি দু'জন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটের কথাও ভাবি যারা হারিয়ে গেছে। অশান্ততার একটা অনুভূতি আমাকে মুঠোয় চেপে ধরে।

BanglaBook.org

সে হঠাৎ করে থামে, আমাকে সংকেত দেবার জন্যে একটা হাত তোলে, আর আমি দ্রুত ধাবিত হই তার দিকে। সে শক্তভাবে টেনে আমাকে বসিয়ে দেয়। আমি তার সাথে সেখানে হাঁটুগেঁড়ে বসি আর পীড়িত হতে শুরু করি তখন আমি গাছপালার মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে দেখি দুটো বড় ধূসর-সাদা রঙের পাখি, পা দুটো লাল, দৌড়াচ্ছে ঢালে ওপর দিয়ে। যখন সামান্য নড়াচড়া করি, তখন বাতাসে সমস্যার কারণে নীরবতা ভেঙ্গে পড়ে।

'তুষার মোরগ,' সে বলে।

প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে বাতাস আবার শান্ত, ধূসর সাদা রঙের লার পা যুক্ত তুষার মোরগ অদৃশ্য হয়ে যায়, মনে হয় এগুলোর অস্তিত্ব নেই, আমার মতিভ্রম হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ এখন আমার চোখের সামনে শুধু বনভূমির অনড় বিপুল বৃক্ষ। এই মুহূর্তে আমার এখানে অতিক্রমণ, এমন কি আমার নিজেরও অস্তিত্ব, অর্থহীনতার শীর্ষে পর্যবসিত। সে বন্ধুসুলভ আর আমাকে খুব বেশি পিছনে ফেলে আসছে না। সে একটু এগিয়ে যায়, থামে, আর তার কাছে আমার পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকে। আমাদের মধ্যকার দূরত্ব অনেক কমে কিন্তু এখনো আমরা কথা বলি না। এরপর, সে ঘড়ি দেখার জন্যে থামে এবং তারপর ক্রমাগত বর্ধিত সূর্যালোকের দিকে তাকায়। সে শূন্যে লাফ দিয়ে ওঠে, একটা ঢালে চড়ে আর আমাকে টেনে তোলার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়।

যখন শেষ পর্যন্ত আমরা একটা মালভূমিতে এসে পৌঁছাই তখন আমি হাসফাস করছি। আমাদের সামনে পড়ে আছে ফারের একটা এক ঘেঁয়ে বন।

'আমরা তিনহাজার মিটারেরও উপরে, তাই না?' আমি জিজ্ঞেস করি।

মাথা ঝাঁকিয়ে এ ব্যাপারটা সে নিশ্চিত করে তারপর দৌড়ে যায় মালভূমির উঁচু অংশে, ফিরে তাকায় পিছনে, এয়ার ফোন কানে লাগায় এরিয়াল টেনে তোলে, আর সব দিকে ঘোরে। আমিও চারপাশে তাকাই এবং লক্ষ্য করি চারদিক পরিবেষ্টিত গাছগুলো সমানভাবে সোজাসুজি, একই উচ্চতায় গজিয়েছে শাখা, এবং সমস্ত চমৎকার নমুনা। সেখানে কোনো ভগ্ন গুঁড়ি নেই, যে গাছগুলো মারা গেছে সেগুলো সবই পুরোপুরি পড়ে গেছে।

সেখানে কোনো পাইন linchen নেই, নেই Cold Arrow Bamboo-এর Clumps, নেই ছোট ছোট ঝোপ। গাছপালার মধ্যকার স্থান যথেষ্ট বড় যার জন্যে এটা উজ্জ্বল আর বেশ দূর পর্যন্ত যে কেউ দেখতে পারে। কিছু দূরে একটা সাদা azalea ঝোপ যা আমাকে অনড় করে দেয় অপার সৌন্দর্যে। সেটার রয়েছে অদ্ভুত বিশুদ্ধতা আর সজীবতা আর আমি নিকটবর্তী হলে, মনে হয় লম্বা

BanglaBook.org

হবার জন্যে—আমার আগের দেখা লাল azalea-র চেয়েও পুরু ও বড় ঝোপের তলদেশে ছেয়ে আছে ঝরে পড়া লাল ফুল। সেগুলো জীবনের স্পর্শমন্ডিত যে নিজেদের প্রদর্শনী করার কামনায় অধীর। এটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এটা অপ্রকাশ্য, কোনো পুরুস্কার আকাংখী নয়, আর লক্ষ্যহীন, এক সৌন্দর্য যা প্রতীকবাদ কিংবা রূপক থেকে উৎসারিত হয়নি এবং যার দরকার হয় না কোনো analogies অথবা সহযোগিতা। তুষারের বিশুদ্ধযুক্ত এই সাদা azalea পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয় কিন্তু এটা সর্বদা একটা নির্জন ঝোপ আর আবির্ভাব ও অদৃশ্য, এখানে ও সেখানে দীর্ঘ শীতল ফার গাছের ভিতর, অক্লান্ত লুকায়িত কোকিলের মতো যা বন্দি করে থাকে কারো আত্মা এবং কাউকে টানতে থাকে নিজের দিকে। বনের বিশুদ্ধ বাতাসে বুক ভরে আমি গভীর শ্বাস গ্রহণ করি। আমার পায়ের পাতা যন্ত্রণাক্ত করে বাতাস, আর আমার দেহ ও আত্মা মনে হয় যেন প্রবেশ করবে প্রকৃতির বিপুল সাইকেলে। আনন্দদায়ক স্বাধীনতার একটা অনুভূতি আমি অর্জন করি যা আগে আর কখনো আমার অভিজ্ঞতায় আসেনি।

ভেলার মতো ভেসে থাকা একটা কুয়াশা আসে, মাটির ওপর থেকে মাত্র এক মিটার ওপরে, আর ঠিক আমার সামনে ছড়িয়ে পড়ে। আমি পিছন দিকে সরে যাই, হাতেই ভিতর ধরার চেষ্টা করি, এটা স্টোভ থেকে ওঠা ধোঁয়ার মতো। আমি দৌড়াতে শুরু করি কিন্তু খুবই ধীরে। আমাকে এটা অতিক্রম করে যায় এবং দৃশ্যমান সবকিছু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে এটা অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু পিছনে অনুসরণ করে আসা মেঘের মতো কুয়াশা অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঘূর্ণমান বলের ভেলার মতো আসছে। আমি সরে আসার চেষ্টা করি পিছনে, বুঝতে পরি না যে এটার সাথেই আমি ঘুরপাক খাচ্ছি, একটা ঢালু স্থানের ওপর আমি এর পর থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারি কোনমতে। আমি ঘুরেই হঠাৎ করে আবিষ্কার করি যে ঠিক নিচেই একটা গভীর গিরিখাত। বিপুল গাঢ় নীল পর্বতের এক দীর্ঘ সারি দেখা যাচ্ছে গিরিখাতের ওপাশেই সেগুলোর চুড়া আবৃত হয়ে আছে সাদা মেঘে, নিম্নাভিমুখী মেঘের ঘন স্তরে। গিরিখাতে ধোঁয়ার-মতো মেঘের কিছু ছেঁড়াখোঁড়া অংশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সবদিকে। একদম নিচে যে সাদা রেখা দেখা যাচ্ছে সেটা অবশ্যই নদীর ধাবমান জলরাশি, নদীটা প্রবাহিত হচ্ছে ঘন বন সমৃদ্ধ গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে। কয়েকদিন আগে পাহাড়ে আসার সময় যে নদীটা অতিক্রম করে আসতে হয়েছিলো আমাকে এটা সেই নদী নয়। সেখানে গ্রাম ছিলো একটা, ওখান থেকে পাহাড়ের দূরবর্তী দুই

BanglaBook.org

চূড়ায় ঝুলন্ত ভারের ব্রিজের অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিসংকট হচ্ছে একটা ঘন বন আর এবড়োখেবড়ো পাথর, মানুষের দুনিয়ার বাইরের এক ব্যাপার। এর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মেরুদন্ড বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে গেল।

সূর্য বেরিয়ে আসে, অকস্মাৎ বিপরীত দিকে পর্বতশ্রেনী আলোকিত হয়ে ওঠে। বাতাস এমন স্বচ্ছ হয়ে যায় যে মেঘস্তরের নিচে পাইনবন তাৎক্ষনিকভাবে বিস্ময়কর সবুজে পরিণত হয় যা আমাকে প্রায় পাগল করে দেয়। এটা যেন একটা সঙ্গীত যা আমার আত্মার গভীর থেকে উঠে আসছে। আলোর পরিবর্তনের সাথে সাথে রঙের ও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটছে। আমি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করি আর লাফ-ঝাঁপ দিই,মেঘ-রূপান্তরের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য আলোকচিত্রে ধারণ করার জন্যে সংগ্রাম চালাই।

একটা ধূসর-সাদা মেঘলা কুয়াশা আবারও পেঁচিয়ে ওঠে আমার পিছনে, পুরোমাত্রায় উপেক্ষা করে যায় গর্ত, খাঁড়ি, পতিত বৃক্ষ। আমি এটার আগে যেতে পারি না এবং ধীর সুস্থেই এটা আমাকে ধরে ফেলে। ঠিক মাঝখানে এটা আমাকে আটকে ফেলে দৃশ্য মিলিয়ে যায় আমার দুই চোখ থেকে আর সমস্ত কিছুই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে দৃশ্যের ভাঙাচোরা অংশ আমি দেখতে পাই। এই অবস্থার মধ্যে সূর্য রশ্মির একটা ধারা নেমে আসে আমার মাথার ওপর, আলোকিত করে তোলে আমার পায়ের কাছে ছত্রাক। কেবলমাত্র তখনই আমি আবিষ্কার করি যে পায়ের নিচে আরো এক জৈব উদ্ভিদ বিশ্ব। এরপরও আছে পর্বতশ্রেণী, বন, আর নিচু ঝোপ-জঙ্গল, এবং এর সমস্ত কিছুই ঝলমলে হয়ে ওঠে উজ্জ্বলভাবে, আর এরও আছে সৌন্দর্যমন্ডিত সবুজ। আমি যখন হাঁটু গেঁড়ে বসি তখন আবারও কুয়াশা ফিরে আসে, এবং যেন বা জাদু মন্ত্র, তাৎক্ষনিকভাবে, সবকিছুই আবার ধূসর কালো আচ্ছন্ন সামগ্রিকতা।

আমি উঠে দাঁড়াই, একটা ক্ষতির মধ্যে, এবং ওখানেই অপেক্ষা করতে থাকি। আমি চিৎকার করি উচ্চকণ্ঠে কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। আমি আবার চিৎকার করি কিন্তু শুনতে পাই আমার নিজেরই কণ্ঠস্বর। অতিদ্রুত কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল, এমন কি কোনো প্রতিধ্বনিও সৃষ্টি করলো না। আমি তাৎক্ষনিকভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। পায়ের দিক থেকে এই আতংক উঠে আসে আর আমার রক্ত হিম হয়ে যায়। আমি আবার চিৎকার করি। কিন্তু এবারও কোনো উত্তর আসে না। আমার চারপাশে শুধু ফার গাছের কালো কালো আকৃতি আর সেগুলো সব একই রকম, খাত আর ঢালু স্থান সব একই রকম। আমি দৌড় দিই, চিৎকার করি, অকস্মাৎ একদিক থেকে অন্য দিকে লাফ দিই, আমি

BanglaBook.org

পথ হারিয়ে ফেলি। আমাকে অবশ্যই অবিলম্বে শান্ত হতে হবে, ফিরে যেতে হবে মূল স্থানে, না, আমার পথের দিশা আমাকে পেতে হবে। কিন্তু প্রতিটা দিকেই মিনার হয়ে আছে ধূসর কালো বৃক্ষরাজি, আমি কিছুই শনাক্ত করতে পারি না, আমি আগে সবকিছুই দেখেছি, তথাপি মনে হয় আমি দেখিনি। আমার কপালের রক্ত কণিকা দপদপানি জুড়ে দেয়। পরিষ্কারভাবে, প্রকৃতি আমার সাথে খেলা করছে, খেলা করছে এই অবিশ্বাস্য শংকাহীন, উন্নাসিক, অকিঞ্চিৎকর সত্তার সাথে।

হেই-হেলো-হেই-আমি চিৎকার করি। যে আমাকে পর্বতে নিয়ে এসেছিলো তার নাম আমি জিজ্ঞেস করিনি, তাই বিকারগ্রস্তের মতো এইভাবে চিৎকার করি, একটা বন্য প্রাণীর মতো এবং শব্দে আমার চুল খাড়া হয়ে যায়। আমি ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম পাহাড়ের বনভূমিতে প্রতিধ্বনি হয়, এমনকি সর্বাধিক নির্জন প্রতিধ্বনিও এই রকম প্রতিধ্বনির অনুপস্থিতিতায় আতংক সৃষ্টি করতে পারে না। আমি উপলব্ধি করি আমার চিৎকার সম্ভবত ট্রান্সমিট হচ্ছে না এবং আমি ডুবে যাই যার পর নাই হতাশায়।

ধূসর আকাশে অদ্ভূত-আকৃতির একটা গাছের অন্ধকার ছবি দেখা যায়। ঢালু হয়ে যাওয়া গুঁড়ি দুই অংশে বিভক্ত, দুটোই সমান্তরালভাবে উঠে গেছে। উপর দিকে। এটা পত্রহীন, ন্যাড়া, মৃত এবং দেখায় যেন একটা বিশাল মাছ-বর্শা আকাশের দিকে মুখ করে আছে। এ জন্যেই ওটা অনন্য হয়ে উঠেছে। এইখানে থেকে, আমি বনের কিনারায় যেতে পারি। এত নিচে বনের প্রান্ত যার পরে সেই গভীর গিরিসংকট, এই সময়ে প্রচন্ড কুয়াশায় আবৃত হয়ে, এই পথ সোজা চলে গেছে মৃত্যুর দরোজায়। কিন্তু এই গাছটা আমি ত্যাগ করতে পারি না, এটাই একমাত্র চিহ্ন যা আমি চিনতে পারি। পথের বরাবর যেসব দৃশ্য দেখেছিলাম তা স্মরণ করার চেষ্টায় স্মৃতি হাতড়াই। আমাকে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে শনাক্ত করা সম্ভব এমন ছবি এবং কোনো ছবিই মেলে না। আমার মনে হয় স্বল্প কিছু স্মরণে আসে আর সেগুলো জড়ো করার চেষ্টা করি যাতে সাইনপোস্ট হিসেবে সে সব ব্যবহার করে আমি ফিরে যাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যা মনে করতে পারি তা অকেজো, শাফ্ল করা কার্ডের একটা ডেকের মতো এবং যতো বেশি আমি গোছানো চেষ্টা করি ততো বেশি সব এলামেলো হয়ে যায়। পরিপূর্ণভাবে পরিশ্রান্ত হই আর ভেজা ছত্রাকের ওপর বসে পড়তে পারি।

আমার গাইডের কাছ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি সেটার মতো, এভিয়েশন চার্টের 12M ব্যান্ডে তিন হাজার মিটার প্রাচীন বনভূমিতে নিরুদ্দিষ্ট। আমার নিজের কাছে চার্ট নেই, কম্পাসও নেই আমার কাছে। আমার পকেটে যে

BanglaBook.org

একটামাত্র বস্তু আমি খুঁজে পাই তা হলো এক মুঠো মিষ্টি যা কয়েকদিন আগে বৃদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আমাকে দিয়েছিলো যা ইতোমধ্যে পাহাড়ের নিচে চলে গেছে। দেবার সময় আমাকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলো–যখন তুমি পাহাড়ে যাবে তখন কিছুটা মিষ্টি সঙ্গে রাখা ভালো যদি তুমি হারিয়ে যাও। আমি গুনে দেখি কতগুলো মিষ্টি আমার ট্রাউজারের পকেটে আছে; সাতটা। আমি কেবল আমার গাইডের অপেক্ষা করতে পারি যে এসে আমাকে খুঁজে পাবে। পাহাড়ে এসে মারা গেছে যেসব লোক গত কয়েক দিনে তাদের সম্পর্কে যতো গল্প শুনেছি তা সব আতংকে রূপ নেয় আর চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে আমাকে। এইরকম মুহূর্তে আমি একটা মাছের মতো যেটা আতংকের জালে পড়েছে। এখন আমার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন একটা অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু এমন বা অমন অলৌকিক ঘটনার জন্যে কি আমার সারা জীবন আমি অপেক্ষা করে নেই?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১১

সে বলে, পরে সে বলে, সে বাস্তবিকই মরতে চায়, এটা খুবই সহজ হবে। সে উঁচু এমব্যাংকমেন্টের ওপর গিয়ে দাঁড়াবে, চোখ বন্ধ করবে আর শুধু লাফ দেবে! কিন্তু সে যদি এমব্যাংকমেন্টের সিঁড়িগুলোর ওপর এসে পড়ে, তা হবে খুব যন্ত্রণাদায়ক, সে এমন দৃশ্য কল্পনা করার সাহস পায় না যে তার মগজ থেৎলে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে আর ঐভাবে সে মারা যাচ্ছে–এটা হবে ভয়ংকর। তার মৃত্যুকে অবশ্যই হতে হবে সুন্দর যাতে করে মানুষ তার জন্যে দুঃখ অনুভব করবে, বেদনা অনুভব করবে, এবং কাঁদবে তার জন্যে।

সে বলে উপরের দিকে সে এমব্যাংকমেন্ট বরাবর যাবে, খুঁজে নেবে একটা বালুময় সৈকত এবং এমব্যাংকমেন্টের পাদদেশ থেকে হেঁটে যাবে নদীতে। অবশ্যই কেউ তাকে লক্ষ্য করবে না। আর কেউ জানবেও না, রাতের অন্ধকারে নদীর মধ্যে সে হেঁটে যাবে। সে তার জুতো খুলে রেখে যাবে না, সে কোনো কিছুই পিছনে রেখে যেতে চায় না। জুতো পায়ে দিয়েই সে নদীর ভিতর নেমে যাবে হেঁটে, একবারে একটা পদক্ষেপ, ঠিক পানির ভিতরে। পানি যখন কোমর সমান হবে, তার বুক সমান উঠে আসার এবং শ্বাস গ্রহণ কষ্টকর হয়ে ওঠার আগেই, দ্রুত বহমান নদী অকস্মাৎ স্রোতের ভিতর তাকে টেনে নেবে এবং সে আর ভেসে উঠতে সমর্থ হবে না। শক্তিহীন হয়ে পড়বে সে, এবং এমনকি সে যদি সংগ্রামও করে, বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তিও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। বড়জোর তার হাত-পা পানির ভিতর কিছুক্ষণ নড়াচড়া করবে কিন্তু সব শেষ হবে দ্রুত, যন্ত্রণাহীন : এটা শেষ হয়ে যাবে যন্ত্রণা শুরুর সময় হবার আগেই। সে চিৎকার করবে না। সেটা হবে অকার্যকর, যদি সে চিৎকার করে তবে দ্রুত পানিতে সে খাবি খাবে এবং কেউই কিছু শুনতে পাবে না, উদ্ধারের তো কথাই আসে না। এভাবে তার অনাবশ্যক জীবন পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেহেতু তার যাতনা সে অন্যভাবে লাঘব করতে পারে না, তাই মৃত্যুতেই এর সমাধান। এই ক্রিয়া অন্যান্য অনেক বিষয় সমাধা করবে। এটা হবে সঠিক এবং এটা হবে মর্যাদার সাথে মরা, যদি সে বাস্তবিকই এমনি মর্যাদার সাথে মরতে পারে। মৃত্যুর পর, যদি তার ফুলে ওঠা লাশ ভাটির দিকে ভেসে গিয়ে বালুময়

BanglaBook.org

সৈকতে আটকে যায় আর সূর্যালোকের নিচে পচতে শুরু করে, তাহলে অজস্র মাছি এসে বসবে তাতে। সে আবার অসুস্থ বোধ করে। মৃত্যুর চেয়ে অন্য আর কিছুই এমন বমনোদ্রেক নয়। বমি থেকে সে রেহাই পায় না।

সে বলে কেউ তাকে চেনে না, কেউ তার নাম জানে না, এমন কি হোটেলের রেজিস্টারে যে নাম সে লিখেছে সেটাও মিথ্যা। সে বলে তার পরিবারের কেউ তার সন্ধান বের করতে পারবে না, কেউ ভাবতেও পারবে না এই রকম একটা পার্বত্য ছোট শহরে সে আসবে। কিন্তু সে কল্পনা করতে পারে তার মা-বাবার অবস্থা কি রকম হবে। তার সৎমা হাসপাতালে ফোন করবে যেখানে সে কাজ করে, এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কথা বলবে যেন তার ফ্লু হয়েছে এবং এমন কি যেন বা সে কাঁদছে। স্বাভাবিকভাবে এটা সে করবে তার বাবা তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করার পর। সে জানে সে যদি মারা যায় তাতে তার সৎমা বাস্তবিক কাঁদবে না। পরিবারে সে কেবলমাত্র একটা বোঝা, তার সৎ মায়ের নিজের পুত্র সন্তান আছে যে ইতোমধ্যে যুবক হয়ে উঠেছে। বাড়িতে যদি সে রাত কাটায় তাহলে তার ছোট ভাইকে ঘুমানোর জন্যে করিডোরে তারের বিছানা পাততে হয়। তার কামরার ওপর তাদের নজর আছে আর তার বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। হাসপাতালে সত্যিই সে থাকতে পছন্দ করে না কারণ নৈশসেবিকাদের ডরমিটরিগুলোর সবসময় এন্টিসেপ্টিকের গন্ধে ভরপুর থাকে। সারাটা দিন ধরে সাদা রঙের চাদর, সাদা রঙের আবরণ, সাদা রঙের মশারি, সাদা রঙের মুখোশ কেবল ভুরুর নিচের দুটো চোখই তোমার নিজের। এলকোহল, পিন্সার, টুইজার, সিজার ও স্কালপেল, বার বার হাত ধোয়া আর এন্টিসেপ্টিক দিয়ে বাহু ঘষা যতক্ষণ চামড়া লাল না হয়–প্রথমে চকচকে, তারপর রক্তের রঙ। যারা সারা বছর ধরে থিয়েটারের কাজ করে তাদের হাতের ওপরকার চামড়া সাদা মোমের মতো। একদিন সে নদীতীরে শুয়ে থাকবে এক জোড়া রক্তহীন হাত নিয়ে, মাছি উড়বে তার ওপর। সে আবার অসুস্থ বোধ করে। সে ঘৃণা করে তার কাজ ও তার পরিবার, তার বাবাকে সহ। যদি মতের মিল না হয় তার সৎমা গলা চড়িয়ে তখন কথা বলে আর তার বাবার কোনো মতামত থাকে না। কেন তুমি চুপ করে থাকো না? এমন কি তার বাবার যদি আপত্তিও থাকে তবু তা বলার সাহস করে না। তাহলে আমাকে বলো, তোমার টাকা দিয়ে কি করেছো তুমি? তুমি তাড়াপাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছো, কিভাবে আমি তোমাকে টাকা-পয়সা রাখতে দেবো? একটা ছোট বাক্যে আমার সৎ মা চারটা বাক্য শোনাতে পারে আর সব সময় সে কথা বলে উচ্চস্বরে। কাজেই বাবা কিছুই বলে না কখনো। একবার বাবা তার পা ছুঁয়েছিলো। বাবা পা ছুঁতে আর টেবিলের নিচ

দিয়ে তাকে অনুভব করতে শুরু করেছিলো। তার সৎমা ও ছোট ভাই বাড়িতে ছিলো না, তারা দু'জনই কেবল ছিলো, বাবা খুব বেশি পান করেছিলো। সে বাবাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলো। কিন্তু অকর্মা হওয়াটা ক্ষমা করতে পারেনি, সে তাকে ঘৃণা করে অমন দুর্বলতার কারণে। শ্রদ্ধা করতে পারে এমন বাবা তার নেই, একজন দায়িত্বশীল পিতা যার ওপর সে নির্ভর করতে পারে, গর্ব করতে পারে যাকে নিয়ে। অনেক আগেই এই বাড়ি সে ত্যাগ করতে চেয়েছিলো এবং নিজের মতো ছোট একটা বাড়ি পেতে চেয়েছিলো, কিন্তু এটা নিদারুন বিরক্তিকর। সে ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা কনডম বের করে। লোকটার জন্যে নিয়মিত সে পিল খেতো আর লোকটার উদ্বিগ্নতার কিছু ছিলো না। সে বলতে পারবে না এটা প্রথম দর্শনের প্রেম, তবে লোকটা হলো প্রথম সাহসী পুরুষ যে তার ভালোবাস চেয়েছে। লোকটা তাকে চুমু খায় এবং সে লোকটা সম্পর্কে ভাবতে আরম্ভ করে। তারা একে অন্যের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একটা ডেট করে। লোকটা তাকে চায় আর সে নিজেকে দেয় লোকটার কাছে, শ্বাসরুদ্ধভাবে, উত্তেজিত। সে আবেশের মধ্যে ছিলো, তার হৃৎপিন্ড ধড়াশ ধড়াশ করে, সে শংকিত তথাপি ইচ্ছুক। সবটাই ছিলো স্বাভাবিক, চমৎকার, সুন্দর, লাজুক, এবং বিশুদ্ধ। সে বলে সে জানে সে ভালোবাসতে চায় লোকটাকে, যে লোকটা ভালোবাসে তাকে। পরবর্তীতে সে বউ হবে লোকটার। এবং ভবিষ্যতে সে হবে একজন মা, একটা ছোট্ট মা। কিন্তু এতে তার বমি আসে। সে বলে এটা ছিলো না কারণ সে গর্ভবতী। লোকটা তার সাথে রতিক্রিয়ার পর, সে অনুভব করে এই জিনিসটা লোকটার ট্রাউজারের পিছনের পকেটে। লোকটা চায়নি সেটা সে বের করে আনুক; কিন্তু সে ঠিকই বের করে আনে। এতে তার বমি আসে। সেই দিন কাজের পর, সে ডরমিটরিতে ফিরে যায়নি আর খাওয়নি কিছু কিন্তু অতি দ্রুত লোকটার আবাসস্থলে যায়। নিঃশ্বাস নেবার ফুরসতও তাকে না দিয়ে, যে মুহূর্তে সে দরোজায় পৌঁছেছে, লোকটা তাকে চুমু খেতে শুরু করলো আর অবিলম্বে রতিক্রিয়া করলো। লোকটা বললো যৌবন উপভোগ করা উচিৎ, ভালোবাসা উপভোগ করা উচিৎ, উপভোগ করা উচিৎ পূর্ণমাত্রায়। লোকটার আলিঙ্গনের মধ্যে, সে একমত হয়। তারা সাথে সাথেই বাচ্চাকাচ্চা নেয়নি তাই তারা উদ্বিগ্নতা-মুক্ত কয়েকটা বছর নিজেদের উপভোগ করতে পেরেছিলো, কিছু টাকাও রোজগার করে আর ভ্রমণে বের হয়। তারা একটা বাড়িও বানায়নি, তাদের দরকার ছিলো কেবলমাত্র এইরকম একটা কামরা যা লোকটার আগেই ছিলো। যতোদিন লোকটাকে সে পেয়েছিলো তারা হয়ে পড়তো আদিম, অদম্য, চিরন্তন আর সর্বদা... এই সবকিছু সে সানুরাগে বুঝে ওঠার

আগেই সে অসুস্থ অনুভব করে। সে বমি থামাতে পারলো না এবং তিক্ত পর্যায় পর্যন্ত বমি করতেই থাকলো। তারপর সে কেঁদেছিলো, হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে উঠলো আর পুরুষদের অভিশাপ দিতে লাগলো! কিন্তু সে ভালোবাসতো লোকটাকে, সেটা একদা ভালোবাসতো লোকটাকে, কিন্তু এটা অতীতে। সে লোকটার জামার ঘামের গন্ধ ভালোবাসতো, এমনকি জামাকাপড়গুলো ধুয়ে পরিষ্কার করার পরেও গন্ধটা সে পেতো। কিন্তু ভালোবাসার মতো মূল্যবান কিছু ছিলো না লোকটা, যে কোনো নারীর সাথেই এসব করতো সে, পুরুষরা filthy এই রকম। সে জীবন মাত্র সে শুরু করেছিলো তার পরিণত হলো মৃত্তিকায়। কিন্তু ভালোবাসার মতো মূল্যবান কিছু ছিলো না লোকটা, যে কোনো নারীর সাথেই এসব করতো সে, পুরুষরা filthy এইরকম। যে জীবন মাত্র সে শুরু করেছিলো তার পরিণত হলো মৃত্তিকায়। এটা ছিলো তার ছোট হোটেলের চাদরের মতো, যার ওপর সব ধরনের লোক এসে ঘুমাতো, তারা পরিবর্তিত নয় আর পরিচ্ছন্ন নয় আর পুরুষের ঘামের গন্ধে ভরপুর। তার এমন এক স্থানে আসা কখনো উচিৎ হয়নি!

তাহলে কোথায় তুমি যাবে? তুমি জিজ্ঞেস করো।

সে বলে সে জানে না, সে নিজেই বুঝতে পারে না কেমন করে এখানে চলে এসেছে। তারপর সে বলে এইরকম কোনো জায়গা সে খুঁজে পেতে চেয়েছিলো যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, যাতে করে সে একাই এমব্যাংকমেন্টের উজান বরাবর হেঁটে যেতে পারবে, কোনো কিছু সম্পর্কেই ভাববে না, হেঁটে যাবে যতক্ষণ না নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর মরে পড়ে থাকে রাস্তার ওপর......

তুমি বলো সে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু।

আমি তা নই! সে বলে কেউ তাকে বুঝতে পারে না এবং তোমার ক্ষেত্রেও একই।

তুমি জানতেও চাও সে তোমার সাথে নদীর ওপারে যাবে কি না। ওখানে নদীর অপর তীরে লিংশান যেখানে বিস্ময়কর বস্তু দেখা যাবে, যেখানে দুঃখ আর বেদনা বিস্মৃত হবে, এবং যেখানে মানুষ খুঁজে পাবে স্বাধীনতা। তাকে রাজী করানোর কঠিন চেষ্টা করো তুমি।

সে বলে তার—পরিবারকে সে বলেছে যে হাসপাতালে একটা শিক্ষা সফরের আয়োজন করেছে এবং হাসপাতালকে বলেছে তার বাবা অসুস্থ, তাকে তার দেখাশোনা করতে হবে, আর তাই কয়েকদিনের ছুটি পেয়েছে সে।

তুমি বলো সে সত্যিই ধূর্ত।

সে বলে সে বোকা নয়।

BanglaBOOK.org

১২

এই দীর্ঘ যাত্রার আগে, চিকিৎসকের দ্বারা ফুসফুসের ক্যানসার নির্ণিত হবার পর, প্রতিদিন যা কিছু আমি করতে পারতাম তাহলো নগর প্রান্তে অবস্থিত পার্কে গমন। লোকজন বলতো কেবল পার্কেই বাতাস কিছুটা বিশুদ্ধ এই পরিবেশ-দূষিত নগরীতে এবং স্বাভাবিকভাবেই নগরপ্রান্তের পার্কেই বাতাস খানিকটা নির্মল। নগর প্রাকারের পাশের পাহাড় ব্যবহৃত হতো কারখানা আর মৃতদেহ দাহ করবার স্থান হিসেবে। মাত্র সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জায়গাটিকে পার্কে পরিণত করা হয়েছে। যাহোক, নতুবা আবাসিক এলাকা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে একদা যা একটা গোরস্তান ছিলো, এবং একটা বেড়া যদি দেয়া না হতো তাহলে জীবিত মানুষেরা ঘরবাড়ি তুলতো তাদের পূর্বপুরুষদের কবরের ওপর।

পাহাড়ের ওপরে ছিলো পাথরের খন্ড বসানো একটা লম্বা ফিতার মতো স্থান। প্রতি সকালে বয়স্ক লোকেরা সেখানে আসতো সব জায়গা থেকে তাইজিকুয়ান বক্সিং অনুশীলন করতে কিংবা খাঁচার ভিতর পোষা পাখি নিয়ে তাজা হাওয়ায় ঘুরতে। যাহোক, নয়টা কিংবা ঐ রকম সময়ে সূর্য যখন ওপরে উঠে গেছে তখন তারা তাদের খাঁচা তুলে নিতো আর বাড়িতে চলে যেতো। তখন আমি একা হয়ে যেতাম, একেবারে শান্তির সাথে আর শান্ত, আর আমার পকেট থেকে বের করতাম। *The Book of changes with Zhou Comentary* বইটা। কিছু সময় পড়ার পর, শরতের উষ্ণ রোদ আমাকে নিদ্রাতুর করে তুলতো এবং আমি পাথরের একটা স্লাবের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তাম আর, বইটাকে একটা বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে, শান্তভাবে কিছুক্ষণ আগে পড়া hexagram আবৃত্তি শুরু করতাম। রোদের চোখ ধাঁধানো আলোয়, ওই hexagram-এর প্রতীকের একটা উজ্জ্বল নীল ইমেজ ভেসে যেতো আমার চোখের লাল পাতায়।

আমার বস্তুতপক্ষে পড়ার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না, কি আসে যায় যদি একটা বই আমি বেশি পড়ি বা কম পড়ি, আমি পড়ি আর না পড়ি তাতে পার্থক্য ছিলো না; আমি এখনো অপেক্ষা করতাম দাহ হবার জন্যে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আমি পড়ছিলাম *The Book of changes with—Zhou Commentary.* শৈশবের এক বন্ধু যে আমার অসুস্থতার খবর শুনেছিলো

BanglaBook.org

আমাকে দেখতে আসে এবং জিজ্ঞেস করে আমার জন্যে কিছু করতে পারবে কি না। তারপর সে নিয়ে এলো *কিগং* প্রসঙ্গ। সে শুনেছিলো লোকজন *কিগং* শব্দটা ব্রবহার করেছে ফুসফুসের ক্যানসারে। সে আরো বললো সে একজনকে চেনে যে কি না Eight Trigrams-এর সাথে সম্পর্কিত কিগং-এর একটা ফর্মের অনুশীল করতো। এবং এটা শিখে নেবার জন্যে সে আমাকে অনুনয় করে। আমি বুঝেছিলাম কি সে পাচ্ছিলো। এমনকি ওইরকম পর্যায়েও, আমি কিছু চেষ্টা করতাম। কাজেই আমি জিজ্ঞেস করি যদি সে আমাকে *The Book of changes* বইটির একটা কপি এনে দিতে পারে। দুইদিন পর, সে ফিরে আসে এক কপি *The Book of chnages with Corrections to the Zhou Commentary* বইটা নিয়ে। গভীরভাবে আলোড়িত, আমি এটা গ্রহণ করি এবং বলতে থাকি যে যখন আমরা শিশু ছিলাম আমি ভেবেছিলাম আমার কেনা মাউথ অর্গানটা সে নিয়েছিলো, এ ব্যাপারে ভুলভাবে তাকে অভিযুক্ত করেছিলাম, এবং তারপর অর্গানটা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করি এখনো সে স্মরণ করতে পারে কি না। তার গোলাকার মুখে একটা হাসি। সে অস্বস্তি অনুভব করে এবং বলে যে এসব কথা তুলে আনার কোনো কারণ নেই। সে দায়গ্রস্ত ছিলো, আমি নই। তথাপি সে পরিস্কারভাবে স্মরণ করতে পারে সে আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলো। তখন আমার মনে পড়ে যে আমি ভুল আচরণ করেছিলাম যার জন্যে লোকেরা আড়ালে আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। এটা কি ছিলো অনুশোচনা? এ কি ছিলো মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা?

আমি জানতাম না, আমার জীবদ্দশায়, অন্যেরা আমাকে ভুল করিয়েছিলো বেশি না কি অন্যদের আমি ভুল করিয়েছিলাম। আমি জানতাম যাহোক যে আমার সম্প্রতি মৃত মায়ের মতো মানুষও আছে যে আমাকে ভালোবাসে, এবং আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া স্ত্রীর মতো মানুষও আছে যে আমাকে ঘৃণা করে। কিন্তু আমার থেকে যাওয়া অবশিষ্ট কয়েকদিনের মধ্যে হিসেব-নিকেশ করার দরকার আছে? আমি যাদের ভ্রান্ত করেছিলাম আমার মৃত্যুকে তারা এক ধরনের সান্ত্বনা হিসেবে নেবে আর যারা আমাকে ভ্রান্ত করেছিলো তাদের কিছুই করার ক্ষমতা আমার থাকবে না। জীবন সম্ভবত ভালোবাসা ও ঘৃণার একটা জট স্থায়ীভাবে এক সাথে যা বাঁধা। এর কি আর কোনো চিহ্ন থাকতে পারে? আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে আমি যথাযথভাবে বেঁচে থাকিনি। আমি যদি আরেকটা জীবনকাল পেতাম, তাহলে নিশ্চিত আমি অন্যরকমভাবে বেঁচে থাকতাম, কিন্তু তার জন্যে চাই অলৌকিক ঘটনা।

BanglaBook.org

আমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না, ঠিক যেমন আমি ভাগ্য মানি না, কিন্তু কেউ যখন হতাশ হয়ে যায় তখন কি একটা অলৌকিক ঘটনার আশাই করে না? পনেরো দিন দেরিতে আমি হাসপাতালে পৌঁছলাম আমার এক্সরে-সংক্রান্ত পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে। আমার ছোট ভাই উদ্বিগ্ন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার সাথে আসার জন্যে। আমার কাছের মানুষদের কাছে আমার আবেগ প্রদর্শন করতে আমি পছন্দ করি না। আমি তার মনের বাসনা পরিবর্তন করতে পারিনি এবং সে আমার সাথে যে কোনো পন্থাতেই এসেছিলো। তার মাধ্যমিক স্কুলের একজন সহপাঠি হাসপাতালে ছিলো আর সে আমাকে সরাসরি এক্স-রে বিভাগের প্রধান চিকিৎসকের কাছে।

প্রধান চিকিৎসক গতানুগতিক ধারায় পরেছিলো চশমা আর তার সুইভাল চেয়ারে বসেছিলো। আমার মেডিক্যাল রেকর্ডের সঙ্গে রাখা ডায়াগনসিস সে পড়ে, দুই বুকের এক্সরে পরীক্ষা করে এবং বলে যে পাশের দিক থেকে একটা এক্স-রে করতে হবে। সে অবিলম্বে আরেকটি এক্স-রে করার জন্যে একটা নোট লিখে দিলো, এবং বললো ছবি ফুটে ওঠার সাথে সাথেই ভেজা এক্স-রেটা তার কাছে আনতে হবে।

শরতের সূর্যটা ছিলো দারুন। ভিতরটা ছিলো ঠান্ডা আর সেখানে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম ঘাসের ওপর পতিত সূর্যালোকের দিকে, আমি ভাবছিলাম এটা কি দারুন বিস্ময়কর। এভাবে এর আগে আমি আর কখনো সূর্যালোকের দিকে তাকাইনি। পাশের দিক থেকে নেয়া এক্স-রে হয়ে যাবার পর, ফিল্মটা ডেভলপ হবার অপেক্ষা ডার্করুমের পাশে বসে বাইরের সূর্যালোকের দিকে তাকিয়েছিলাম। জানলার বাইরের সূর্যালোক সত্যিই ছিলো আমার কাছ থেকে অনেক দূরে, আমার ভাবনা হতে পারতো ঠিক এইখানেই দ্রুত যা সংঘটিত হতে যাচ্ছিলো সেটা নিয়ে। কিন্তু-ও ব্যাপারে আমার কি প্রচুর ভাবনার দরকার ছিলো? আমার অবস্থাটা ছিলো সেই খুনীর মতো যার বিরুদ্ধে রয়েছে লৌহ-কঠিন প্রমাণ আর বিচারক যার মৃত্যুদন্ড অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন। যা কিছু আমি আশা করতে পারতাম তা ছিলো একটা অলৌকিক ঘটনা। দুটো আলাদা সময়ে দুটো আলাদা হাসপাতালে নেয়া বুকের দুটো এক্সরে কি আমার মৃত্যুদন্ডের যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে না?

আমি জানতাম না কখন, আমি তো এ ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না, সম্ভবত যখন আমি জানলা দিয়ে বাইরে সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আমি শুনতে পেয়ে বেশ কিছু সময় ধরে আমি এটা করছিলাম। মনে হয়েছিলো, আমি প্রার্থনা

BanglaBook.org

করছিলাম আমার পোশাক পরার সময় থেকে আর ফাঁসির কক্ষ ত্যাগ করা পর্যন্ত, সেটা এক্স-রে করার কামরা যেখানে আছে রোগীদের শোয়ানোর পর ওঠানো-নামানোর যন্ত্র।

অতীতে, আমি নিশ্চিত বিবেচনা করে থাকবো যে একদিন আমি প্রার্থনা করবো তা ভাবা একেবারে অযৌক্তিক। আমি বেদনায় পূর্ণ হতে অভ্যস্ত ছিলাম যখন দেখতাম বৃদ্ধরা মন্দিরে ধূপকাঠি পোড়াচ্ছে, প্রার্থনায় নত হচ্ছে হাঁটু গেড়ে, এবং শান্তভাবে জপ করছে নামো আমিতোফু, বুদ্ধ। সহানুভূতি থেকে আমার বেদনা ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। মৃত্যুদন্ডের ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় থাকাকালে, আমার মধ্যে শূন্যতার অবস্থা চলে, জানলার বাইরে শরতকালীন সূর্যের দিকে তাকিয়ে, নীরবে নামো আমিতোফু জপতে থাকি, বার বার আমার হৃদয়ে। আমার পুরনো স্কুল সহচর, যে আর অপেক্ষা করতে পারছিলো না, নক করে ডার্করুমের ভিতরে প্রবেশ করে। আমার ভাই তাকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢোকে কিন্তু ওকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেই জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে যখান দিয়ে এক্স-রে দেয়া হয়। শীগগিরই আমার স্কুল-সহচরও বেরিয়ে আসে এবং জানলটার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করে। একজন দর্শকের মতো আমি তাকিয়ে থাকি যার কিছু করার নেই। তারপর হঠাৎ শুনতে পাই বিস্ময়ে তারা চিৎকার করছে ঃ

'কি?'

'কিছুই না?'

'আবার চেক করুন!'

'সারা বিকেলে এই একটা এক পাশ থেকে করা এক্স-রে ছাড়া অন্য এক্স-রে করা হয়নি।' ডাকরুম থেকে আসা জবাবটা মোটেও বন্ধুসুলভ ছিলো না।

তারা দু'জন একটা ফ্রেমে এক্স-রেটা আটকে উপরে তুলে ধরে পরীক্ষা করেছিলো। ডার্করুমের টেকনিশয়ান নিজেও বেরিয়ে এসেছিলো বাইরে, দৃষ্টিপাত করেছিলো সেটার প্রতি, একটা কাটখোট্টা মন্তব্য করে, তারপর তাদের বিদায় করে দেয়।

বুদ্ধ বলেছিলো আনন্দ করো। বুদ্ধ বলেছিলো আনন্দ প্রথমে জায়গা নেয় নামো আমিতোফুর, তারপর তা পরিণত হয় অধিক আনন্দের সাধারণ অভিব্যক্তিতে। হতাশা থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসার পর আমার প্রাথমিক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ছিলো এই রকম, আমি সত্যিই ছিলাম ভাগ্যবান। বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছিলাম আমি এবং একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিলো। কিন্তু আমার আনন্দ ছিলো গোপন, প্রকাশ করার সাহস আমি করিনি।

BanglaBook.org

আমি তখনো উৎকণ্ঠিত ছিলাম এবং ভেজা এক্স-রে পরীক্ষা করানোর জন্যে চশমা পরা প্রধান চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই।

তিনি এক্স-রেটার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং ভীষণ নাটকীয় ভঙ্গিতে দুই হাত ছুড়ে দেয় সামনে।

'এ কি বিস্ময়কর নয়?'

'এখনো কি এগুলো আমাকে করতে হবে?' আমি চূড়ান্ত এক্স-রে সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম।

'এখনো তোমাকে কি কোনগুলো করতে হবে?' তিনি আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন, তিনি মানুষের জীবন রক্ষা করেন এবং এই ধরনের কর্তৃত্ব তার ছিলো।

তিনি এরপর আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রজেক্টের স্ক্রিনযুক্ত একটা এক্স-রে মেশিনের সামনে এবং বলেছিলো গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে ও নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান দিকে ঘুরতে, বাম দিকে।

'তুমি নিজেই এটা দেখতে পারো,' তিনি বলেছিলেন, স্ক্রিপটার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। 'দেখ একবার, দেখ একবার।' প্রকৃতপক্ষে কিছুই আমি পরিস্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমার মগজ একদলা পেস্টের মতো মনে হচ্ছিলো আর স্ক্রিনে একমাত্র যা দেখতে পাচ্ছিলাম তা হলো পাঁজরের হাড়ের একটা খাঁচা।

'কিছুই নেই ওখানে, আছে? তিনি উচ্চকণ্ঠে আমাকে র্ভৎসনা করেন যেন আমি স্পষ্টই একটা বিরক্তি উৎপাদনকর বস্তু।

'কিন্তু তাহলে অন্য এক্সরে গুলোর ব্যাখ্যা কি?' আমি প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারছিলাম না।

'যদি কিছুই না থাকে, কিছুই না থাকে, এটা অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেছে। এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ঠান্ডা লাগলে আর ফুসফুসের প্রদাহ হলে একটা ছায়া সৃষ্টি হতে পারে আর যখন তুমি সুস্থ হয়ে যাবে তখন ছায়াও অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

কিন্তু আমি তাকে একজন মানুষের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। সেটা কি একটা ছায়া সৃষ্টি করতে পারে?

'ফিরে যাও আর যথাযথ জীবনযাপন করো, ইয়ংম্যান।' তিনি চেয়ারে বসে সেটা ঘুরিয়েছিলেন, এভাবে বিদায় করেছিলেন আমাকে।

তিনি ঠিক বলেছিলেন, জীবনের নতুন এক লিজ আমি অর্জন করেছিলাম, সদ্য জন্ম নেয়া একটা শিশুর চেয়েও আমি ছোট ছিলাম।

BanglaBook.org

আমার ভাই তার বাইসাইকেলে দ্রুত রওনা হয়ে গেল, একটা বৈঠকে যোগদান করার কথা ছিলো তার।

সূর্যালোক আবার আমার, আবার আমার উপভোগ করার সব। আমার বিদ্যালয়ের সহচর এবং আমি ঘাসের ওপর চেয়ারে বসেছিলাম আর শুরু করেছিলাম ভাগ্য নিয়ে আলোচনা। যখন ভাগ্য নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই তখন মানুষ ভাগ্য বিষয়ে প্রচুর কথা বলে।

'ভাগ্য একটা অদ্ভুত ব্যাপার,' সে বলেছিলো, 'একটা খাঁটি প্রপঞ্চ। ক্রোমোজমের সম্ভাব্য আয়োজন কাজ করতে পারে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা কি কাজ করতে পারে ডিম্বাশয়ের ওপর পতনে?' সে অন্তহীনভাবে কথা বলে গিয়েছিলো। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে সে পড়াশোনা করছিলো কিন্তু তার নিরীক্ষণ যা সে লিপিবদ্ধ করেছিলো তার সাথে দুস্তর ব্যবধান ছিলো বিভাগীয় প্রধানের নিরীক্ষণের। ডিপার্টমেন্টের পার্টির সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনায় ডাকা হলে সেখানে সে তর্ক করে, আর স্নাতক হবার পর হরিণ পালনের জন্যে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ইনার মঙ্গোলিয়ার ডাক্সিঙ্গানলিং মালভূমিতে একটা হরিণ-উৎপাদন খামারে।

পরবর্তীতে, অনেক পরিবর্তনের পর, তাংশানে নতুন স্থাপিত একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের একটা পদ সে কোনোভাবে জুটিয়ে নিতে পেরেছিলো। যাহোক, কিভাবে এটা পূর্বদৃষ্টিতে দেখা যেতে পারতো যে তার ওপর বিপ্লববিরোধী কালো দলীয় উপাদানের দন্ত ও নখরের ছাপ পড়বে আর নিন্দিত হবে প্রকাশ্য সমালোচনার কারণে। প্রায় দশ বছর তাকে ভুগতে হয়েছিলো, 'মামলা অবাস্তব' এই রায় ঘোষিত হবার আগে। ১৯৭৬ সালের বিশাল ভূমিকম্পের মাত্র দশদিন আগে তাকে বদলি করে দেয়া হয়েছিলো তিয়ানচিনে। যারা তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলো তারা ধসে পড়া একটা ভবনের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলো। সময়টা ছিলো মধ্যরাত আর তাদের একজনও পালিয়ে যেতে পারেনি।

'অন্ধকারের গন্ডগোলের মধ্যে, স্বাভাবিকভাবেই এই হলো ভাগ্য! সে বলেছিলো।

আমার ক্ষেত্রে, যা হোক, আমি যা বিবেচনা করেছিলাম কেমনভাবে এই জীবন আমি পরিবর্তন করবো যার জন্যে আমি জিতে গেছি একটা দন্ডব্যাক্ষেপ?

BanglaBook.org

১৩

সামনেই একটা গ্রাম। খাঁজকাটা মাঠ আর পর্বতের তলদেশে, সেই একই কালো ইট আর নদীর পাশে টাইলের বিন্দু। গ্রামের ঠিক সামনে দিয়ে প্রবাহিত একটা জলধারা একটা লম্বা চ্যাপ্টা পাথরের স্ল্যাবে বাধা পেয়ে ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। আরো একবার তুমি দেখতে পাও একটা কালো cobbblestone-এর রাস্তা, এক চাকার একটা গভীর দাগযুক্ত রাস্তাটা চলে গেছে গ্রামের দিকে। আর আবারও তুমি শুনতে পাও পাথরের ওপর খালি পায়ের শব্দ, ভেজা পদচ্ছাপ তোমাকে নিয়ে যায় গ্রামের ভিতর। আবার, ঠিক তোমার ছেলেবেলার মতো, কাদামাখা cobblestone যুক্ত একটা ছোট লেন। তুমি আবিষ্কার করো cobblestone -এর ফাঁকে যে রাস্তার নিচে দিয়ে পানির প্রবাহ বইছে। প্রত্যেকটা বাড়ির ফটকে ফ্ল্যাগস্টোন উঁচু করে তোলা যাতে করে ঐ পানি ধোয়া-মোছার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, তার ওপর ভাসছে সবুজ শাক-সবজির কর্তিত অংশ। সামনের ফটকের পিছনে আঙিনাগুলোয় খাবার নিয়ে মুরগীর বাচ্চা ও গৃহপালিত পাখির ডাকাডাকি। লেনে কোনো মানুষ ছিলো না, নেই বাচ্চারা, কুকুরও নেই কোথাও। আশ্চর্যজনকভাবে সব নির্জন।

বাড়িগুলোর মাথার ওপর সূর্যের আলো একটা চুনকাম করা তাপ-ধারক দেয়ালের ওপর পতিত হয়ে বিপুল প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। কিন্তু লেনের ভিতরটা ঠাণ্ডা। একটা চৌকাঠ থেকে একটা আয়নার আলোর ঝিলিক দেখা যায়, Eight Trigram প্রান্তগুলোর কাটাকটি দাগ সৃষ্টি করে। যখন তুমি ওপরে যাও আর দরোজার নিচে গিয়ে দাঁড়াও তখন লক্ষ্য করো যে এই Eight Trigram আয়না তাপ-ধারক দেয়ালের বক্র ছাদের দিকে নিশানা করা। এখানে যদি নিজের একটা ছবি তুলতে চাও তাহলে সব কিছু মিলিয়ে দৃশ্যমান হবে একটা গভীর নির্জনতার বোধ। তুমি যদি পুনরায় নিজেকে স্থাপন করো তবে ছবি তুলতে পারো দরোজার, Eight Trigram আয়নার আর পাথুরে দেউড়ির। এখানে একটা ছোট মেয়ে বসা।

তুমি বর্বর ও ভীতিকর গল্প বলো এবং আমি ওগুলো শুনতে চাই না, সে বলে।

তাহলে কি শুনতে চাও তুমি?

BanglaBook.org

ভালো লোকদের কথা বলো আর ভালো সব ঘটনা।

আমি কি *ঝুহুয়াপো* সম্পর্কে বলবো?

আমি শামানদের সম্পর্কে কিছু শুনতে চাই না।

একজন *ঝুহুয়াপো* আর একজন শামান এক নয়, শামানরা হলো ধূর্ত বুড়ির দল। *ঝুহুয়াপো* হলো সুন্দরী তরুণী। Second Master-এর ডাকাত বৌয়ের মতো। আমি ঐ রকম নিষ্ঠুর গল্প শুনতে চাই না।

ঝুহুয়াপো হলো মজাদার আর দয়ালু।

মেয়েটি ছত্রাক-আবৃত পাথরের ওপর চামড়রার জুতো পরে হাঁটছিলো এবং তুমি বলো তার খুব বেশি দূরে যাবার আশা নেই, কাজেই সে তোমাকে তার হাত ধরতে দেয়। তুমি সাবধান করো তাকে কিন্তু সে পিছলে পড়ে। তুমি তাকে ধরো এবং তোমার বাহুর মধ্যে তুলে নাও, বলছো এটা তুমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করনি। সে বলে তুমি খারাপ আর ভ্রূকুটি করে কিন্তু তার চাপা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস। তুমি নিজেকে দমন করতে পারো না আর তাকে চুমু খাও, তার ঠোঁট ঢিলে হয় আর তুমি বিস্মিত হও ঠোঁটের শান্ততায়। তুমি তার উষ্ণতা ও সৌরভ উপভোগ করো এবং বলো যে পাহাড়ে এই রকম প্রায়শই ঘটে। সে তোমার বাহুর মধ্যে আশ্রয় নেয়, তার চোখ মুদে আসে।

ঠিক আছে, তাহলে আমাকে বলো।

বলবো তোমাকে কি?

আমাকে *ঝুহুয়াপো* সম্পর্কে বলো। তারা মানুষকে প্রলোভিত করে যেখানে রাস্তা হঠাৎ করে পাহাড়ের অন্ধকার দিকে নেমে গেছে, প্রায়ই পর্বত শীর্ষের প্যাভিলিয়নে.......

তুমি কি একজনকে দেখেছো?

অবশ্যই। একটা পাহাড়ি পথের ওপর একটা প্যাভিলিয়নের পাথুরে বেঞ্চির ওপর সে বসেছিলো। পথটা চলে গিয়েছিলো প্যাভিলিয়নের দু'দিক দিয়ে। ওখান দিয়ে যেতে হলে তাকে অতিক্রম করে যেতে হতো তোমাকে। সে ছিলো বিবর্ণ নীল রঙের সুন্দর বুননের সুতির জ্যাকেট পরা একজন পাহাড়ি তরুণী। বুক থেকে কোমর পর্যন্ত গেরোর বোতাম আর কলারে ও হাতায় সাদা ঘের। মোমে ডাই করা একটা কাপড় বাঁধা মাথায়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তোমার চলার গতি ধীর হয়ে যাবে আর তুমি বসবে গিয়ে বিপরীত দিকের পাথুরে বেঞ্চিতে। না ঘুরেই, স্বাভাবিকভাবে তোমার দিকে সে তাকাবে। সে ভালো করেই জানে যে সে প্রলুব্ধক এবং তা লুকানোর চেষ্টা করে। যখন চোখ দ্যুতিময় হয়ে উঠে নিদারুণ প্ররোচনামূলকভাবে তখন লোকেরা বেকায়দা অনুভব করে। যাহোক তুমি ছিলে

BanglaBook.org

সেই মানুষ যে প্রথমে অস্বস্তি অনুভব করো এবং তুমি স্থান ত্যাগ করার জন্যে উঠে দাঁড়াও। কিন্তু এই পাহাড়ি পথে পাহাড়ের অন্ধকার অংশে যেখানে জনমানুষ দৃষ্টিগোচর হয় না, সে অবিলম্বে তোমার ওপর মন্ত্র চালায়। নিশ্চয় তুমি জানো যে ভালোবাসার চেয়ে তোমাকে অবশ্যই শ্রদ্ধাই দেখাতে হবে বেশি এই মারাত্মক সুন্দরী *ঝুহুয়াপো* 'র প্রতি। তুমি বলো যে তুমি এ কথা শুনেছো একজন পাথর খোদাইকারির কাছে যে কিনা পাহাড়ে পাথর জড়ো করছিলো। তাদের কাজের ছাউনিতে তাদের সাথে থেকে একটা পুরো রাত তুমি কাটিয়েছো পান করে আর নারী প্রসঙ্গে কথা বলে। তুমি বলো যে সারারাত থাকার জন্যে তুমি তাকে ওইরকম একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না, কোনো নারী যদি যায় তাহলে তা হবে নিশ্চিত বিপর্যয়, কেবল একজন *ঝুহুয়াপো* পারে ওইসব পাথর খোদাইকারীকে দমন করে রাখতে। তারা বলে যে *ঝুহুয়াপো* দেহের মধ্যবিন্দু সম্পর্কে জানে, এটা একটা শিল্প যা অনেক প্রজন্ম ধরে তাদের মধ্যে হাত বদল হয়ে আসছে এবং তাদের চমৎকার হাত জটিল সব ব্যাধি আরোহ্য করতে পারে যা মানুষেরা পারে না, শিশুদের অসুখ-বিসুখ থেকে শুরু করে প্যারালাইসিস পর্যন্ত। লোকজন এমন কি তাদের চতুর জিভের ওপর বিশ্বাস রাখে বিয়ে, মৃত্যু, জন্ম, লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যায় ও আয়োজনে। যখন এই বন্য পুষ্প ফুটে ওঠে পাহাড়ে তখন সেগুলোর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু কখনোই ছেঁড়া হবে না। তারা বলে একদা রক্ত সম্পর্কের তিন ভাই এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা ভরে উপহাস করেছিলো। তারা একটা পাহাড়ি রাস্তায় দেখা পায় একটা *ঝুহুয়াপো* আর তাদের মাথায় একটা বদ মতলব আসে। আমরা তিন ভাই কি একজন নারীর সাথে কারবার করতে পারি না? তারা এ নিয়ে আলাপ করে, তারপর উচ্চনাদে চিৎকার করে ধাবিত হয় আর *ঝুহুয়াপো* কে নিয়ে যায় একটা গুহায়। যতো যাই হোক সে একটা নারী এবং ওই তিনজন বিশাল আকৃতির লোকের কাছ থেকে ছুটে আসতে পারেনি। বড় দুই ভাই তাদের খায়েশ শেষ করার পর আসে ছোট ভাইয়ের পালা। *ঝুহুয়াপো* তার কাছে আবেদন নিবেদন করে—শুভ আর অশুভ বয়ে আনে শুভ আর অশুভ উপঢৌকন, তুমি তরুণ, ওদের দুষ্ট আচরণ অনুকরণ করো না। যদি তুমি আমার কথা শোনো আর আমাকে পালাতে দাও তবে আমি তোমাকে একটা গুপ্ত রন্ধন প্রণালী দেবো যা পরে যা তোমার কাজে লাগবে। যখন তুমি প্রচুর টাকা জমাবে তখন তুমি একজন সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করতে সমর্থ হবে আর উপভোগ করবে একটা সুখী জীবন। ছোট ভাই নিশ্চিত হতে পারছিলো না তার কথা বিশ্বাস করবে কি না কিন্তু সে ছিলো তরুণ এবং তাকে ওইরকম নাজেহাল অবস্থায় দেখে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিলো।

BanglaBook.org

তুমি কি তাকে ধর্ষণ করেছিলে নাকি তুমিও তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছিলো? সে জিজ্ঞেস করে।

তুমি বলো তুমি উঠে দাঁড়িয়েছিলে আর হেঁটে চলে যেত শুরু করেছিলে কিন্তু আরেকবার দৃষ্টিপাত করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারোনি এবং দেখতে পাও তার মুখের অন্য পাশ। তার চুলে ছিলো একটা লাল ক্যামেলিয়া। তার ঠোঁটের কোণ আর ভুরুযুগলের ওপর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো এবং অকস্মাৎ যেন অন্ধকার পাহাড়ে ও উপত্যকায় একটা বজ্রপাত ঘটে গেলো। তোমার হৃৎপিণ্ড ধরাশকরে উঠেছিলো, আর অতিদ্রুত তুমি ডনলব্ধি করতে পারো যে তুমি একটা *ঝুহুয়াপো* দিকে দৌড়ে গিয়েছিলে। সে বসেছিলো ঠিক তোমার সামনেই, তার দৃঢ় স্তনযুগল স্ফীতি হয়ে উঠেছিলো হালকা নীল চমৎকার বুননের সুতির জ্যাকেটের নিচে। তার বাহুর ভাঁজে একটা বাঁশের ঝুড়ি ফুলের নকশা কাটা নতুন একটা হাত-তোয়ালে দিয়ে ঢাকা এবং কাগজের ফুল আঠা দিয়ে লাগানো তার নতুন নীল সুতির জুতোয়। সে দাঁড়িয়ে ছিলো একটা জানলায় কাগজের সিল্যুয়েটের মতো।

এসো এখানে! সে ইশারা করে।

হাতে তার হাই-হিল জুতো ধরে সে বসে রয়েছে একটা পাথরের ওপর এবং সতর্কভাবে পরীক্ষা করছে নগ্ন পায়ে গোলাকার নুড়ি। স্বচ্ছ ঝর্নাধারার জলে তার পায়ের শাদা আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করছে। তুমি জানো না কিভাবে এটা শুরু হয়েছিলো, তবে অকস্মাৎ তুমি তার মাথাটা ঠেশে ধরছো তীরের ছোট ছোট সবুজ ঝোপঝাড়ের বিপরীতে। সে বসে এবং পিঠের দিকে তুমি তার ব্রার হুক খুঁজে পাও এবং তার নিখুঁত গোলাকার শ্বেত স্তনযুগল মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে আলোকিত দেখায়। তুমি তার খাড়া গোলাপি স্তনবৃন্ত আর তার নিচে সুন্দর নীল শিরা দেখতে পাও। সে কোমলস্বরে ডাক দেয় পানির ভিতর পা নাড়তে নাড়তে। সাদা রঙের পা যুক্ত একটা কালো রঙের পাখি, একটা shrike, দাঁড়িয়ে আছে ঝর্নাধারার মধ্যবর্তী একটা ধূসর বাদামি পাথরের ওপর। পাথরটা নারীর স্তনের মতো নিখুঁত গোলাকার। পাথরটার পার্শ্বদয় জলের ওপর পতিত আলোর প্রতিফলন ঘটায়। তোমরা উভয়েই গড়িয়ে পড়ো পানির মধ্যে। তার স্কার্ট ভিজে যাবার ব্যাপারে সে হতাশ, নিজের ভেজার ব্যাপারে নয়, এবং তার আদ্র চোখ ঝিলিক দেয় স্রোত ধারায় প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির মতো। শেষ পর্যন্ত তাকে তুমি ধরে ফেল, সংগ্রামরত একটা বন্যপ্রাণী, এবং অকস্মাৎ সে তোমার বাহুর ভিতর পরিণত হয় অনুগত আর নীরবে কাঁদতে আরম্ভ করে। সাদা পা যুক্ত কালো

BanglaBook.org

shrike একদিক থেকে আর একদিকে দেখে। লেজটা ওপরে তোলে তার মোমের মতো লাল চঞ্চু উপরে নিচে ওঠা-নামা করার সাথে সাথে। তুমি লক্ষ্য করা মাত্র সেটা উড়ে যায়, সামনের আরেকটা পাথরের ওপর বসে। সেটা আবার মাথা ঘুরিয়ে তোমার দিকে তাকায়, মাথাটা নাড়ে এবং লেজ দোলায়। সেটা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে তার দিকে তাকাতে আর তারপর উড়ে যায়, কিন্তু দূরে নয়, এবং আবার অপেক্ষা করছে সেখানে তোমার জন্যে, শান্ত তীক্ষ্ণকণ্ঠে ছাড়ছে। এই কালো আত্মা, এটা তার।

কে?

তার ভূত।

কে সে?

তুমি বলো সে মৃত। ওই বেজন্মারা রাতের বেলা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো নদীতে সাঁতার কাটার জন্যে। যখন তারা ফিরে এলো তারা বললো সে হারিয়ে গেছে। এর সবটাই ছিলো মিথ্যা কিন্তু এটাই ছিলো তাদের গল্প। তারা এমন কি বললো একটা তদন্ত করা হবে এবং যদি আমরা তাদের বিশ্বাস না করি তবে একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞকে ডাকা যেতে পারে। তার পিতা-মাতা তদন্তে রাজি হয়নি, তারা এটা গ্রহণ করেনি। তাদের কন্যা যখন মারা যায় তখন তার বয়স মাত্র ষোলো বছর। ওই সময়ে তার থেকে কম বয়সী ছিলো তুমি কিন্তু তুমি জানতে এই সমস্ত ঘটনা ছিলো পরিকল্পিত। তুমি জানতে আগের রাতে তারা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো, সেতুর pylon-এর নিচে তাকে বাঁধে, পালাক্রমে তাকে বলাৎকার করে, তারপর পরে একত্রিত হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার গল্প বলার জন্যে। তারা বোকামি করার জন্যে এবং তা স্বাদ ও অনুভূতি না নেবার জন্যে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিলো। তাকে বলাৎকার করার পরিকল্পনা করেছিলো তারা। অনেকবার তুমি শুনেছিলে তারা নোংরা কথা বলছে আর তার নাম ধরে উল্লেখ করছে। তুমি তাকে বলেছিলে যে রাতের বেলা তাদের সাথে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে তার সতর্ক হওয়া উচিত, এবং সে তোমাকে বলেছিলো তাদের ব্যাপারে সে আতংকিত। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করার সাহস পায়নি এবং তাদের সাথে সে গিয়েছিলো। সে সন্ত্রস্ত হয়েছিলো কিন্তু তুমিও কি শংকিত ছিলে না? কাপুরুষ তুমি! ওই বেজন্মারা তার ক্ষতি করেছিলো। কিন্তু তুমি তাদের দুষ্কর্ম প্রকাশ করার সাহস পাওনি এবং অনেক বছর পর্যন্ত একটা দুঃস্বপ্নের মতো সে রয়ে গিয়েছিলো তোমার হৃদয়ে।

BanglaBook.org

তার ভ্রান্ত আত্মা তোমাকে শান্তি দেবে না, কিন্তু সে সময়ে সেতুর pylon-এর নিচ থেকে যে চোহারায় সে উঠে এসেছিলো তা ছিলো অপরিবর্তিত। সে সর্বদা তোমার সামনে, এই কালো আত্মা, লাল চঞ্চু ও সাদা পা যুক্ত এই shrike, তুমি পাথরের ফাটলে বেরিয়ে থাকা উাইলো গাছের শেকড় টেনে ধরো পাড়ের ওপর ওঠার জন্যে।

সে ডাক দেয়।

কি ব্যাপার?

আমার পা মচকে গেছে।

হাই হিল পায়ে দিয়ে তুমি পাহাড়ে চড়তে পারো না।

পাহাড়ে চড়ার পরিকল্পনা আমার ছিলো না।

কিন্তু এখনতো তুমি পাহাড়ে, ভোগান্তির জন্য প্রস্তুত হও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৪

একটা সংকীর্ণ গলির ভিতর পুরনো বাড়ির দোতলার জানলার বাইরে সমস্ত কোণে ছাদের শীর্ষদেশ চোখে পড়ে, ছড়িয়ে গেছে তা সব দিকেই, অনেক দূর পর্যন্ত যতোখানি চোখ যায়। একটা ছোট এপার্টমেন্টের জানলার নিচে ছাদের টাইলসের ওপর জুতো নিড়ে দেয়া আছে রোদে। রুমে রয়েছে একটা কাঠের বিছানা, একটা মশারিসহ আর গোলাকার আয়নাযুক্ত একটা কাঠের ওয়ার্ড্রোব; জানলার পাশে একটা বেতের চেয়ার এবং দরোজার পাশে একটা বেঞ্চ। সংকীর্ণ বেঞ্চটার ওপর সে আমাকে বসায়। ছোট কামরাটার মধ্যে নড়াচড়ার জায়গা নেই। আমি তার সাথে পরিচিত হই, কয়েক রাত আগে আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর বাড়িতে এবং আমরা সবাই ধূমপান, পান ও আলাপ করছিলাম। অপরি শোধিত কৌতুকের সময় ও সে চুপ থাকছিলো না এবং এই পার্বত্য ছোট শহরে তাকে মনে হচ্ছিলো দারুণ অগ্রসর। আমার বন্ধু বলেছিলো, ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার একজন মহিলা দরকার হবে। সে সোজাসুজি রাজি হয়েছিলো এবং এবং আমাকে এখানে এনেছে। স্থানীয় উপভাষায় সে আমার কানে ফিসফিস করে, দ্রুততার সাথে সতর্ক করছে আমাকে। 'যখন সে আসে তুমি অবশ্যই ধুপকাঠি চাইবে। তুমি অবশ্যই ধুপকাঠি চাইবে আর হাঁটু গেড়ে বসবে আর প্রণত হবে তিনবার। এই ধর্মীয় আচার অবশ্যই পালন করতে হবে।' তার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি পুরোপুরি মিলে গেছে স্থানীয় নারীদের সাথে। এই সংকীর্ণ বেঞ্চের ওপর তার পাশে চাপাচাপি করে বসে, আমি অকস্মাৎ দারুণ অস্বস্তি অনুভব করি। এই ক্ষুদে কাউন্টি শহরে যেখানে প্রত্যেকে চেনে প্রত্যেককে জুটিরা আসে এইরকম স্থানে অবৈধ যৌনতার জন্যে যদি তাদের সম্পর্ক থাকে। সংরক্ষিত সবজির গন্ধ পাই আমি। কামরা যদিও পরিচ্ছন্ন তবুও মাঝের ফ্লোরবোর্ড এমন পরিষ্কার যে কাঠের আসল রঙটাও দেখা যায় আর দরোজার পিছনের ওয়ালপেপার দাগশূন্য। সবজি সংরক্ষণের জন্যে এখানে আর কোনো জায়গা নেই।

তার চুল আমার মুখের ওপর ঘষা খায়, সে যখন কথা বলে আমার কানের কাছে, 'সে এখানে এসেছে।' একজন মোটা, মধ্যবয়সী মহিলা ভিতরে আসে, তাকে অনুসরণ করে একজন বৃদ্ধা রমণী। স্থূল মহিলা তার এ্যাপ্রন খুলে ফেলে

BanglaBook.org

আর সোজা করে নেয় পোশাক যা ধোয়া-কাচার ফলে বিবর্ণ হয়ে গেছে তবে পরিচ্ছন্ন। নিচের তলায় সে মাত্র রান্না শেষ করেছে। পাতলা যে বৃদ্ধটি তাকে অনুসরণ করে আসে সে আমার প্রতি মাথা নাড়ে।

আমার বন্ধু অবিলম্বে আমাকে তাগাদা দেয়, 'তার সাথে যাও।'

আমি উঠে দাঁড়াই এবং তাকে অনুসরণ করে যাই সিঁড়িগুলোর পাশে যেখানে সে উন্মুক্ত করে একটা ক্ষুদ্র দরোজা আর ভিতরে যায়। এটা ছোট্ট একটা কামরা যেখানে রয়েছে ধূপদানিযুক্ত একটা টেবিল যা উৎসর্গ করা হয়েছে দুইজন দাওপন্থি দেবতাকে, Venerable Lord Superior এবং Great Emperor of Light-কে। এবং বোধিসত্ত্ব গুয়ানইনকে। ধূপকাঠির নিচে পিঠা, ফল, পানি ও মদিরার অঞ্জলি। কাঠের দেয়ালে ঝুলছে লাল ব্যানার, তাকে কালো বর্ডার। একটা স্বচ্ছ ছাদের টাইল ভেদ করে সূর্যালোকের স্রোত আসে আর একটা ধূপকাঠির ধোঁয়া ধীরে ধীরে উঠে যায় আলোর রশ্মির ভিতরে, এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করছে যা কথা বলতে নিষিদ্ধ করে। কেবল তখনই আমি উপলব্ধি করি যে আমরা আসার পর থেকেই আমার বন্ধু ফিসফিস করে কথা বলছে। ধূপদানির নিচ থেকে বৃদ্ধা নারীটি এক বাণ্ডিল পাতলা, ধুপকাঠি বের করে আনে যা হলুদ কাগজে মোড়ানো ছিলো। আগেই যেভাবে আমার বন্ধু আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো ঠিক সেইভাবে অবিলম্বে আমি মহিলার হাতে এক ইউয়ান প্রদান করি, ধূপকাঠি নিই, সেগুলো জ্বালাই, এবং দু'হাতেই সেগুলো ধরে তিনবার প্রণতি জানাবার জন্যে ধুপদানির সামনে হাঁটু গেড়ে বসি। বৃদ্ধা মহিলা এটা অনুমোদন করে, আমার হাত থেকে ধূপকাঠিগুলো নেয় আর তিন ভাগ করে সেগুলো ধুপদানিতে স্থাপন করে।

কামরায় যখন আমি ফিরে আসি, স্থূল মহিলাটি তখন নিজেকে প্রস্তুত করেছে এবং বসে আছে বেতের চেয়ারে। তার চোখ দুটো বন্ধ। সে স্পষ্টতই আত্মার মাধ্যম। নিচু- স্বরে তাকে কিছু বলার জন্যে বৃদ্ধা বিছানার দূর প্রান্তে বসে, তার পর ঘোরে আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে যে আমার জন্মের রাশিচক্রের প্রতীক কি? সূর্য পঞ্জি অনুযায়ী অমি তাকে আমার জন্মদিনের তারিখ বলি। চন্দ্র পঞ্জি অনুযায়ী সঠিক তারিখটি আমি মনে করতে পারি না। যদিও এ নিয়ে আমি ভাবনা চিন্তা করছি না। বৃদ্ধা মহিলাটি এছাড়াও জানতে চাইলো আমার জন্মের ক্ষণ এবং আমি বলি আমার মা-বাবা দু'জনেই মৃত আর এছাড়া খুঁজে বের করাও মুশকিল। বৃদ্ধা মহিলা স্পষ্টই উদ্বিগ্ন এবং মাধ্যমের সাথে তার আলাপ রয়েছে।

BanglaBook.org

মাধ্যম কিছু বলে যার অর্থ আমি বুঝি তাতে কিছু যায় আসে না, তারপর তার হাত রাখে তার হাঁটুর ওপর, চোখ বন্ধ করে, এবং ধ্যান করতে শুরু করে। জানলার বাইরে ছাদের টাইলসের ওপর যেখানে সে বসে রয়েছে, সেখানে উড়ে এসে বসে একটা কবুতর আর কুজন করতে শুরু করে। দীপ্তিময় কালচে বেগুনি রঙের পালক তার গলার চারপাশে এবং আমি উপলব্ধি করি কবুতরটা পুরুষ আর যৌন সঙ্গমের অনুষ্ঠান সেটা চর্চা করছে। মাধ্যম হঠাৎ করে শ্বাস গ্রহণ করে আর পাখিটা উড়ে যায়। আমি সব সময় দুঃখ অনুভব করি যখন ছাদের টাইলস্ দেখি, সবসময়ই মনে পড়ে শৈশবের স্মৃতি। আমি স্মরণ করি বর্ষণের আবহাওয়া, বর্ষণের আবহাওয়া যখন কামরার কোণায় মাকড়শার জাল বাতাসে কাঁপে। এটা আমাকে ভাবায় কেন আমি দুনিয়ায় এসেছি। আমাকে দুর্বল করার ক্ষমতা আছে ছাদের টাইলসের। আমি কাঁদতে চাই কিন্তু কান্নার সামর্থ ইতোমধ্যে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

কয়েকবার burp করে মাধ্যম ঃ আত্মা নিশ্চয় তার ওপর ভর করছে। সে burp করতে থাকে, তার এত গ্যাস আছে যে আমি burp করার জন্যে আর্জি দমন করতে পারি না, যাহোক আমি স্পর্ধা করি না এবং তা বোতলে ধরে রাখতে পারি না– আমি আমাদের সংযোগ ভাংতে চাই না এবং তাকে ধারণা দিতে চাই না যে আমি সমস্যার কারণ হতে এসেছি আর তাকে নিয়ে মজা করতে। আমি মনে-প্রাণে সৎ যদিও আমি এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। সে burp বন্ধ করতে পারে না, আর আরো বেশি বেশি করে। তার সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হতে শুরু করে আর তাকে মনে হয় না এটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম। সে আক্ষিপ্ত হচ্ছে, আমি ভাবি, সম্ভবত কিগং ধ্যানের ফলস্বরূপ। তার দেহ কাঁপছে এবং তার আঙুল হঠাৎ করে বাতাসে মুষ্টি ছুড়তে আরম্ভ করে, সেটা নির্দিষ্ট করে বললে, আমার দিকে। তার চোখ এখনো শক্তভাবে বন্ধ আর দুই হাতের আঙুল সামনের দিকে প্রসারিত, কিন্তু তর্জনি দুটো সুস্পষ্টভাবে আমার দিকে নির্দেশ করা। আমার পিঠ ঠেকে গেছে কাঠের দেয়ালে এবং পিছু হটার আর কোনো জায়গা নেই, আমি কেবল মাত্র বাহুর বন্ধনে নিজেকে বর্মাবৃত করতে পারি। আমার বন্ধুর দিকে তাকানোর সাহস আমি করি না যে নিশ্চিতভাবেই আমার চেয়েও অধিক শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকবে, এমনকি এই মহিলা যদি আমার ভবিষ্যৎও বলতে আসে। মহিলার স্থূল দেহের কম্পনে বেতের চেয়ারে জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে। সে মন্ত্র উচ্চারণ করছিলো। সে এইরকম কিছু বলছিলো স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভু আর পশ্চিমের রাণী মায়ের ফলদানে সক্ষম লিংতং প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটা পাইন বৃক্ষ

BanglaBook.org

জন্মায় স্বর্গ ও মর্ত্যের চাকা ঘোরানোর ক্ষমতা নিয়ে এবং পুরোপুরি দুরাচারি দানব ও সর্প আত্মাকে বধ করতে। সে দ্রুত থেকে দ্রুততর কথা বলে, এবং জোরালো গুরুত্ব সহকারে। এই ব্যাপারে বাস্তবিকই গভীর অনুশীলন একটা বিবেচ্য বিষয় এবং আমি বিচার করি যে সে সম্পূর্ণযোগ্য। বৃদ্ধা মহিলা কান পাতে তার কাছে এবং শোনার পর গম্ভীর অভিব্যক্তির সাথে বলে, 'এটা তোমার জন্যে একটা দুর্ভাগ্যের বছর, তোমার সতর্ক হওয়া বাঞ্চনীয়।'

সে আবার ও ব্যাখ্যা করে, 'সে বলে তুমি White Tiger Star-এর সাথে মিলিত হয়েছো!'

আমি White Tiger সম্পর্কে উল্লেখ করতে শুনেছি যে সে অত্যন্ত যৌনকাতর নারী এবং যদি তুমি তার সাথে জড়িয়ে যাও তবে নিজেকে তোমার তার থেকে বের করে নেয়া খুব মুশকিল হবে। ওই প্রকার এক নারীর সাথে জড়িত হবার সৌভাগ্য অর্জনে অমি ভীষণ আগ্রহী কিন্তু যে বিষয়ে চিন্তিত তাহলো দুর্ভাগ্য থেকে পালিয়ে আসতে পারবো কি না।

বৃদ্ধা মহিলা তার মাথা নাড়ে, 'তোমার বিদপজনক দুর্ভাগ্য থেকে বেরিয়ে আসাটা ভীষণ মুশকিল হবে।'

আমি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হতে পারবো বলে মনে করি না, আমার কখনোই সৌভাগ্যময় কিছু ঘটেনি। আমি কি আশা করি তা কখনো বুঝতে পারিনা আর আশা করলে তা বস্তুগত হতে হবে মনে করি না। আমার জীবনে অগন্য বিপর্যয় ঘটেছে, নারীদের সাথে আমার সম্পর্ক ও সমস্যার ব্যাপার ঘটেছে, সেটা ঠিক, আমাকে এমন কি হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছে, যদিও সব সময়ই যে নারীদের দ্বারা তা নয়। কারো সাথেই বাস্তবিক আমার স্বার্থের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, আমি মনে করি না কারো জন্যে আমি পথের বাধা আর কেবল আশা করি আমার জন্যেও কেউ পথের কাঁটা হবে না।

'ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি আর বিপর্যয় আসন্ন, ক্ষুদ্র লোকজন দ্বারা তুমি পরিবেষ্টিত,' বৃদ্ধা মহিলা যোগ করে।

ক্ষুদ্র লোকজন সম্পর্কে আমি জানি, তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া আছে প্রাচীন দাওপন্থি রচনাবলীতে যাকে বলা হয় দাও জাং। এই নগ্ন ক্ষুদ্র লোকজন 'ত্রৈ শব' হিসেবে পরিচিত আর মানবদেহে বাস করে পরজীবী হিসেবে। লুকিয়ে থাকে গলায় আর ব্যক্তির মিউকাসে সেঁধিয়ে যায়। যখন লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে তখন তারা স্বর্গীয় আদালতে রিপোর্ট করে স্বর্গীয় সম্রাটের নিকট লোকটার ভ্রান্তকর্ম সম্পর্কে।

BanglaBook.org

বৃদ্ধা মহিলাটি যোগ করে যে রক্তচক্ষুযুক্ত ভয়ানক এক লোক আমাকে শাস্তি দিতে চায় এবং ধূপকাঠি আর প্রার্থনা সত্ত্বেও আমি মুক্তি পেতে সক্ষম হবো না।

স্থূল মহিলা বেতের চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে মেঝের ওপর এবং ফ্লোরবোর্ডের ওপর গড়াতে থাকে। এটা নিশ্চয় ঘটে থাকবে মেঝে একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার বলে। আমি অবিলম্বে বুঝতে পারি যে আমার অশুদ্ধ ভাবনায় সে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। সে আমাকে অভিশাপ দিতে থাকে, বলছে যে নয়টা White Tiger আমাকে ঘিরে রেখেছে।

'তাহলে আমি কি বিপদমুক্ত হতে পারবো?' আমি জিজ্ঞেস করি, তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

তার মুখে গাঁজলা দেখা দিচ্ছে আর তার চোখের শাদা অংশ ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে- তার মুখে ভয়ংকর এক অভিব্যক্তি। এই সবই উৎপন্ন হয়েছে আত্ম-সম্মোহনের সাহায্যে এবং ইতোমধ্যেই সে হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কক্ষের মধ্যে গড়াগড়ি যাবার মতো তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা নেই আর আমার পায়ের কাছে ঝাঁকুনি খায় তার দেহ। আমি দ্রুততার সাথে পা দুটো সরিয়ে নিই পিছন দিকে, উঠে দাঁড়াই এবং উন্মত্তের মতো গড়াগড়ি যাওয়া এই স্থূল মহিলার দিকে তাকিয়ে ভীতির মুঠোর আবদ্ধ হয়ে পড়ি- আমি জানি না এটা আমার নিজের নিয়তির ভীতি নাকি তার অভিশাপ আমার ওপর ভীতি নিয়ে আসে। আমি তাকে নিয়ে মজা করার জন্যে টাকা ব্যয় করেছি আর ঘটনাচক্রে দণ্ডিত হবো এখন। মানুষের একো অন্যের সাথে সম্পর্ক বাস্তবিকই ভীতিকর।

মাধ্যম তখনো গড়াগড়ি যাচ্ছে এবং আমি বৃদ্ধা মহিলার দিকে ঘুরে তাকে জিজ্ঞেস করি এসবের অর্থ কি। সে মাথা নাড়ে কিন্তু ব্যাখ্যা করে না। আমি দেখি স্থূল মহিলাটি আহত পশুর মতো কুকড়ে যায় আবার সোজা হয়। মানুষ বস্তুত পশু এবং হিংস্র হয়ে ওঠে যখন আহত হয়। এবং এটা তার দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে পাগলামি নিজেকে সন্ত্রস্ত হতে দেয়া। মানুষ যখন পাগল হয়ে যায় তখন নিজেদের পাগলামিতেই নিজেদের যন্ত্রণা দেয়, মনে হয়।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর তার গলায় নিচু ঘড়-ঘড়ানি, পশুর গরগর আওয়াজের মতো কিছু। এখানো তার চোখ বন্ধ, সে উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধা মহিলা ছুটে যায় তাকে সহায়তা দিতে এবং তাকে বেতের চেয়ারে বসায় সাহায্য করতে। আমি বাস্তবিক ভাবি যে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলো।

সে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে আমি একটু মজা করতে এসেছিলাম আর সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো, তাই সে আমাকে অভিশাপ দেয়। বন্ধুটি যে আমাকে এনেছিলো সে অধিক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং

BanglaBook.org

বৃদ্ধাকে সে জিজ্ঞেস করে ধূপকাঠি পোড়ানো আর আমার জন্যে প্রার্থনা করার আয়োজন করতে পারে কি না। বৃদ্ধা মহিলা মাধ্যমকে জিজ্ঞেস করে যে বিড়বিড় করে কিছু, চোখ এখনো বন্ধ।

'সে বলছে এমন আয়োজনে কাজ হবে না।'

'যদি আমি অতিরিক্ত ধূপকাঠি কিনি তাহলে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার বন্ধু তখন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করে এতে কতো টাকা লাগবে। বৃদ্ধা মহিলা বলে কুড়ি ইউয়ান। এই পরিমাণ টাকা আমি খরচ করতাম আমার বন্ধুর খাবারের জন্যে, এটা আমার নিজের জন্যে আর অবিলম্বে আমি রাজি হই। বৃদ্ধা মহিলা বিষয়টি নিয়ে মাধ্যমের সাথে আলাপ করে এবং উত্তর দেয়, 'তুমি যদি এটাও করো, তাতেও কাজ হবে না কোনো।

'তার অর্থ কি এই যে আমার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথ নেই?' আমি জিজ্ঞেস করি। বৃদ্ধা মহিলা আমার কথাগুলো মাধ্যমকে শোনায় আর মাধ্যম আবার বিড়বিড় করে কিছু বলে। বৃদ্ধা মহিলা বলে, 'তা দৃশ্যমান হবে।'

কি দৃশ্যমান হবে? কেমন ধার্মিক আমি?

বাইরে কবুতরের কুজন ভেসে আসে জানলা দিয়ে। আমি মনে করি ওটা এর মধ্যেই সঙ্গির সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি, এখনো দণ্ডব্যাক্ষেপ পেতে অসমর্থ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৫

গ্রামের প্রবেশ মুখে একটা গাঢ় সাইপ্রেস বেত্রাহত হয়েছে হিমেল কুয়াশায় আর পাতাগুলোর রঙ পরিণত হয়েছে গভীর লাল। এর নিচে, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখের এক লোক একটা কোদালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি তাকে গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করো। তার চোখ দুটো ঠিক তোমাকে দেখে নেই কিন্তু উত্তর দেয় না। তুমি তোমার সঙ্গি মেয়েটির দিকে ঘোরো এবং বলো লোকটা কবর চোর। সে হাসিতে ফেটে পড়ে। তাকে অতিক্রম করে যাবার সময় সে তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, লোকটা পারদ বিষে আক্রান্ত হয়েছে। তুমি বলো লোকটা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে দুইজন ছিলো তারা, অপরজন পারদ বিষে মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু এ লোকটা বেঁচে গেছে। তুমি বলো তার প্রপিতামহ সারাজীবন এককাজ করতো এবং তার প্রপিতামহের প্রপিতামহও এই পেশায় নিয়োজিত ছিলো। এই পেশায় যদি কারো পূর্বপুরুষ থাকতো, তবে তার তার পরিষ্কার করে এর থেকে বের করে আনা খুব কঠিন হতো। আফিম সেবনের মতো নয় যার ফলে পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতো আর বিনষ্ট হতো সম্পদ, কবর চুরিতে কোনো পুঁজি ছাড়াই প্রচুর লাভ অর্জন করা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি এ ব্যাপারে মন-প্রাণ উজাড় করে দেয় তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহও আসক্ত হবে এতে। তুমি বিস্ময় অনুভব করো তাকে এমন কথা বলে। সে তোমার হাত ধরে আছে।

তুমি বলো যে লোকটার প্রপিতামহের প্রপিতামহের প্রপিতামহের আমলে, এ এলাকায় সম্রাট ছিয়াং সফরে আসেন। স্থানীয় কর্মকর্তারা অনুগ্রহ ও কৃপা পাবার প্রত্যাশা করে স্বাভাবিকভাবেই এবং সম্রাটের জন্যে সাবেক রাজবংশের আমলের সম্পদ ও স্থানীয় সুন্দরী নারীদের সংগ্রহ করার ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। তার প্রপিতামহের প্রপিতামহের প্রপিতামহের বাবার ছিলো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মাত্র দুই মু জমি চাষাবাদের মৌসুমে যেখানে সে কাজ করতো। মৌসুম শেষ হলে সে কিছুটা চিনি সেদ্ধ করতো, রঙ মেশাতো তাতে, আর মানবাকৃতির ক্যান্ডি তৈরি করতো আর শহর ও গ্রাম এলাকায় ফেরি করতো তা। ছোট বালকের শিশ্নের আকারে তৈরি করতো বাঁশি, কিন্তু এসব থেকে আর কতো রোজগার হতো তার? প্রপিতামহের প্রপিতামহের প্রপিতামহ যার নাম ছিলো

BanglaBoi.org

তৃতীয় লি সারাদিন উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতো– মানব আকৃতির ক্যান্ডি তৈরি শেখায় তার আগ্রহ ছিলো না, কিন্তু পিঠে একটা বৌ বয়ে নিয়ে বেড়ানোয় তার উৎসাহ ছিলো দারুণ। মেয়ে মানুষ দেখলেই তাদের কাছে গিয়ে গল্পগুজব করতো সে। সারা গ্রামের লোকেরা তাকে চামড়া ফুটো বলে ডাকতো। একদিন সর্পওষুধের একজন ডাক্তার গ্রামে এলো। তার পিঠে সাপ রাখার একটা কাপড়ের থলে আর সে বহন করছে বাঁশের একটা নল, একটা শাবল এবং একটা লোহার আকড়া-কবরখানার ভিতর সে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ব্যাপারটা মজার দেখে তৃতীয় লি গিয়ে যোগ দিলো ডাক্তারের সাথে এবং তার যন্ত্রপাতি বইতে সাহায্য করলো। ডাক্তার তাকে দিলো একটা সর্প-বটিকা যেটা দেখতে ছিলো একটা কালো বিচির মতো এবং বললো সেটা মুখের মধ্যে রাখতে ঃ সেটা ছিলো অত্যন্ত মিষ্টি কিন্তু ঠাণ্ডা আর তৃষ্ণা নিবারক। কয়েক সপ্তাহ তার সাথে যাবার পর এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে সাপ ধরাটা লোক দেখানো বিষয়, লোকটা প্রকৃত পক্ষে কবর খুঁড়ে চুরি করে। সর্প ডাক্তার একজন সহকারি খুঁজছিলো এবং এইভাবেই তৃতীয় লি বড়লোক হতে শুরু করলো।

তৃতীয় লি যখন গ্রামে ফিরে এলো তখন সে পরেছিল ওপরে মূল্যবান রত্নের বোতাম বসানো কালো মাটিনের একটা স্কালক্যাপ। পুরনো এই জিনিসটা সে পেয়েছিলো উইঝেনে পকমার্ক চেনের পনশপ থেকে (এটা ছিলো লম্বা চুলওয়ালাদের দ্বারা শহরের পুরনো রাস্তা প্রজ্বলিত হবার আগে)। সে গর্বিত আর মেয়ে মানুষ নেওটা হয়ে উঠেছিলো, এবং শিগগিরই গ্রামের লোকজন তার বাবার কাছে এসে বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠাতে লাগলো যাহোক, এক বিধবা তরুণীকে সে বিয়ে করলো আর গ্রামবাসীরা বলতে পারে না সেই বিধবাকে ভুলিয়ে বাহুবদ্ধ করেছিলো নাকি বিধবাই তাকে। যা হোক, উইঝেনে লাল লণ্ঠনযুক্ত Joy of Spring Hall সফর করলো। সর্বোপরি সে একটা ঝকঝকে রূপার পিণ্ড হস্তান্তর করেছিলো। সে এ ব্যাপারে কিছুই বললো না যে কবরের গন্ধক ও চুনে রৌপ্য পিণ্ডটি কালো হয়ে গিয়েছিলো আর সেটা ঘসে-মেজে ঝকঝকে করে তুলতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিলো। কবরটা ছিলো Roosting Phoenix Slope- এর থেকে দুই লি পুব দিকে একটা পাথুরে পাহাড়ের ওপর এবং সেটা আবিষ্কার করেছিলো তার মানিব, সে লক্ষ্য করেছিলো এক পশলা প্রচণ্ড বৃষ্টির পর একটা গর্তের ভিতর বৃষ্টির পানি ঢুকছে। গর্তটা তারা বড় করে চারপাশ খুঁড়ে আর মধ্যাহ্ন থেকে অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত খুঁড়তে থাকে, একজন লোক ভিতরে ঢুকতে পারে এমন বড় হয় গর্তটা এবং অবশ্যই তাকেই ভিতরে প্রবেশ করতে হয় প্রথমে। সে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে থাকে যেতেই থাকে এবং ওহ

BanglaBook.org

ফাঁক, হঠাৎ পড়ে যায় ভিতরে। সেখানে কাদা মাটির মধ্যে সে খুঁজে পায় কয়েকটা কৌটা ও কাচের পাত্র, একটা ব্রোঞ্জের ফ্রেমে বাঁধানো আয়না সে নেয় কাঠের একটা কফিন থেকে যাতে মর্চে ধরেছে সয়াবিনের বিচির মতো। মেয়েরা চুল আঁচড়ানোর সময় এই জিনিস ব্যবহার করে। সে বলেছিলো তার কথার একটা শব্দের অর্ধেক ও যদি মিথ্যে বলে থাকে তবে তার মা একটা কুত্তি। দুর্ভাগ্যবশত তার মনিব, সেই বুড়ো বেজন্মা, সমস্ত কিছুই নিজে নিয়েছিলো আর তাকে দিয়েছিলো কেবল এক ব্যাগ রূপা। তার কাজটা হয়েছিলো কাঁচা কিন্তু এর জন্যে তার জ্ঞানের পরিধি বেড়েছিলো, এখন সেও একটা কবরে প্রবেশের কাজ একাই করতে পারবে।

তুমি গ্রামে Li Family Ancestral Temple-এ এসে পৌঁছাও। প্রাচীন পাথরের একটা ট্যাবলেট, তাতে খোদাই করা সারস, হরিণ, পাইন আর ফুলের নকশা, সামনের দরোজার ওপরে বসানো। তুমি হুড়কো-না-লাগানো দরোজাটা ঠেলা দিয়ে খোলা এবং সাথে সাথে শুনতে পাও বয়স্ক একটা কণ্ঠ জিজ্ঞেস করে তুমি এখানে কি করছো। তুমি বলো তুমি ঘুরে দেখতে এসেছো। এজন খাটো, পর্যাপ্ত খাবার খেকো—ঘুরে দেখতে এসেছো। একজন খাটো, পর্যাপ্ত খাবার খেকো বুড়ো মানুষ করিডোরে একটা কামরা থেকে আবির্ভূত হয়। মনে হতে পারে Ancestral Temple-এর কেয়ারটেকারের চাকরিটা বেশ ভালোই।

বুড়ো মানুষটা জানায় জায়গাটা বহিরাগতদের জন্যে উন্মুক্ত নয় আর এই কথা বলেই ঠেলে তোমাকে বের করে দিতে আরম্ভ করে। তুমি বলো তোমার উপাধি লি এবং তুমি এই গোষ্ঠীর একজন সদস্য। তুমি বাইরে আছো আর এখন সফল করছো তোমার নিজের গ্রাম। তার জঙ্গলের মতো ঘন ভুরুতে ভাঁজ পড়ে এবং সে তোমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখে। তুমি জিজ্ঞেস করো অনেক আগে গ্রামে একজন কবর চোর ছিলো তা তার জানা আছে কি না। তার মুখের রেখাগুলো আরো গভীর হয় এবং তার অভিব্যক্তিতে তুমি সংকুচিত হও, বেশিরভাগ স্মৃতি যন্ত্রণাক্ত হওয়া থেকে বিরত করতে পারে না। তুমি বলতে পারো না সে স্মৃতি হাতড়ে ফিরেছে নাকি চেনার চেষ্টা করছে তোমাকে। যে কোনো ক্ষেত্রেই, তার এবড়োথেবড়ো বৃদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকাটা খুব বিদঘুটে ব্যাপার। কিছু সময়ের জন্যে সে নিজে নিজে বিড়বিড় করে, তাৎক্ষণিকভাবে এই গোষ্ঠী সদস্যকে বিশ্বাস করার সাহস করছে না যে পরে আছে হেম্পা শু-এর পরিবর্তে স্পোর্টস শু। কিছু সময় পর সে কথা বলে ওঠে ঃ সে পরলোকগত নয়? কে পলোকগত তা পরিষ্কার নয় তবে সে সম্ভবত পিতাকে বোঝাচ্ছে, পুত্র অথবা দৌহিত্রকে নয়।

BanglaBook.org

তুমি তাকে বলো বাইরে বসবাসকারী লি পরিবার ভাগ্যের আনুকূল্যে ধনী। এতে সে একপাশে সরে দাঁড়ায়, কুর্নিশ করে এবং তোমাকে নিয়ে যায় Ancestral Temple-এর হলে। তাকে মনে হয় পরিবারের একজন বুড়ো চাকর। তার পায়ে কালো অয়েল-ক্লথের জুতো, আর সে চাবি রক্ষক, মন্দিরটা একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবার পূর্ববর্তী সময়ের কথা সে উল্লেখ করছিলো। এখন এটা পরিবারের জন্যে সংরক্ষিত হয়েছে আর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

সে হরাইজন্টাল ট্যাবলেটটা দেখায় আঙুল দিয়ে। এর ওপর ক্যালিগ্রাফি করে লেখা এখনো পরিষ্কার ফুটে আছে ঃ 'গৌরবান্বিত গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় পূর্বপুরুষগণ।' ট্যাবলেটের নিচে লোহার আকশিতে ঝোলানো থাকে গোষ্ঠীর নামাবলী কিন্তু গ্রাম প্রধানের পিতার দ্বারা তা সংরক্ষিত হয় আর স্বাভাবিকভাবে তা বাইরে আনা হয় না।

তুমি বলো এটা হলুদ সিল্কের ওপর জড়ো করা থাকে। সে বলে, খুব ঠিক, খুব ঠিক। ভূমি সংস্কার আমলে যখন এটা পোড়ানো হয়েছিলো, তখন নতুন একটা তৈরি করা হয়েছিলো গোপনে আর উপরতলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। পরে আবারও লোকজনের জিনিসপত্র যখন অনুসন্ধান করা হয়, তখন ফ্লোরবোর্ড তুলে ফেলা হয়েছিলো আর সেটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো আর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো আবারো। বর্তমানেরটা তৈরি করেছিলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মাওয়া'এর পিতা, যার মতামত হলো লি পরিবারের তিন ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। মাও ওয়া'এর ইতোমধ্যে আট-বছর বয়সী এক কন্যা সন্তানের জননী এবং সে আরেকটি সন্তান পেতে চায়। এখন কি লোকজন পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে না? যদি দ্বিতীয় আর একটা বাচ্চা জন্ম নেয় তার অর্থ শুধু জরিমানা নয়, পরিচয় পত্র ও ইস্যু না হওয়া! তুমি বলো, তাই কি? তুমি আরো বলো পারিবারিক নামাবলী দেখতে চাও তুমি। সে বলে নিশ্চিত তোমার নাম ওখানে আছে, নিশ্চিত তোমার নাম ওখানে আছে, গ্রামে যাদেরই উপাধি লি তাদের সবার নামই লেখা হয়েছে। সে যোগ করে যে গ্রামে অন্য উপাধির পরিবার আছে আর মাত্র তিনটি। লি পরিবারের মেয়েদের সাথে তাদের বিয়ে হয়েছে, নতুবা গ্রামে তারা থাকতে চাইতো না। কিন্তু অন্য উপাধির লোকজন অন্য উপাধির লোকজনই রয়ে গেছে, মহিলাদেরও নাম লেখা হয়নি নামাবলীতে।

তুমি বলো এই সমস্ত কিছুই তুমি জানো। তাং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, লি শিমিন, সম্রাট হবার আগেই তার উপাধি ছিলো লি। গ্রামের লি গোত্র যেহেতু রাজকীয় পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার দাবি করেনি, আমাদের পূর্বপুরুষরা সংশ্লিষ্ট হয় সেনাপতি ও যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে এবং কবর চোর হিসেবে নয়।

BanglaBook.org

মন্দির ছেয়ে এসে তুমি নিজেকে আবিষ্কার করো এক দল ছেলেমেয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায়। তারা তোমার পিছন পিছন আসতে থাকে। তুমি তুলে ধরো তোমার ক্যামেরা আর তারা দূরে সরে যায়। দলনেতা তার স্থান ধারন করে থাকে এবং বলে তোমার ক্যামেরায় ফিল্ম নেই এবং ক্যামেরা খুলে তুমি চেক করতে পারো। শিশুটা অত্যন্ত উজ্জ্বল, পাতলা গড়নের।

'এই, এখানে দেখার মতো কি আছে?' তুমি জিজ্ঞেস করো।

'অপেরার মঞ্চ,' সে উত্তর দেয়।

'কিসের অপেরা মঞ্চ?'

তারা একটা ছোট গলির ভিতর দৌড়ে প্রবেশ করে। তুমি তাদের অনুসরণ করো। গলির কোণার বাড়িটার ভিত্তি প্রস্তরের ওপর খোদাই করা লিপি ঃ 'তাই পর্বতের পাথরের মতো সাহসি হও।' এই কথার মূল্যবান অর্থ তুমি উদ্ধার করতে পারো না এবং এখনও হয়তো কেউই বলতে পারে না নিশ্চিত করে যে এর অর্থ কি। যাই হোক না কেন তোমার শৈশবের স্মৃতির সাথে এর যোগ রয়েছে। এই শূন্য সংকীর্ণ গলিতে, একজন মানুষ বাঁকে করে একটা মাত্র বালতি নিয়ে যেতে পারে এমন প্রশস্ত, তুমি আবার শুনতে পাও ভেজা cobblestone-এর ওপর খালি পদধ্বনি।

গলির শেষ মাথায় তুমি আবির্ভূত হবার সাথে সাথে হঠাৎ করে দেখতে পাও তোমার সামনে ধান শুকানোর বিস্তীর্ণ জায়গা। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ধানের। এর দূর প্রান্তে বাস্তবিকই একটা পুরনো অপেরা মঞ্চ। ক্ষুদে বাঁদরের এই দলটা সেখানে খুঁটি বেয়ে ওঠে, শুকনো ধানের আঁটির ওপর লাফিয়ে পড়ে।

উন্মুক্ত মঞ্চের এই চারটি খুঁটি ওপর একটা বড় ছাউনি। ক্রসবিমগুলো এক সময়ে নিশ্চয় পতাকা ও লণ্ঠন ঝোলানোর কাজে ব্যবহৃত হতো, আর দড়ি ব্যবহার করতো অভিনয়-কুশলীরা।

এই, অপেরা অভিনিত হয়েছে, মস্তক কেটে ফেলা হয়েছে, বৈঠক ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফসল কাটার মৌসুমে এই স্থান ভরে গেছে ধানের খড়ে আর বাচ্চারা সর্বদা তার ওপর চড়েছে ও নেমেছে। সেইসব শিশুরা এখন বৃদ্ধ অথবা পরলোকগত। এটা পরিষ্কার নয় যারা মারা গেছে তাদের-কারো নাম নেই নামাবলীতে। ঠিক আসলটার মতো কি লেখা হয়েছে স্মৃতি থেকে?

অপেরা মঞ্চের বিপরীত দিকে একটা মন্দির। পুরনোটা আবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। আবারও এটা বর্ণময় ও দৃষ্টিনন্দন। দরোজায় দুই দেবতা, একজন সবুজ অন্যজন লাল, প্রধান দরোজায় সিঁদুর দিয়ে রাঙানো এবং প্রত্যেকে ধরে আছে একটা করে তরবারি আর একটা কুঠার আর ব্রোঞ্জের ঘন্টার মতো

BanglaBook.org

চোখ। শাদা চুনকাম করা দেয়ালে কালো কালিতে লেখা ঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের অবদানে হুয়াগুয়াং মন্দির পুনর্নির্মিত হইলো। অমুক-এবং অমুক এক শত ইউয়ান, অমুক-এবং অমুক একশত কুড়ি ইউয়ান, অমুক-এবং অমুক পঞ্চাশ ইউয়ান অমুক এবং অমুক ষাট ইউয়ান, অমুক এবং অমুক দুই শত ইউয়ান সর্বশেষ আইটেম ঃ লিংইয়ান-এর বৃদ্ধ, মধ্য বয়স্ক ও যুবকদের প্রতিনিধিদের দ্বারা ঘোষিত হইলো। তুমি হেঁটে ভিতরে প্রবেশ করো। সম্রাট হুয়াগুয়াং-এর পায়ের কাছে এক সারি বৃদ্ধা, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ হাঁটু গেড়ে বসে, সবাই কালো ঊর্ধবস্ত্র ও কালো ট্রাউজার পরিহিতা, এবং প্রত্যেকেই দন্তহীন। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালে অন্যজন দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধা হাঁটু গেড়ে বসে, সবাই তারা ধূপকাঠি পোড়াচ্ছে আর প্রার্থনা করছে। সম্রাট হুয়াগুয়াং-এর চৌকো থুৎনিযুক্ত মুখটা মসৃণ, ভাগ্যবান একটা মুখ। তার সামনে লম্বা টেবিলের ওপর রাখা তুমি, কালি ও কালি রাখার পাথুরের পাত্র তাকে সরকারি কাজে ব্যস্ত বেসামরিক কর্মকর্তার মতো করে তুলেছে। অঞ্জলি দেবার টেবিলের ওপর একটা লাল কাপড় ঝুলছে যাতে লেখা 'জাতিকে রক্ষা করো এবং জনগণকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করো' উজ্জ্বল রঙের সিল্ক সুতোয় এমব্রয়ডারি করা। পর্দা আর ক্যানোপির ওপর কালো ট্যাবলেটে উৎকীর্ণ লিপি ঃ 'স্বর্গের সাথে সংযোগ ইচ্ছাকে সত্য করে গেলে'। এই শব্দাবলীর পাশেই, অনেক ছোট করে, লেখা ঃ 'লিংইয়ান-এর জনগণের দ্বারা প্রদত্ত।' কিন্তু এই এন্টিকের তারিখ তুমি বের করতে পারো না।

তথাপি, তুমি নিশ্চিত হয়েছো যে লিংইয়ান নামে একটা স্থান আছে এবং তুমি ভাবো এই বিস্ময়কর স্থান অবশ্যই অস্তিত্বশীল, প্রমাণ করছে যে তুমি লিংশান অনুসন্ধানে নেমে খুব একটা ভুল করো না।

তুমি জিজ্ঞেস করো এই বৃদ্ধা নারীদের কাছে। তাদের ডুবে যাওয়া মুখ হিসহিসে শব্দ করে কিন্তু কেউ তারা বলতে পারে না লিংইয়ান-এ কিভাবে পৌঁছানো যেতে পারে।

'এটা কি এই গ্রামের পরেই?'

'শিশিসিসি'

'এই গ্রাম থেকে দূরে নয়?'

'সিসিজিজি............'

'ঘুরে যেতে হবে?'

'জিজিছিছি............'

BanglaBook.org

'আরো দুই লি যেতে হবে?'

'ছিছিজিজি............'

'পাঁচ লি?'

'জিজিছিছি...........'

'পাঁচ *লি* নয় তবে সাত *লি*?'

'জিশিছিশিজিশিসি............?

একটা পাথরের সেতু আছে কি? পাথরের সেতু নেই? চূড়া অনুসরণ করতে হবে? প্রধান সড়ক ধরে যাওয়ার কি ভালো হবে? প্রধান সড়ক ধরে গেলে অনেক পথ ভ্রমণ করতে হবে? কিছু ঘোরানো পথ যাবার পর তুমি অনুধাবন করবে তোমার হৃদয় দিয়ে? তোমার হৃদয় দিয়ে যদি তুমি অনুভব করো একবার তাহলে তুমি খুঁজে পাবে? গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হৃদয়ের কাছে সৎ থাকা? যদি তোমার হৃদয় সৎ থাকে তাহলে তোমার ইচ্ছা মঞ্জুর হবে? তোমার ইচ্ছা মঞ্জুর হোক বা না হোক তোমার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আর ভাগ্যবান ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই? এর অর্থ হলো যদি তুমি পুরনো লোহার জুতো পায়ে দাও তাহলে কোথাও এটা তুমি খুঁজে পাবে না এবং অনুসন্ধান হবে সময়ের সামগ্রিক অপচয়! তুমি কি বলছো যে এই লিংইয়ান একটা অনুভূতিহীন পাথর মাত্র? যদি আমি তা না বলি, আমার তাহলে কি বলা উচিত? যদি আমি তা না বলি, আমার তা বলা উচিত নয় বলে অথবা কারণ আমি তা বলতে পারি না? সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার, মেয়েটা তুমি যেমন চাইবে সেই রকম হবে, যদি তুমি মনে করো সে সুন্দর সে সুন্দর হবে, যদি তোমার হৃদয়ের মধ্যে অশুভ থাকে তবে তুমি শুধু দেখবে অপদেবতা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৬

পাহাড়ি রাস্তায় সারাদিন হাঁটার পর রাত নামার সামান্য আগে আমি লিংইয়ান এসে পৌঁছাই। একটা দীর্ঘ ও সংকীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমি এসেছি, যার দুই পাশ ছিলো বাদামি পাথরের চূড়াযুক্ত, জলের সংস্পর্শে কিছু কিছু অংশে গাঢ় সবুজ শ্যাওলা গজিয়েছে। উপত্যকার শেষ প্রান্তের কিনারায় অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোকরশ্মির রঙ লাল, অগ্নিশিখার পাত্রের মতো।

চূড়ার পাদদেশে Metasequoia বনের পিছনে হাজার বছরের পুরনো গিঙ্কগো গাছের নিচে নির্মিত একটা মঠ। এটা একটা, হোস্টেলে পরিবর্তিত করা হয়েছে যেখানে পর্যটকরাও থাকতে পারে। আমি ফটকের ভিতর দিয়ে যাই। মাটি ভরে আছে গিঙ্কগো গাছ থেকে ঝরা বিবর্ণ হলুদ পাতায় আর কেউ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আমি নিচের তলার দিকে তাকাই আর বাম দিকে পিছনের আঙিনায় আমাকে যেতে হবে বুঝতে পারি, আমি একজন পাচককে খুঁজে পাই। আমি খাবার মতো কিছু চাই তার কাছে কিন্তু উপর দিকে না তাকিয়েই সে বলে নৈশ ভোজের সময় পেরিয়ে গেছে।

'এখানে ডিনার শেষ হয় কখন?" আমি জানতে চাই।

'ছয়টায়।'

আমি তাকে আমার ঘড়ি দেখাই, মাত্র ৫.৪০ এখন। 'আমার সাথে কথা বলে লাভ নেই, দায়িত্বে যে আছে তাকে খুঁজে বের করুন। আমি কেবল মিল কুপনের জন্যে রান্না করি।"

আমি আবার এই বিপুল খালি ভবনটা ঘুরে দেখি কিন্তু তখনও কাউকে খুঁজে পাই না, তাই আমি চিৎকার করিঃ 'এই, এখানে ডিউটিতে কেউ আছে?' আমি কয়েকবার চিৎকার করার পর, একটা সাড়া পাওয়া গেল, তারপর পদধ্বনি, এবং শাদা জ্যাকেট পরা একজন এটেন্ড্যান্ট আবির্ভূত হলো করিডোরে। সে কক্ষের জন্যে ভাড়া আদায় করে থাকে, আর মিলের জন্যে ডিপোজিট এবং চাবি, একটা কামরার দরোজা খোলে এবং চাবি হস্তান্তর করে, তারপর চলে যায়। ডিনার হলো শাক-সবজি ঠাশা একটা ডিশ আর কিছু এগ সুপ যা একেবারে ঠাণ্ডা। তরুণী মেয়েটির বাড়িতে রাত না কাটানোর জন্যে আমি পরিতাপ অনুভব করি।

BanglaBook.org

Dragon Pond ছেড়ে আসার পর তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় পাহাড়ি পথে। তখন সময়টা ছিলো বেলা দুটো কিংবা তিনটে এবং মধ্য শরতের সূর্য তখনো প্রখর ছিলো। বাহক দণ্ডের ওপর বড় দুই বাণ্ডিল পাহাড়ি ফার্ন নিয়ে ওপর দিকে সে হাঁটছিলো ধীর গতিতে। সে পরেছিলো ফুলের ছাপযুক্ত শার্ট ও ট্রাউজার এবং তার শার্ট ঘামে সিক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তার পিঠ শক্ত হয়ে ছিলো এবং শুধুমাত্র তার নিতম্ব ও পা নড়ছিলো। আমি হাঁটছিলাম তার পিছনে খুব কাছেই। আমার আগমন সে শুনতে পেয়েছিলো এবং তার ধাতু বসানো দণ্ড ঘুরিয়ে নিয়েছিলো আমাকে এগিয়ে যেতে দেবার জন্যে, কিন্তু সংকীর্ণ রাস্তাটা জুড়ে ছিলো ফার্নের বড় বাণ্ডিল দুটো।

'এতে কিছু যায় আসে না, কেবল এগিয়ে চললেই হবে, আমি তাকে বললাম। পরে আমরা এলাম একটা ছোট খাঁড়িতে এবং সে দণ্ড নামিয়ে রাখলো একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে। কেবল সেই সময়েই আমি লক্ষ্য করলাম তার উজ্জ্বল গণ্ডদেশ দু'পাশে যার ছড়িয়ে পড়েছে ভেজা চুলের গুচ্ছ। তার ঠোঁট পুরু। তার মুখটা বাচ্চার মতো, কিন্তু তার স্তন জোড়া বেশ বড়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তার বয়স কতো। সে বলেছিলো ষোলো বছর। তখন তার মুখে রক্তিমাভা ছিলো না যা দেখা যায় অচেনা লোকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলে।

'একা একা এভাবে পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে যেতে তোমার ভয় লাগে না? কেউ কোথাও নেই, এমন কি একটা গ্রামও চোখে পড়ে না।'

সে তার বাহক দণ্ডের দিকে এক নজর তাকায় যার প্রান্ত ধাতুতে মোড়ানো এবং বলে, 'যখন আমি একাই পাহাড়ি রাস্তায় বের হই, আমার তখন দরকার কেবল একটা দণ্ড। আমি এটা ব্যবহার করি নেকড়ে তাড়ানোর জন্যে।'

সে বললো তার বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়, খাতের নিচেই। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সে এখনো বিদ্যালয়ে যায় কিনা। সে বললো সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলো, এখন তার ছোট ভাইয়ের পালা।

আমি জানতে চেয়েছিলাম তার বাবা কেন বিদ্যালয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে দিলো না তাকে?

সে বললো তার বাবা মারা গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম পরিবারে আর কে আছে?

সে বললো তার মা।

আমি বললাম তার ভর সম্ভবত একশত দশ ক্যাটিস হবে।

সে বললো কোথাও ফায়ারউড নেই এখানে তাই তারা পাহাড়ি ফার্ন ব্যবহার করে আসছে জ্বালানির জন্যে।

BanglaBook.org

সে আমাকে আগে আগে যেতে দেয়। ওপরের দিকে রাস্তার পাশে আমি একটা নির্জন বাড়ি দেখতে পাই।

'সামনে বরই গাছওয়ালা ওই বাড়িটা আমার, সে বললো।

গাছের পাতা প্রায় সব ঝরে গেছে এবং আর সামান্য কিছু কমলা লাল পাতা কাঁপছে কোমল, গাঢ় লাল রঙের শাখা-প্রশাখায়।

'আমাদের এই বরই গাছ খুবই বিদঘুটে। বসন্তে এর ফুল ফোটে, তারপর আবার শরতে। তুষার শুভ্র বরই ফুল সব মাত্র কয়েকদিন আগে পড়ে গেছে। কিন্তু এটা বসন্তের মতো ছিলো না, এইবার একটাও ফল আসেনি।' সে বললো।

যখন আমরা তার বাড়িতে পৌঁছলাম সে আমাকে চা পান করার জন্যে ভিতরে নিয়ে যেতে চাইলো। পাথরের ধাপে পা দিয়ে আমি ওপরে উঠে এলাম আর দরোজার সামনে মিলস্টোনের ওপর বসলাম। ফার্নের বাণ্ডিল সে বাড়ির পিছনে নিয়ে গেল।

দরোজা থেকে অপসৃত হবার কিছু পর পুনরায় তার আবির্ভাব ঘটলো হলঘর থেকে, হাতে মাটির তৈরি পাত্রে চা আর কিনারা নীল রঙের রিমযুক্ত বাটি চা পান করার জন্যে। পাত্রটা সম্ভবত স্টোভের গরম ছাইয়ের ওপর বসানো ছিলো চা গরম রাখার জন্যে। হোস্টেলের বিছানায় শুয়ে আমি শীতল অনুভব করি। জানলা বন্ধ কিন্তু উপর তলার এই কামরায় দেয়াল হচ্ছে কাঠের আর ফিরে ঠাণ্ডা বাতাস আসে, সর্বোপরি এখন পাহাড়ে মধ্য শরতের রাত। আমি আবার স্মরণ করি সে আমার জন্যে চা ঢালছে বাটিতে, স্মরণ করি আমার দিকে তার দৃষ্টিপাত আর দু'হাতে ধরে বাটিটা আমাকে তুলতে দেখে তার হাস্যধ্বনি। তার ঠোঁট ফাঁক, আমি লক্ষ্য করি তার নিচের ঠোঁট অত্যন্ত পুরু, যেন তা স্ফীত হয়েছে। সে এখনো পরে আছে তার ঘামে ভেজা শার্ট।

তোমার ওইরকম একটা ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' আমি তাকে বলি। 'ওসব ঘটে তোমরা যারা শহুরে তাদের, আমি এমন কি শীতকালেও ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করতে পারি। তুমি কি রাতে এখানে থাকবে না?' সে আমার নেতিবাচক মনোভাব দেখতে পায় আর তাড়াতাড়ি যোগ করে, 'গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচুর পর্যটকের আগমন ঘটে আর আমরা তাদের আবাসনের সুবিধা দিই।' তার দৃষ্টি আমাকে বাড়ির ভিতরে তাকে অনুসরণ করে যেতে অনুপ্রাণিত করে। হলঘরের কাঠের দেয়াল অংশ বিশেষ ঢাকা আছে ফ্যান লিহুয়ার গল্পের রঙিন ছবিতে। আমার মনে হয় তরুণ বয়সে এ গল্প আমি শুনেছি কিন্তু কি নিয়ে গল্পটা এখন আর তা মনে করতে পারি না।

'তুমি উপন্যাস পড়তে ভালোবাসো?' আমি প্রশ্ন করি, এ ধরনের ঘটনাবলীযুক্ত গল্পের উল্লেখ করে।

'অপেরা শুনতে আমার ভালো লাগে।'

আমি জানতাম সে রেডিও অনুষ্ঠানের অপেরার কথা বলছে। 'তুমি কি মুখ ধুতে চাও? তোমাকে একপাত্র গরম পানি এনে দেবো?' সে জানতে চায়।

আমি বললাম তার দরকার নেই, আমি রান্নাঘরে যেতে পারি। সে দ্রুত আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে আসে, একটা ওয়াশবেসিনে আমার জন্যে গরম পানি ঢেলে দেয়। আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'কামরাটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, এটা পরিষ্কার।'

আমি ইতোমধ্যে এখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 'কে ও?' একজন মহিলার অলস কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কাঠের দেয়ালের ওপাশ থেকে।

'একজন অতিথি, মা,' সে উচ্চস্বরে জবাব দিলো। তারপর, আমার দিকে ফিরে সে বললো, 'মা অসুস্থ, এক বছরের ওপর সে শয্যাশায়ী।'

তার হাত থেকে আমি গরম তোয়ালেটা নিই। সে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো আর আমি শুনতে পেলাম তাদের নিচু স্বরে শান্ত আলাপ চারিতা। মুখ ধুয়ে ফেলার ফলে আমার জ্ঞান ফিরে এলো আর আমার পিঠের বোঝা নিয়ে আমি বাইরে গেলাম আর আঙিনায় এসে মিলস্টোনের ওপর বসলাম।

কতো টাকা দিতে হবে? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে ফিরে এলে।

এক পয়সাও না।'

আমার পকেট থেকে এক মুঠো ধাতব মুদ্রা বের করে তার হাতের মধ্যে ঠেশে দিলাম। সে ভুরু কোঁচকালো আর আমার মুখরে দিকে তাকালো। আমি রাস্তায় নেমে এলাম এবং আমি বেশ কিছুদূর চলে আসার পর, পেছন ফিরে তাকালাম। সে তখনো মিলস্টোনের পাশে দাঁড়িয়েছিলো, হাতে ধরা ছিলো একমুঠো ধাতব মুদ্রা। কথা বলার মতো কাউকে খুঁজে পেতে হবে আমার। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ি। পাশের দরোজায় ফ্লোরবোর্ডে গোলমেলে আওয়াজ হচ্ছে। আমি দেয়ালে শব্দ করি এবং জিজ্ঞেস করি, 'ওখানে কেউ আছেন?'

'কে তুমি?' এক লোকের গভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'তুমি কি পাহাড়ে পর্যটনে এসেছো?' আমি জানতে চাই। 'না, আমি এখানে কাজ করছি,' সামান্য ইতস্তত করে সে উত্তর দেয়।

'আমি কি একটু বিরক্ত করতে পারি তোমাকে?'

'চালিয়ে যাও।'

BanglaBook.org

আমি বাইরে আসি এবং তার দরোজায় করাঘাত করি। সে দরোজা খোলে। টেবিলের ও জানলার শার্সির ওপর তৈলচিত্রের জন্যে কিছু স্কেচ। সে কয়েক দিন চুল ও দাড়ি ছাটেনি, কিংবা হতে পারে ওটাই তার স্টাইল।

'সত্যিই খুব ঠাণ্ডা।' আমি বলি।

'আমাদের কাছে খানিকটা সুরা থাকলে খুবই ভালো হতো, দোকানটাতেও কেউ নেই,' সে বলে।

'একটা দোযখের মতো জায়গা এটা!' আমি হলফ কেটে বলি।

'কিন্তু এখানকার মেয়েরা,' সে বলে, পুরুষ্ট ঠোঁটযুক্ত এক নারীর স্কেচ আমাকে দেখিয়ে, 'সত্যিকারের কামুক।'

'তুমি কি ঠোঁট সম্পর্কে বলছো?'

'এটা অশুভবিহীন যৌনক্ষুধা চরিতার্থকরণ।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো যে যৌনক্ষুধা চরিতার্থকরণ অশুভহীন?' আমি জানতে চাই।

'সমস্ত নারীই যৌনক্ষুধাকাতর কিন্তু সমসময় তারা ধার্মিকতার ভাব দেখায়, এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য,' সে বলে।

'তাহলে তুমি সৌন্দর্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নও যা অশুভবিহীন নয়?'

'ওভাবে মানুষ নিজেকেই প্রবঞ্চনা করে,' সে কঠিনভাবে বলে।

'রাতের বেলা পর্বতশ্রেণী দেখার জন্যে তুমি কি বাইরে হাঁটতে যেতে পছন্দ করো না?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'অবশ্যই, অবশ্যই,' সে বলে, 'ওখানে একটা কিছুও তুমি দেখতে পাবে না। আমি এর মধ্যেই দেখেছি।' সে ওই পুরুষ্টু ঠোঁট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে থাকে। আমি আঙিনায় আসি। দানবাকৃতির গিঙ্কগো বৃক্ষ ওপর দিকে উঠে গেছে ভবনের সামনে স্থাপিত বৈদ্যুতিক বাতি আড়াল করে, পাতাগুলোকে একেবারে শাদা করে তুলেছে। আমি চারপাশে তাকাই। পিছন দিকের ক্লিফ আর আকাশ অদৃশ্য হয়ে গেছে রাতের কুয়াশায় আলোতে যা পরিণত হয়েছে ধূসর রঙে। কেবল ভবনগুলোর ছাদের প্রান্তগুলো দেখা যায় সেখানে আলো জ্বলার দরুন। এই অদ্ভুত আলোর মধ্যে আটকা পড়ে, আমি সামান্য ঝিমঝিমেভাবে আক্রান্ত হই।

ফটক-এর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ছিটকিনি খুঁজে পাই আর ফটকটা খুলি। বাইরে এসেই অতল অন্ধকারে ডুবে যাই। নিকটবর্তী একটা ঝর্নার কলধ্বনি শোনা যায়।

BanglaBook.org

কয়েক পা যাবার পর আমি পিছন ফিরে তাকাই, ক্লিফের নিচের আলো অনুজ্জ্বল এবং ধূসর নীল মেঘলা কুয়াশা ঘূর্নিপাক খেয়ে ঘিরে ধরছে পর্বত শিখর। খাতের ভিতর কোথাও একটা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে অবিরত। ঝর্নার শব্দ হচ্ছে বাতাসের মতো, কিন্তু বাতাস বয়ে চলেছে অন্ধকারে অন্যখানে।

আমি ওপর দিকে তাকাই। একটা ঈগল আকৃতির পাথর। বিশাল ডানা ভাঁজ করা, কিন্তু আমাকে দেখে ওড়ার ভঙ্গিতে প্রস্তুত। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলি।

এরপর আমি প্রবেশ করি মিনারের মতো ঊর্ধ্বমুখি Metasequoias-এর বনে। আমি একেবারে কিছুই দেখতে পারি না। অন্ধকার এমন দুরধিগম্য যে দেয়ালের মতো লাগে আমি নিশ্চিত যদি আর এক পা সামনে ফেলি তাহলে ওই দেয়ালে আমার ধাক্কা লাগবে। সহজাত প্রবৃত্তিতেই আমি পিছনে ফিরি। বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে, পিছনে, বৈদ্যুতিক বাতির মলিন আলো–অনেক দূরের স্মৃতির মতো।

আমার অস্তিত্ব পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আমার হাত সামনে আনি, কিন্তু দেখতে পাই না। কেবল যখন লাইটার জ্বালাই তখন দেখতে পাই আমার হাত অনেক উঁচুতে উঠানো। যেন আমি একটা মশাল ধরে আছি। লাইটারের আগুনটা নিভে যায়, যদিও বাতাস নেই এই জায়গায়। চারপাশের অন্ধকার আরো পুরু আরো সীমাহীন হয়ে ওঠে। আমর কর্ণকুহর পূর্ণ হয়ে ওঠে অন্ধকারে, আদিম অন্ধকারে। এভাবেই তাহলে মানুষ অগ্নির ক্ষমতাকে পুজো করতে শুরু করেছিলো, আর এভাবেই জয় করেছিলো তার ভিতরকার অন্ধকার ভীতি।

আমি আবার লাইটার জ্বালাই কিন্তু দুর্বল নৃত্যরত শিখা অবিলম্বে নির্বাপিত হয় অদৃশ্য ও আকারহীন এক বাতাসে। এই বন্য অন্ধকারে আতংক ক্রমান্বয়ে আমাকে গিলে ফেলতে থাকে, আমার নিজের প্রতিই বিশ্বাস আর আমার দিকের স্মৃতি নষ্ট করে দিতে থাকে। আমি অবিলম্বে ঘুরে দাঁড়াই কিন্তু আমি রাস্তার ওপর ছিলাম না। আমি কয়েকটা পা ফেলার চেষ্টা করি। দুর্বল আলোর একটা বেল্ট, গাছের ভিতর বেড়ার মতো, দ্রুত আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে যায়। আমি আবিষ্কার করি যে, রাস্তার বাম দিকের বনের মধ্যে এর মধ্যেই আমি ঢুকে পড়েছি, অথচ রাস্তাটা থাকার কথা আমার ডান দিকে। আমাকে এখন প্রথমেই খুঁজে পেতে হবে ঈগল আকৃতির সেই পাথরটা।

ভূমির ওপর পর্দার মতো ঝুলে আছে কুয়াশার স্তর। তার ভিতর আলোর কিছু বিন্দু ঝিকমিক করছে। আমি স্বাভাবিকভাবেই ফিরে আসি বিশাল ঈগল পাথরটার নিচে, আর আচমকা আবিষ্কার করি যে সেটার ভাঁজ করা দুই ডানার

BanglaBook.org

মধ্যে ধূসর শাদা বুক আলখাল্লা আবৃত একজন বৃদ্ধার মতো। তার মধ্যে দয়ালুতার কোনো চিহ্ন নেই। তাকে একটা শামান মনে হচ্ছে। তার মাথা ধনুকের মতো নামানো নিচের দিকে এবং তার শীর্ণ দেহ দেখা যেতে পারে আলখাল্লার নিচে। তার আলখাল্লার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একজন বিবস্ত্র নারী, আর তুমি তার মেরুদণ্ডের নিচের প্রান্তে খাঁজ অনুভব করতে পারো। কালো আলখাল্লায় আবৃত অপদেবীর সামনে দুই হাঁটু গেড়ে সে বসে আছে। তার হাত জড়ো করা তাই পিছন থেকে তার দুই কাঁধের পরে হাত দুটো দেখা যাচ্ছে না। তার অবয়ব দেখা যায় না তবে ডান দিকের মুখের অংশ দেখা যায় আর তা অত্যন্ত সৌন্দর্যময়।

তার চুল বেয়ে পড়েছে বাম কাঁধের ওপর দিয়ে। তার দেহের সামনের অংশ এখন পরিষ্কার। সে একজন তরুণী, সম্পূর্ণরূপে আতংকিত, আর মনে হচ্ছে প্রার্থনা করছে, মিনতি জানাচ্ছে। সে অবিরাম রূপান্তরিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে সে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বসে থাকা তরুণী, কিন্তু যখনই তুমি নজর সরিয়ে নিচ্ছো সে রূপান্তরিত হচ্ছে আবারও তরুণীতে, এবং তার দেহের রেখা আরো সুন্দর হয়ে উঠছে। তার বাম দিকের স্তনের বক্র রেখা একবার দেখা যাবার পর আর দেখা যায় না। আবারও ফটক দিয়ে ভিতরে ফিরে এলে অন্ধকার পুরোপুরি মিলিয়ে যায় এবং আমি বৈদ্যুতিক আলোর কাছে পৌঁছাই। আলোর ফলে পুরনো গিঙ্কগো বৃক্ষ থেকে পতিত পাতা বর্ণবিহীন দেখায়। শুধু আলোকিত করিডোর দৃষ্টিগোচর হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৭

তুমি গ্রামের শেষ প্রান্তে আসো। মধ্য বয়সী এক মহিলা, পরনের লম্বা গাউনের ওপর একটা এপ্রন লাগানো দাঁড়িয়ে আছে তার দরোজায়। মাছ কুটছে সে যেগুলো আঙুলের চেয়ে বড় নয়। খাঁড়িতে জলন্ত পাইন মশালের আগুনে তার ছুরির ফলা ঝিলিক দিচ্ছে। আরো দূরে অন্ধকারময় পর্বতের ছায়া, শুধু মাত্র পর্বতশীর্ষ অস্তগামী সূর্যের সামান্য দীপ্তি প্রদর্শন করে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে আর কোনো বাড়ি নেই। তুমি ঘুরে দাঁড়াও, হয়তো পাইনের মশাল তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করে এখানে টেনে এনেছিলো তোমাকে। তুমি উপরে যাও আর জিজ্ঞেস করো রাতে এখানে থাকতে পারো কিনা।

'লোকজন প্রায়ই রাতের জন্যে এখানে থামে।" মহিলা বুঝতে পারে তুমি কি চাও, তোমার সাথীর দিকে এক নজর থাকায় কিন্তু কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। সে ছুরি রেখে দেয়, এপ্রনে হাত মোছে আর বাড়ির ভিতর যায়। সে হলঘরে তেলের প্রদীপ জ্বালায়, সেটা নিয়ে আসে। পিছনে তুমি অনুসরণ করো, ফ্লোরবোর্ড ক্যাঁচক্যাঁচ করে তোমার পায়ের নিচে। উপরতলায় ধানের খড়ের টাটকা, পরিষ্কার গন্ধ। 'উপরে এ জায়গা খালি, আমি কিছু বেডিং এনে দেবো। পাহাড়ে রাতের বেলায় সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।' মহিলা জানলার শার্সির ওপর বাতিটা রাখে আর নিচের তলায় চলে যায়।

মেয়েটি বলে সে নিচের তলায় থাকবে না, সে বলে সে শংকিত। আর সে তোমার সাথেও থাকবে না একই রুমে সে বলে সে তাতেও শংকিত। কাজেই বাতিটা তুমি তার জন্যে রেখে যাও, মেঝেতে স্তূপ করে রাখা খড়ে লাথি মারো, এবং পাশের সংলগ্ন কক্ষে চলে যাও। তুমি বলো তুমি পাটাতনের বিছানায় শুতে পছন্দ করো না, কিন্তু খড়ের ওপর শুতে ভালোলাগে। সে বলে সে তোমার দিকে মাথা দিয়ে শোবে যাতে দেয়ালের ভিতর দিয়ে তুমি কথা বলতে পারবে। কাঠের পার্টিশন ঠিক সিলিং পর্যন্ত তোলা নয় এবং তুমি তার কক্ষের ছাদে আলোর বৃত্ত দেখতে পাও।

'এটা অনন্য,' তুমি বলো।

বেডিং নিয়ে বাড়ির মহিলাটি ফিরে এলে সে কিছু গরম পানি চায় তার কাছে।

BanglaBook.org

মহিলা তাকে ছোট পাত্রে গরম পানি এনে দেয়। এরপর তুমি তার দরোজায় ছিটকিনি আটকানোর শব্দ শুনতে পাও। তুমি কোমর পর্যন্ত অনাবৃত হও, কাঁধের ওপর একটা ছোট তোয়ালে ফেল এবং নিচের তলায় নেমে আসো। ওখানে আলো নেই, সম্ভবত বাড়ির একমাত্র কেরোসিন বাতিটা এখন মেয়েটির কামরায়। রান্নাঘরে, স্টোভের পাশে বাড়ির মহিলাটিকে তুমি দেখতে পাও। তার মুখ অভিব্যক্তিহীন, খোলা স্টোভের আলোয় আলোকিত, কোমল। জ্বলন্ত খড় সশব্দে পুড়ছে এবং তুমি ভাত রান্নার সৌরভ পাও।

তুমি একটা বালতি নাও এবং খাঁড়িতে যাও। সূর্যাস্তের শেষ চিহ্নও মুছে গেছে। নেমে আসছে আঁধারের ধূসর ছায়া। স্বচ্ছ পানিতে আলোকমালার বিন্দু—তারা ফুটেছে। কয়েকটা ব্যাঙ ডাকছে।

বিপরীত দিকে, পর্বতের ছায়ার গভীরে, খাঁড়ির অপর তীরে তুমি শিশুদের হাস্যধ্বনি শুনতে পাও। সেখানে ধানক্ষেত। তোমার মনে হয় বাচ্চারা লুকোচুরি খেলছে। পুরু অন্ধকার পার্বত্য ছায়ায়, ধানক্ষেত থেকে পৃথক, একটা বড় মেয়ে হাসছে স্তূপের ওপর। এ হচ্ছে সেই, বিপরীত অন্ধকারের মধ্যে সে বিস্মৃত অতীত পুনর্জীবন পায় যখন শিশুদের ঐ ভিড় থেকে একজন একদিন স্মরণ করে তার শৈশব। একদিন ভোদরের মতো কিচকিচে গলায় চিৎকার করে একটা বালক আবোল-তাবোল, তা পরিণত হয় মোটা ও গভীরে, এবং তার খালি পায়ে ঝাড়াই করার স্থানে রাখা পাথরের ওপর ভেজা পদচ্ছাপ রেখে শৈশব থেকে আলাদা হয়ে প্রবেশ করে বিপুল বিস্তৃত পদধ্বনি শুনতে পাও তুমি। একটা পুকুরের পাশে একটা শিশু তার দাদীর এমব্রয়ডারি ফ্রেমটাকে টাগবোট বানিয়ে খেলছে। তার দাদীর এক চিৎকারে সে ঘুরে দৌড় দেয় আর পালিয়ে যায়, Cabblestone-এর ওপর পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তোলে। আবারও তুমি দেখ মেয়েটার পিঠ। উইঝেন-এর ভেজা গলিতে শীতকালীন বাতাস বরফের মতো। একটা বাকের ওপর সে বইছে একটা পানির বালতি। আর দ্রুত সংক্ষিপ্ত পায়েcobblestone-এর ওপর দিয়ে হাটছে। তোমার ডাক শুনে সে থেমে দাঁড়ালে বালতি উপচে কিছুটা পানি পড়ে যায় কালো cobblestone-এর ওপরে। সে ঘুরে তোমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে তারপর আরো দ্রুত সংক্ষিপ্ত পা ফেলে এগিয়ে চলে। গাঢ়-লাল কাপড়ের জুতো তার পায়ে। অন্ধকারে শিশুরা হাসছে ও চিৎকার করছে। তার কন্ঠস্বর চড়া, এমন কি তুমি বুঝতে পারবে না। কিসের জন্যে তারা হাসাহাসি করছে, আর মনে হবে প্রতিধ্বনির স্তর জমা হচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তেই সবকিছু ফিরে আসে জীবনে, ইয়াইয়া

BanglaBook.org

এক মুহূর্তেই তোমার শৈশবের স্মৃতি হয়ে ওঠে খোলা মেলা আর বিচিত্র। বোমারু বিমানের গর্জন, তারপর হঠাৎ ভেসে ওঠে কালো ডানা আর উড়ে যায় দূরে। তুমি একটা ছোট খেজুর গাছের নিচে তোমার মায়ের বাহুর ভিতর জড়োসড়ো হয়ে আছো এবং খেজুর গাছের কাঁটায় ছিড়ে গেছে তার সুতির জ্যাকেট, তার বাহু দেখা যাচ্ছে। তারপর তোমার ওয়েট নার্স। সে তোমাকে বইছে। তার তোমাকে দোলানো তোমার ভালো লাগে, তার বিশাল বিশাল স্তন। চাল দিয়ে তৈরি *কুওপা* এর ওপর সে লবণ ছিটিয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরি করে দেয় তোমার জন্যে। তুমি তার রান্নাঘরে সময় কাটাতে ভালোবাসো। অন্ধকারে উজ্জ্বল লাল চোখ দেখা যায় তোমার পোষা এক জোড়া শাদা খরগোশের। সে দুটো মরে গিয়েছিলো। পিছনের আঙিনায় ভাঙা টাইল আর ইটের মধ্যে জন্মেছিলো একটা গাছ। টাইল আবৃত ছিলো শ্যাওলা। তুমি দেয়ালের সমান উচুঁ শাখা পর্যন্ত দেখতে পেতে, কাজেই তুমি জানতে না দেয়ালের ওপর বৃদ্ধি পাওয়ার পর সেটা কেমন দেখাত। তুমি শুধু জানতে যদি তুমি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াও তাহলে গাছটার গুড়ির একটা গর্ত ছুঁতে পারবে। আর তুমি তার ভিতর পাথর নিক্ষেপ করতে। লোকেরা বলে গাছের অনুভূতি আছে, আর মানুষের মতো স্পর্শকাতর এবং সুড়সুড়ি দেয়া পছন্দ করে না। যদি তুমি কোনো কিছু গুঁড়ির ঐ গর্ত দিয়ে ঢুকিয়ে দাও তাহলে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে গাছটা হাসবে, ঠিক যেমন যখন তুমি নার্সের বগলে সুড়সুড়ি দাও আর তাড়াতাড়ি সে সরে যায় আর হাসে দম ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। তুমি সবসময় তার একটা দাঁত হারানোর সময় মনে করতে পারোঃ 'দন্তহীনা, দন্তহীনা; তার নাম ইয়াইয়া!' সে ক্ষেপে উঠেছিলো তোমার ওপর তাকে দন্তহীনা বলে ডাকায় আর অভিমান করেছিলো। কালো ধোঁয়ার মতো ধুলো উঠেছিলো উপরে আর বৃষ্টি পড়েছিলো সবার মাথার ওপর; তোমার মা লাফিয়ে ওঠে, অনুভব করে তোমাকে, তুমি ঠিক আছো। কিন্তু তুমি শুনতে পাও দীর্ঘ তীক্ষ্ণ এক চিৎকার, সে আরেকজন মহিলাঃ সে চিৎকার মানুষের মতো শোনায় না। তারপর তুমি অবিরাম ঝাঁকুনি খেতে থাকো তারপুলিন -ঢাকা একটা ট্রাকের ভিতর অনন্ত পাহাড়ি পথে। বয়স্কদের পা আর লাগেজের ভিতর ধাক্কা খেতে থাকো। বৃষ্টির পানি চুঁইয়ে পড়ে তোমার নাকে। মায়ের ভোদা, সবাই নিচে নামো ট্রাক ঠেলতে। চাকা কাদায় আটকা পড়ে ঘুরছে, কাদা ছিটকে পড়ছে সবার মুখে। মায়ের ভোদা, তুমি ড্রাইভারের অনুকরণ করে বলো, এই প্রথম তুমি এ জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করো, তার কারণ কাদায় আটকে খুলে গেছে তোমার জুতো। ইয়াইয়া .... শিশুদের চিৎকার হৈচৈ এখনো ভেসে আসছে, তারা হাসছে আর চিৎকার করছে একজন

আরেকজনকে ধাওয়া করার সময়। কিন্তু তোমার শৈশবের অস্তিত্ব আর নেই, আর যা কিছু তোমার সামনে দ্বন্দ্ব হয়ে আছে তাহলো পর্বতশ্রেণীর অন্ধকার ছায়া............. ।

তুমি মেয়েটির দরোজায় আসো এবং অনুরোধ করো তাকে দরোজা খুলতে। সে বলে বিরক্ত করা থামাও, যা যেমন আছে সেভাবেই রাখো, সে এখন ভালো বোধ করছে। তার শান্তি দরকার, কামনা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার, তার সময় দরকার, তার ভুলে যাওয়া দরকার, তার দরকার প্রেম নয়, তার এমন কাউকে পাওয়া দরকার যার কাছে নিজের হৃদয় নিংড়ে দিতে পারবে। সে আশা করে তুমি এই চমৎকার সম্পর্ক ধ্বংস করে দেবে না, মাত্র সে তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, সে বলে সে তোমার সাথে ভ্রমণ অব্যাহত রাখতে চায়, যেতে চায় লিংশানে। একত্রিত হবার প্রচুর সময় আছে কিন্তু এখনই নয়। সে তোমাকে বলে তাকে ক্ষমা করে দিতে।

তুমি বলো এটা কিছু একটা। তুমি খুঁজে পাও দেয়ালের ফাটল দিয়ে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা আসছে। তোমরা দু'জন ছাড়াও আরো কেউ আছে উপরতলায়। তুমি তাকে এসে দেখতে বলো।

সে বলে না! তার সাথে চালাকি করার চেষ্টা থামাও, তাকে এইরকম শংকিত করা থামাও।

তুমি বলো দেয়ালের ফাটল দিয়ে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত দেয়ালের পিছনে আরেকটা কামরা আছে। তুমি বেরিয়ে আসো তোমার রুম থেকে। ফ্লোরবোর্ডের ওপর রাখা ঘড়ের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হও। তুমি হাত রাখলে ছাদের টাইল স্পর্শ করতে পারো। তারপর নিচু হতে হবে তোমাকে।

'একটা ছোট দরোজা,' তুমি বলো, অন্ধকারে তোমার পথ হাতড়ে অনুভব করছো।

'তুমি কি দেখতে পাচ্ছো?' সে তার রুমেই থাকে।

'কিছুই না, নিরেট কাঠ. কোনো জোড়া ছাড়াই. ওহ, এই যে একটা তালা।'

'এটা সত্যিই ভীতিকর', তুমি তাকে বলতে শোনো দরোজার অন্যপাশ থেকে।

তুমি ফিরে যাও তোমার কক্ষে এবং খড়ের স্তূপের ওপর বড় মাপের বাঁশের টাব উপুড় করে রেখে তার ওপর উঠে দাঁড়াও আর ঘরের আড়ায় চড়ো।

'শীগগির, কি দেখছো:' সে জানতে চায় উদ্বিগ্ন হয়ে। 'একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে ছোট একটা বেদীর ওপর, তুমি বলো। 'ভিতরে একটা স্মারক ট্যাবলেট। এ বাড়ির মহিলাটি নিশ্চয়ই একটা শামান আর এই জায়গায় মৃতদের আত্মা

BanglaBook.org

ডেকে আনে সে। জীবন্তদের আত্মা মন্ত্রাবিষ্ট করা হয় আর একটা সমাধিতে যায় সেগুলো, তারপর মৃতদের ভূত এসে এইসব লোকদের ওপর ভর করে আর তাদের ঠোঁট দিয়ে কথা বলে।'

'থামো!' সে আবেদন জানায়। তুমি শুনতে পাও দেয়াল ঘেঁষে সে পড়ছে মেঝের ওপর।

তুমি বলো মহিলাটি সর্বদাই একটা শামান ছিলো না, যখন সে তরুণী ছিলো তখন অন্য আর সবার মতোই ছিলো, ঠিক তার বয়সী অন্য মহিলাদের মতো। কিন্তু যখন তার বয়স প্রায় কুড়ি বছর, যখন তার প্রয়োজন ছিলো কোনো পুরুষের ভালোবাসা, তার স্বামী সেই সময় দুর্ঘটনায় মারা গেল।

'কিভাবে মারা গেল সে'? সে জানতে চায় শান্তস্বরে। তুমি বলো সে রাতের বেলা এক চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে বেআইনিভাবে কর্পূর গাছ কাটতে গিয়েছিলো প্রতিবেশী এক গ্রামের বনভূমিতে। গাছটা পড়ার সময় কোনোভাবে তার পা জড়িয়ে যায় শিকড়ে আর সে দিক হারিয়ে ফেলে। গাছটা উচ্চ শব্দে কড়মড় করছিলো আর সে দৌড়ে দূরে সরে যেতে পারতো ওটা থেকে কিন্তু দূরে না গিয়ে গাছটার দিকে সরে এসেছিলো সে ঠিক যেখানটায় পড়েছিলো সেইখানে। চিৎকার করবার আগেই সে বিচূর্ণ হয়ে গিয়ে ছিলো।

'তুমি কি শুনছো?' তুমি জিজ্ঞেস করো।

'হ্যাঁ,' সে বলে।

তুমি বলো স্বামীটির চাচাতো ভাই দারুণ রকম ভীত হয়ে পড়েছিলো, আর এই দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেবার সাহস করেনি। মহিলাটি দেখতে পায় পাহাড় থেকে কাঠকয়লা নিয়ে আসা এক লোকের বাকের সাথে ঝুলছে একটা চটের জুতো, সে একটা লাশ শনাক্ত করার জন্যে কাউকে ডাকছিলো। কেমন করে মহিলা চিনতে পারবে না চটের জুতোটিকে যা সে নিজের হাতে প্রস্তুত করেছিলো? সে ভেঙে পড়ে আর মাটির ওপর মাথা আঘাত করতে থাকে। সে চিৎকার করেঃ মৃতদের আত্মা সব ফিরে আসুক, তাদের সবাইকে ফিরে আসতে দেয়া হোক!

'আমিও চিৎকার করতে চাই,' সে বলে।

'তাহলে চিৎকার করো।'

'আমি পারবো না।'

তার কণ্ঠস্বর দুঃখজনকভাবে জড়িয়ে যায়। তুমি ঘনিষ্ঠভাবে তাকে ডাকো কিন্তু সে না বলতে থাকে দেয়ালের ওপাশ থেকে। তবুও, সে চায় তুমি কথা বলতে থাকো।

BanglaBook.org

'কোন্ বিষয়ে?'

'তার সম্পর্কে, পাগল মহিলাটি সম্পর্কে।'

তুমি বলো গ্রামের মহিলারা তাকে দমন করতে পারতো না। কয়েকজন পুরুষ তার ওপর বসতো আর তার দুই হাত এক সাথে করে বাঁধতো। তারপর থেকে সে উন্মত্ত আর সবসময় বিপর্যয়ের ভবিষ্যৎ বাণী করে যা গ্রামের ওপর নেমে আসবে। সে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলো যে সিমাও-এর মা বিধবা হবে আর সত্যিই তাই হয়েছিলো। 'আমিও প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'কার ওপর?' তোমার সেই বয়ফ্রেন্ডের ওপর? নাকি সেই মহিলার ওপর ওই বয়ফ্রেন্ডের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে? তুমি চাও মেয়েটির কাছ থেকে মজা লুটে নেবার পর ছেলেটি তাকে ছেড়ে চলে যাক? ঠিক যে প্রকার আচরণ করেছে তোমার সাথে?'

'সে বলেছিলো সে আমাকে ভালোবাসে, যে ওই মেয়ের সাথে মাত্র আচমকা একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'সেই মেয়েটি কি তোমার চেয়েও তরুণী? তোমার চেয়েও মনোহর কি সে?'

'ফুসকুড়ি ভর্তি একটা মুখ তার আর বিশাল হা!'

'তোমার চেয়েও কি বেশি যৌন আবেদনময়ী?'

'সে বলেছিলো মেয়েটি ছিলো অনিষিদ্ধ, সব কিছুই করতে পারতো, সে চেয়েছিলো আমিও ওই মেয়ের মতো হই!'

'কিভাবে?'

'বেশি জিজ্ঞাসু হয়ো না!'

'তাহলে তাদের দু'জনের ভিতর যা কিছু হয়েছিলো সব তুমি জানো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওই মেয়ে কি জানতো তোমাদের দুজনের ভিতরে যা হয়েছিলো তার সবকিছু?'

'ওহ, এ ব্যাপারে কথা বলা থামাও।'

'তাহলে কি নিয়ে আমি কথা বলবো? আমি কি শামান সম্পর্কে কথা বলবো?'

'আমি সত্যিই প্রতিশোধ নিতে চাই!'

'ঠিক শামানের মতো?'

'সে প্রতিশোধ নিয়েছিলো কিভাবে?'

BanglaBook.org

'তার অভিশাপে সব নারী ভীত হয়ে পড়েছিলো কিন্তু সব পুরুষ তার সাথে কথা বলতে পছন্দ করতো। সে তাদের চরিত্রভ্রষ্ট করতো এবং তারপর ছুড়ে ফেলে দিতো তাদের। পরবর্তীতে সে মুখে পাউডার মাখে, বেদী স্থাপন করে, এবং খোলাখুলি ভূত ও আত্মা ডাকে। প্রত্যেকেই তাকে ভয় পেয়েছিলো।'

'সে কেন এসব করেছিলো?'

'তোমাকে জানতে হবে যে, ছয় বছর বয়সে সে বাগদত্তা হয় এক অভূমিষ্ঠ শিশুর–তার শাশুড়ির পেটে তার স্বামী। বারো বছর বয়সে বধূ হিসেবে সে তার স্বামীগৃহে প্রবেশ করে, তখনও তার স্বামী বোঁচানাক এক বাচ্চা। একদা, ঠিক উপরওলার এই ফ্লোরবোর্ডের ওপর খড়ের ভিতর সে ধর্ষিত হয় তার শ্বশুরের দ্বারা। সেই সময় তার বয়স ঠিক চৌদ্দ বছর। তারপর, থেকে সে আতংকিত হয়ে পড়তো যখন বাড়িতে সে আর তার শ্বশুর ছাড়া আর কেউ থাকতো না। পরবর্তীতে, সে চেষ্টা করে তার স্বামীকে গাঢ় আলিঙ্গনে টেনে নিতে কিন্তু বালকটি শুধু তার স্তনবৃন্তে কামড় দিতো। বছরের পর বছর অপেক্ষা করাটা ছিলো কঠিন যতোদিন না তার স্বামী কাঁধে বাক তুলে নিতে পারলো, কাঠ ফাড়লো, লাঙল ব্যবহার করলো এবং ক্রমানুসারে পুরুষ হয়ে উঠলো আর জানলো যে সে ভালোবাসে তাকে। তারপর সে গাছে চাপা পড়ে মারা গেল। শ্বশুর-শাশুড়ি বুড়ো হয়েছিলো এবং গেরস্থালী ও ক্ষেতখামার সামলানোর জন্যে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো তার ওপর, এবং সে পুনরায় বিয়ে না করা পর্যন্ত তারা আর তার ওপর কোনো প্রকার শাসন প্রয়োগের সাহস করেনি। তারা দুজনেই এখন পরলোকগত এবং মহিলাটি বাস্তবিক বিশ্বাস করে সে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে আত্মার সাথে। তার আশীর্বাদ সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে আর তার অভিশাপ বয়ে আনতে পারে ধ্বংস, কাজেই ধূপকাঠির জন্যে লোকজনের কাছে টাকা দাবি করা তার জন্যে যুক্তিযুক্ত। সবচেয়ে যা চমকপ্রদ তাহলো এই যে সমাধিতে যাবার জন্যে তার দশ বছর বয়সী একটা মেয়ে ছিলো, তারপর সে মেয়েটির দীর্ঘ মৃত দাদীবু আত্মাকে ডাকে, মেয়েটি যাকে দেখেনি কখনো, তাকে দিয়ে কথা বলায় মেয়েটির মুখ দিয়ে। যারা এটা দেখেছিলো ভয়ে তারা জমে পাথর হয়ে গিয়েছিলো............'

'থামো, আমি ভয় পাচ্ছি,' সে আবেদন জানায়।

BanglaBook.org

১৮

কাওহাই উপকূলে যেদিন পৌঁছাই, উ নদী শুরু হয়েছে যেখানে, সেদিন তিক্ত শীত পড়েছে। সম্প্রতি হ্রদের তীরে একটা ছোট ভবন নির্মিত হয়েছে– এটা রিজার্ভের নতুন রেঞ্জার স্টেশন। পাথুরে ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছে উঁচুতে। এর সাথে সংযুক্ত ছোট রাস্তাটা কাদার চেয়ে বেশি কিছু নয়। হ্রদটা সমূহ দূরত্বে অবস্থিত কিন্তু একদা যেখানে হ্রদ ছিলো সেখানে কিছু আগাছা জন্মেছে এদিক-ওদিক। আমি ভবনের পাশে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাই যেখানে বেশ কয়েকটা খোলা জানলাযুক্ত কক্ষ রয়েছে আর প্রচুর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আলো। সর্বত্র গাদা করে রাখা পাখি, মাছ ও পতঙ্গের নমুনা।

প্রধান রেঞ্জার বিপুল আকৃতির একজন মানুষ যার মুখটা প্রশস্ত। সে ইলেকট্রিক হিটারে প্লাগ সংযোগ দেয়, একটা বড় এনামেলের পাত্রে চা বানায়, হিটারের পাশে বসে আর আমাকে চা গরম করে নেবার ও কিছুটা চা পানের আমন্ত্রণ জানায়। সে বলে দশ কিংবা অনুরূপ বছর আগে, এই উচুঁ মালভূমির হ্রদের কয়েকশ' কিলোমিটার চারপাশে, পর্বতমালা ছিলো বনভূমিতে ঢাকা। কুড়ি বছর আগে ঘন বন চলে এসেছিলো হ্রদের কিনারায় এবং লোকজন প্রায় সংঘর্ষে লিপ্ত হতো বাঘের সাথে। এখন এই ন্যাড়া পাহাড় একেবারে নগ্ন হয়ে গেছে আর রান্নার খড়িও এখন দুষ্প্রাপ্য, উত্তাপের জন্যে জ্বালানির কথা তো বলাই হলো না। বিশেষ করে গত দশ বছরে, বসন্ত ও শীত পরিণত হয়েছে নিদারুণ শীতল। কুয়াশা এসে পড়ে আগেভাগে আর বসন্তে ভয়ংকর খরা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়, নতুন কাউন্টি বিপ্লবী কমিটি নুতন একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেঃ সেচের মাধ্যমে পানি তুলে ক্ষেত্রে সরবরাহ করা। কাউন্টি থেকে তারা এক লাখ বেসামরিক শ্রমিককে কাজে লাগায়। চাষাবাদের জন্যে হ্রদের এই দিকটা হাসিল করে। কিন্তু একটা হ্রদের তলদেশ শুকিয়ে তোলা অমন সহজ কাজ ছিলো না যেটা কয়েক লাখ বছর যাবৎ পানিতে সিক্ত ছিলো। সে বছর হ্রদের ওপর বয়ে গিয়েছিলো একটা টর্নেডো আর স্থানীয়রা বলেছিলো কাওহাই-এর Blaek Dragon থাকতে পারলো না, উড়ে চলে গেল। হ্রদটা এখন মাত্র এক তৃতীয়াংশ আর চারপাশের এলাকা পুরোটাই জলাভূমি। যা হয় শুকিয়ে ফেলা দরকার নতুবা আগের মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার।

BanglaBook.org

একটা শক্তিশালী টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে জানালায় এবং কয়েক কিলোমিটার দূরে পানি লেন্সের ভিতর দিয়ে শাদা ধবধবে দেখায়। খালি চোখে দেখা যায় হালকা একটা ছায়া পরিণত হলো নৌকায়। গলুইয়ে দুটো লোক দাঁড়ানো কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল অস্পষ্ট। আরেকজন পিছন দিকে নড়াচড়া করছে, মনে হচ্ছে সে জাল ফেলছে।

'হ্রদের এত বিশাল এলাকা পাহারা দিয়ে রাখা অসম্ভব। তুমি ওখানে গিয়ে যতক্ষণে পৌঁছবে, তার অনেক আগেই চম্পট দেবে তারা,' সে বলে।

'হ্রদে কি প্রচুর মাছ আছে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'শত শত আর হাজার, হাজার catties মাছ ধরা একেবারেই সহজ। সমস্যা হচ্ছে তারা এখনো বিস্ফোরক ব্যবহার করছে। মানুষ এমন লোভী, হোপলেস।' সে রিজার্ভের চিফ রেঞ্জার আর সে মাথা নাড়ছে।

সে বলে যে ১৯৫০-এর দশকে সমুদ্রের ওপরে থেকে পিএইচডি নিয়ে আসা এক লোক সাংহাই থেকে এখানে এসেছিলো স্বেচ্ছাসেবী কাজে। তার সাথে সে নিয়ে এসেছিলো চারজন বায়োলজি ও মেরিন লাইফ গ্রাজুয়েটকে এবং কাওহাই-এর তীরে স্থাপন করেছিলো একটা বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র যেখানে সে সাফল্যের সাথে জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলো coypu, ermine, geese এবং কয়েক প্রজাতির মাছ ও জলচর পাখি। যাহোক, সে কয়েকজন অবৈধ পশু শিকারীকে বাধা দিয়েছিলো এবং একদিন যখন সে একটা ভুট্টাক্ষেত অতিক্রম করে যাচ্ছিলো তখন সে এমবুশের মধ্যে পড়ে আর চোখমুখ ঢেকে ফেলা হয় তার। তারা ভুট্টার একটা ঝুড়ি বেঁধে দেয় তার গলার চারপাশে, ভুট্টা চুরির অভিযোগ তোলে তার বিরুদ্ধে এবং পেটাতে থাকে যতক্ষণ না কাশির সাথে তার রক্ত বেরিয়ে আসে। কাউন্টি কমিটির ক্যাডাররা একজন বুদ্ধিজীবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করেনি এবং বৃদ্ধ মানুষটি অচেতন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। প্রজনন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায় আর coypu ভাগাভাগি ও ভক্ষণ হয়ে যায় কাউন্টি কমিটির বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে।

'তার কোনো পরিবার ছিলো না?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'কেউ মনে হয় জানে না, যে ছাত্ররা তার সাথে কাজ করতো, তারা অনেক আগেই বলদি হয়ে যায় চোংছিং ও গুইইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে।'

'বিষয়টার প্রতি কেউ আগ্রহ দেখায়নি তারপর থেকে?'

BanglaBook.org

সে বলে কাউন্টি যখন পুরনো দলিল দস্তাবেজ বাছাই করছিলো তখন তার দশটার মতো নোটবুক তারা আবিষ্কার করে। সেগুলোর ভিতর ধারণ করা ছিলো কাওহাই-এর প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা বিবরণ। তার গবেষণা ছিলো বিস্তারিত আর সে পরিষ্কার করে লিখেছিলো। যদি আমি আগ্রহী হই তবে তারা আমাকে ওগুলো দেখাতে পারে।

কোনো খান থেকে ভেসে এলো বৃদ্ধের কাশির মতো আওয়াজ। 'ওই আওয়াজ কিসের?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'সারস,' সে বলে।

সে আমাকে নিচের তলায় নিয়ে আসে। বেসমেন্টের প্রজনন কামরায় একটা লোহার বেড়ার পিছনে একটা এক মিটার উঁচু লাল-মাথার কালো-গলার সারস এবং কয়েকটি ধূসর সারস। সময় সময় তারা আওয়াজ করছে। সে বলে কালোগলার সারসটা পা ভেঙেছে আর ওটাকে ধরা হয়েছে চিকিৎসার জন্যে। আর ধূসর রঙের সারসগুলো জন্মেছে এ বছর আর উড়তে পারার আগেই ওগুলোকে এখানে আনা হয়েছে বাসা থেকে। শরতের শেষ দিকে সারসের দল এখানে আসতে থাকে শীতের জন্যে আর মাঠ ও জলজ আগাছার মধ্যে সব খানেই দেখা যায় ওগুলোকে।

আমি জিজ্ঞেস করি আমি হ্রদে যেতে পারি কি-না । সে বলে যদি আগামীকাল সূর্য দেখা যায় সে তাহলে রাবারের ডিঙি ভাসাবে আর আমাকে সাথে নিয়ে হ্রদে যাবে। আজ বাতাস প্রবল আর ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড।

আমি উঠে পড়ি, হাঁটতে থাকি হ্রদের দিকে।

পাহাড়ের ঢালুর ওপর আমি একটা চলাচলের পথরেখা অনুসরণ করি এবং সাত বা আট বাড়ির একটা ছোট গ্রামে আসি। আড়া আর ঠেশ দেয়ার খুটি সবই পাথরে তৈরি। সামান্য কিছু গাছপালা জন্মেছে লোকজনের আঙিনায় আর বাড়ির সামনে - কাণ্ডগুলো খুব সরু, ভাতের বাটির চেয়ে বেশি নয়। কয়েক দশক আগে, আমি কল্পনা করি কালো বনভূমি এই গ্রাম পর্যন্ত এসেছিলো।

আমি নিচে হ্রদের কিনারে যাই আর মাটির বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটি। যার দুপাশে কাদা। আমার জুতো খোলার পক্ষে যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিন্তু আরো সামনে বাঁধ ক্রমে কর্দমাক্ত হয়ে উঠছে আর কাদায় আমার জুতোর তলা মোটা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সামনেই, নিরেট ভূমি শেষ হয়ে গেছে। পানির কিনারায় একটা নৌকা আর একটা বালক। সে একটা ছোট বালতি ধরে আছে আর একটা মাছ ধরার ছিপ। আমি তার কাছে পৌঁছাতে চাই, আর তাকে পেতে চাই নৌকাটা পানিতে ভাসিয়ে নেবার জন্যে

BanglaBook.org

'তুমি কি হ্রদে নিয়ে যাবে নৌকা?' সে নগ্নপদ, তার ট্রাউজার গোল করে পাকিয়ে হাঁটুর ওপর তোলা আর তাকে দেখে মনে হচ্ছে তের অথবা চৌদ্দ হবে তার বয়স। কিন্তু তার চোখ আমাকে উপেক্ষা করে আর আমার মাথার ওপর দিয়ে আমার পিছন দিকে তাকায়। আমি ঘুরে দাঁড়াই এবং দেখতে পাই কেউ একজন তার দিকে হাত নাড়ছে কিছুটা দূরের গ্রাম থেকে। মানুষটা বর্ণময় একটা জ্যাকেট পরে আছে আর একটা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে তাকে। আমি বালকটির দিকে আরেক পা এগোই। আমার জুতো একেবারে ডুবে গেল কাদার মধ্যে।

'আই-য়ি-ইয়া-ইও-' দূর থেকে ভেসে আসা এই চিৎকার দুর্বোধ্য কিন্তু কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার আর সুন্দর। মেয়েটি নিশ্চয় ডাকছে বালকটিকে। বালকটা আমার পাশ দিয়ে গোত্তা খেয়ে দ্রুত ধেয়ে চলে গেল।

আরো এগিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন হবে কিন্তু হ্রদে পৌঁছে আমাকে ওটায় চড়ে ভালো করে দেখতে হবে। নৌকাটা বড়জোর আর দশ পা দূরে, আমার দরকার বালকটা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে একটা পা রাখা, ওই জায়গার কাদা কিছুটা শক্ত, আর আমি নৌকায় উঠতে সমর্থ হবো। গলুইয়ে একটা বাঁশের লগি এবং এর মধ্যেই আমি দেখতে পাই জলচর পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে আগাছার ভিতর। ওগুলো সম্ভবত বুনোহাঁস আর মনে হয় ওগুলো ডাকছে। তীরের দিক থেকে একটা বাতাস ওঠে আর আমি দুই শিশুর দূরবর্তী চেঁচামেচি শুনতে পাই কিন্তু নিকটবর্তী পাখির ডাক নয়।

আমি ভাবি, আমি যদি আগাছার বাইরে নিয়ে যেতে পারি নৌকাটা তাহলে এই বিপুল জলরাশির বিস্তৃতিতে আমি পৌছাবো আর একাকী ভেসে যেতে পারবো এই নির্জন মালভূমি হ্রদের মাঝখানে। আমার কারো সাথে কথা বলতে হবে না। এই হ্রদ আর পার্বত্য দৃশ্যের মধ্যে যেখানে হ্রদ ও আকাশ মিলে গেছে এক সাথে সেখানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা একেবারে মন্দ হবে না। আমি একটা পা টানি আর আরেকটা পা ফেলি। আমার পায়ের কবজি পর্যন্ত কাদায় ডুবে যায়। আমি দেহের ওজন আমার সামনের পায়ের ওপর চাপাতে সাহস করি না যদি হাঁটু পর্যন্ত বসে যায় কাদার মধ্যে। আমি নিজেকে টেনে বের করে আনার সুযোগ পাবো না। আমি পিছনের পা নাড়ানোর সাহস করি না। আমি না সামনে যেতে পারি না পিছনে। এটা অবশ্যই একটা হাস্যকর অবস্থা কিন্তু ব্যাপারটা হাসির নয় মোটেও, কেউ আমাকে দেখবে না, আর সবচেয়ে জঘন্য আমি উদ্ধার পাবো না।

BanglaBook.org

হতে পারে ছোট্ট রেঞ্জার অফিসের উপর তলার টেলিস্কোপ দিয়ে তারা আমাকে দেখবে, ঠিক যেমন আমি নৌকার ওপর লোকদের দেখেছিলাম। কিন্তু আমি হবো একেবারে অর্থহীন একটা ফিগার যা নড়াচড়া করছে, তারা আমার মুখমণ্ডল দেখতে সমর্থ হবে না। এমন কি যদি তারা লেন্স এডজাস্টও করে নেয়, তাহলেও ভাববে আমি একজন কৃষক বাড়তি রোজগারের জন্যে নৌকা ভাসাচ্ছি।

নির্জন হ্রদের ওপর, এমন কি জলচর পাখিরাও চলে গেছে। পানির ওপরের জ্বলজ্বলে রঙ মুছে ধূসর হয়ে উঠেছে, গোধূলির আলো মুছে যাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ থেকে আর পায়ের নিচ থেকে ঠাণ্ডা উঠে আসছে। আমি শীতল হয়ে যাচ্ছি, কোনো ঝিঁঝি ডাকছে না, ব্যাঙের ক্যাঁকোঁ শোনা যাচ্ছে না। এটা কি হতে পারে সম্ভাব্য আদিম নির্জনতা সকল অর্থ থেকে পৃথক যা আমি খুঁজছি?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৯

এই হিমশীতল শেষ শরতের রাতে প্রচণ্ড অন্ধকার ঘিরে রেখেছে আদিম বস্তুসমূহের এক সমগ্রতাকে, আকাশ ও পৃথিবী, বৃক্ষ ও পাথর, এবং বলা দরকার হয় না যে রাস্তা; তুমি কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, ঝুঁকতে পারো সামনে, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিতে পারো, এই পুরু অন্ধকার রাতের দিকে; তুমি শুনতে পাও এর নড়াচড়ার শব্দ, বাতাস নয় নড়ছে এই অন্ধকার; তুমি চারপাশের এই গোলমালে বিভ্রান্ত, শুধু সচেতন যে একদা একটা শরীরের রূপরেখা তুমি ধারণ করতে, কিন্তু তোমার চেতনা, এই রূপরেখা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে; তোমার দেহ থেকে বের হয় এক প্রকার আলো, অন্ধকারে জ্বলা মোমবাতির মতো নিষ্প্রভ, আলোর এক শিখা কিন্তু উষ্ণ নয়, একটা শীতল আলো যা পূর্ণ করে তোমার দেহ, তোমার দেহের রূপরেখা আর তোমার মনের ভিতরকার তোমার দেহের রূপরেখার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে; তুমি এটা তোমার হাতের মধ্যে ধরো, এই স্বচ্ছ চেতনা; তোমার প্রয়োজন এই সংবেদনশীলতা; একটা নির্জন হ্রদ আবির্ভূত হয় তোমার সামনে, অপর পারে বনভূমি যেখানে কিছু বৃক্ষে পাতা আছে আর কিছু বৃক্ষে পাতা নেই; উঁচু পপলারের হলুদ পাতা আর খেজুর গাছের কালো শাখায় দুটো ছোট বিবর্ণ হলুদ পাতা ক্যাপে, হ্রদের ওপর জলের কোনো আলোড়ন নেই, কেবল প্রতিফলন আছে, পরিষ্কার ও দূরবর্তী, সমৃদ্ধ রং, রঙের পার্থক্য রয়েছে গাঢ় লাল থেকে উজ্জ্বল লাল থেকে কমলা থেকে হালকা হলুদ থেকে কালচে সবুজ, ধূসর বাদামি, নীলচে-শাদা; সতর্কতার সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এইগুলো হঠাৎ ফ্যাকাশে, পরিণত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শেডে যেমন ধূসর, কালো, শাদা, একটা পুরনো বিবর্ণ শাদা-কালো আলোকচিত্রের মতো; বিচিত্র কল্পনা ভাসে তোমার চোখের সামনে কিন্তু মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার পরিবর্তে তুমি এখন আরেক মাত্রায়, চেয়ে আছো তোমার নিজেরই মনের ভাবমূর্তির দিকে, এটা এমন শান্ত, বিরক্তিকরভাবে শান্ত, তুমি অনুভব করো যে এটা একটা স্বপ্ন; উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই কিন্তু উদ্বিগ্ন না হয়ে তুমি পারো না কারণ এটা অদ্ভুত করমভাবে শান্ত।

BanglaBook.org

তুমি জিজ্ঞেস করো মেয়েটি ওই ভাবমূর্তি দেখেছে কি না। সে বলে হ্যাঁ।

তুমি জিজ্ঞেস করো সে নৌকাটাও দেখেছে কি না।

সে বলে নৌকাটার জন্যে আরো বেশি শান্ত দেখায় হ্রদটাকে।

তুমি অকস্মাৎ শুনতে পাও তার শ্বাস -প্রশ্বাসের শব্দ, হাত বাড়াও তাকে স্পর্শ করার জন্যে, তোমার হাত তার দেহের ওপর সঞ্চরণশীল, সে থামায় তোমাকে, তুমি তার কবজি ধরো, তাকে টানো নিজের দিকে, সে ঘুরে যায়, কুঁকড়ে যায় তোমার বাহুর ভিতর, তুমি তার চুলের উষ্ণতার গন্ধ নাও, তার ঠোঁট খোঁজো, সে সংগ্রাম করে সরে যাবার জন্যে, তার উষ্ণ দেহ জীবন্ত, তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়, তোমার হাতের নিচে তার হৃৎপিণ্ড ঢিপঢিপ করে।

তুমি বলো তুমি চাও নৌকাটা পানিতে ডুবে যাক। সে বলে নৌকাটা এর মধ্যে পানিতে ভরে গেছে। তুমি তাকে ভাগ করো এবং প্রবেশ করো তার আর্দ্র শরীরে।

সে জানতো এটা এইরকম হবে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তার দেহ কোমল হয়ে যায়, যেন তার কোনো অস্থি নেই। তুমি বলতে চাও তাকে সে একটা মাছ!

না!

তুমি বলতে চাও তাকে সে মুক্ত।

আহ! না।

তুমি চাও সে ডুবে যাক, তুমি চাও সে ভুলে যাক সবকিছু। সে বলে সে ভীত।

তুমি জিজ্ঞেস করো কিসের জন্যে সে ভীত?

সে বলে সে জানে না, তারপর বলে সে অন্ধকারে ভীত, ডুবে যাবার ভয়ে ভীত।

চকচকে লাল আলোর শিখা অকস্মাৎ অন্ধকারে চাপা পড়ে, দেহ দুটো নড়াচড়া করছে আর ঘুরছে, সে তোমাকে বলে অতোটা রূঢ় না হতে, সে চেঁচিয়ে ওঠে তুমি ব্যথা দিচ্ছো! সে সংগ্রাম করে, তোমাকে বলে একটা পশু! তাকে অলক্ষ্যে পশ্চাদ্ধাবন করা হয়েছে, শিকার করা হয়েছে, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে। আহ   এই পীড়াদায়ক অগম্য অন্ধকার, আকাশ নেই মাটি নেই, স্থান নেই, সময় নেই, অস্তিত্ব নেই, অনস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই এবং অনস্তিত্ব নেই; অনস্তিত্ব অস্তিত্বশীল কাজেই অস্তিত্বশীলতার অনস্তিত্ব বিদ্যমান; অনস্তিত্ব অস্তিত্বশীল কাজেই অস্তিত্বশীলতার অনস্তিত্ব বিদ্যমান; জ্বলন্ত কয়লা, আর্দ্র চোখ, উন্মুক্ত গুহা, বাষ্প উত্থান, জ্বলন্ত ঠোঁট, গভীর

BanglaBook.org

গরগর; মানুষ আর পশু আদিম অন্ধকারে আহ্বান জানাচ্ছে; বনের বাস্প যন্ত্রণায়, কামনায়; অগ্নিশিখা ওঠে, মেয়েটি চিৎকার করে এবং কাঁদে; পশু কামড় দেয়, গর্জন করে এবং আত্মায় আবিষ্ট হয়ে লাফ দেয়, আগুনের চার পাশে ঘুরতে থাকে যা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে জ্বলছে, ক্ষণজীবী শিখা, আকারবিহীন। কুয়াশা পূর্ণ গুহায় একটা নৃশংস সংগ্রাম চলে অগ্নি চোর পালিয়ে যায়, মশাল চলে যায় দূরবর্তী স্থানে, চলে যায় অন্ধকারের গভীরে, ছোট থেকে ছোট হতে থাকে, তারপর ঠাণ্ডা হিমেল বাতাসে নিভে যায়।

আমি আতংকিত, সে বলে।

কিসের জন্যে তুমি আতংকিত? তুমি জিজ্ঞেস করো।

আমি কোনো কিছুতেই আতংকিত না কিন্তু আমি বলতে চাই যে আমি আতংকিত।

বোকা মেয়ে,

অন্য তীর,

কি বলছো তুমি?

তুমি বোঝো না,

তুমি আমাকে ভালোবাসো?

আমি জানি না,

তুমি আমাকে ঘৃণা করো?

আমি জানি না,

তুমি কখনো করোনি?

আমি শুধু জানতাম যে আগে বা পরে এই দিনটা আসবে,

তুমি সুখী?

আমি তোমার, আমার সাথে কথা বলো কোমলভাবে, আমাকে অন্ধকার সম্পর্কে বলো,

পাঙ্গু জোড়া দিয়েছে তার বিশাল আকাশ-চেরা কুঠার, পাঙ্গু সম্পর্কে কথা বলো না,

কি নিয়ে আমি কথা বলবো?

নৌকা সম্পর্কে বলো,

নৌকাটা প্রায় ডোবার উপক্রম হয়েছিলো,

ডোবার উপক্রম হয়েছিলো কিন্তু ডোবেনি,

BanglaBook.org

শেষে কি ওটা ডুবেছিলো?

আমি জানি না।

তুমি সত্যিই একটা শিশু।

আমাকে একটা গল্প বলো,

যখন বিশাল বন্যা দেখা দিয়েছিলো, তখন একটা মাত্র ছোট নৌকা অবশিষ্ট ছিলো পৃথিবীতে, এক ভাই আর তার ছোট বোন ছিলো সেই নৌকায়, নির্জনতা তারা সইতে পারছিলো না এবং তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলো, অপরজনের দেহই ছিলো শুধু বাস্তব, সেটাই শনাক্ত করতে পারতো কারো অস্তিত্ব,

তুমি আমাকে ভালোবাসো,

মেয়েটির সতীত্বহানি ঘটেছিলো সাপের দ্বারা,

সাপটা হলো আমার বড় ভাই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২০

কাওহাই-এর পেছনের পর্বত শ্রেণীতে কয়েকটি ই শিবিরে আমাকে নিয়ে যায় একজন ই গায়ক। এ সব স্থানে পাহাড় অধিক গোলাকার এবং বনভূমি অনেক বেশি ভরপুর। এগুলোর মধ্যে আছে এক আদিম নারীসুলভ ব্যাপার।

ই নারীদের গায়ের রং গার, নাক উঁচু, আর দীর্ঘ চোখ। তারা দেখতে ভারি সুন্দর। তারা অচেনা লোকের দিকে কদাচিত তাকায় আর পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে অচেনা কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে চোখ আনত রাখে, কিছু বলে না, এবং এক পাশে দাঁড়িয়ে লোকটাকে চলে যাবার রাস্তা দেয়।

আমার গায়ক গাইড অনেক ই সঙ্গীত গেয়ে শোনায় আমাকে। সেগুলোর সবই মনে হয় বেদনাপূর্ণ, এমন কি প্রেমগীতিগুলোও।

যখন চাঁদ ওঠে,
তখন সাথে মশাল নিও না,
যদি সাথে মশাল নাও?
চাঁদের হৃদয় তাহলে ভেঙে যাবে।
যখন সবজিতে ফুল ফোটে,
তখন ঝুড়ি নিয়ে যেও না সবজি কাটতে,
সবজি-ফুলের হৃদয় তাহলে ভেঙে যাবে।
যদি তুমি প্রতিশ্রুত থাকো একটি মেয়ের কাছে যে তোমাকে ভালোবাসে,
তাহলে আরেকজনের কাছে যেও না,
যদি তুমি যাও আরেক জনের কাছে,
মেয়েটির হৃদয় তাহলে ভেঙে যাবে।

সে আমাকে বলে যে ই জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটা এখনো পুরোপুরিভাবে আয়োজন করে থাকে পিতা-মাতা। তরুণ-তরুণীরা যারা প্রেমে পড়ে তারা কেবল গোপনে মিলিত হয় পাহাড়ে। দেখে ফেললে বাবা-মা অবশ্যই তাদের ধরে নিয়ে আসে বাড়িতে। অতীতে তাদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

BanglaBook.org

একটা কবুতর আর একটা মুরগির বাচ্চা খাদ্য খুঁজতে রেরোয় এক সাথে,
মুরগির বাচ্চার ছিলো একজন মালিক কিন্তু কবুতরের ছিলো না,
যদি মুরগির বাচ্চার মালিক তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়,
কবুতর তাহলে পড়ে থাকবে সম্পূর্ণ একা।
একটা মেয়ে আর একটা ছেলে খেলা করে একসাথে,
মেয়েটির আছে একজন মালিক কিন্তু ছেলেটির নেই,
যদি মেয়েটির মালিক মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে যায়,
ছেলেটি তাহলে পড়ে থাকবে সম্পূর্ণ একা।

এই প্রেমগীতি সে বাড়িতে তার বউ ও বাচ্চা-কাচ্চার সামনে গাইতে পারে না এবং হোস্টেলে আসে যেখানে আমি থাকছি কাউন্টি গ্রামে। আমার কক্ষের দরোজা বন্ধ করে দিয়ে, সে কোমল কণ্ঠে এই গান গায় ই ভাষায় আর আমাকে অনুবাদ করে শোনায়।

চওড়া কোমর বন্ধযুক্ত একটা লম্বা গাউন পরে সে এবং তার মুখটা পাতলা আর চোখ দুটো ব্যথাতুর। গানগুলোর হান-চিনা ভাষায় এই তার অনুবাদ এবং শব্দের সততা উঠে আসে সরাসরি তার হৃদয় থেকে। সে এক স্বভাব কবি।

সে বলে সে বৃদ্ধ কিন্তু আমাদের বয়সে পার্থক্য সামান্যই। সে বলে সে নিজের জন্যে কিছুই অর্জনের আশা করে না যা আমার কাছে বিস্ময়কর। সে বলে সে দুই সন্তানের পিতা, বারো বছর বয়সী একটা মেয়ে আর একটা সতেরো-বছর বয়সের ছেলে এবং তার ছেলে-মেয়েদের জন্যে তার কাজকর্ম করার আছে। পরে, আমি তার বাড়িতে যাই, সেটা পাহাড়ের একটা গোঁজে। শুয়োরের খোয়াড়টা প্রধান কক্ষের সাথে সংযুক্ত এবং তারা দুটো শুয়োর পালন করে। উন্মুক্ত উনুনটা ঘরের ঠিক মাঝখানে আর ভিতরের কক্ষের বিছানা ঢাকা আছে মলিন, পাতলা, ছেঁড়াখোঁড়া ও পুরনো কাঁথায়। তার বউয়ের কিছু অসুখ রয়েছে ফুলে জীবন তার জন্যে নিদারুন এক বোঝা।

সে আমাকে একটা *বিমো* দেখাতেও নিয়ে যায়, বিমো হচ্ছে ই সন্ন্যাসী। আমরা কয়েকটা অন্ধকার সংকীর্ণ গলিপথের ভিতর দিয়ে এসে পৌঁছাই একটামাত্র ফটক ও একটামাত্র পাতার দরোজাযুক্ত ছোট আঙিনায়। সে ঠেলে ফটক খোলে, কাউকে ডাকে আর যখন এটা উচ্চ পুরুষ কণ্ঠ অনতিবিলম্বে উত্তর দেয়, সে তখন দরোজাটা খোলে আর আমাকে ভিতরে যেতে বলে। জানালার পাশে টেবিলে লম্বা নীল গাউন পরিহিত এক লোক উঠে দাঁড়ায়। সে চওড়া একটা কোমরবন্ধ পরে আছে আর একটা কালো পাগড়ি।

Banglabook.org

ই ভাষার কথা বলে, সে আমাকে *বিমো*র সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, তারপর তার সম্পর্কে আমাকে বলে। কেলে নামক পাহাড়েরর উঁচু একটা জায়গার বড় এক গোত্রের লোক এই *বিমো*। সেখানে থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে কাউন্টি শহরে বসবাসরত ই জনগনের জন্যে ধর্মীয় ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের নিমিত্তে। তার বয়স তিপ্পান্ন। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার কিন্তু কোনো যোগাযোগ নেই। আমার ওপর তা চোখ দুটো স্থির থাকলে সে অন্য কিছু দেখছিলো, অন্য কোনো বন অথবা আধ্যাত্মিক জগৎ।

আমি টেবিলে *বিমো*র বিপরীত দিকে বসি এবং গায়কটি ব্যাখ্যা দেয় কেন আমি এসেছি। সে একটা ই ধর্মীয় বাণী কপি করছে আর একটা তুলি দিয়ে লিখছে ঠিক হান চাইনিজের মতো। সে মাথা নাড়ে শোনার পর, কালির বাক্সে তুলিটা মোছে, তুলিতে ক্যাপ লাগায় আর ঢেকে দেয় কালির বাক্স। তারপর, অকস্মাৎ সে গান গাইতে শুরু করে প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে। তার কণ্ঠস্বর ছোট কামরায় খুব বেশি জোরালো শোনায়। সে শুরু করে একটা উচ্চ ধরনে, তারপর তৃতীয় ও পঞ্চমে ওঠা-নামা করে, যা দ্রুত দূরে ছড়িয়ে পড়ে। তার কণ্ঠস্বর অবশ্যই বহুদূর পর্যন্ত চলে যায়। তার পিছনে, এই শীতল কক্ষের জানলার বাইরে, সূর্যালোক উজ্জ্বল এবং আঙিনার ধূলিময় ভূমিতে জ্বলজ্বল করছে! একটা মোরগ মাথা তুলে তাকায়, যেন মনোযোগ সহকারে শুনছে, কিন্তু এতে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ার বিস্মিত হয় না এবং আবার মাথা নামিয়ে মাটি থেকে খাবার খুঁটতে থাকে।

আমি গায়ককে জিজ্ঞেস করি সন্ন্যাসী কি গাইছে। সে আমাকে বলে একটা একটা অন্ত্যেষ্টী গীত প্রাচীন ই ভাষায় লেখা এবং সে নিজেও এটা ভালো করে বোঝে না। আমি আগে তাকে বিয়ে ও মৃত্যুর ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, এবং বিশেষ করে যদি আমার জন্যে একটা ওই রকম অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখার সুযোগ ঘটে যার বর্ণনা সে দিয়েছিলো। *বিমো*র গান শুনতে শুনতে, মনে হয় আমি দেখি একটা শবযাত্রার ভিড় ঃ লোকজন ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছে, *সুওনা* বাজাচ্ছে, পতাকাদণ্ড বইছে, কাগজের মানুষ, আর কাগজের ঘোড়া। মহিলারা ঘোড়ায় চড়ছে এবং পুরুষদের হাতে রাইফেল, গুলি ছুড়তে ছুড়তে যাচ্ছে।

এই ধর্মীয় আচার এককভাবে শুধু ই জাতির লোকদের মধ্যে দেখা যায় তাই নয়, ইয়াংসি ব-দ্বীপের নানা জাতির মানুষদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আজও এর প্রচলন রয়েছে। তবে, সাধারণভাবে, হারিয়ে গেছে এর মহান ভাবাদর্শ, হয়ে

BanglaBook.org

পড়েছে স্থূল ও অমার্জিত। ফেংড়ু, সিচুয়ান প্রদেশে অবস্থিত, ভূতের নগরী হিসেবে পরিচিত এবং ওটা বা জাতির লোকদের মূল অবস্থান। সম্প্রতি, কাউন্টি শহরে একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের এক ব্যবস্থাপকের বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে সব লোক এসেছিলো তাদের বাইসাইকেলগুলো রাখা ছিলো ফটকের একপাশে, অন্য পাশে স্তূপ করা ছিলো পুষ্পাঞ্জলী, কাগজের মানুষ ও কাগজের ঘোড়া। রাস্তার ধারে শোকবাদ্য বাজাচ্ছিলো যন্ত্রীরা, কিন্তু মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর সহযোগিরা শোকগীত গাইছিলো না, তার পরিবর্তে আঙিনয়ে বসে তাস খেলছিলো। যখন আমি সমকালীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এই আচার-অনুষ্ঠানের একটা আলোকচিত্র নিতে গিয়েছিলাম তখন ব্যবস্থাপক আমার ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়েছিলো।

তবে এখনো অনেক মানুষ আছে যারা আন্তরিক এবং শোকগীত পরিবেশন করে থাকে। জিংঝৌ এবং জিয়াংসিং অঞ্চলে চু জাতির লোকদের আদি বসবাস। তাদের মধ্যে এটা অনুক্রমিক ভাবে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

আমি গায়ককে জিজ্ঞেস করি সে আমাকে মূলের একটা খশড়া অনুবাদ দিতে পারে কিনা। সে বলে সন্ন্যাসীর গানে বলা হচ্ছে মৃতদের আত্মার জন্যে অনন্ত জগতের পথের কথা, বলা হচ্ছে স্বর্গের কথা এবং চারটি নির্দেশনার কথা, বলা হচ্ছে পর্বতশ্রেণী আর নদীর কথা, এবং শেষে বলা হচ্ছে কোত্থেকে এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষরা তার কথা। নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মৃতের আত্মা ফিরে যেতে সক্ষম হবে তার পূর্বপুরুষের দেশে। আমি *বিমো* কে জিজ্ঞেস করি সর্ববৃহৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কতোগুলো রাইফেল ব্যবহার করা হয়েছে। সে চিন্তার জন্যে থামে, তারপর, গায়কের অনুবাদের মাধ্যমে, বলে একশ'। যাহোক, সে বারো শ' রাইফেলসহ একটা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখেছে। ওই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা ছিলো এক চিফ:টেনের পরিবারের ঃ তার বাবা অন্ত্যেষ্টি পরিচালনা করেছিলো। সেই সময় তার বয়স ছিলো মাত্র পনেরো এবং বাবার সাথে গিয়েছিলো সাহায্য করতে। তারা পুরুষানুক্রমেই *বিমো* পরিবার।

একজন ই ক্যাডার ইয়ানকাং-এ আমাকে একজন ই রাজার 'স্বর্গাভিমুখী' নামক প্রাচীন কবর দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে একটা ছোট জীপের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। কবরটা ছিলো বিপুলাকার। পনেরো মিটার উঁচু গোলাকৃতির। যে সময় বিপ্লবের নামে লোকজন জমিকে আবাদী করে তোলার জন্যে উন্মত হয়ে উঠেছিলো, সেই সময় তারা তিন-তলা কবরের চারপাশ থেকে পাথর খুলে নিয়ে এসে তা চুন বানিয়েছিলো। ন্যাড়া সমাধির ওপর তারা এমন কি ভুট্টাও

BanglaBook.org

লাগিয়েছিলো। এখন অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাহলো ঝোপের মতো উদ্ভিদ আর বাতাস। ই পন্ডিতবর্গ দেখিয়েছে যে হান শাসনামলের Record of the Kingdom of Huayang গ্রন্থে উল্লিখিত প্রাচীন বা রাজ্যের সমাধির যে কথা বলা হয়েছে তার সাথে মিল আছে ই জনগণের 'স্বর্গাভিমুখী' কবরের।

তার মতামত অনুসারে, ই জনগণের পূর্বপুরুষদের আগমণ ঘটেছিলো উত্তর-পশ্চিম সিচুয়ান প্রদেশের আবা অঞ্চল থেকে। প্রাচীন কিয়াং জাতির সাথে যাদের সম্পর্কে রয়েছে। এইখানে মহান ইউ-এর জন্ম হয়েছিলো আর সে ছিলো কিয়াংদেরই বংশধর ঃ আমি তার সাথে একমত হই। চামড়া, মুখের গড়ন আর দৈহিক আকৃতির দিক থেকে কিয়াংদের সাথে অত্যন্ত মিল আছে ই জাতির লোকদের। আমি মাত্র ওই অঞ্চল থেকে এসেছি, আমি বলি, এবং আমি এটা বিচার করতে পারি। সে আমার কাঁধে চাপড় মারে আর অবিলম্বে তার গৃহে পানের আমন্ত্রণ জানায় আর আমরা বন্ধু হয়ে উঠি। আমি জানতে চাই ই জাতির লোকেরা বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সময় সুরার সাথে রক্ত পান করে কিনা। সে বলে হ্যাঁ, একটা মোরগ জবাই করা হয় আর সেটার রক্ত ফোটায় ফোটায় ফেলা হয় সুরায়। যাহোক, তার একটা মেয়ে আছে সে পেইচিং গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিতে এবং সে আমাকে তার প্রতি নজর রাখতে বলে। তাছাড়া, সে চলচ্চিত্রের জন্যে একটা স্ক্রিপ্ট লিখেছে প্রাচীন ই মহাকাব্যের ওপর ভিত্তি করে ঃ অবশ্য, এটা একটা বিয়োগান্তক কাহিনী। সে বলে যদি আমি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে তার জন্যে খুঁজে দিতে পারি, তাহেল সে চলচ্চিত্রটির জন্যে ই ঘোড়সওয়ারদের একটা দলকে সংগঠিত করতে পারে। আমি একটা বিপদ অনুমান করি যে সে একটা কালো ই ঃ কালো ই ছিলো দাস-মালিকানার অভিজাততন্ত্র। সে একটা অস্বীকার করে না।

আমি জিজ্ঞেস করি যে অতীত কালে ই সমাজের শ্রেণীকরণ অতিশয় কঠোর ছিলো কি না, উদাহরণ স্বরূপ, যদি একই গোত্রের নারী-পুরুষ বিয়ে করতো অথবা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতো তাহলে তাদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো কি না ? যদি একজন শাদা ই ক্রীতদাস এবং একজন কালো ই অভিজাত নারীর মধ্যে যৌন সংসর্গ হতো, তাহলে কি পুরুষটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো আর নারীটিকে বাধ্য করা হতো আত্মহত্যা করতে ?

সে বলে, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের হান জাতির মধ্যে কি এ ধরনের ব্যাপার নেই?'

BanglaBook.org

এ বিষয়ে চিন্তা করবার পর, হ্যাঁ।

আমি শুনেছি যে আত্মহত্যার শাস্তি কার্যকর হতো ফাঁসিতে, বিষ প্রয়োগে, পাকস্থলি কেটে, পানিতে ডুবিয়ে এবং পাহাড়-চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো গলা কেটে, কামড়ে, পাথরের সাথে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে, পাহাড়-চূড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, অথবা তরবারি কিংবা বর্শা দিয়ে বধ করে। আমি জিজ্ঞেস করি এটাই ঘটনা কিনা।

সে বলে, 'কম-বেশি সেটা ঠিক, কিন্তু তোমাদের হানদেরও কি একই রকম নয়?'

যতো দ্রুত এ সম্পর্কে আমি ভাবলাম, বস্তুত, হ্যাঁ। আমি আরো জিজ্ঞেস করি তাকে নিষ্ঠুর শাস্তিও দেয়া হতো কি না যেমন পায়ের গোড়ালি কর্তন, আঙুল কর্তন, চোখ উৎপাটন, কান কেটে ফেলা ইত্যাদি।

সে বলে, 'এ সব ঘটতো, তবে অতীতকালে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়কালে যা ঘটেছে তার থেকে ওগুলো খুব বেশি আলাদা কিছু নয়।'

আমি ভাবি বস্তুত এইসবই ঘটনা আর স্তম্ভিত হই।

সে বলে যে দালিয়াং পর্বতে সে একজন জাতীয়তাবাদী অফিসারের দেখা পেয়েছিলো যে বলেছিলো, 'আমি হুয়াংপু মিলিটারি একাডেমির একজন গ্রাজুয়েট, অমুক বছরের এবং অমুক ক্লাসের, আমি জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর অমুক ডিভিসনের অমুক ইউনিটের একজন ফিল্ড অফিসার ছিলাম।' চল্লিশ বছর আগে তাকে একজন চিফটেন ধরে নিয়ে যায় আর ক্রীতদাস বানায়। সে পালিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু পুণরায় ধরা পড়ে। বাজারে নিয়ে আসা হয়। এবং আরেকজন দাস মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। কম্যুনিস্ট পার্টি আসার পর তার দাসত্বের তারতম্য ঘটেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে সে পালিয়ে যায়। কেবল এ সময় তারা জাতীয়তাবাদী দল ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতার কথা বলছে। কাউন্টি কর্মকর্তারা চেয়েছিলো রাজনৈতিক সহযোগিতার কমিটি সদস্য করে নিতে, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে। তার বয়স ইতোমধ্যেই সত্তরের ওপর হয়ে গেছে। এই লোক এখনো বসবাস করে পাহাড়ে। সে আমাকে বলে যদি আমি উপন্যাস লিখি— সে আমাকে কাহিনীটা সরবরাহ করবে বিনা মূল্যে।

নৈশভোজের পর তার বাড়ি থেকে আমি যখন বেরিয়ে আসি তখন ছোট রাস্তাটায় প্রগাঢ় অন্ধকার। রাস্তায় কোনো আলো নেই আর দু পাশের বাড়িগুলোর মাথার ওপর ওপর ধূসর রাতের আকাশের সংকীর্ণ একটা ফিতো।

হোস্টেলে ফেরার পথে আমি মুভি থিয়েটার অতিক্রম করি। এত তাড়াতাড়ি চার বেডের খালি রুমটায় ফিরে যাবার ইচ্ছে হলো না আমার। কাজেই এখানে

আসার পর গড়ে ওঠা এক বন্ধুর বাড়িতে যাবার পথ ধরি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন করেছে এবং কোনো কারণে তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করিনি কিছু আর সেও আমার কাছে কোন অভিযোগ করেনি। এবং খুব সাধারণভাবে সে জানিয়েছে তার ডক্টরেট ডিগ্রি নেই।

তার মতানুসারে, ই জাহির বেশিরভাগ মানুষ বসবাস করে জিনশা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল আর সংলগ্ন ইয়াদাং নদী অঞ্চলে। তার নিকটতম পূর্বপুরুষরা হলো কিয়াং জাতি গোষ্ঠী।

আমি পাথরের নিদর্শন দেখতে এসেছি ভেবে প্রত্নতত্ত্ববিদ বন্ধুটি তার বাচ্চার বিছানার নিচ থেকে এক ঝুড়িভর্তি পাথর বের করে আনলো। আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকাই আর হাসিতে ফেটে পড়ি।

'আমি পাথরের জন্যে আসিনি;' আমি বলি।

'তুমি ঠিক বলেছো, পাথরের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রয়েছে, এসো, কিছু পান করা যাক!' সে কালবিলম্ব না করে দরোজার পিছনে একটা কোণে ঝুড়িটা রেখে তার বউকে ডাক দেয়, 'আমাদের জন্যে একটু মদিরা নিয়ে এসো!'

আমি বলি আমি মাত্র পান করেছি।

সে বলে, 'তাতে যায় আসে না; যতো বেশি ইচ্ছা তুমি পান করতে পারো, আর তারপর এখানেই শয্যা পেতে শুনে পড়তে পারো!'

তাকে সিচুয়ানী বলে মনে হয়। তার কথায় সিচুয়ান উচ্চারণভঙ্গি আমাকে তার আরো ঘনিষ্ঠ করে তোলে। আর আমি তার সাথে সিচুয়ানের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা শুরু করি। তার বউ অবিলম্বে কিছু খাবার তৈরি করে ছিলো যা মদিরার পূর্ণতা এনে দেয়।

যখন আমি তার বাড়ি থেকে চলে আসি আমার পা তখন খুব হালকা লাগে যা এই উঁচু মালভূমিতে অত্যন্ত দুর্লভ ঘটনা। আমি জানি যে সঠিক পরিমান সুরাই আমি পান করেছি, আমার সামর্থের দশভাগের আটভাগ। পরে আমি মনে করতে পারি যে আমি ঝুড়ি থেকে পাথরের একটা কুঠার নিতে ভুলে গেছি যেটা একদা ব্যবহার করতো ইউয়ান নামের কোনো ব্যক্তির পূর্বপুরুষ। সেই সময় প্রত্নতাত্ত্বিকটি দরোজার পিছনে রাখা ঝুড়িটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিৎকার করে বলেছিলো, 'যতো খুশি নাও। এই জাদুকরি গুপ্তধন হলো আমাদের পূর্ব পুরুষদের শোক গাথা!'

BanglaBook.org

২১

সে বলে সে ইঁদুরে ভয় পাচ্ছে, এমন কি ফ্লোরবোর্ডের ওপর ওগুলোর দৌড়াদৌড়ির শব্দও তাকে আতংকিত করছে। এবং সে ভয় পাচ্ছে সাপের। এই পাহাড়ের সবখানে সাপ। ঘরের আড়া থেকে নেমে আসা গায়ে দাগযুক্ত সাপের ভয় পাচ্ছে। সে চায় তুমি তাকে শক্ত করে ধরে থাকো। সে বলে সে নিঃসঙ্গতার ভয় পাচ্ছে।

সে বলে সে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে চায়, যে তোমার কণ্ঠস্বর আশ্বাসপূর্ণ। এবং সে চায় তার মাথা তোমার বাহুর ওপর রাখত। সে শুনতে চায় তুমি কথা বলছো, কথা বলা চালিয়ে যাচ্ছো, কথা বলা বন্ধ করো না। যাতে করে সে নিঃসঙ্গতা বোধ করবে না।

সে বলে সে শুনতে চায় তুমি তাকে গল্প শোনাচ্ছো, সে জানতে চায় কিভাবে Second Master সেই মেয়েটির অধিকারী হলো ডাকাতরা যাকে নদীতীর থেকে অপহরণ করেছিলো। কেমন করে মেয়েটি উপস্থাপিত হলো Second Master-এর সামনে আর ডাকাত-সর্দারের স্ত্রীতে পরিণত হলো? পরবর্তীতে Second Master কিভাবে নিহত হলো তার হাতে?

সে বলে সে শুনতে চায় না শহরের সেই মেয়েটির গল্প নদী গর্ভে যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সে আর আত্মহত্যা সম্পর্কে ভাবতে চায় না। সে বলে সে *ঝুহুয়াপো* ধরণের কৌতুহলোদ্দীপক গল্প শুনতে আগ্রহী, কিন্তু সহিংস গল্প অবশ্যই নয়।

সে জিজ্ঞেস করে এইসব তুমি অন্য মেয়েদের সাথেও করেছো কিনা। সে জানতে চাইছে না অন্য মেয়েদের সাথে কি ধরনের আচরণ তুমি করেছো, কিন্তু তোমার সঙ্গে পাহাড়ে আসা মেয়েদের সাথে চালাকি করা সম্পর্কে, সেই কি প্রথম ? তুমি তাকেই এ প্রসঙ্গে বলতে বলো, কিন্তু সে বলে কেমন করে সে জানবে? তুমি তাকে অনুমান করতে বলো, সে বলে সে অনুমান করতে অপারগ এবং তুমি কিছু করে থাকলেও তাকে বলবে না। তাছাড়াও, সে জানতে চায় না, সে উপলব্ধি করে সে নিজেই এর সাথে জড়িয়েছে, কাজেই যদি চালাকি তার সাথে করাও হয় সে নিজেই সেটা আনয়ন করেছে নিজের ওপর। সে বলে কিছুই সে চায় না তোমার কাছে থেকে এই মুহূর্তে কেবল এটা ছাড়া যে তুমি তাকে বুঝবে, তাকে ভালোবাসবে।

BanglaBook.org

সে বলে প্রথমবার যখন রতিক্রিয়া করেছিলো, লোকটা তখন খুব নির্দয় আচরণ করেছিলো তার সাথে। সে তোমার সম্পর্কে বলছে না, বলছে সেই বয়ফ্রেণ্ড সম্পর্কে যে তার প্রতি যত্নবান ছিলো না। ওই সময়ে সে ছিলো সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয়, কিছুই চায়নি, এবং এতটুকু উত্তেজনাও অনুভব করেনি। লোকটা উন্মত্তের মতো তার স্কার্ট উপরে টেনে তুলেছিলো   লোকটা ছিলো যারপরনাই স্বার্থপর, একটা শুকর, কেবল ধর্ষণ করতে চেয়েছিলো তাকে। অবশ্য সে ইচ্ছুক ছিলো। কিন্তু ব্যাপারটা ছিলো অত্যন্ত অস্বস্তিকর আর লোকটা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিলো। সে জানতো এতে তার লাগবে, ব্যাপারটা ছিলো একটা দায়িত্ব পালনের মতো, যাতে করে লোকটা তাকে ভালোবাসবে আর তাকে বিয়ে করবে।

সে বলে সে যখন রতিক্রিয়া করেছিলো লোকটার সাথে, তখন কোনো কামনার শব্দ ছিলো না এবং যখন সে দেখতে পেয়েছিলো লোকটার বীর্য তার পা বেয়ে পড়ছে তখন সে বমি করে দিয়েছিলো। পরবর্তীতে, প্রতিবার ওই গন্ধে তার বমি আসতো। সে বলে যখনই লোকটার ওই বস্তু তাকে স্পর্শ করতো তখনই নিজের দেহের প্রতি নিদারুণ বিবমিষা জাগতো তার।

সে বলে এইবারই প্রথম সে তার দেহটাকে ব্যবহার করলো একজন মানুষকে ভালোবাসত। সে বমি করেনি, সে তোমার নিকট কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যে তুমি তাকে এই ধরনের আনন্দ দিয়েছো। সে বলে লোকটার ওপর এই রকমভাবে প্রতিশোধ নেবে, সে তাকে বলবে যে অন্য এক লোকের সাথেও সে শুয়েছে। একটা মানুষ যে তার থেকেও অনেক বেশি বয়স্ক, একজন মানুষ যে জানে কিভাবে তাকে উপভোগ করতে হয় আর বিনিময়ে তাকে আনন্দ দিতে হয়। সে বলে সে জানতে এটা এইরকমই হবে, জানতো যে নিজের মধ্যে সে তোমাকে প্রবেশ করতে দেবে। কিন্তু কেন সে এভাবে নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে? কেন সে এটা উপভোগ করছে না? সে বেঁচে থাকতে চায়, এবং আবারও জেগে তার আকাংখা।

সে আরো বলে যে শিশুকালে, তাদের বাড়িতে একটা কুকুর ছিলো যেটা নাক দিয়ে ওকে ভিজিয়ে দিতো আর ওর ঘুম ভেঙে যেতো। কখনো কখনো সেটা তার বিছানাতেও লাফিয়ে উঠতো। সে এই কুকুরটার গলা দু হাতে জড়িয়ে ধরে থাকতে পছন্দ করতো। তার মা তখনও বেঁচে ছিলো, বলতো যে কুকুরদের শরীরে মাছি থাকে এবং সে তার শোবার ঘরে কুকুরটাকে ঢুকতে দেবে না। একবার তার সারা শরীরে লাল দাগ দেখা দিলো এবং তার মা বললো যে

BanglaBook.org

কুকুরের দেহের মাছি তাকে কামড়ে অমন দাগ করে দিয়েছে। পরবর্তীতে নগরীতে লোকজনকে কুকুর রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি আর এবং যখন সে বাড়িতে ছিলো না সেই সময় কুকুর ধরা দলের লোকেরা তার কুকুরটাকে ধরে নিয়ে যায় এবং মেরে ফেলে। সে কান্নাকাটি করে আর রাতের খাবার খায় না। সেই সময়টাতে সে অনুভব করে সে অত্যন্ত দয়ালু। সে বোঝে না কেন সে বলছে এই সমস্ত কথা।

তুমি তাকে কথা চালিয়ে যেতে বলো।

সে বলে সে জানে না কেন, যেন দরোজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে বন্যার আর সে কথা থামাতে পারছে না।

তুমি বলো সে খুব ভালোই করছে।

সে বলে সে কখনো বড়ো হতে চায় না এবং তথাপি সে বড়ো হতেও চায়। সে ভালোবাসা পেতে চায়, চায় সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাক, কিন্তু পুরুষের দৃষ্টিকে সে ভয় পায়। সে মনে করে পুরুষের দৃষ্টি সর্বদা কামপ্রবৃত্তিপূর্ণ। যখন তারা কারো দিকে তাকায় তখন তারা ওই মানুষটির সৌন্দর্য দেখে না, তারা দেখে অন্য কিছু।

তুমি বলো তুমি একজন পুরুষ।

তুমি একটা ব্যতিক্রম, সে বলে, তুমি তাকে স্বস্তি দিয়েছো, সে তোমার আলিঙ্গনের মধ্যে থাকতে চায়।

তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো সে তোমাকে কামুক বলে ভাবছে কি না।

ওইভুকম কথা বলো না, সে বলে। সে মনে করে না তুমি কামুক, সে তোমাকে ভালোবাসে। তোমার সব কিছুই ভালোবাসাপূর্ণ, সে বলে সে এখন জানে বেঁচে থাকা কি জিনিস। কিন্তু সে বলে সময়ে সময়ে সে ভয় পায় এবং মনে করে জীবন হচ্ছে একটা তলাহীন গর্ত।

সে ভাবে কেউই তাকে সত্যিকার ভালোবাসে না, এবং যদি কেউ তাকে ভালো নাই বাসে তাহলে বেঁচে থাকার অর্থ কি ? সে বলে এটাই তাকে বাস্তবিক ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু একজন পুরুষের ভালোবাসা সর্বদাই আত্মকেন্দ্রিক, তারা সব সময় তোমাকে অধিকার করে রাখতে চায়, কিন্তু বিনিময়ে কি দেয় তারা ?

পুরুষেরাও দেয়, তুমি বলো।

কিন্তু শুধু সেটাই যেটা তারা দিতে চায়।

BanglaBook.org

তুমি বলো এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা যে নারী ও পুরুষ মিলিত হতে পেষাই কলের দুটো পাথরের মতো। মানবজাতির ভিতরকার প্রকৃতি এটাই। তুমি বলো কোনো ব্যাপারেই শংকিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই।

সে বলে তুমি তাকে উত্তেজিত করছো।

তুমি জানতে চাও নিশ্চিৎই সে এটা উপভোগ করছে?

যতক্ষণ এটা স্বাভাবিক ততক্ষণ পর্যন্ত, সে বলে।

এসো, গ্রহণ করো তোমার সর্বাঙ্গ আর হৃদয় দিয়ে। তুমি তাকে উদ্দীপ্ত করো।

আহ, সে বলে সে গান গাইতে চায়।

তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো সে কি গাইতে চায়।

তোমাকে ও আমাকে নিয়ে, সে বলে।

গাও যা তোমার খুশি, তুমি আবেদন জানাও তাকে জোরে গাইতে।

সে চায় তুমি তাকে আদর করো।

তুমি বলো তুমি চাও সে নিজেকে সর্ম্পন করুক।

সে চায় তুমি তার স্তনবৃন্তে চুমু খাও ...

তুমি তাকে চুমু খাচ্ছো।

সে বলে সেও তোমার দেহ ভালোবাসে, তোমার দেহের কোনো অংশই আর তাকে সন্ত্রস্ত করে না। তুমি তাকে যা করতে বলবে সে তাই করবে, ওহ, সে বলে তার দেহের মধ্যে তোমার প্রবেশ করা সে দেখতে চায়।

তুমি বলো সে পরিণত হয়েছে সত্যিকার এক নারীতে। হ্যাঁ, সে বলে, এক পুরুষের অর্জিত এক নারী, সে বলে সে জানে না কি বাজে কথা সে বলছে, সে বলে এর আগে আর এমন ভাবে নিজেকে সে উপভোগ করেনি, সে বলে সে একটা নৌকায় ভাসছে এবং জানে না কোথায় সে ভাসছে, সে আর নিয়ন্ত্রণে নেই। ভাসুক এটা, কালো সাগরের বুকে, সে আর তুমি, না, সেখানে সে কেবল একা, সে সত্যিই শংকিত নয় কিন্তু সে ভয়ানক শূন্য অনুভব করে, সে মরতে চায়, মৃত্যু সম্মোহিনী, সে সমুদ্রে পড়তে চায়, কালো সমুদ্র তাকে নিমজ্জিত করুক, তার তোমাকে প্রয়োজন, তোমার দেহের উষ্ণতা, এমন কি তোমার পীড়নকরতাও তাকে নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়, সে জিজ্ঞেস করে তুমি এ ব্যাপারে সচেতন কিনা, যে চরমভাবে তার *প্রয়োজন* !

প্রয়োজন একজন পুরুষ? তুমি জানতে চাও।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, আমার প্রয়োজন একজন পুরুষের ভালোবাসা। সে বলে, হ্যাঁ, সে কারো হতে চাও, সে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়, ভুলতে চায় সবকিছু, আহ, সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, সে উৎকণ্ঠিত ছিলো প্রথমবার, হ্যাঁ, সে বলে সে চেয়ে ছিলো করতে। সে জানতো সে করতে চেয়েছিলো, কিন্তু সে ভীত হয়ে পড়েছিলো, জানতো না কি করতে হবে, সে কাঁদতে চেয়েছিলো, সে চিৎকার করতে চেয়েছিলো, সে বাতাসে বন্য পৃথিবীতে উড়ে যেতে চেয়েছিলো, সম্পূর্ণ নগ্ন হতে চেয়েছিলো তার দ্বারা। সে বলে সেই জাদুকরি নারীকে সে দেখেছিলো কালো পোশাক পরা, নিজের স্তনের হাত বুলিয়ে আদর করছিলো, তার মুখে সেই মৃদু হাসি, যেভাবে সে হেঁটে যাচ্ছিলো তার নিতম্ব দুলিয়ে, এক লম্বট নারী, সে বলে, তুমি বোঝো না, তুমি বোঝো না এটা, তুমি বোঝো না কিছুই, তুমি বোকালোক!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২২

আমি একটা বাসে চড়ি ইউননান-গুইঝোউ সীমান্তে ই জাতিসত্তা অধ্যুষিত জেলা থেকে, এসে পৌঁছাই শুইচেং-এ, আর দিনের বেশির ভাগ সময়টুকু খরচ করে ফেলি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করে। স্টেশনটা কাউন্টি শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয় এবং পুরো এলাকাটা না শহর না খামার গ্রাম এবং অস্থিরতার অনুভূতি সৃষ্টি করে আমার ভিতর। বিশেষ করে একটা রাস্তার মতো স্থানে একটা লেখা যখন আমার চোখে পড়ে ঃ 'যদি শিশুরা জানলার বাইরে খেলাধুলা করে, তাহলে ভিতরের ও বাইরের লোকেরা নিরাপদ।' আমি আর সামনের দিকে হাঁটছিলাম বলে মনে হচ্ছিলো না, যেন ফিরছিলাম শৈশবের দিকে। যেন আমি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যাইনি, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যাইনি, সংগ্রাম-বৈঠকের অন্তহীন সেশনের ভিতর দিয়ে যাইনি, সমালোচনা ও পাল্টা-সমালোচনার ভিতর দিয়ে যাইনি এবং উল্টো-ঘোরা কিন্তু ঠিক বর্তমানের উল্টো-ঘোরার ভিতর দিয়ে যাইনি। যেন আমার মা-বাবা মারা যায়নি আর আমি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিনি।

পরবর্তী সময়ে, আমি রেললাইনের পাশে নামিয়ে রাখা কাঠের স্তূপের ওপর বসি আমার জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করতে। প্রায় তিরিশ বছর বয়সের এক মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসে। সে একটা ট্রেনের টিকেট কিনে দেবার সাহায্যের কথা বলে আমাকে। সে সম্ভবত জানতে পেরেছিলো আমি স্থানীয় নই যখন এইমাত্রই রেলওয়ে স্টেশনে টিকেট কাটার জানলা দিয়ে আমাকে কথা বলতে শুনতে পেয়েছিলো। সে আমাকে বলে সে পেইচিং যেতে চায় একটা মামলা রুজু করতে, কিন্তু টিকেট কেনার মতো টাকা তার নেই। আমি তাকে এক *ইউয়ান* দিই এবং বিদায় করি, তারপর আরো কিছুদূর গিয়ে নদীর ধারে বসি যেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটাই অপর তীরের দৃশ্য দেখে।

রাত আটটার কিছু সময় পর আমি আনশুন-এ এসে পৌঁছাই। রেলওয়ে স্টেশনের উল্টোদিকে আমি একটা ছোট্ট সরাইখানা খুঁজে পাই এবং আধা-অন্ধকারে আমি ঠাহর করে উঠতে পারি না ভবনটা কিভাবে নির্মিত কিন্তু কামরাটা ঠিক পায়রার খুপরির মতো আর আমার মাথা মনে হয় ছাদে ঠেকে যাচ্ছে। এটা এমন একটা কামরা যা শুধু শোবারই উপযুক্ত।

BanglaBook.org

আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি যেখানে পেভমেন্টের ওপর টেবিল পেতে সারি সারি খাবার দোকান বসানো হয়েছে। ওখানে বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি আছে কিন্তু আশ্চর্য জনক ভাবে ওখানে কোনো খদ্দের নেই। এটা একটা উন্মুক্ত রাত। আর হঠাৎ করে এখানে খাওয়ার ব্যাপারে আমি অসাচ্ছন্দ বোধ করি। যাহোক, চতুস্কোণ একটা টেবিলে দুজন খদ্দের, কাজেই বিপরীত দিকের একটা টেবিলে আমি বসি আর বিফ ও মরিচ সহযোগে এক বাটি রাইস নুডল্‌স অর্ডার দিই।

আমার খাওয়া হলে পুরনো রাস্তায় নেমে আসি। দু পাশের পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ার দশা। যতো সামনে এগোতে থাকি রাস্তা ততো সংকীর্ণ হতে থাকে। প্রত্যেক দরোজা পথেই কিছু দ্রব্য বিক্রির স্টল, কয়েক বোতল সুরা, কিছু পমেলো এবং অল্প পরিমাণ শুকনো ফল, অথবা কতক প্রকার জামাকাপড়, ঝুলন্ত লাশের মতো ঘুরছে। রাস্তাটা অন্তহীনভাবে দীর্ঘ, যেন এটা চলে গেছে দুনিয়ার আরেক প্রান্তে।

আমি কোনো ভাবে বেরিয়ে এসে অপর একটি বড় রাস্তায় পড়ি। এখানে সমস্তই নিয়মিত সরকারি দোকান কিন্তু এর মধ্যেই রাতের মতো সব বন্ধ হয়ে গেছে যখন তারা ভালো ব্যবসা করে তখন খোলা থাকে না। যাইহোক না কেন রাস্তা সরগরম মানুষে। তরুণীরা বিশেষ করে নজর-কাড়া। তারা সবাই লিপিস্টিক ব্যবহার করে, হাই হিল পায়ে দিয়ে শব্দ করে হাঁটে, এবং পরিধান করে হাতাহীন, দেহের সাথে আঁটো, লো-কাট হংকং পোশাক। তারা নাইটক্লাবে যাচ্ছে না কিন্তু মনে হচ্ছে তাদের ডেট রয়েছে।

একটা পথের মোড়ে আসার পর ভীড় আরো বেশি মনে হয় আর মনে হয় নগরীর সব মানুষ বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সবাই হেঁটে চলেছে রাস্তার মাঝখানে। কোনো কার দৃষ্টি গোচর হয় না আর যেন মনে হয়, এই প্রশস্ত রাস্তাটা নির্মান করা হয়েছে মোটর গাড়ির জন্যে নয়, পথচারীদের জন্যে।

হুয়াংগুওশু জলপ্রপাতে যাবার পথে, আমি এসে পৌঁছাই লংগং-এ। অপরিমাপ্য গভীর পানির ওপর ছোট ছোট রঙচঙা নৌকা ভাসে।

রাস্তা বরাবর পাহাড়ের শীর্ষ দেশ আর পরিষ্কার উজ্জ্বল আকাশ। দ্রুত গতির বাসের ভিতর ওপর-নিচ ঝাঁকি খেতে খেতে মধ্যাকর্ষণ ভর হারানোর এক ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আমি জানি না কোথায় আমি ভাসছি, এবং আমি জানি না কি আমি খুঁজছি।

BanglaBook.org

২৩

তুমি বলো তুমি একটা স্বপ্ন দেখেছো, এই মাত্র, যখন তুমি তার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলে। সে বলে হ্যাঁ, এটা এক মুহূর্ত ছিলো, সে এমন কি কথাও বলেছিলো তোমার সাথে, তুমি সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়েছিলে মনে হয়নি। সে বলে সে তোমাকে স্পর্শ করেছিলো স্বপ্ন দেখার সময়। তুমি বলো হ্যাঁ, এক মুহূর্ত আগেও সমস্ত কিছু ছিলো অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। তুমি অনুভব করো তার স্তনের উষ্ণতা। সে বলে সে তোমাকে ধরে রেখেছিলো আর অনুভব করেছিলো তোমার কম্পন। তুমি বলো তুমি দেখতে পেয়েছিলো একটা শালো সমুদ্রের উত্থান, সমতল উপরিভাগ স্তম্ভের মতো উঠে যাচ্ছে। যখন সেটা তোমার ওপর এসে পড়লো, আকাশ ও সমুদ্রের মাঝে দিগন্ত শূন্যতায় মোচড় খায় আর কালো সমুদ্র তোমার দৃষ্টির সবটুকু দখল করে নেয়। সে বলে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে তার স্তনের ওপর চাপ দিয়ে। তুমি বলো তুমি অনুভব করেছিলে তার স্তন স্ফীত হচ্ছে, একটা কালো জোয়ারের মতো, উঁচু থেকে উঁচু হচ্ছে, গিলে ফেলতে চাইতে তোমাকে, তুমি বলো এটা ছিলো বিরক্তিকর। সে বলে, তুমি আমার বাহুর ভিতর আশ্রয় নিয়েছিলো, একটা মিষ্টি শিশুর মতো, কিন্তু তুমি সাংঘাতিক ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিলে। তুমি বলো তুমি যে কোনোভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলে, ছড়িয়ে পড়া জোয়ার কালো জলপ্রপাতে পরিণত হয়, দৃষ্টির বাইরে কোনোখান থেকে ঝরে পড়ছে। সে বলে তুমি বাস্তবিকই একটা বোকা; তোমাকে আদর করতে দাও। তুমি বলো তুমি একটা কালো সমুদ্র দেখেছো। তুমি আমার হাতের ভিতর ছিলে, সে বলে, আমার উষ্ণতা দিয়ে আমি তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলাম, তুমি জানো এটা ছিলো আমার স্তন, আমার স্তন স্ফীত হচ্ছিলো। তুমি বলো তা ছিলো না। সে বলে ছিলো, আমি তোমাকে ধরে রেখেছিলাম, অনুভব করেছিলাম কাঁপছো তুমি বার বার। তুমি বলো বিপুল কালো জোয়ারের মধ্যে একটা সিলভার ইল, আর্দ্র, মসৃণ, বিদ্যুতের বেগে সাঁতার কাটছে, সেটাও কালো জোয়ারে সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। সে বলে সে এটা দেখেছে, অনুভব করেছে। অতঃপর, সৈকতে, জোয়ার অবশেষে অবসিত হলে, সমতল অংশ ঢাকা থাকে বালুতে। জোয়ার নেমে গেলে, তুমি দেখতে পাও কালো মানবদেহ হাঁটু মুড়ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, একজন আরেকজনের ওপর উঠে যাচ্ছে, ঘুরছে আর লাফাচ্ছে এক সাথে,

BanglaBook.org

শব্দহীনভাবে বিস্তীর্ণ সৈকতে, যেখানে এমন কি বাতাসেরও শব্দ নেই, উঠছে আর পড়ছে, মাথা ও পা, হাত ও পা জোড় বাঁধছে, গড়াচ্ছে, উঠছে আর পড়ছে, তারপর আবার গড়াচ্ছে, উঠছে, পড়ছে। সে বলে সে অনুভব করেছিলো তুমি নিষ্ঠুরভাবে স্পন্দিত হচ্ছিলে তারপর শান্ত হয়ে যাচ্ছিলে, তারপর আবার স্পন্দিত হচ্ছিলে, তারপর শান্ত হচ্ছিলে, সে এর সব অনুভব করেছিলো। তুমি বলো তুমি মানুষের মতো দেহবিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী দেখতে পেয়েছিলে অথবা পশুর মতো মানুষ, কালো, পাতলা দেহ কালো সাটিনের মতো উজ্জ্বলতা যুক্ত যদিও লোম আর্দ্র, নাচছে, উঠছে আর তারপর পড়ছে, সমস্ত সময় গড়াচ্ছে, সমস্ত সময় বলা মুশকিল তারা একজন আরেকজনকে বধ করছে কিনা, কোনো শব্দ ছিলো না, সামান্যতম শব্দও নয়, তুমি এটা দেখেছিলে বিচিত্র ভাবে, সৈকতে যেখানে এমন কি বাতাসের শব্দও ছিলো না, অনেক দূরে, নাচছে, গড়াচ্ছে দেহ, শব্দহীন। সে বলে তুমি কাঁপছিলে, কাঁপছিলে নিষ্ঠুরভাবে, বেড়ে উঠেছিলে শান্তভাবে; দম নিচ্ছিলে, আবার কাঁপছিলে, এবং আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছিলে। তুমি বলো তুমি দেখেছিলে কালো হালকা দেহ মানুষের মতো সামুদ্রিক প্রাণী অথবা পশুর মতো মানুষ, কালো সাটিনের মতো তথাপি আর্দ্র ফারের মতো, লাফাচ্ছে ও গড়াচ্ছে, উঠছে তারপর পড়ছে, কখনো থামছে না, তুমি এই সমস্ত দেখেছো, সমতল সৈকতে, কিছুটা দূর এক স্থানে, তারা পরিষ্কারভাবে গড়াচ্ছে। সে বলে তুমি তার ওপর শুয়েছিলে, চাপ দিচ্ছিলে তার স্তনে, এক মিষ্টি শিশুর মতো, আর তুমি ঘামছিলে সারা সময়। তুমি বলো তুমি একটা স্বপ্ন দেখেছো, এই মাত্র, যখন তুমি তার ওপর শুয়েছিলে। সে বলে এটা ছিলো শুধুমাত্র এক মিনিটের ব্যাপার। সে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো তার কানের কাছে। তুমি বলো তুমি এটা দেখেছিলে বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে, তুমি এখনো এটা দেখতে পারো, কালো সমুদ্র উঠে আসছে তোমার দিকে, তুমি বিরক্ত। সে বলে তুমি বোকা শিশু, তুমি কিছুই বোঝো না। কিন্তু তুমি বলে তুমি বাস্তবিকই এটা দেখেছো পরিষ্কার ভাবে, দখল করে নিচ্ছে তোমার সারা দৃষ্টি। সে বলে তার স্তন শক্ত ভাবে তোমার শরীরে চাপ সৃষ্টি করে, তোমার পিঠ ঘামে সিক্ত। তুমি তোমার চোখ বন্ধ করো এবং নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন হও। তুমি দেখ সব কিছুই, তুমি কিছুই দেখ না।

BanglaBook.org

২৪

মানুষের মুখওয়ালা একটা পশুর মাথার খাঁজকাটা কাঠের মুখোশ এটা। চাঁদির ওপর দুটো শিং এবং এর দুই পাশে দুটো ছোট, ছুচালো শিং, কাজেই এটা গৃহপালিত গরু বা ছাগলের প্রতিনিধিত্ব করে না। এটা কোনো বন্য প্রাণীর মুখোশ হয়ে থাকবে, অবয়বের দানবীয় ভাবটা নিশ্চিত রূপেই হরিণের মতো নয় এবং হরিণের চোখের স্থানে কোনো মনি নেই, পরিবর্তে রয়েছে দুটো গোলাকার গর্ত। ভুরুর হাড়ের নিচে গভীর গর্ত, কপালটা ছুচালো। মনিহীন চোখ দুটো শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেয়। পশু আর মানুষ যখন পরস্পরকে মোকাবেলা করে তখন এই রকম হয়ে থাকে। মুখোশটা পরা হলে, অন্ধকারে চোখ দুটো পশুর চোখের মতো জ্বলজ্বল করে। নাক, ঠোঁট, গালের হাড় আর থুৎনি, সবই বসে যাওয়া মুখযুক্ত একজন বৃদ্ধের মতো।

মানুষ এই মুখোশ তৈরি করতে পারে না। এটা তার নিজের মাংস ও আত্মার একটা প্রক্ষেপণ। নিজের মুখ থেকে সে সরিয়ে ফেলতে পারে না এই মুখোশ যা সৃষ্টি হয়েছে চামড়া আর মাংসের মতো কাজেই সে একটা অবিশ্বাস করা মানে নিজেকেই অবিশ্বাস করা বলে ভাববে। এই মুখোশ সে সরিয়ে ফেলতে পারে না, আর এটাই যন্ত্রণা। মুখোশটা সত্যিকারের একটা মাস্টারপিস। এটা আমি আবিষ্কার করেছি গুইইয়াং-এর একটা জাদুঘরে। বন্ধুদের সহায়তায়, আমি নির্দেশনার চিঠি পেয়েছিলাম, তারপর একটা ফোন যার ফলে জাদুঘরের উপ-পরিচালককে সরিয়ে দেয়া হয়। সে একজন সু-প্রকৃতির ক্যাডার, বেশ মোটা, এবং সম্ভবত অবসর গ্রহণের কাছাকাছি। সে একজন লোককে দিয়ে আমার জন্যে দুটো বড়ো স্টোররুম খোলায় যাতে করে আমি ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও মাটির পাত্র রাখা তাকগুলোর মাঝ দিয়ে যেতে পারি। আমি স্মৃতিযোগ্য কোনো কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না। কাজেই এই সুপ্রকৃতির সুবিধা নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি সেখানে দর্শনে আসি। সে আমাকে বলেছিলো তাদের প্রচুর অসংখ্যক হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম আছে, এবং সে জানে না কি আমি দেখতে চাই এবং পরামর্শ দেয় আমাকে ক্যাটালগ দেখায়। সৌভাগ্যবশত, প্রতিটা কার্ডের সাথে একটা করে ছোট আলোকচিত্র জুড়ে দেয়া আছে। ধর্ম আর আধিদৈবিক

BanglaBook.org

আইটেমগুলোর ফাইলে, আমি এই ভৌতিক মুখোশটা আবিষ্কার করি। সে বলেছিলো এগুলো তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো আর কখনোই প্রদর্শিত হয়নি, যদি আমি বাস্তবিক ওগুলো দেখতে চাই তাহেল কতো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে এবং একটা সময় নির্ধারিত হবে। আমি তৃতীয়বারের মতো আবারও সেখানে গেলাম। এই সুপ্রকৃতির পরিচালক আমার জন্যে একটা বড় ক্রেট নিয়ে এসেছিলো। আইটেমগুলো একের পর এক বের করা হলো আর আমি ত্রাস কবলিত হলাম।

সব মিলিয়ে ছিলো কুড়িটির মতো মুখোশ। মনে হয় যে কুসংস্কারের বস্তু হিসেবে এগুলো নিষিদ্ধ করেছিলো জননিরাপত্তা ব্যুরো পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। কিছু লোক সেই সময় বস্তুত কুসংস্কারের কারবার করতো। মুখোশগুলো কেটে আগুনে পোড়ানোর বদলে জাদুঘরে পাঠানো হয়। জাদুঘরের প্রত্মতাত্ত্বিকের মতে এগুলো তৈরি করা হয়েছিলো ছিং রাজবংশের শাসনামলে। রং বেশি মুছে গেছে আর অবশিষ্ট যেটুকু রয়ে গেছে তা কালচে আর নিস্প্রভ হয়ে গেছে। কার্ড থেকে জানা যায় যে মুখোশগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে উশুই এবং ছিংশুই নদীর উজান-অঞ্চলের হুয়াংপিং এবং তিয়ানঝু থেকে। এই এলাকায় হান, মিয়াও, টং এবং তুজিয়া জাতিসত্তার লোকদের বসবাস। আমি এই এলাকা সফর করি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৫

প্রথম সকালের কমলা-হলুদ সূর্যালোকে, পর্বতমালার দৃশ্য পরিষ্কার আর বাতাস তাজা, আর এটা মনে হয় না যে তুমি নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছো। তোমার দুই বাহু কোমল নরম কাঁধ জড়িয়ে ধরে আছে আর তার মাথা তোমার ওপর রেখেছে সে। তুমি জানো না রাতের স্বপ্নে এই মেয়েটিই ছিলো কি না, আর বলতে পারো না এর মধ্যে কোনটি বাস্তব, তুমি কেবল জানো যে ঠিক এখন সে নিজের ইচ্ছায় তোমার সাথে এসেছে আর কোথায় তাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছো সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয়।

পার্বত্য পথ ধরে তুমি একটা ঢালু স্থানে আসো, সেটা একটা সমতল এমব্যাংকমেন্টে পরিণত হয়েছে। এখানে দুটো পাথরের পিলার দাঁড়িয়ে আছে যা ফেলে আসা বছরগুলো নিশ্চয় তোরণ ছিলো। কাছাকাছিই রয়েছে পাথরের সিংহমূর্তি আর পাথরের ঢাক। তুমি বলো এইগুলো একদা ছিলো এক প্রভাবদায়ক পরিবারের। স্মারক তোরণের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তুমি আবিষ্কার করো আঙিনার পর আঙিনা। পুরো প্রাঙ্গন এক *লি* পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু এখন এ সমস্তই ধান ক্ষেত।

যখন লম্বা চুলওয়ালারা—তাইপিংরা—বিদ্রোহ করেছিলো, তখন কি তারা উইঝেন থেকে এসেছিলো আর জ্বালিয়ে দিয়েছিলো এই সমস্ত জায়গা? মেয়েটি প্রশ্ন করে।

তুমি বলো আগুনের ব্যাপারটা এসেছিলো পরে। প্রথমে এর সূত্রপাত হয় পরিবারের প্রধান শাখার Second Master যখন পরিণত হয়ে ছিলো আদালতে কর্মকর্তায়। সে দণ্ড প্রদানের মন্ত্রীতে পদোন্নতি পেয়েছিলো। তারপর অকস্মাৎ একটা লবণ পাচার মামলায় জড়িয়ে যায়। বস্তুত, দুর্নীতি ও আইন-ভঙ্গের চেয়েও মারাত্মক, সে রাজকীয় ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করেছিলো। ফল হয়েছিলো এই যে পুরো পরিবারের প্রত্যেকের শিরোচ্ছেদ করা হয়।

কিংবা গল্পটা এমনও হতে পারে। কচ্ছপের পিঠের মতো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এই এলাকায় এইসব পাথরের গেট, ঢাক আর সিংহ হয়ে থাকতে পারতো কবর। যাহোক এখন প্রকৃত বিষয়টা খুঁজে বের করা মুশকিল। তবে এটা বোঝা যায় যে এই সমাধি সাধারণ গ্রামবাসী লোকজনের হতে পারে না।

BanglaBook.org

যাহোক, এসব ছাড়িয়ে একটা নিযলানের কাছে পৌঁছাও তুমি। একটা বসতির প্রথম বাড়িটার দরোজায়। একজন বৃদ্ধা বসে বসে একটা কাঠের বালতির ভিতর কিছু নাড়া চাড়া করছে কাঠি দিয়ে। একটা ধূসর রঙের কুকুর আসে আর আশপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। বৃদ্ধা মহিলা কাঠিটা তুলে ধরে নির্দয় ভঙ্গিতে হুমকি দেয় কুকুরটাকে 'আমি তোকে লংকাসহ পুড়িয়ে মারবো যদি তুই দুর না হোস!' যাকগে, তুমি ধূসর রঙের কুকুর নও, কাজেই তুমি হাঁটতেই থাকো, এবং কথা বলো তার উদ্দেশ্যে।

'শ্রদ্ধেয়া জ্যেষ্ঠা, তুমি কি লংকার সস বানাচ্ছো?'

বৃদ্ধা মহিলা হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলে না, কেবল মুখ তুলে তোমাকে দেখে তারপর মাথা নামায় এবং বালতির ভিতর টাটকা লংকা নাড়াচাড়া করতে থাকে।

'তুমি কি দয়া করে আমাকে বলতে পারো এখানে লিংইয়ান নামে কোনো জায়গা আছে কি না?'

তুমি জানো যে লিংশানের মতো একটা অনেক দূরের জায়গা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ সময় নষ্ট করা। তুমি বলো যে মেংজিয়া নামে নিচের একটা গ্রাম থেকে তুমি এসেছো। সেখানকার লোকজন বলে ওপরের এই পথে লিংইয়ান নামে একটা জায়গা আছে।

কেবল এইসব কথা শোনার পরেই সে কাঠি নাড়াচাড়া থামিয়ে তোমাদের দু'জনের আগাগোড়া দেখে। বিশেষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে মেয়েটিকে, তারপর ফেরে তোমার দিকে।

'তোমরা দুটিতে একটা পুত্র সন্তান কামনা করছো?' সে খুব বিদঘুটে ভাবে জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি অলক্ষ্যে তোমার জামায় টান দেয়। তুমি একটা বোকামি করে ফেলেছো। কাজেই তুমি জিজ্ঞেস করো, 'পুত্র সন্তান কামনার ব্যাপারে লিংইয়ান-এ গেলে কি কাজ হবে?'

'সেখানে গেলে কি কাজ হবে?' বৃদ্ধা মহিলা তার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে বলে। 'এটা একটা জায়গা যেখানে মেয়েরা যায়। তারা সেখানে যায় শুধুমাত্র ধূপ কাঠি পোড়াতে যখন তারা পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেনা।' বৃদ্ধা মহিলা চুপ থাকতে পারে না, 'এখানে দাঁড়ানো এই তরুণী কি একটি পুত্র সন্তান আশা করছে?'

'আমরা দর্শনীয় স্থান দেখে বেড়াচ্ছি। আমরা সব জায়গা একবার করে দেখতে চাই।' তুমি ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হও।

BanglaBook.org

'এই গ্রামে কি দেখার আছে? মাত্র কয়েক দিন আগের ঘটনা। বেশ কয়েক জোড়া নর নারী সাড়া গ্রামে তাদের বোচকা নিয়ে হৈ হৈ করে ঘুরে গেল!'

'তারা কি করেছিল?' প্রশ্ন না করে তুমি পারনা। 'তারা এই বৈদ্যুতিক বাক্সটা সঙ্গে করে এনেছিল এবং তারা সমস্ত পর্বতে ভৌতিক ছিৎকার আর নেকড়ের প্রলম্বিত আর্তনাদ সৃষ্টি করেছিল। তারা একজন আর একজনের হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের নিম্নাঙ্গ দোলাচ্ছিল। ব্যাপারটা ছিল সত্যিই ধুর্তামি!'

'ওহ, তারাও কি লিংইয়ান নামক জায়গাটা খুঁজছিল?' তুমি উৎসাহিত হয়ে উঠছো।

'ওই প্রেত-অধ্যুষিত জায়গা লিংইয়ান সম্পর্কে এসব প্রশ্ন তুমি করেই যাচ্ছ কেন? আমি কি তোমাকে এই মাত্র বলিনি? ওই জায়গাটা হল সেই জায়গা যেখানে মেয়েরা যায় ধূপকাটি পোড়াতে। যখন তারা পুত্র সন্তান কামনা করে।"

'পুরুষেরা সেখানে যেতে পারেনা কেন?'

'অশুভ প্রেতের ভয়ে তুমি যদি ভীত না হও তাহলে তুমি যেতে পার। তোমাকে ধামাচ্ছে কে?'

মেয়েটি তোমাকে মৃদু-টান দেয়, কিন্তু তুমি বল তুমি এখনও বুঝতে পারছ না।

'তাহলে ওখানে গিয়ে রক্তে স্নান কর!' তুমি বলতে পারনা বৃদ্ধা মহিলাটি তোমাকে সতর্ক করছে না-কি অভিশাপ দিচ্ছে।

'সে বলছে পুরুষের জন্য এটা ট্যাবু,' মেয়েটি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলে। তুমি বল কোন ট্যাবু-ফ্যাবু নেই।

'সে রজ ঃ রক্তের কথা বলছে,' সে তোমার কানে ফিস ফিস করে বলে, এখনি এই জায়গা ত্যাগ করার জন্য সতর্ক করে তোমাকে। 'রজ ঃ রক্ত এমন কি বিশেষ ব্যাপার?' তুমি বল এমনকি কুকুরের রক্তও তোমাকে উদ্বিগ্ন করেনা। 'এস যাওয়া যাক এবং দেখা যাক এই লিংইয়ান আসলে কি জিনিস।' সে বলে এটা ভুলে যেতে এবং বলে সে যেতে চায়না। তুমি জিজ্ঞেস কর সে কেন শংকিত, সে বলে বৃদ্ধা মহিলাটি যা বলছে তাতে সে শংকিত।

'এই সমস্ত বিধি বিধান কিছু নেই, এসো যাওয়া যাক!' তুমি তাকে বল, এবং তারপর বৃদ্ধা মহিলাটিকে জিজ্ঞেস কর ওখানে কিভাবে যাওয়া যাবে।

'ধূর্ত মানুষ, প্রেত গুলোকে তোমাদের দু'জনকে পেতে দাও! বৃদ্ধা মহিলা তোমার পেছন থেকে বলে।

এইবার সে অভিশাপ দিচ্ছে। সে বলে সে শংকিত। তুমি বল সে যদি শংকিত হয় তাহলে একটা শামানের সঙ্গে তার দেখা হবে। তুমি তাকে বল যে এই পার্বত্য গ্রামে সমস্ত বৃদ্ধা মহিলাই শামান এবং সমস্ত তরুণী নারী হচ্ছে মন্ত্রাবিষ্ট।

'তার অর্থ কি আমিও? সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে।'

'কেন না? তুমি কি একজন নারী নও?'

'তাহলে তুমি একটা প্রেত!' সে পাল্টা তোমাকে বলে। 'নারীদের চোখে সমস্ত পুরুষই হচ্ছে প্রেত।'

'তাহলে আমি একটা প্রেতের সঙ্গী? সে উপরদিকে থুতনি তুলে ধরে বলে।

'একজন মন্ত্রাবিষ্টের সাথে একজন প্রেত,' তুমি বল।

সে মৃদু শব্দে খিক্ খিক্ করে হাসে এবং তাকে সুখী দেখায়, কিন্তু সে তোমাকে ওই রকম একটা জায়গায় তোমাকে না যাওয়ার জন্য অনুনয় করে।

'কি হবে?' তুমি থাম এবং তাকে জিজ্ঞেস কর। এটা কি দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে? এটা কি বিপর্যয় বয়ে আনবে? ভীত হয়ে পড়ার কি আছে?'

মেয়েটি তোমার বুকে নাক ঘষে এবং বলে যতক্ষণ সে তোমার সঙ্গে আছে ততক্ষণ সে ঠিক থাকবে। কিন্তু তুমি বলতে পার এর মধ্যেই তার হৃদয়ে একটা কালছায়া দেখা যাচ্ছে। সেটা মুছে দেওয়ার জন্য তুমি চেষ্টা কর এবং উচ্চ কণ্ঠে কথা বল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৬

আমি জানি না তুমি কখনো এই অদ্ভুত জিনিসটা পর্যবেক্ষণ করেছো কি না, সেটা হচ্ছে স্বয়ং। যতো বেশি তুমি দেখবে ততো বেশি একে এক রকম মনে হবে না, আর যতো বেশি দেখবে ততো বেশি এটাই আর এটা মনে হবে না। ব্যাপারটা হলো ঘাসের ওপর শুয়ে এক খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো—প্রথমে সেটা মনে হবে একটা উট, তাপর একটা নারীর মতো লাগবে, এবং আবার যখন তুমি আমাকে তখন সেটা হয়ে গেছে লম্বা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ। কিন্তু এটাও টিকবে না, কারণ মেঘের আকার পরিবর্তন ঘটে প্রতি মুহূর্তে।

যখন তুমি বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছো সিলিং-এর দিকে, তখনও এ রকম তুমি দেখবে যে সিলিং-এ আলোর রূপান্তর ঘটছে নানা রকম। যদি তুমি নিজের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাও, তবে তুমি দেখতে পারে যে তুমি যে স্বয়ং -এর সাথে পরিচিত সেই অনেক চেনা স্বয়ং-এর থেকে তোমার স্বয়ং ক্রমে ক্রমে আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক চমকপ্রদ আকারে রূপান্তরিত হচ্ছে। কাজেই আমার নিজেকে নিয়ে একটা সার-অংক যদি আমাকে করতে হয়, তবে তা আমাকে ভীত করে তুলবে। আমি জানি না অনেকগুলো মুখের কোনটি অনেক বেশি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে।

তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে যে পর্যন্ত না মেঘ আবার রূপান্তরিত হয় মানবিক মুখে। অথবা তুমি আশা করবে, আশা করবে যে এটা কোনো দিন একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায়, এটা বেড়ে যায় বেড়ে যায় তবে তোমার আশানুরূপ নয়, বরং তুমি যেমন আশা করো তার থেকে সম্পূর্ণ উল্টোটা। এটা এক দানব শিশু যাকে গ্রহণ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব, তথাপি পরিপূর্ণ ভাবে এটার জন্ম হয়েছে স্বয়ং থেকে এবং একে গ্রহণ করতেই হবে।

আমি একদা টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে রাখা পাসের মাসিক টিকেটের ওপর আমার আলোকচিত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে আমার হাসিটা ওখানে উৎফুল্ল, তারপর আমি ভাবলাম চোখের কোনে হাসির রেখা বরং উদাসিন, সমস্তই উৎসারিত আত্ম-প্রেম থেকে, এবং শ্রেষ্ঠত্বের এক অনুভূতি থেকে। কিন্তু এক ধরনের উদ্বিগ্নতাও আছে যা প্রকৃত নির্জনতার সাথে

BanglaBook.org

বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং ভাসিয়ে নেয় ত্রাসে—যদিও বিজয়ী নয়—এবং এক তিক্ততা। এটা ছিলো খুব পীড়াদায়ক, ফলে ছবিটার দিকে আমি আর তাকাতে পারিনি।

এর পর আমি অন্য লোকদের পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করি, কিন্তু যখনই আমি অন্য মানুষদের পর্যবেক্ষণ করি তখনই আমার বিশ্বাস স্বয়ং তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এবং আজকের দিন পর্যন্ত একটাও মুখ নেই যা এতে বিঘ্নিত হয়নি। এটা একটা গুরুতর সমস্যা, যখন অন্য কাউকে আমি পুংখানুপুংখ ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি, একই সময়ে নিজেকেও আমি পর্যবেক্ষণ করি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আমার পছন্দের মুখ আমি অনুসন্ধান করি। কিংবা সেই অভিব্যক্তিসমূহ আমি যেগুলো সহ্য করতে পারি, কাজেই নিজের কাছ থেকে আমি রেহাই পাচ্ছি না। এমন লোকজনকে আমি খুঁজে পেতে পারি না যাদের আমি শনাক্ত করতে পারি, সাফল্য বিহীন অনুসন্ধান চালাই আমি, সর্বত্র রেলওয়ের ওয়েটিং রুমে, ট্রেনের বাহনে, নৌকায়, খাবারের দোকানে আর পার্কে, এবং যখন বাইরে রাস্তায় হাঁটি তখনও, আমি সবসময় চেষ্টা করছি একটা পরিচিত মুখ অথবা অবয়ব ধরতে, কিংবা খুঁজছি কোনো চিহ্ন যা জাগিয়ে তুলবে ডুবে থাকা স্মৃতি। যখন আমি অন্যদের পর্যবেক্ষণ করছি তখন সেই সব মানুষকে আমি নিজেকে ভিতরটা দেখার আয়না হিসেবে বিবেচনা করি। এই পর্যবেক্ষণ নির্দিষ্ট সময়ে আমার মনের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এমন কি আমি যখন একজন নারীকেও পর্যবেক্ষণ করি তখন আমার অনুভূতি তার প্রতি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আর আমার অভিজ্ঞতা ও কল্পনা তৎপর হয়ে উঠে একটা বিচার-বিবেচনা সৃষ্টি করার জন্যে। যে সব নারীকে আমি পছন্দ করি তারা আমার কল্পনার থেকে গড়ে ওঠে এবং এই হলো আমার ট্রাজেডি। ফলাফল হলো, নারীদের সাথে আমার সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে, যদি আমি নিজে নারী হতাম আর কোনো পুরুষের সাথে জীবন যাপন করতাম, তবে সেটাই হতো একটা উদ্বিগ্নতার কারণ। সমস্যাটা হচ্ছে অভ্যন্তরীন মনের সজাগ স্বয়ং, এই হলো সেই দানব যে নিরন্তর আমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছে। মানুষ এই স্বয়ং ভালোবাসে আবার স্বয়ংকে আহত করে।

আভিজাত্য, গৌরব, জটিলতা কিংবা উৎকণ্ঠা, ঈর্ষা কিংবা ঘৃণা, সব সবই নিঃস্বরিত হয় ওখান থেকেই। স্বয়ং হলো বস্তুত মানবজাতির দুর্দশার উৎস। কাজেই, এই অসুখী উপসংহার কি এই অর্থ প্রকাশ করে যে জাগ্রত এই স্বয়ং-কে বধ করা উচিৎ?

বুদ্ধ এই রূপ বলেছিলেন বোধিসত্ত্বকে ঃ অগণ্য প্রপঞ্চ হলো অসারতা, প্রপঞ্চের অনুপস্থিতিও অসারতা।

BanglaBook.org

২৭

সে বলে সে ফিরে যেতে চায় তার শৈশবের সেই নিশ্চিন্ত দিনগুলোয়, যখন সে বিদ্যালয়ে যেতো চুল আঁচড়ে আর তার নানী নিখুঁত ভাবে বিনুনি করে দিতো তার সে চুল, আর প্রত্যেকেই তার লম্বা চকচকে বিনুনির প্রশংসা করে বলতো সেগুলো সুন্দর। তার নানীর মৃত্যুর পর, সে আর কখনো চুল বেনী করেনি, বরং প্রতিবাদস্বরূপ চুল কেটে ছোট করে ফেলে যাতে করে তা এমন কি দুই গোছা করাও সম্ভব না হয়, যেটা ছিলো লাল রক্ষী যুগের স্টাইল। সেই সময় একজন প্রতিবেশী এ নিয়ে তার বাবার কাছে রিপোর্ট করেছিলো আর তাকে আটকে রাখা হয়েছিলো সেই ভবনে যেখানে সে কাজ করতো আর তাকে বাড়িতে যেতে দেয়া হয়নি। তার মা প্রতি দুই সপ্তাহে তার বাবার পোশাক বদলে দিতে যেতো, কিন্তু ও তার মাকে জোর পূর্বক যেতে বাধ্য করা হয় একটা খামারি গ্রামে যেহেতু তার সঠিক যোগ্যতা ছিলো একজন লাল রক্ষী হবার। সে বলে তার জীবনে সবচেয়ে সুখের সময় ছিলো তার লম্বা চুলের *বেনী* করার সময়টা। তার নানী ছিলো বুড়ি এক বেড়ালের মতো, সব সময় তার পাশে গোত্তা খেতো, আর সর্বদা সে নিরাপদ বোধ করতো।

সে বলে সে প্রাচীন, সে তার প্রকৃত অর্থ বোঝাতে চায় তার হৃদয় প্রাচীন আর কোনো কিছুই তাকে উত্তেজিত করতে পারে না। আগে, সে কাঁদতো সরাসরি তার হৃদয় থেকে, কোনো কিছুর জন্যেই নয়, সে কান্না ছিলো ফলাফলহীন।

সে বলে একটা মেয়ে ছিলো তার বন্ধু যার নাম ছিলো লিংলিং। ছোটবেলা থেকেই তারা খুব ভালো বন্ধু ছিলো। সে ছিলো দারুণ মিষ্টি, সে শুধুই তাকিয়ে থাকতো তোমার মুখের দিকে, আর তার গালে দেখা দিতো একটা টোল। এখন সে একজন মা আর স্থূল হয়ে গেছে, কথা বলে একঘেয়েমির সুরে, আর মনে হয় অর্ধ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যেন কথা বলছে। কিন্তু যখন সে বালিকা ছিলো তখন চড়ুইয়ের মতো কিচিরমিচির করে কথা বলতো অনর্গল আর তারা দুজনে সারা দিন না-থেমে থাকা বক বক করে যেতো। সে বলে লিংলিং চাইতো সব সময়

BanglaBook.org

বাইরে খেলতে। কিন্তু, সে বলে, বৃষ্টি যখনই শুরু হতো তখনই সে কেমন হয়ে যেতো এবং বলতো আমি তোর গলা টিপে মেরে ফেলবো ঃ সে জোরে আমার গলা টিপে ধরতো আর বাস্তবিক তাতে আমার লাগতো।

এক গ্রীষ্মের রাতে, হ্রদের পাশে বসে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, সে বলেছিলো লিংলিংকে সে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে জড়িয়ে ধরতে চায় আর লিংলিং বলেছিলো সে হতে চায় একটা ছোট্ট মা। তারা খিকখিক করে হেসে উঠেছিলো আর একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলো, এটা ঘটেছিলো চাঁদ উঠবার আগে। সে জিজ্ঞেস করে তুমি রাতের সেই আকাশ দেখেছো কি না যখন চাঁদ ওঠার সময় হয় আর তার কারণে আকাশের রং হয় ধূসর নীল, ওহ, চাঁদ তার করোনা থেকে ভেসে ওঠে, সে জিজ্ঞেস করে তুমি কখনো এটা দেখেছো কি না। সে বলে তারা এমন কি গাছের মাথার ওপর চাঁদ ওঠার শব্দও শুনতে পায়। মনে হয় ভাসমান জলস্রোতের ওপর জলজ উদ্ভিদ। আর তারা দু'জনেই তাতে কাঁদে। বসন্তের জলের মতো তাদের সে অশ্রু। চন্দ্রালোকের মতো প্রবাহিত। লিংলিং-এর চুল, সে এখনো অনুভব করতে পারে, হালকাভাবে তার মুখ ছুঁয়ে যায়। তাদের দু'জনের গাল ঠেকে থাকে পরস্পরের গালের সাথে। এক ধরনের পদ্ম আছে, সে বলে, জলপদ্ম কিংবা সাধারণ পদ্ম নয়। পদ্মের চেয়ে তা ছোট কিন্তু জলপদ্মের চেয়ে বড়। রাতের বেলা সেটা ফেটে আর লাল পাপড়িগুলো জ্বলজ্বল করে অন্ধকারে।

তুমি বলো তুমি এটা দেখেছো, তুমি দেখেছো ধীরে ধীরে ফোটার সময় পাপড়িগুলো মৃদু কাঁপছে। হ্যাঁ, সে সে বলে। তুমি তার হাত ধরে থাকো। না, ধরো না, সে বলে, সে চায় তুমি তার কথা শোনো। সে বলে সে গাম্ভীর্য অনুভব করে, এটা এমন কিছু তুমি বুঝবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তুমি বুঝতে ইচ্ছুক নও, এও নয় যে তুমি তাকে বুঝতেও ইচ্ছুক নও। সে বলে সেও একজন মা হতে চায়, পরিচর্যা করতে চায় তার শিশুকে, একটা বিশুদ্ধ, উষ্ণ জীবন, পান করছে তার দুধ। এটা একটা বিশুদ্ধ অনুভূতি, বুঝেছো? তুমি বলো তুমি বোঝার চেষ্টা করছো। তার মানে তুমি বোঝোনি, তুমি এমন নিবিড়, সে বলে।

সে বলে পর্দার পুরু একটা স্তর ওখানে ঝুলছে, তারপর স্তরের পর স্তর, আর ভিতরে হাঁটা ভেসে যাবার মতো। কোনো শব্দ নেই, পর্দা শোষণ করে নিয়েছে সব শব্দ। কেবল একক একটা সুর, একটা খাঁটি সুর, ধীরে ভিতরে আসে, পর্দায় ফিল্টার হয়ে, কাজেই তাতে ভেজাল আর থাকে না কিছু। অন্ধকারে মৃদু আলোর একটা উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়ে আলো।

BanglaBook.org

সে বলে তার খুব সুন্দর এক ফুফু ছিলো যে তার সামনে বাড়ির ভিতর হাঁটাহাঁটি করতো শুধু একটা ব্রা আর সুগন্ধিময় অন্তর্বাস পরে। সে সব সময় চাইতো উঠে গিয়ে তার নগ্ন উরু স্পর্শ করতে কিন্তু কখনো সাহস হতো না। সে বলে ওই সময় সে ছিলো শীর্ণকায় এক শিশু আর মনে করতো তার ফুফুর মতো সুন্দর সে কখনোই হবে না। তার ফুফু পরিবেষ্টিত থাকতো ছেলেবন্ধুদের দ্বারা, আর নিয়মিত একই সাথে অনেক গুলো প্রেমপত্র পেতো। সে ছিলো একজন অভিনয় শিল্পী আর প্রচুর ভক্ত ছিলো তার সে সব সময় বলতো তারা তাকে বিরক্ত করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পছন্দও করে তাদের। পরবর্তীকালে সে বিয়ে করে এক সেনা অফিসারকে যে কিনা কড়াকড়ি খবরদারি করতো তার ওপর— যদি ফিরতে দেরি হতো তাহলে প্রশ্ন করা শুরু করে দিতো অফিসারটি, আর এমন কি মারধরও করতো। সে বলে ওই সময়ে সে বুঝতে পারতো না তার ফুফু ওই লোকটাকে ত্যাগ করে না কেন আর ওই ধরনের নির্যাতনের যবনিকাপাত কেন ঘটায় না।

সে আরও বলে একবার সে প্রেমে পড়েছিলো তার এক শিক্ষকের, ওই শিক্ষক অংক শেখাতো হ্যাঁ, সেটা ছিলো পুরোপুরি শিশুসুলভ ব্যাপার। অংক ছিলো কাটখোট্টা আর বিরক্তিকর বিষয় কিন্তু যেহেতু সে অংক-শিক্ষকের গভীর কণ্ঠস্বর ভালোবাসতো তাই তার কাজে খুব মনোযোগী ছিলো। একবার এক পরীক্ষায় সে ঊননব্বুই নম্বর পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলো। নম্বর পত্র দেবার সময় নিজেরটা পেয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শিক্ষক সেটা ফেরত নিয়ে বলে আরেকবার সেটা দেখবে। পুণরায় তাতে নম্বর দেয় আর তাকে আরো কিছু নম্বর দেয়, কিন্তু সে বলে ওই নম্বর সে চায় না, ওই নম্বর সে চায় না; মেঝের ওপর নম্বর পত্রটা সে ছুড়ে ফেলে আর চিৎকার করা থামাতে পারে না গোটা ক্লাসের সামনে। এটা ছিলো চরম অপমানকর এবং এ ঘটনার পর সে উপেক্ষা করে চললো শিক্ষকটিকে, এমন কি হ্যালো পর্যন্ত বলাও বন্ধ করলো। গ্রীষ্মের ছুটির পর, শিক্ষকটি আর তার ক্লাস নিলো না কিন্তু তখনো সে ভাবতো শিক্ষকটির কথা, সে পছন্দ করতো তার গভীর কণ্ঠস্বর, সেই গভীর সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর।

BanglaBook.org

২৮

শিকিয়ান— জিয়ানঝৌ সড়কে যে বাসে আমি যাচ্ছি সেই বাসটিকে থামালো ছোট একটা ভ্যান যার আরোজী ছিলো একজন নারী ও একাজন পুরুষ, দু জনের বাহুতেই লাল ব্যাণ্ডঃ এই লাল ব্যাণ্ডের অর্থ হেলো এরা বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত লোক। আমি ভেবে ছিলাম তারা ধাওয়া করেদিলো অথবা গ্রেফতার করতে চলেছিলো কাউকে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল যে তারা আসলে পরীক্ষা করে দেখছে লোকজন টিকেট করেছে কি না– তারা Highways Management Department -এর ইন্সপেক্টর।

বাস চলতে শুরু করার পর প্রথম স্টপেই, চালক চেক করে নিয়েছিলো টিকেট। একজন চাষী ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু চালক গাড়ির দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিলো, বাধ্য করেছিলো তাকে বাসের ভাড়া বাবদ দশ *ইউয়ান* প্রদান করতে।

কিন্তু আমাদের কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে লাক ব্যাণ্ড বাঁধা মানুষ দু জন ড্রাইভারটার চেয়েও বেশি দক্ষ। পুরুষটি একটা যাত্রী টিকেট আটক করে আর চালকের উদ্দেশ্যে আঙুল তুলে বলে, 'নেমে আসো, নেমে আসো!'

চালকাটি বাস থেকে নেমে যায়। মহিলাটি তাকে তিনশ' *ইউয়ান* জরিমানা করে। তিন *ইউয়ান* টিকেটের তুলনায় একশ' বার বেশি। একটা ব্যাপার বিজয়ী হয় আরেকটার ওপরঃ নীতিটা সুরক্ষিত শুধু প্রকৃতিকে নয়, এটা প্রযুক্ত হয় মানব জগতেও।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চালক ওই দুই নর-নারীর সাথে আবেদন নিবেদন চালাতে থাকে। বাসটা যেতে পারে না। যারা জরিমানা করছে আর যে জরিমানা দিচ্ছে তারা সবাই ভুলে গেছে বাসের যাত্রীদের কথা। ওই যাত্রীরা জ্বলন্ত সূর্যের নিচে গরমে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! চালকের প্রতি ক্রমে তাদের সহমর্মিতর অনুভূতি লাল ব্যাণ্ড ধারীদের প্রতি ঘৃণায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সবাই যখন জানলায় ধাক্কা ধাক্কি শুরু করেছে আর চিৎকার করে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে, সেই সময় মহিলাটি উপলব্ধি করতে পারে তারা তাকে টার্গেট করছে। সে তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

টিকেট ছিঁড়ে চালকের হাতে গুঁজে দেয় আর লোকটা ইন্সপেকশন ভ্যান চালিয়ে নেবার সংকেত দেয় পতাকা উড়িয়ে। আর পিছনে ক্ষমতার নিদর্শন হিসেবে ধুলো উড়িয়ে চলে যায়।

অবশেষে আমরা একটা গ্রামে পৌঁছাই। কেউ ওঠেও না অথবা নামেও না তথাপি বাসটা সামনে গিয়ে থামে, সামনের ও পিছনের দরোজা খুলে যায়, চালক তার কেবিন থেকে লাফ মেরে নিচে নামে আর বলে, 'সবাই বাইরে আসুন, সবাই আসুন! আমরা আর যাচ্ছি না, বাসে। জ্বালানি ভরতে হবে।' তারপর সে নিজেই চলে যায়। প্রথমে যাত্রীরা অভিযোগ তুলে বসেই ছিলো যে যার আসনে, কিন্তু কেউ শোনার নেই দেখে তারা একে একে নেমে আসে।

হাইওয়ের পাশে, ছোট রেস্তোরাঁটা বাদ দিয়ে, আরেকটা ছোট্ট দোকান আছে সিগারেট, এলকোহল ও টুকিটাকি সব জিনিসের। সেখানে চা বিক্রিও হয়।

সূর্য এর মধ্যেই পশ্চিমে হেলে পড়েছে. আর বেশ উত্তাপ। আমি দুই বাটি ঠাণ্ডা চা পান করলাম একটার পর আরেকটা, কিন্তু তখনো বাসে জ্বালানি ভরা হয়নি আর চালকের ও কোনো চিহ্ন নেই।

সকল যাত্রী যারা চা পান করছিলো কিংবা গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলো তারা হাঁটাহাঁটি করতে চলে গেছে।

আমি তাদের খোঁজে ছোট রেস্তোরাঁর ভিতরে প্রবেশ করি, কিন্তু সেখানে শুধু শূন্য টেবিল চেয়ার। আমি বুঝে উঠতে পারি না সবাই কোথায় গেল। আমি রান্না ঘরে ঢুকে দেখি এবং চালককে সেখানে পাই টেবিলের ওপর তার সামনে রাখা দুই প্লেট sauteed

সবজি ও এক বোতল সুরা সহ । মালিকও সেখানে বসে আছে আর কথা বলছে তার সাথে। 'বাসটা কখন যাবে ? আমি অবন্ধু সুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করি।

আগামীকাল সকাল ছয়টায়', সে জবাব দেয়, একই রকম অবন্ধুসুলভ ভঙ্গিতে।

'কেন?'

তুমি কি দেখছো আমি এলকোহল পান করছি?' পাল্টা সে আমাকে প্রশ্ন করে।

'দেখ, আমি তোমার জরিমানা করিনি। তুমি বিষন্ন, কিন্তু যাত্রীদের ওপর তুমি এর শোধ নিতে পারো না, তুমি জানো,' আমি বলি, দমন করি আমার মেজাজ।

BanglaBook.org

তুমি কি জানো এলকোহল পান করে গাড়ি চালালে শাস্তি পেতে হয়?' সে এলকোহল পান করে আর পুরোপুরি ভাবে তাকে দায়িত্ব হীন দেখায়। তার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে আমি ক্রোধে ফেটে পড়ি আর বোতলটা মুধোয় ধরে তার মাথার ওপর ধা করে ঘা বসিয়ে দিই। দ্রুত আমি রেস্তোরা ত্যাগ করি। যখন হাই ওয়েতে ফিরে আসি আর খালি বাসটা দেখতে পাই রাস্তার পাশে, তখন আকস্মিক ভাবে আমি আবিস্কার করি যে মানব জগতে বাস্তবিক কোনো যুক্তিগ্রাহ্যতা নেই। যদি আমি বাসে না চড়তাম, তাহলে কি এই সব ব্যাপার আমি এড়িয়ে যেতে পারতাম না? তাহলে কোনো চালক থাকতো না, যাত্রী থাকতো না, কোনো টিকেট ইন্সপেক্টর থাকতো না এবং জরিমানাও হতো না। কিন্তু সমস্যা এখনো রয়েছে যে কোথাও।

রাত কাটাতে হবে আমি চায়ের দোকানটিতে ফিরে যাই আর সেখানে একজন সহযাত্রীকে দেখতে পাই।

'নচ্ছাড় বাসটা যাচ্ছে না, ' আমি বলি।

আমি জানি,' সে বলে।

'তুমি রাত্রি যাপন করছো কোথায়?

'আমি কোথাও একটা জায়গা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছি।'

'যাত্রীরা সব গেল কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করি।

সে বলে তারা স্থানীয়, তারা সব সময় কোথও না কোথাও যায় আর সময় তাদের কোনো ব্যাপার নয়, একদিন আগে পরেতে তাদের কিছু যায় আসে না। যাহোক, এই সন্ধ্যার মধ্যেই তাকে কাউন্টি শহরে পৌছাঁতে হবে যাতে করে সে পরবর্তী খুব সকালে পাহাড়ে যেতে পারে। গুইইয়াং চিড়িয়াখানা থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে। ওই চিড়িয়াখানা একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে ইনহং কাউন্টি থেকে, তাতে বলা হয়েছে চাষীরা অর্ধ পাখি অর্ধ মাছ একটা প্রানী ধরেছে পাহাড়ে। সে যদি যেতে দেরি করে তাহলে প্রাণীটা হয়তো মারা যাবে।

'কাজেই তোমাকে পৌছাতে হবে, যদি ওটা মারা যায়,' আমি বলি। 'তারা কি তোমার জারিমানা করতে পারে?' 'ব্যাপারটা তা নয়,' সে বলে। 'তুমি বুঝতে পারোনি।'

আমি বলি দুনিয়াকে বোঝা সত্যিই অসম্ভব।

সে বলে সে কথা বলছে এই অর্ধ পাখি- অর্ধ মাছ প্রানিটা সম্পর্কে, দুনিয়া সম্পর্কে নয়।

আমি বলি এই অর্ধ পাখি- অর্ধ মাছ আর দুনিয়ার মধ্যে বিশাল কোনো পার্থক্য নেই।

BanglaBook.org

সে টেলিগ্রামটা বের করে আর সেটা আমাকে দেখায়।

তাতে লেখা, 'এই কাউন্টির গ্রামবাসীরা একটা অদ্ভুত জীবন্ত প্রাণী ধরেছে যেট অর্ধেক পাখি-অর্ধেক মাছ। এটাকে শনাক্ত করার জন্যে দ্রুত চলে আসুন। বাস যাবে না, কিন্তু এখন হাইওয়েতে গিয়ে সে অপেক্ষা করে দেখবে কোনো যানবাহনের লিফট পায় কি না।

আমি তার সাথে কিছুক্ষন হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকি। কয়েকটি ট্রাক চলে গেল এবং বারবার সে টেলিগ্রামটা নাড়লো, কিন্তু কোনো চালকই বিষয়টা আমলে আনলো না। এই অর্ধ পাখি-অর্ধ মাছ প্রাণীটাকে অথবা দুনিয়াটাকে রক্ষ করার মিশন আমার নয়, কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে কেন আমি ধুলো খাচ্ছি? আমি বরং রেস্তোরাঁর ভিতর যেতে পারি কিছু খাবার জন্যে।

আমি মহিলটিকে জিজ্ঞেস করি কে খাবার এনে দেবে যদি আমি রাতের বেলা থাকি। তাকে মনে হলো ভাবছে আমি তাকে বলছি খদ্দের নেবার কথা, জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, বলে, 'দেখতে পাচ্ছো না? এটা একটা রেস্তোরাঁ।'

আমি নীরবে প্রতিজ্ঞা করি নিজের কাছে যে ওই বাসটাতে আর উঠবো না, কিন্তু এখনো কমপক্ষে একশ' কিলোমিটার যেতে হবে এবং পায়ে হেঁটে গেলে কম্পক্ষে দুই দিন সময় লাগবে। আমি হাইওয়াতে ফিরে আসি, চিড়িয়াখানার লোকটা তখন আর সেখানে ছিলো না। আমি কল্পনা করি সে একটা লিফট পেয়েছে কি না।

সূর্য অস্তগামী এবং চায়ের দোকানের বেঞ্চগুলো ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাইওয়ের নিচ থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে— কিছু একটি অবশ্যই ঘটছে। আমি ঢালু স্থানের নিচের দিকে তাকাই আর আমার সামনে ঘরবাড়ির ছাদ। তার ওপাশে ধান ক্ষেতের স্তর, আগে-ভাগে উৎপন্ন ফসল তোলা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেতে কালো মাটিতে লাঙল দেয়া হয়েছে।

আমি ঢাল বেয়ে নেমে যাই, অনুসরণ ঢাকের শব্দ। একজন চাষী এমব্যাংকমেন্ট ধরে হেঁটে যায়, তার ট্রাউজারের পা গোল করে পাকানো, তার হাতা ঢেকে গেছে কাদায়। আর একটু এগোনোর পর এক শিশু একটা মোষকে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের নিকটবর্তী একটা পুকুরের দিকে। আমি তাকাই ছাদের ওপরকার চিমনি দিয়ে ওঠা ধোঁয়ার দিকে এবং আমার হৃদয়ে উত্থিত হয় এক শান্তিময়তা।

আমি গ্রাম থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দ শোনার জন্যে থামি। সেখানে নেই কোনো গাড়ি চালক, নেই লাল ব্যাণ্ড বাঁধা ইনসপেক্টর, নেই কোনো বাস

BanglaBook.org

আর টেলিগ্রাম যতো দ্রুত সম্ভব গিয়ে শনক্ত করতে এই অর্ধ পাখি-অর্ধ মাছ প্রানীটাঃ সমস্ত কিছুই প্রকৃতির । আমি সেই সব ফেলে আসা বছর গুলোর কথা ভাবি যখন আমাকে গ্রামে একজন চাষী হিসেবে কাজ করতে হয়েছিলো,

পরবর্তীতে যদি সবকিছু ভিন্ন প্রকার না হতো, তাহলে আমাকেও কি তাদের মতো এখানে মাঠে কাজ করতে হতো না? আমাকেও বাছুর তুলে আনতে হতো কাদা থেকে, কাজের শেষে স্নান করতে বিরক্ত হতাম না, এবং কোনো, সন্দেহ নেই আমার বর্তমান উদ্বিগ্নতা থাকতো না। কোনো কিছুই অধিক স্বাভাবিক হতে পারে না সন্ধ্যার দৃশ্যে চিমনির ধোঁয়া, ছাদ, এবং নিকটের ও দূরের থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দের চেয়ে।

ঢাকের শব্দ পুণরায়ও হয় *নান-নান না-না* ধবনিতে আর মনে হয় শব্দহীন এক কিংবদন্তির কথা বলছে। পানির রঙ আর আকাশের দীপ্তি, কালো ছায়াবৃত বাড়ির ছাদ নিষ্প্রভ ধূসর cobblestone বাড়িগুলোর ভিতরে খুব অস্পষ্ট দৃশ্যমান, সূর্যালোকে মাটি উষ্ণ, মোষের আওয়াজ, কথা বলার শব্দ আসছে বাড়িগুলো থেকে, সান্ধ্য বাতাস, মাথার ওপর গাছের পাতার মর্মর, ধানের খড়ের গন্ধ, জল পতনের শব্দ, একটা দরোজার কবজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ, চড়ুইয়ের কিচিরমিচির এবং এক জোড়া কবুতরের কুজন নারী অথবা শিশুদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, বিষন্নতার অনুভূতি, পায়ের নিচে মাটি শুস্কও শক্ত, কিন্তু নিচে ঢিলা, চাপা কামনা আর সুখের জন্যে তৃষ্ণা, সমস্ত কিছুই হঠাৎ করে একই বিন্দু অভিমুখে মিলিত হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৯

তিয়ানমেনকুয়ান-এর শামান ছুতারের উঠোনে কাউকে পাঠায় বুড়োটাকে নিয়ে এসে তাকে দিয়ে দেবী তিয়ানলুও এর মস্তক বানানোর জন্যে। শামান ব্যক্তিগত ভাবে আসবে দ্বাদশ মাসের সাতাশতম দিবসে তার বেদীমূলে উৎসর্গী কৃত অঞ্জলি গ্রহণের জন্যে দেবীকে আমন্ত্রণ জানাতে। বার্তা বাহক ডিপোজিট হিসেবে একটা জীবন্ত হাঁস নিয়ে এসেছে এবং কাজ শেষ হবে কর্মসূচী অনুযায়ী। বৃদ্ধ লোকটা তখন চালের সুরার একটা পাত্র প্রদান করবে আর শুওরের অর্ধেক মাথা,যা তাকে নব বর্ষের ভিতর দিয়ে দেখতে সাহায্য করে। বুড়ো মানুষটা জানে তার আর বেশি দিন নেই। দেবী গুয়ান ইন জীবিত দের ওপর কর্তৃত্ব করে এবং দেবী তিয়ানলুও কর্তৃত্ব করে মৃতদের ওপরঃ দেবী আসছে তার জীবনের সমাপ্তি টানতে।

গর্ত কয়েক বছরে সে তার ছুতারের কাজ ছাড়াও আরো কিছু খাঁজ কাটার কাজ করে। নানা প্রকার দেব দেবীর নকশা কাটলেও কেউ কখনো তাকে দেবী তিয়ানলুও এর নকশা কেটে দিতে বলেনি। এই দেবী নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের ভাগ্য। দেবী এসেছে তার জীবন নিয়ে যেতে। কেমন করে সে বিনীত মস্তক হয়ে রাজী হবে তাতে? খুব বেশী বুড়ো হয়ে যাবার জন্যে নিজেকে সে দোষারোপ করে। আর অতিশয় লোভী হবার জন্যেও। লোকজন যতক্ষণ তাকে টাকা দেবে ততক্ষন সে কাঠখোদাই করে যাবে যে কোনো কিছু। প্রত্যেকেই ভাবে তার খোদাইয়ের কাজ একেবারে আসল জিনিস, এক নজরে কেউ বলতে পারে এ হলো ঈশ্বর প্রদত্ত সম্পদ। অনেক কিছু সে খোদাই করছে , কিন্তু কেউ কখনো তাকে দেবী তিয়ানলুও এর খোদাই করতে বলেনি আর সেও এ কাজটা করেনি। একমাত্র শামানরাই এই দেবীর পুজো করে থাকে তাদের বেদীমূলে দেবীর খোদাই করা নকশা রেখে। সে কম্পন থামাতে পারে না আর শীতল ঘাম দেখা দেয় তার সর্বাঙ্গেঃ সে জানে দেবী তিয়ানলুও ইতোমধ্যেই তার শরীরে সংস্থিত হয়েছে এবং অপেক্ষা করছে তার জীবন নিয়ে যাবার। সে গাদা করে রাখা কাঠের ওপর ওঠে আড় কাঠের ওপর থেকে ঝোলানো ছোট পাতার বাক্সটা নেবার

BanglaBook.org

জন্যে। এই কাঠগুলো অতিশয় চমৎকার যাতে কখনো ফাটল ধরবেনা না, বহু বছর ধরে এগুলো সে জামা করে রেখে দিয়েছে কারণ এগুলো দিয়ে সাধারণ কিছু সে করতে চায়নি। কাঠ ধরতে গিয়ে তার পা হড়কে গের আর কাঠের স্তূপ ভেঙে পড়লো হুড়মুড়িয়ে। সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো, তবে তার মাথাটা ছিলো পরিস্কার, সে কাঠ মুঠি করে ধরলো, ম্যাপল গাছের একটা মোটা শেকড়ের ওপর বসলো। এই ধরনের ছোট খাটো কাজের জন্য সাধারনত সে খুব কমই চিন্তা করে, তারপর প্রস্তত হয়ে যায় শুরু করার জন্যে। যাহোক সে কখনো দেবী তিয়ানলুও এর নকশা খোদাই করেনি, এখন মুঠো করে কাঠ ধবর রেখে সেখানে সে বসে থাকে, কাঁপতে থাকে তার শরীর আর শীতল এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সে কাঠের টুকরোটা মাটিতে নামিয়ে রাখে, বাড়ির ভিতর যায়, আর আগুনের পাশে বসে থাকে। সে ভয় পায় যে এটা সত্যিই তার শেষ সময় আর বছরের শেষ পযন্ত সে বেঁচে থাকতে পারবে না। দ্বাদশ মাসের সাতাশতম দিনে, প্রথম মাসের পনেরেতম দিনে অপেক্ষায় না থেকেই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া তার থেমে গেল। এটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো যে নববর্ষ তাকে অতিক্রম করতে দেয়া হবে না।

সে অনেক ভুল কাজ করেছিলে, মেয়েটি বলে। দেবী তিয়ানলুও কি ওই কথা বলেছিলো?

হ্যাঁ, সে বলে ওই বুড়োটা ভালোমানুষ ছিলো না।

হতে পারে।

সে মন থেকে জানে কতোগুলো ভুল কাজ সে করেছে।

যে মহিলাটি পুত্র সন্তান প্রার্থণার জন্যে এসেছিলো তাকে কি সে কাম-লালসার প্রলুব্ধ করেছিলো?

মহিলাটি ছিলো ভ্রষ্টা, নিজেই ইচ্ছুক ছিলো ওতে। তাহলে এটা ভুল কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না, পারে কি ?

এটা বিবেচনার বাইরে ও ফেলে দেয়া যেতে পারে। তাহলে তার ভুল-কাজ ছিলো–

সে ধর্ষণ করেছিলো একটা মেয়েকে।

তার ছাউনির ভিতর?

সেটা করার সাহস সে পায়নি, এ ঘটনা ঘটে যখন সে কাজ করছিলো না তখন। এইসব কারুজীবীরা সারা বছর বাইরে ঘুরে বেড়ায় তাদের জিনিস পত্র বিক্রি করার জন্যে আর বেশ ভালো রকম বানিজ্যই তারা করে। তাদের পক্ষে

BanglaBook.org

সেইসব মেয়ে মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয় যারা অর্থের সাথে দেহের বিনিময়া ঘটায় । কিন্তু একটা ভালো মেয়ের সাথে এ ধরনের কাজ সে করতে পারে না। সে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে. চালাকি খেলে তার সাথে, এবং তার পর তাকে পরিত্যাগ করে।

যখন দেবী তিয়ানলুও এসেছিলো লোকটার জীবন নিয়ে যেতে তখন কি তার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়েছিলো?

অবশ্যই। তার চোখের সামনে সে আবির্ভূত হয়েছিলো আর সে রেহাই পায়নি তার থেকে। এটা কি প্রতিদান?

হ্যাঁ। যে কোনো নারীই প্রতিশোধ নেবে! যদি সে বেঁচে থাকে, আর ধরতে পারে লোকটাকে, তবে তার চোখ সে খুঁচে তুলে নেবে আর অভিশাপ দেবে নরকের অষ্টম স্তরে তাকে পাঠানোর জন্যে, যাতে করে সেখানে চরমতম নির্যাতন ভোগ করতে হয় তাকে। কিন্তু এই মেয়েটি কথা বলতে পারতো না । সে গর্ভবতী হলো, বের করে দেয়া হলো বাড়ি থেকে, পরিণত হলো বেশ্যা আর ভিখারিনিতে । এসবের আগে সে ছিলো খুব সুন্দর একটা মেয়ে এবং তার বিয়ে হতে পারতো সৎ কোনো চাষীর সাথে, সে পেতে পারতো একটা স্বাভাবিক বৈবাহিক জীবন, একটা ঘর থাকতে পারতো তার, ছেলে- মেয়ে জন্ম দিতে পারতো, আর মৃত্যুতে পেতো একটা কফিন।

সে এই সমস্ত কথা ভাবছে না, সে কেবলমাত্র নিজের কথা ভাবছে।

কিন্তু মেয়েটির চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে। দেবী তিয়ানলুও-এর চোখ।

ধর্ষিত মেয়েটির চোখ যে কথা বলতে পারে না।

মোয়েটির চোখ আতংকে পূর্ণ যেহেতু লোকটা ধর্ষণ করেছে তাকে?

প্রতিশোধ স্পৃহায় পূর্ণ চোখ।

আবেদনে ভরা চোখ। ।

মেয়েটি আবেদন করতে পারে না, সে অশ্রুপাত করে

আর নিজের চুল ছেঁড়ে।

সে চিৎকার করে—

কিন্তু কেউ তার চিৎকারের ই- ই ইয়া-ইয়া ধনি বোঝে না, সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। সেও ভিড়ের সাথে হাসে।

আবশ্যই!

BanglaBook.org

যাহোক, ছুতার আগুনের পাশে বসে ছিলো বাড়ির ভিতরে গিয়ে। খুব সকালে গ্রামবাসীরা নববর্ষের কেনা- কাটা করার জন্যে লুওফেংপো বাজারের দিকে যাচ্ছিলো তার বাড়ির পাশ দিয়ে। তারা ডাকাডাকি করছিলো তাকে, কিন্তু কোনো সাড়া আসছিলো না। সামনের দরোজা ছিলো হা করে খোলা আর কোনো কিছু পোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো। তার ভিতরে প্রবেশ করে আর দেখতে পায় সে আগুনের পাশে পড়ে আছে, মৃত। কেউ বললো তার স্রেটাক করেছিলো, কোউ বললো সে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। তার পায়ের কাছে পড়েছিলো দেবী তিয়ানলুও এর খোদাই করা নকশা। পরবর্তী সময়ে এই খোদাইটি স্থাপন করা হয় তিয়ানমেনগুয়ান- এ শামানের বেদীতে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩০

আমি অনেক দিন পর্যন্ত অনেক গল্প শুনেছি মারাত্মক ছিচুন সাপ সম্পর্কে। গ্রামবাসীরা একে সাধারণভাবে 'পাঁচ পা ড্রাগন' হিসেবে ডেকে থাকে আর বলে যে এর কামড়ে মানুষ বা পশু পাঁচ পা ফেলার আগেই মারা যাবে। লোকজন বলে থাকে এটা অন্যসব বিষাক্ত সাপের মতো নয়। এমন কি কোবরাকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু একে নয়।

দক্ষিণাঞ্চলীয় আনহুই প্রদেশে ছিচুন সাপ সম্পর্কে আমি অনেক পৌরানিক কাহিনী ও কিংবদন্তি শুনেছি। এই সাপগুলো যুদ্ধ কৌশল জানে আর জাল বুনতে পারে, মাকড়শার চেয়েও চমৎকার, এটা ছোবল মারে বিদ্যুৎ চমকের চেয়েও দ্রুত গতিতে। পাহাড়ি লোকজন যখন পাহাড়ে যায় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তখন পায়ে কাপড়ের পট্টি বেধে নেয় কিংবা লম্বা কানভাসের মোজা। কাউন্টি শহরের লোকেরা যারা পাহাড়ে গিয়েছে খুব কমই তারা আমাকে সতর্ক করে দেয় যে যদি কোনো ছিচুন সাপের সম্মুখীন হই আমি, তাহলে চামড়ার জুতো পায়ে থাকলেও তার ভিতর দিয়েই সেটা আমাকে কামড়াবে। সাপের বিষের প্রতিষেধক বহন করা আমার প্রয়োজন হবে। যদিও সাধারণ সাপের বিষের প্রতিষেধকে কোনো কাজ হবে না ছিচুন সাপের বেলায়। তুনছিং থেকে আনছিং অভিমুখী হাইওয়ে ধরে আমি শিতাই অতিক্রম করে যাই। বাস স্টপের পাশের খাবারের দোকানে এক চাষীর সাথে আমার দেখা হয় যার একটা হাত নেই। সে বলে সে নিজেই হাতটা কেটে ফেলে দিয়েছিলো ওই হাতে একটা ছিচুন সাপ কামড়ানোর পর। তার এই ভাবে রক্ষা পাওয়াটা ছিলো একটা বিরল ঘটনা। আমি এক বাটি স্যুপ নুড্লস্-এর অর্ডার দিই। চাষীটা আমার বিপরীত দিকে বসে বাম হাতে ধরে আছে তার চপস্টিক। আমি সঠিকভাবে অনুমান করি সে আলাপ করতে আগ্রহী।

'বড় ভাই,' আমি তাকে বলি, 'আমি তোমার নুড্ল্স-এর দাম মিটিয়ে দিয়েছি আমারটার সাথে। যদি তুমি কিছু মনে না করো, তুমি কি বলতে কিভাবে তোমার হাত আহত হয়েছিলো?'

লোকটা তখন ঘটনাটা বলতে আরম্ভ করেছিলো। সে বলে যে পাহাড়ে গিয়েছিলো সে ছি কাঠের সন্ধানে।

'কিসের সন্ধানে?'

BanglaBook.org

'ছি কাঠ—ঈর্ষা দমন হয় এটা খেলে। আমার স্ত্রী বাস্তবিকই আমাকে পাগল করে তুলেছিলো, অন্য কোনো মহিলা আমার সাথে একটা কথা বললেও সে আমার দিকে বাটি ছুড়ে মারতো। আমি গিয়েছিলাম ছি কাঠ সংগ্রহ করে তার জন্যে এক বাটি স্যুপ তৈরি করার উদ্দেশ্যে।

'এই ছি কাঠ কি লোকজ ওষুধ?' আমি জানতে চাই।

'না।'

আমি আমার যাত্রাপথে ছিচুন সাপ কোথাও চোখে পড়ে কিনা তার দিকে নজর রাখি, তারপর ফানজিং পর্বতে যাবার রাস্তায়, ওয়েনসিয়াও অথবা শিচাং গামের একটা গ্রামে, একটা ট্রেডিং ডিপোর ছাদে আমি দেখতে পাই কয়েল করে বেঁধে রাখা শুকানো ছিচুন সাপ। সে গুলো ছিলো ঠিক যেন টাং শাসনামলের অমাত্য লিউ জংইউয়ান যেমনা বর্ণনা করেছেন : 'শাদা নকশাযুক্ত কালো শরীর।' এটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান চিনা ওষুধ যা পেশীর টেনশন মুক্তি, রক্তের যথাযথ সঞ্চালন। বাতব্যাধি থেকে নিস্কৃতি আর ঠাণ্ডা লাগার হাত থেকে রেহাই পাবার মহৌষধ। এর মূল্য অত্যন্ত বেশি, ফলে দুঃসাহসী ব্যক্তিরা এর জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে।

লিউ জংইউয়ান এই বস্তুটিকে বাঘের চেয়েও অধিক বিপদজনক বলে বিবেচনা করতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাদেশিক গভর্নর, অন্যদিকে আমি মাত্র সাধারণ এক নাগরিক। তিনি ছিলেন একজন অমাত্য-রাজন্য এবং তার জীবদ্দশায় তিনি দুনিয়াদারি বিষয়ে দুশ্চিন্তা করতেন, অন্যদিকে আমি শুধু নিজের জীবনটা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি সবখানে।

কিন্তু প্রক্রিয়াজাত এই শুষ্ক সাপের কয়েল দেখাই যথেষ্ট নয়, আমি জীবন্ত একটাকে দেখতেই অধিক কৌতুহলী, জানতে চাই কিভাবে শনাক্ত করতে হয়, যাতে আমি বুঝতে পারি কিভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে হয়।

ফানজিং পর্বতের পাদদেশে, যেখানে ছিলো এই মানের রাজ্য, পৌঁছানোর পর দুটো সাপ দেখতে পাই আমি। বন্যপ্রাণীর অবৈধ শিকারিদের কাছ থেকে সেগুলো উদ্ধার করা হয়েছিলো আর একটা রেঞ্জার ইন্সপেকশন কেন্দ্রে একটা তারের খাঁচার মধ্যে রাখা ছিলো। আমি শেষ পর্যন্ত ভালো করে এই সাপগুলোকে দেখতে পেলাম।

এধরনের সাপগুলো দেখতে তেমন বিপদজনক মনে হয় না। পাথরের ওপর বেড়ি পাকিয়ে থাকে, যেন এক দলা মাটি। উয়ি পর্বতে যাবার পর সর্প-দংশন বিষয়ে একজন গবেষণের কাছ থেকে আমি এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

BanglaBook.org

৩১

মেয়েটি উচ্চ স্বরে হাসছে। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো সে কেন হাসছে আর সে বলে সে সুখী কিন্তু সে জানে সে মোটেও সুখী নয় আর সুখী দেখাতে চেষ্টা করছে মাত্র।

সে বলে একবার সে প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দেখতে পায় একটা চলন্ত ট্রলি বাসের পিছনে এক লোক ছুটছে আর চিৎকার করছে তারস্বরে। ঘটনা হয়েছিলো বাস থেকে নামার সময় লোকটার এক পার্টি জুতো বাসের দরোজায় আটকে গিয়ে ছিলো। শহরের বাইরের কোনো চাষী হবে নিশ্চয় লোকটা। শৈশব থেকেই মেয়েটির শিক্ষকরা চাষীদের নিয়ে হাসাহাসি না করার শিক্ষা দিতো মেয়েটিকে। আর যখন সে বড় হয়ে ওঠে তখন তার মা তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলো মানুষের সামনে বোকার মতো না হাসতে। কিন্তু সে উচ্চ স্বরে না হেসে থাকতে পারে না। এই রকম ভাবে যখন সে হাসে লোকজন তখন তার দিকে তাকায় আর পরবর্তী সময়ে সে বুঝতে পেরেছে যে এইভাবে হাসাটা আসলে আমন্ত্রণ জানানো, আর দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন ভাবে এটা ছেনালিপনা। পুরুষ মানুষ মহিলাদের দিকে তাকায় অন্যরকম ভাবেই।

সে বলে প্রথমবার সে এমন এক লোকের নিকট নিজেকে সর্ম্পন করেছিলো যাকে সে ভালোবাসেনি এতটুকু। লোকটা যখন তাকে নিয়েছিলো তখন জানতো না সে তখনো কুমারী আর জানতে চেয়েছিলো সে কেন কাঁদছে। লোকটা এক মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলো মেয়েটির ওপর।

সে বলেনি লোকটা জোরপূর্বক তাকে করেছিলো। লোকটা মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো তাকে তার কামরায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। সে গিয়েছিলো, এক পেয়ালা মদিরা পান করেছিলো, একটু আনন্দ অনুভব করেছিলো কিন্তু বাস্তবিক সুখী নয়, এবং হাসতে শুরু করেছিলো এই রকম ভাবে।

সে বলে সে সম্পূর্ণরূপে তাকে দোষ দেয় না, ওই সময়ে সে দেখতে চেয়েছিলো কি ঘটে আর অর্ধ-পেয়ালা মদিরা পান করেছিলো এক চুমুকে। তার মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছিলো। তারপর লোকটা তাকে চুমু খায়, তাকে ঠেলে নিয়ে যায় বিছানায়, না, সে প্রতিরোধ করেনি, সে এমন কি এও জানতো কখন লোকটা তার স্কার্ট টেনে উপরে উঠিয়েছিলো।

BanglaBook.org

লোকটা ছিলো তার শিক্ষক আর সে ছিলো একজন ছাত্রী, আর এধরনের ঘটনা ঘটা উচিৎ হয়নি। সে শুনতে পেয়েছিলো কামরা বাইরে করিডোরে মানুষ জনের আসা-যাওয়ার পদশব্দ। মানুষজন সর্বদা কথা বলছিলো, মানুষজনের সব সময়ই অসংখ্য কথাবলার থাকে যা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তখন সময়টা ছিলো মধ্যদিন এবং ক্যান্টিনে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে লোকজন ডরমিটরিতে ফিরে আসছিলো। তাদের কথাবার্তা পরিস্কারভাবে সে শুনতে পাচ্ছিলো।

এরপর সে দরোজা খুলে কামরা ত্যাগ করে বুক উঁচু করে ও মাথা তুলে। সিঁড়িতে পৌঁছানোর পর পরই কেউ একজন তার নাম ধরে ডাকদেয়, আর ওই সময়ে সে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে, ব্যাপারটা ছিলো যেন তার স্কার্ট টেনে ওঠানো হয়েছে আর নিচে কিছুই নেই। সৌভাগ্যবশত সিঁড়িতে আলোর ব্যবস্থা ছিলো অপ্রতুল। যে ডাক দিয়েছিলো সে ছিলো তার সহপাঠি। পরের একটা সেমিস্টারের ব্যাপারে শিক্ষকটির সাথে সে দেখা করতে এসেছিলো। তার সাথে শিক্ষকের কাছে যাবার জন্যে মেয়েটিকে বললো। কিন্তু সিনেমা দেখতে যাচ্ছে আর হাতে সময় নেই একেবারে বলে সে কেটে পড়লো। পরে সে প্রতিশোধ নিয়েছিলো।

সে বলে সে কেবলমাত্র একটা গল্প বলছে, এ গল্প যে শুনেছে এক বন্ধুর কাছ থেকে। সে ছিলো মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রী যে অপারেশন টেবিলে এসেছিলো বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্যে। পরে তারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলো আর একে অন্যের সাথে সকল বিষয়ে কথা বলতো।

তুমি তাকে বিশ্বাস করো না।

তার জন্যে এটা কিভাবে ঠিক হয় নিজের সম্পর্কে না বলে গল্প বলা?

তুমি তাকে চালিয়ে যেতে বলো।

সে বলে সে শেষ করে ফেলেছে।

তুমি বলো তার গল্প আকস্মিক ভাবে শেষ হয়ে গেছে। সে বলে এই রকম রহস্যজনক ব্যাপার সে বলতে পারে না। সর্বোপরি তুমি প্রচুর গল্প বলেছো আর সে মাত্র শুরু করেছে।

তাহলে এটা বলতে থাকো, তুমি বলো।

সে বলে সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে আর গল্প এটা চালিয়ে যেতে চায় না।

সে খেকশেয়ালের আত্মা, একটু চিন্তা করে তুমি বলো। পুরুষই কেবল কামনা প্রকাশ করে তাই নয়। অবশ্যই নারীরাও প্রকাশ করে, তুমি বলো।

নারীরা তা করতে পারে না কেন যা পারে পুরুষরা? সব মানুষের নিকট এটা স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

তুমি বলো তুমি সব নারীকে সেন্সর করছো না, তুমি শুধুমাত্র বলছো সে খেকশেয়ালের আত্মা।

খেকশেয়ালের আত্মায় খারাপ কিছু নেই।

তুমি বলো তুমি তাদের সমালোচনা করছো না, তুমি কেবল তাদের সম্পর্কে বলছো।

কি সম্পর্কে বলছো?

তুমি জানতে চাও কি ধরনের গল্প শুনতে পছন্দ করে সে।

সে বলে তোমার গল্পগুরো ধূর্তামিতে ভরা আর রুঢ়।

তুমি বলো এটা হলো একজন পুরুষের জগৎ।

তাহলে নারীর জগৎ কেমন?

কেবল নারীরাই জানে নারীর জগৎ কেমন।

তাহলে কোনো যোগাযোগ হবে না?

তার কারণ দুটোই পরস্পর থেকে ভিন্ন ধরনের।

কিন্তু ভালোবাসা পারে দুইয়ের মধ্যে সংযোগ গড়তে। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো সে ভালোবাসায় বিশ্বাস করে কিনা। যদি আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস নাই করি তবে তার সন্ধানে যাবো কেন? সে জিজ্ঞেস করে।

এটা এই কারণে যে তুমি এখনো এতে বিশ্বাস করতে চাও। শুধুমাত্র যদি কামনা থাকে আর ভালোবাসা না থাকে, তাহলে জীবনের অর্থ কি দাঁড়াবে?

তুমি বলো এটা হচ্ছে নারীর দর্শন।

খালি নারী এটা নারী ওটা বলো না, নারীরাও মানুষ। তাদেরও কাদামাটি দিয়ে তৈরি করেছিলো নুওয়া।

নারী সম্পর্কে এই তোমার অভিমত?

তুমি বলো তুমি মাত্র একটা বিবৃতি দিলে।

একটা বিবৃতি একটা অভিমতও বটে।

তুমি বলো তুমি তর্ক করতে চাও না বিষয়টা নিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩২

তুমি বলো তুমি গল্প বলা শেষ করেছো। আর সেগুলো সবই প্রায় একরকম। তুমি বরং মেয়েদের গল্প শুনতে পারো, অথবা সেইসব গল্প নারীরা যা শোনায় পুরুষদের।

সে বলে সে গল্প বলতে পারে না, তোমার মতো করে তো পারে না। সে চায় সত্য, সম্পূর্ণ ছদ্মবেশহীন সত্য।

নারীর সত্য।

কেন নারীর সত্য?

কারণ পুরুষের সত্য সম্পূর্ণ সত্য নারীর সত্য থেকে।

তুমি অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছো।

কেন?

কারণ তুমি এর মধ্যেই আমাকে অধিকার করে নিয়েছো। যখন তোমার কিছু আছে তখন তা তুমি সংরক্ষণ করো না, পুরুষের জন্যে এই রকম।

তুমি বলো সে চায় অধিকার করতে তোমার আত্মা। সে বলে, হ্যাঁ, কেবল তোমার দেহ নয়। যদি সে তোমাকে অধিকার করতে চায় তবে চায় সমস্ত কিছুই অধিকার করতে। তোমার স্মৃতির মধ্যে ঢুকলে সে চায় তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে, সে তোমার সাথে কল্পনা করতে চায়, সে বলে, এ ছাড়াও সে পরিণত হতে চায় তোমার আত্মায়।

তুমি বলো যে যে-বছর মিড্‌ল স্কুল থেকে তুমি গ্রাজুয়েট হলে সেবারের নববর্ষের পার্টির কথা তোমার মনে আছে। প্রথমবারের মতো তুমি একটা মেয়ের সাথে নৃত্য করেছিলে আর পা মাড়িয়ে দিয়েছিলে তার। তুমি সলজ্জ হয়ে উঠেছিলে কিন্তু মেয়েটি বলেছিলে ওতে কিছু আসে যায় না। হালকা তুষার পড়ছিলো সেই রাতে। পার্টি শেষ হলে তুমি সারা পথ দৌড়ে বাড়ি ফেরো, মেয়েটিকে ধরার চেষ্টা করেছিলে যার সাথে নেচেছিলে।

অন্য মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলো না!

তুমি একটা বুড়ো বেড়াল সম্পর্কে বলো একদা তোমার ছিলো, সেটা এমন কুড়ে ছিলো যে কখনো ইঁদুর ধরতো না।

বুড়ো বেড়াল সম্পর্কে কথা বলো না।

BanglaBook.org

তাহলে কি নিয়ে আমি কথা বলবো?

বলো তার দেখা তুমি আর পেয়েছিলে কি না, সেই মেয়েটার।

কোন মেয়েটার?

যে মেয়েটা ডুবে গিয়েছিলো জলে।

সেই তরুণী ছাত্রী যাকে পাঠানো হয়েছিলো গ্রামদেশে? যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো?

না।

তাহলে কে?

তুমি ছলা-কলা করে রাতের বেলা যাকে সাঁতার কাটাতে নিয়ে গিয়েছিলে আর ধর্ষণ করেছিলে তারপর!

তুমি বলো তুমি যাওনি।

সে বলে তুমি অবশ্যই গিয়েছিলে।

তুমি বলো তুমি হলফ করে বলতে পারো তুমি যাওনি!

তাহলে তুমি অবশ্যই তাকে ফেলে দিয়েছিলে।

কখন?

সেতুর নিচে, অন্ধকারে, তুমি তাকে ফেলে দিয়েছিলে, তোমরা পুরুষরা সবাই খারাপ!

তুমি বলো সেই সময় তুমি এতটা তরুণ ছিলে যে তোমার সাহস হয়নি।

সে বলে তুমি অবশ্যই অন্তত তার দিকে নজর দিয়েছিলে। অবশ্যই তুমি তার দিকে নজর দিয়েছিলে, সাধারণতভাবে সে মনোহর ছিলো না, ছিলো অন্যরকম।

সে বলে তুমি কেবল সাধারণভাবে তার দিকে নজর দিয়েছিলে না, তুমি নজর দিয়েছিলে তার শরীরের দিকে।

তুমি বলো তুমি মাত্র একবার তাকে দেখতে চেয়েছিলে।

না, অবশ্যই তার প্রতি তুমি নজর দিয়েছিলে।

তুমি বলো অসম্ভব।

অবশ্যই এটা অসম্ভব ছিলো! তুমি সমর্থ ছিলে সর্বপ্রকার ধূর্তামির আচরণ করতে, কারণ তার বাড়িতে তুমি প্রায়ই যেতে।

তুমি বলতে চাও, তার বাড়িতে?

তার কামরায়! সে বলে তুমি টেনে তুলেছিলে, তার শার্ট টেনে তুলেছিলে।

কেমন করে আমি তার শার্ট টেনে তুলেছিলাম?

সে দাঁড়িয়েছিলো দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

BanglaBook.org

তুমি বলো সে নিজেই শার্টটা টেনে তুলেছিলো।

এইভাবে? সে জিজ্ঞেস করে।

আর একটু উপরে, তুমি বলো।

নিচে কিছু পরা ছিলো না? এমন কি একটা ব্রাও না? তার স্তন মাত্র ফুটে উঠছিলো, তুমি বলো।

এ নিয়ে কথা বলা থামাও!

তুমি বলো সেই এ নিয়ে তোমাকে কথা বলতে বলেছে। সে বলে সে চায় না এইগুলো নিয়ে তুমি কথা বলো, সে বলে আর একটাও কথা শুনতে চায় না এ নিয়ে।

তাহলে আমি কি নিয়ে কথা বলবো?

অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলো, কিন্তু নারীদের নিয়ে আর কথা বলো না।

তুমি জিজ্ঞেস করো তাকে কেন।

সে বলে সে নয় যাকে তুমি ভালোবাসো।

সে কেন বলছে এ কথা? তুমি জানতে চাও।

সে বলে যখন তুমি তার সাথে রতিক্রিয়া করো তখন তুমি অন্য নারীদের কথা ভাবতে থাকো।

রাবিশ! তুমি বলো, সে এসব কথা ভাবছে।

সে বলে সে শুনতে চায় না, জানতে চায় না এর কোনো কিছু।

আমি সত্যিই দুঃখিত, তুমি তাকে বাধা দাও।

কথা বলো না আর কোনো কিছু সম্পর্কেই।

তুমি সেক্ষেত্রে তুমি তার কথা শুনবে।

সে বলে তুমি কখনো শুনবে না সে কি বলছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৩

হেইওয়ান রিভার-এর রেঞ্জার স্টেশনটা ইটের দোতলা একটা দালান। নদীর কিনারার দিকে সেটা অবস্থিত। রেঞ্জার দীর্ঘদেহী মধ্যবয়সী এক লোক, গায়ের রং গাঢ়, ক্রু কাট চুল, পাতলা মুখ। যে দুটো জীবন্ত ছিচুন সাপ আমি দেখেছিলাম সেগুলো অবৈধ শিকারিদের কাছ থেকে সেই উদ্ধার করেছিলো। সে বলে নদীর দুই তীরের জঙ্গলে ছিচুন সাপ সাধারণভাবে প্রচুর পরিমানে দেখা যায়।

'এটা হলো ছিচুন সাপের রাজ্য,' সে বলে।

আমি ভাবি ছিচুন সাপদের ধন্যবাদ যে তাদের জন্যেই এই আদিম বনভূমির গাছপালা এখনো সংরক্ষিত আছে।

এই লোকটা প্রথমে সেনাদলে ছিলো, পরে ক্যাডার হয়েছে। সে বহু জায়গা ঘুরেছে কিন্তু সে বলে সে আর এখন অন্য কোথাও যেতে চায় না। অল্প কিছু দিন আগে সে জননিরাপত্তা ব্যুরোতে সাবস্টেশন প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েও তা গ্রহণ করেনি। এছাড়াও রিজার্ভের বোটানিক্যাল ফার্ম ইউনিটের প্রধানের পদও প্রত্যাখ্যান করেছে।

সে বলে পাঁচ বছর আগেও গ্রামের বসতিগুলোয় বাঘ এসে হামলা করতো আর গবাদিপশু ধরে নিয়ে যেতো। কিন্তু এখনকার দিকে বাঘের চিহ্নও কারো চোখে পড়ে না। গতবছর চাষীরা একটা চিতা মেরেছিলো, সেটা সে উদ্ধার করে পাঠিয়ে দিয়েছিলো কাউন্টি শহরে রিজার্ভ প্রশাসন অফিসে। নমুনা হিসেবে সংরক্ষণের আগে কংকালটা প্রথমে আর্সেনিকে চোবানো হয়েছিলো। তবে সেখানে থেকেও সেটা চুরি হয়ে যায়। কেউ একজন পানির পাইপ বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলো।

সে বলে সে পরিবেশ সংরক্ষপ কর্মী নয় এবং গবেষণা করে না, সে মাত্র একজন রেঞ্জার। রিজার্ভে তারা যখনই এই রেঞ্জার স্টেশন স্থাপন করে, সে তখন থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ভবনটির উপরতলায় বেশ কয়েকটি কামরা রয়েছে এবং সে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সেখানে থাকার সুবিধা দিতে পারে তাদের গবেষণা ও নমুনা সংগ্রহের কাজে।

BanglaBook.org

'সারাটা বছর এভাবে তোমার একা লাগে না পাহাড়ে থাকা?' আমি জিজ্ঞেস করি, দেখছি যে তার বউ কিংবা বাচ্চা-কাচ্চা নেই।

'মহিলারা ঝামেলার ব্যাপার।'

তার একটা বউ ছিলো একদা কিন্তু তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং সেই পুনরায় বিয়ে করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে।

'তুমি এখানে থেকে তোমার বইটা লিখতে পারো, পান করার সময় কাউকে পাওয়া আনন্দের বিষয়। আমি প্রতিবার খাবারের সময় পান করি, প্রচুর নয়, খানিকটা।'

একজন চাষী দড়িতে বাধা কিছু ছোট মাছ নিয়ে যাচ্ছিলো ব্রিজের ওপর দিয়ে। চিফ রেঞ্জার চিৎকার করে তাকে ডেকে বললো তার অতিথি এসেছে এবং মাছগুলো তার লাগবে।

'আমি তোমাকে Sesame and chilli মাছ রান্না করে খাওয়াবো, মদিরার সাথে ঠিক এই জিসিনটাই প্রয়োজন।'

দুপুরে, গভীর গাঢ় সবুজ পাহাড়ে আমরা মদিরা পান করি আর Sesame and chilli মাছ খাই, সেই সাথে ভাপ দেয়া এক বাটি নোনা মাংস।

'তুমি সত্যিই এক অমরতার জীবন যাপন করছো,' আমি বলি।

'আমি অমর হবার জীবন সম্পর্কে কিছু জানি না, তবে এইখানে জীবন শান্তিময় এবং অসংখ্য উৎকণ্ঠার দ্বারা আমি কণ্টকিত নই। আমার কাজ খুবই সাদামাটা, এখানে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে একটাই পথ, সেটা তো ঠিক আমার চোখের সামনেই, আর এই পাহাড়ে নজরদারি করার দায়িত্ব পালন করাই আমার কাজ।'

কাউন্টি শহরের ভিতর দিয়ে আসার সময় আমি শুনেছিলাম যে হেইওয়ান রিভার জেলায় তার পাহাড়টাই সবচেয়ে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আমার মনে হয়েছে সে যশ-খ্যাটি আর ধনসম্পদের মোহ না-থাকার যে দর্শন তার রয়েছে তারই জন্যে এটা সম্ভব হয়েছে। তার ভালো সম্পর্কের কারণেই এটা হয়েছে। প্রতি নববর্ষে একজন বৃদ্ধ চাষী তাকে দিয়ে যায় এক থলে শুকনো শেকড়-বাকড়, উপহার হিসেবে।

'যখন তুমি পাহাড়ে যাবে, তখন যদি এক টুকরো এই শেকড় চিবাও তাহলে সাপেরা তোমার থেকে দূরে থাকবে।' এ কথা বলে সে তার কামরায় যায় আর নিয়ে আসে একটা খড়ের থলে, সেটা খোলে, এবং আমাকে একটা বাদামি রঙের শেকড় দেয়। আমি জানতে চাই এটা কোন উদ্ভিত, কিন্তু সে বলে সে জানে না

BanglaBook.org

এবং সে জিজ্ঞেস করে না। এটা পাহাড়ি মানুষদের গোপন প্রতিষেধক, পূরুষানুক্রমে এটা তারা পেয়ে থাকে আর এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব নিয়ম আছে।

সে বলে প্রধান চূড়ায় উঠতে তিনদিন সময় লাগবে। আমাকে নিয়ে যেতে হবে চাল, তেল, নুন, কিছু পরিমাণ ঘি, সবুজ শাক-সবজি আর ডিম। পাহাড়ে, আমাকে রাত কাটাতে হবে একটা গুহায়। আগে আসা বৈজ্ঞানিক গবেষকদের রেখে যাওয়া তুলোর বিছানা এখনো আছে, ওতে শীত ঠেকানো যাবো। পাহাড়ের ওই এলাকায় বাতাস আছে, আর ঠাণ্ডা। সে বলে সে একটু গ্রামে যাবে, আর যদি কাউকে পায় তাহলে আজই আমি রওয়ানা হতে পারবো। সে ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

এরপর আমি একটু হেঁটে আসার জন্যে নদীর দিকে যাই। সূর্যালোকে নদীর পানি স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নদী তীরে ঘন জঙ্গল এত ঘন যে কালো দেখায় সন্ত্রাস জাগানো সাঁতলা অন্ধকার আর সাপ নিয়ে নিশ্চয় জীবন্ত। আমি সেতুটা পার হয়ে নদীর অপর তীরে আসি। বনের পিছনে পাঁচ বা ছয়টি পরিবার নিয়ে একটা ছোট জনবসতি। উঁচু, পুরনো কাঠের বাড়ি, দেয়ালে কালো দাগ পড়ে গেছে, সম্ভবত প্রচুর বৃষ্টি পাতের কারণে।

গ্রামটা শান্ত ও নির্জন, মানুষের সাড়াশব্দহীন। সব দরোজা খোলা আর আড়কাঠগুলো ওপর বোঝাই করা আছে শুকনো ঘাস, ক্ষেতের যন্ত্রপাতি, কাঠ আর বাঁশ। আমি প্রায় ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম দেখার জন্যে। অকস্মাৎ একটা দো-আশলা জাতের এলসেশিয়ান সেখানে আবির্ভূত হয়, ভয়ংকরভাবে গরগর করতে থাকে আর ধেয়ে আসে সোজাসুজি। আমি দ্রুত পিছু হটে সরাসটি ফিরে যাই ব্রিজ পার হয়ে। আমার সামনে ছোট রেঞ্জার স্টেশনের পিছনে সূর্যালোকে পর্বতের বিপুল কৃষ্ণ-ধূসর আকার।

উৎফুল্ল হাসির আওয়াজ ভেসে আসে পিছন থেকে আর ঘুরে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই ব্রিজ পার হয়ে আসছে এক মিহলা। একটা বাইক-দণ্ডে প্যাঁচানো পাঁচ-অথবা ছয়-ফুট লম্বা একটা সাপ নিয়ে সে খেলা করছে। স্পষ্টই সে আমাকে ডাকছে এবং আমি নদীর কিনারায় যাই সে কি জিজ্ঞেস করছে আমাকে তা বোঝার আগেই।

'হেই, সাপ কিনতে চাও?' সে খিকখিক করে চাপা হাসে আমার দিকে আসতে আসতে।

BanglaBook.org

সৌভাগ্যবশত ঠিক সময় মতো রেঞ্জার সেখানে হাজির হলো, আর নদীর অন্য তীর থেকে হুমকি দেয় মেয়েটির উদ্দেশ্যে, 'ফিরে যাও! শুনতে পাচ্ছো? এক্ষুনি ফিরে যাও!'

মেয়েটি নির্দেশ মতো ফিরে যায়।

'সে উন্মাদ, এই মহিলাটি, কোনো আগন্তুককে দেখা মাত্র বদমায়েশি শুরু করে দেয়,' সে বলে। যে আমাকে জানায় যে একজন চাষীকে খুঁজে পাওয়া গেছে যে আমার মালপত্রবাহক ও গাইড হিসেবে কাজ করবে। আমি যতোদূর ইচ্ছা যেতে পারি, গাইড আমাকে অনুসরণ করে যাবে, পাহাড়ি লোকজন এই পথে চলাচল করে অভ্যস্ত। পথ যেহেতু এই একটাই তাই তোমার ভুল হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

সে আমাকে পিঠের বোঝাটা রেখে যেতে বলে, চাষীটা ওটা বইবে। সে আমাকে একটা লাঠিও দেয়, বলে যে এতে শক্তির অবচয় রোধ করা যাবে পাহাড়ে ওঠার সময়। তাছাড়া সাপ তাড়ানোর কাজেও লাগবে। সে আমাকে শুকনো শেকড়ের একটা টুকরো চিবানোর কথাও বলে। আমি তাকে বিদায় জানাই। সে আমার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে, ঘুরে দাঁড়ায়, এবং স্টেশনের ভিতরে চলে যায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৪

তুমি কাদার মধ্যে হাঁটছো আর চমৎকার বৃষ্টি পড়ছে। তুমি মেয়েটিকে বলো যে তাকে হাঁটতে হবে কাদা যেখানে শক্ত সেখানে পা ফেলে। কিন্তু তুমি একটা শব্দ শুনতে পাও আর ফিরে তাকিয়ে দেখ সে পড়ে গেছে আর বিদঘুটে ভাবে একটা হাতের ওপর ভর রেখে দেহটা তুলে রেখেছে শূন্যে। তুমি তাকে টেনে তোলার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দাও, কিন্তু তার পা পিছলে যায় আর তার ভারসাম্য হারিয়ে সমস্ত দেহটা কাদার মধ্যে পড়ে যায়। তুমি বলো বাস্তবিক তার হাই হিল খুলতে হবে। দারুণ দুর্দশাগ্রস্তের মতো সে কাঁদছে আর কাদার ভিতর পড়ে আছে। তুমি বলো, এসো, তুমি একটু কর্দমাক্ত হয়েছো তাতে কি, সামনে একটা বাড়ি আছে, তুমি সেখানে ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সামনে এগোনোর কথা সে প্রত্যাখ্যান করে।

এই হলো নারী, তুমি বলো, তারা পাহাড়ে ভ্রমণে যেতে চায় কিন্তু কোনো কষ্ট সহ্য করতে চায় না।

সে বলে তার উচিৎ হয়নি তোমার সাথে এই ছিলো পাহাড়ি পথে হাঁটতে আসা।

তুমি বলো পর্বত শুধু মনোহর দৃশ্যাবলী নয়, এখানে বাতাস আছে, আর আছে বৃষ্টি; সে এখানে যেহেতু কাজেই এখানে আসার জন্যে তার অনুতাপ করা ঠিক নয়।

সে বলে তুমি তার সাথে ছলনা করেছো, এই জঘন্য লিংশানে কোথাও কোনো পর্যটক নেই।

তুমি বলো যদি সে পাহাড় নয় মানুষ দেখতে চায়, তাহলে কি নগরীতে সে প্রচুর সংখ্যক মানুষ দেখেনি? যদি সে দেখে না থাকে তবে সে একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যেতে পারে যেখানে একজন নারীর প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়, কেক থেকে কসমেটিক্স পর্যন্ত সব।

সে কর্দমাক্ত হাতে তার মুখ ঢাকে আর শিশুর মতো কান্না জুড়ে দেয়। তুমি আর সহ্য করতে পারো না, তাকে টেনে উঠিয়ে আনো আর দাঁড়াতে সাহায্য করো।

BanglaBook.org

সে বলে, সে বলেছিলো সে তাকে ভালোবাসে এবং সে বলেছিলো, তুমি মিথ্যা কথা বলছো! সে বলেছিলো অতীতে সে সত্যিই চেয়েছিলো তাকে, সে বলেছিলো অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে বলেছিলো কেন? সে বলেছিলো তোমার কি দরকার তাতে! সে জিজ্ঞেস করেছিলো সে তাকে চুমুও খেতে পারবে না কেন? সে বলেছিলো সে যে কোনো অন্য লোকের সাথে শোবে কিন্তু তার সাথে নয়। এবং সে বলেছিলো, চলে যাও! তুমি কখনো বুঝবে না। এবং সে বলেছিলো সে ঘৃণা করে তাকে এবং আর কখনোই তাকে দেখতে চায় না, তাকে ঠেলে দিয়েছিলো আর দৌড়ে চলে গিয়েছিলো। তুমি বলো সে বস্তুত কোনো ক্ষুদে নার্স নয়, আর সে মিথ্যা বলে যাচ্ছে লাগাতার— সে তার মেয়েবন্ধু সম্পর্কে কোনো কথা বলছে না, কিন্তু বলছে নিজের সম্পর্কে, তার নিজের অভিজ্ঞতা। সে বলে তুমি কথা বলছো না তোমার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও তোমার নিজের সম্পর্কে, তুমি আসলে তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে একটা গল্প বানিয়ে বলছো। তুমি বলো তুমি বলেছিলে এটা ছিলো একটা বাচ্চাদের গল্প। সে বলে সে বাচ্চা নয় আর বাচ্চাদের গল্প শুনতে চায় না, সে কেবল মাত্র একটা সৎ জীবন যাপন করতে চায়, সে আর ভালোবাসায় বিশ্বাস করবে না, এ ব্যাপারে সে অসুস্থ, সব পুরুষই এক আর কেবল যৌনসঙ্গম করতে চায়। নারীদের ব্যাপারে কি, তুমি জিজ্ঞেস করো। তারা নীতিহীনের মতো, সে বলে, সে বলে সে প্রচুর দেখেছে, জীবন অসুস্থকর, সে এত বেশি ভোগান্তি চায় না, সে কেবল এক মুহূর্তের সুখ চায়। সে বলে আমি কি তাকে চাই?

এই বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে?

এটা কি অধিক উত্তেজনাকর হবে না?

তুমি বলো সে একটা নোংরা। সে বলে পুরুষরা কি ওইরকমভাবে একটা পছন্দ করে না? এটা তো সাদামাটা, কোনো উত্তেজনা নেই। যখন শেষ হয়, তোমরা উঠে পড়ো আর ওইটুকুই, কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু থাকে না আর থাকে না কোনো জটিলতা। তুমি জিজ্ঞেস করো কতোজন পুরুষের সাথে সে শুয়েছে। সে বলে কম পক্ষে একশ'। তুমি বিশ্বাস করো না তার কথা।

বিশ্বাস করা না-করার কি আছে? এটা আসলেই খুব সাধারণ ব্যাপার, কখনো কখনো এ ব্যাপারটা মিটতে সময় লাগে কয়েক মিনিট মাত্র।

লিফটে?

লিফটে কেন? তুমি পশ্চিমা চলচ্চিত্র দেখছো। গাছের নিচে, দেয়ালে ঠেশ দিয়ে, সবখানে।

সম্পূর্ণ অচেনা লোকজনের সাথে?

BanglaBook.org

সেটা অনেক ভালো, তাতে আরেকজনের সাথে করতে তোমার বিদঘুটে লাগ্‌বে না।

তুমি জানতে চাও এটা সে নিয়মিত করে থাকে কিনা।

যখনই প্ররোচনা জাগে।

কি হয় যদি তুমি পুরুষ খুঁজে না পাও?

তাদের খুঁজে বের করা কঠিন ব্যাপার নয়, তোমাকে শুধু তোমার চোখ দিয়ে সংকেত পাঠাতে হবে আর তারা ছুটে আসবে।

তুমি বলো যদি সে সংকেত পাঠায় তার চোখ দিয়ে, তাহলে তোমার আসার প্রয়োজন থাকবে না।

সে বলে তুমি হয়তো সাহস পাবে না, কিন্তু আরো অনেকে আছে যারা আসবে। এটা কি সব পুরুষই চায় না?

তাহলে তুমি পুরুষদের নিয়ে খেলছো। পুরুষেরাই কেবল নারীদের নিয়ে খেলবে কেন? এতে আশ্চর্যের আর কি আছে?

তুমি বলো তার বলা উচিৎ নিজের সাথেই সে খেলা করছে।

আর কেন নয়?

এই কাদার মধ্যে!

সে ফিক ফিক করে হাসতে আরম্ভ করে এবং বলে সে তোমাকে পছন্দ করে কিন্তু তা ভালোবাসা নয়। এবং সে বলে তোমার সাবধান হওয়া উচিৎ, যদি সত্যিই সে তার প্রেমে পড়ে থাকতো

তাহলে তা হতো এক বিপর্যয়।

সে জিজ্ঞেস করে, এক বিপর্যয় তোমার না তার।

তুমি·চতুর, সে বলে, সে বাস্তবিক যা পছন্দ করে সেটা হলো তোমার চতুর মন।

তুমি বলো দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার দেহ নয়।

সে বলে প্রত্যেকেরই একটা করে দেহ থাকে। একটা সুখকর গল্প বললে কেমন হয়, সে বলে।

আমি কি আগুনের গল্পটা বলতে থাকবো?

যদি তুমি পছন্দ করো।

BanglaBook.org

৩৫

একটা গুহার ভিতর রাত কাটানোর ব্যবস্থা করি আমি আমার গাইডের সাথে। একটা স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম সেখানে ঘুমানোর পর। স্বপ্নটা ভেঙে গেলে আমি বুঝতে পারি বাতাসের গর্জনে যে আমি পাহাড়ের গুহায় ঘুমাচ্ছি। আমার মাথার ওপর অদ্ভুত পাথরের সিলিং হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত। ছেঁড়াখোঁড়া বিছানায় আমি শুয়ে আছি, আর আমার পরনের জামাকাপড় সব ভেজা-ভেজা, আমার পা দুটো এখনো বরফের মতো ঠাণ্ডা আর উষ্ণ হয়নি। গুহার মুখে বাতাসের গর্জন। আমি সতর্কভাবে শুনি পর্বত চূড়া থেকে বাসাত ধেয়ে আসছে।

পেচ্ছাপের বেগ আর চেপে রাখতে না পেরে বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আমি বেরিয়ে আসি, হারিকেন বাতিটা উস্কে দিই, জুতো পরি। দরোজা ঠেকানো দিয়ে বন্ধ করে রাখা গাছের শাখাটা সরিয়ে নিতেই প্রবল বাতাসের তোড়ে হাট করে খুলে যায় দরোজা। গুহার বাইরে ঝুলছে রাতের পিচের মতো কালো পর্দা এবং হারিকেন বাতি থেকে আমার পায়ের কাছে একটু খানি বৃত্তাকার আলো এসে পড়ে। আমি কয়েক পা এগিয়ে যাই, আমার ট্রাউজারের ফিতে খুলি, এবং মুখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পাই আমার সামনে দানব সদৃশ এক কালো ছায়া। আমি সভয়ে চিৎকার করে উঠি আর বাতিটা প্রায় ফেলে দেবার জোগাড় করি। বিশাল আকারের ছায়াটা আমার সাথে সাথে নড়াচড়া করে। আমি বাতিটা নাড়াই আর সেটাও নড়ে ওঠে বস্তুত পক্ষে রাতের আঁধারে ছায়াটা ছিলো আমারই।

আমার গাইড আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছিলো এবং একটা খোলা ছুরি হাতে দৌড়ে আসে আমার কাছে। আমি কথা বলতে পারি না, কিন্তু চিৎকার করতে থাকি, দোলাতে থাকি হারিকেন বাতি আর আঙুল দিয়ে দেখাই। গাইডও অবিলম্বে চিৎকার জুড়ে দেয় আর হারিকেন বাতিটা নেয় আমার হাত থেকে। রাতের পিচের মতো কালো পুরু পর্দায় লাফানো উন্মত্ত চিৎকার রত দুই লোকের সাথে সাথে দুটো বিশাল দানবাকৃতির ছায়া লাফাতে থাকে। আসলে ছায়া দুটো

BanglaBook.org

ছিলো মানুষ দুজনেরই। আর নিজের ছায়া দেখে আতংকিত হয়ে পড়াটা সত্যিই খুব অদ্ভুত ব্যাপার! গুহার মধ্যে ফিরে এসেও আমি ঘুমাতে পারি না। আর গাইডও এদিক-সেদিক নড়াচড়া করে। তাই আমি তাকে পর্বত সম্পর্কে কিছু গল্প বলতে বলি। সে শুরু করে কিন্তু এখন কথা বলছে আঞ্চলিক ভাষায় এবং দশটার মধ্যে আটটা বাক্যই অস্পষ্ট।

আমরা আগে ভাগে উঠে পড়ি Nine Dragon Ponds-এ যাবার জন্যে। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছে। গাইড আগে আগে হাঁটছে। তিন পদক্ষেপের মধ্যেই তার আকার অস্পষ্ট লাগে আর পাঁচ পদক্ষেপ দূরে আমি চিৎকার করলেও কিছুই সে শুনতে পাবে না। পর্বতের কুয়াশা যদি এইরকম পুরু হয়, তাহলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে গত রাতে বাতির আলোয় আমাদের ছায়া পড়েছিলো মাথার ওপর। আমার জন্যে এটা নতুন এক অভিজ্ঞতা। যাহোক, গুহা থেকে আমরা একশ' পা যাবার আগেই, গাইড থামে আর ঘুরে দাঁড়ায় বলার জন্যে যে আমরা আর সামনে এগোতে পারবো না।

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'গত বছরও এই রকম বাজে আবহাওয়া ছিলো। ছয় জনের একটা দল ওষুদি গাছ-গাছড়া চুরি করতে গিয়েছিলো পাহাড়ের ওপর আর প্রাণ নিয়ে তাদের মধ্যে ফিরতে পেরেছিলো মাত্র তিনজন।'

'আমাকে ভীত করার চেষ্টা বন্ধ করো,' আমি বলি।

'আপনি যান যদি আপনি পছন্দ করেন, কিন্তু কোনো ভাবেই আমি যাচ্ছি না।'

'কিন্তু আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যেই তুমি এখানে এসেছো!'

'আমাকে রেঞ্জার পাঠিয়েছে।'

'সে তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কারণেই।'

'যদি কিছু ঘটে, রেঞ্জারের কাছে তার ব্যাখ্যা দেয়া খুব কঠিন হবে।'

'রেঞ্জারের কাছে তোমার ব্যাখ্যা দিতে হবে না, সে আমার রেঞ্জার নয় আর আমার ব্যাপারে তার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। আমার দায়-দায়িত্ব কেবল আমার নিজেরই। এবং আমি Nine Dragon Lake দেখতে চায়!'

সে বলে এটা হ্রদ নয়, কয়েকটা পুকুর মাত্র।

BanglaBook.org

আমি বলি, হ্রদ অথবা পুকুর, আমি ওখানকার স্বর্ণ চুল শেওলা দেখতে চাই। আমি এই পাহাড়ে এসেছি এক-ফুট-উচুঁ স্বর্ণচুল শেওলা দেখতে, আমি তার ওপর ডিগবাজি খেতে চাই।

সে বলে তুমি সেখানে ঘুমাতে পারবে না, সেখানে জলজ উদ্ভিদে ভর্তি।

সে কথা বলা থামায় আর মাথা নিচু করে সামনের দিকে হাঁটে। তারপর আবার আমি রাস্তায়, এটা আমার এক বিজয়।

আমি স্বস্তি অনুভব করি আর কয়েক পা পিছিয়ে পড়ি, সেই সময় সে শাদা কুয়াশার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি দ্রুত পা চালাই, কিন্তু সামনে একটা পাহাড়ি ওক। আমি পুরোপুরি দিশা হারিয়ে ফেলি আর তার উদ্দেশ্যে যতোটা জোরে সম্ভব চিৎকার করি।

সে অবশেষে কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, পাগলের মতো অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে, তার কাছাকাছি হবার পর আমি বুঝতে পারি সে চিৎকার করছে।

'তুমি কি আমার ওপর ক্রুদ্ধ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি ক্রুদ্ধ নই, আপনিই আমার ওপর ক্রুদ্ধ!' সে তখনো পাগলের মতো অঙ্গভঙ্গি করছে আর চিৎকার করছে কিন্তু শব্দ পেঁচিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে কুয়াশার ভিতর। আমি সতর্ক যে আমি ভ্রান্তির মধ্যে আছি। সর্বোত্তম পন্থা হলো খুব কাছাকাছি তাকে অনুসরণ করা খুব বেশি দূরে যাওয়া অসম্ভব আর এভাবে হেঁটে চলাও অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

'ফেরা যাক।'

সে শুনতে পায় না আর আমাকে চিৎকার করতে হয়, 'ফিরে যাওয়া যাক!'

সমস্ত বিষয়টাই হাস্যকর কিন্তু সে হাসে না এবং বিড় বিড় করে, 'অনেক আগেই ফেরা উচিৎ ছিলো।'

কাজেই তার বাধ্য হই আমি। তাকে অনুসরণ করি। গুহার ভিতর ফিরে আসা মাত্রই সে একটা আগুন জ্বালায়। বাতাসের চাপ এত কম যে ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে পারে না আর ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ গুহা ভর্তি হয়ে যায়। সে আগুনের সামনে বসে আর বলতে থাকে, *নান-নান না-না*।

'তুমি কি বলছো আগুনকে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি বলছি যে মানুষ ভাগ্য জয় করতে পারে না।'

তারপর সে ঘুমানোর জন্যে বিছানায় উঠে পড়ে আর শীগগিরই আমি তার নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পাই।

BanglaBook.org

অনেক পরে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি আর বাইরে আসি। কুয়াশা কিছুটা হালকা হয়েছে আর দশ পা দূরের জিনিস দেখা সম্ভব। চমৎকার বৃষ্টি ভাসছে বাতাসে। চূড়ার ফাটলে আমি পুড়ে যাওয়া ধূপকাঠির অবশিষ্ট নেভা অংশ আবিষ্কার করি, লাল কাপড়ে বাঁধা একটা শাখাও দেখতে পাই। আমি ভাবি এটা নিশ্চয়ই সেই জায়গা হবে মহিলারা যেখানে আসে পুত্রসন্তান কামনায়, পাহাড়ি মানুষজন যে স্থানটির নামকরণ করেছে লিংইয়ান।

আকাশের দিকে উঠে যাওয়া বিশাল স্তম্ভগুলো গাঢ় কুয়াশায় পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। আমি পাহাড়ের চূড়ার দিকে হেঁটে যাই এবং অকস্মাৎ কুয়াশার ভিতর আবির্ভূত হয় একটা মৃত্যু নগরী।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৬

তুমি আর কিছু নিয়ে কথা বলতে পারো না?

বলা হয়ে থাকে যে সেই আমলে, প্রভাবে ঘণ্টাধ্বনি, প্রদোষে ঢাকের গুমগুম আওয়াজ আর ধূপকাঠির ধোঁয়ায় বাতাস ভরে যেতো আর এখানে ছিলো এক হাজার সন্ন্যাসির থাকার স্থান এবং নয়শ' নিরানব্বই জন সন্ন্যাসি এই নির্জন অস্তিত্ব নিয়ে জীবন কাটাতো। এই মঠ শাসন করতো একজন শ্রদ্ধাভাজন সন্ন্যাসি আর তার মৃত্যুর দিনে বৌদ্ধদের বিপুল সমাবেশ হয়েছিলো এখানে।

বলা হয়ে থাকে যে সূত্র পাঠের ধ্বনিতে বাতাস পূর্ণ হয়ে ছিলো এবং সেই ধ্বনি পর্বতের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। হলে কোনো জায়গা অবশিষ্ট ছিলো না আর দেরিতে আসা মানুষেরা হাঁটু গেড়ে বসেছিলো প্রার্থনা করতে। আরো দেরি করে যারা এসেছিলো তাদের অপেক্ষা করতে হলো হলের বাইরে। ভক্তদের বিশাল এক স্রোত আসতেই থাকলো লাইন ধরে কিন্তু তারা মঠের ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলো না। সমাবেশ এমন হলো যা আগে আর কখনো দেখা যায়নি।

আর হাজার হাজার মানুষের এই প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে ঘটে যায় সেই শোকাবহ ঘটনাটি। কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারে না কিভাবে শুরু হয়েছিলো, কতোজন আগুনে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলো। কাজেই এই সংখ্যা কখনোই নিরূপিত হয়নি। যাই হোক না কেন তিনদিন তিন রাত নরকের মতো অগ্নিকাণ্ড বজায় রাইলো। তারপর চতুর্থবারের মতো বৃষ্টিপাত হলে আগুন নিভে গিয়ে ছাই পড়ে থাকলো। এই দুর্ঘটনার পর থেকে গেল এখনকার এই ধ্বংসাবশেষ এবং পাথরের একটা স্মারক ট্যাবলেট পরবর্তী প্রজন্মের তদন্তের নিমিত্তে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৭

এই ভাঙা দেয়ালের পিছনে আমার মৃত পিতা, মাতা ও মাতামহী বসেছিলো ডিনার টেবিলে আমার অপেক্ষায়। আমি অনিঃশেষ ভ্রমণ করছিলাম আর পরিবারের সাথে অনেক দিন পর্যন্ত যোগ দিতে পারিনি। আমি তাদের সাথে টেবিলে বসে কথা বলতে চাই সাধারণ পারিবারিক বিষয় নিয়ে ওইরকম ভাবে। যখন ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ে আমি আমার ছোটভাইয়ের সাথে টেবিলে বসে কথাবার্তা বলি যা শুধু পরিবারের মধ্যেই আলোচনা করা যায়। সেই সব দিনে, যখন খাবার সময় হতো, আমার ভ্রাতুস্পুত্রী সব সময় টেলিভিশন দেখতে চাইতো। সে এ কথা বোঝার পক্ষে ছোট ছিলো যে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান আক্রমণ করেছিলো আত্মিক দূষণকে আর প্রচারণা চালিয়ে ছিলো সমাজের সকল স্তরে। আমি অনেক টেলিভিশন এর খবর আর খবরের কাগজের খবর সম্পর্কে জানি। আমি কেবলমাত্র নিজের জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে চাই। কথা বলতে চাই ভুলে যাওয়া পারিবারিক বিষয় নিয়ে। যাহোক আমি আর আমার ছোটভাই দাদীর রান্না-করা আশ্চর্যজনক খাবার খেয়েছি।

আমি সতর্ক যে এই মুহূর্তে মৃত ব্যক্তিদের বিশ্বে আমি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছি এবং এই দেয়ালের ওপাশে রয়েছে আমার মৃত আত্মীয়-স্বজন। আমি আবার তাদের সাথে মিলিত হতে চাই, তদের সাথে বসতে চাই টেবিলে, এবং শুনতে চাই তাদের ব্যথা। আমি তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে চাই, দেখতে চাই তাদের চোখ। আমি জানি যে খাওয়া ও পান করা ভূতের বিশ্বে একটা প্রতীক, একটা ধর্মীয় আচারণ। আমি দেয়ালের ভগ্নাবশেষ যখন অতিক্রম করে যাই তখন তারা উঠে অদৃশ্য হয়ে যায় আরেক দেয়ালের ওপারে। আমি তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাই। এমন কি তাদের ফেলে যাওয়া খালি টেবিলটাও দেখতে পাই। আমি জানি ঠিক এখন তারা আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে ধ্বংসাবশেষের অন্য এক কক্ষে। আমি যেভাবে জীবন যাপন করছি তা অনুমোদন করে না তারা এবং তারা আমার ব্যাপারে উদ্বীগ্ন। তারা ফিসফিস করে কথা বলছে, কিন্তু যে মাত্র আমি শেওলা ধরা দেয়ালে গান পাতি তখনই তারা থেমে যায় আর যোগাযোগ করে

BanglaBook.org

তাদের চোখ দিয়ে। তারা বলে আমি এভাবে চলতে পারি না, আমার একটা স্বাভাবিক পরিবার প্রয়োজন। তারা আমার জন্যে একটা ভালো বুদ্ধিমতি বউ খুঁজে দেবে। আমার তাদের বলা উচিৎ যে তাদের উদ্বেগের কোনো দরকার নেই, আমি ইতোমধ্যেই মধ্যবয়সে পৌঁছে গেছি আর আমার জীবনের নিজস্ব ধরন গড়ে উঠেছে, এটাই আমার পছন্দ আর আমি পিছনে ফিরে যেতে পারি না। তারা যে জীবন যাপন করে গেছে আমি সেভাবে বাঁচাতে পারি না, তাদের জীবন মোটেও চমৎকার ছিলো না। এখনো, তাদের কথা না ভেবে আর তাদের দেখতে না চেয়ে আমি পারি না, তাদের কথা শুনতে না চেয়ে পারি না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৮

এখন আমি কি নিয়ে কথা বলবো?

আমি বলবো পাঁচশ' বছর পরে কি ঘটেছে যখন এই মঠ পরিণত হয়েছে ডাকাতদের গোপন আস্তানায়। তারা দিনের বেলায় গুহার ভিতর ঘুমাতো এবং রাতের বেলা জ্বলন্ত মশাল হাতে পাহাড় থেকে নেমে আসতো লুণ্ঠন করার জন্যে। পাহাড়ের পাদদেশে বাস করতো একজন সরকারি কর্মকর্তার মেয়ে যে, মস্তক মুণ্ডন না করেই, নিজেকে সমর্পন করেছিলো বৌদ্ধ ধর্মের একটা আচার-অনুষ্ঠানে। যাহোক, ডাকাত সর্দার তাকে দেখে ফেলেছিলো, তাকে সে নিয়ে যায় পাহাড়ে। এবং তাদের শিবিরের গৃহকর্ত্রী হতে জোর খাটায়। মেয়েটি প্রত্যাখ্যান করে, এমন কি মৃত্যুর হুমকির মুখেও, তাই প্রথমে তাকে ধর্ষণ করা হয় আর শেষে মেরে ফেলা হয়।

আমি কি নিয়ে কথা বলবো?

আমি পনের শ' বছর পিছনে ফিরে যাবো, প্রাচীন মঠ তৈরির আগের এক সময়ে যখন ওখানে ছিলো শুধুমাত্র একটা ঘাসের কুটির। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তার অফিসের ক্যাপ খুলে রাখে আর অবসর নেয় এখানে বসবাস করার জন্যে। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের ঠিক আগে সে পূর্ব দিকে মুখ করে দাও পন্থী শ্বাস অনুশীলন করতো। তারপর, মাথা উঁচুতে, সে এক প্রকার শিষ দিতো। খাঁটি শব্দ কাঁপতো শূন্য উপত্যকায় আর পর্বত শিখরে চড়া বানরগুলো তাতে সাড়া দিতো। মাঝে মধ্যে বন্ধুরা আসতো আর তারা মদিরার বদলে টোস্ট সহযোগে চা পান করতো, দাবা খেলতো অথবা চন্দ্রালোকে নির্ভেজাল মৌখিক বিতর্কে লিপ্ত হতো। যদিও বার্ধক্য পতিত হয়েছিলো তার ওপর তবুও এ নিয়ে সে ভাবতো না, আর কাঠুরের দল দূর থেকে তাকে দেখিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতো। সেই কারণেই এই জায়গাটিকে বলা হয় অমরতার পর্বত শীর্ষ।

এবং কি নিয়ে আমি কথা বলবো?

অর্ধ-শতাব্দী আগের কথা। এই বিশাল পর্বতমালা হয়তো রাজকীয় দেখায় কিন্তু মানব-বিশ্বের বিপর্যয়ের কারণে এও কখনো শান্তিতে থাকতে পারেনি। একটা কাউন্টির বিপ্লবী কমিটির নতুন নিযুক্ত পরিচালকের এক কুৎসিৎ চেহারার

BanglaBook.org

মেয়ে প্রেমে পড়েছিলো সাবেক এক ভুস্বামীর নাতির এবং, তার বাবার হুকুমের বিরুদ্ধে, তাকে বিয়ে করতে দৃঢ়চিত্ত হয়। তারা রেশন কুপন ও একটা ড্রয়ার থেকে নগদ একশ' সাত ইউয়ান চুরি করে। তারা পাহাড়ে পালিয়ে যায় এই বিশ্বাসে যে জমি চাষাবাদ করে তারা রক্ষাপাবে। বাবা, যে কি না প্রতিদিন শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ে নসিহত করতো, অনতিবিলম্বে জন নিরাপত্তা ব্যুরোকে নির্দেশ দেয় যুবকটির ফটো প্রচার করার জন্যে আর গোটা কাউন্টি সতর্ক হয়ে ওঠে তাকে গ্রেফতারের জন্যে। সমাস্ত্র গণ মিলিশিয়ার নজর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিলো প্রেমিক যুগলের। আর যে গুহায় তারা লুকিয়েছিলো সেই গুহাটা যখন ঘেরাও হয়ে গেল তখন সন্ত্রস্ত প্রেমিক একটা কুঠার দিয়ে প্রথমে তার প্রেমিকাকে বধ করে এবং পরে নিজেকে।

সে বলে সেও রক্ত দেখতে চায়। সে চায় তার মধ্যমা আঙুল একটা সূঁচে বিদ্ধ করতে। আঙুলটা হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত আর যন্ত্রনা সরাসরি সেখানে পৌঁছে যাবে। সে দেখতে চায় রক্ত বেরিয়ে আসছে ফিনকি দিয়ে, সমস্ত আঙুলটা লাল হয়ে যাচ্ছে। হাতের তালু ও পিঠ ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

তুমি জিজ্ঞেস করো তাকে কেন।

সে বলে কারণ তুমি দুর্দশাদায়ক।

তুমি বলো দুর্দশা তার ভিতর থেকেই আসে।

সে বলে তুমিও এর কারণ।

তুমি বলো তুমি শুধুমাত্র গল্প বলছো, তুমি কিছু করছো না।

সে বলে তুমি তার জৈবিক অসুস্থতা সৃষ্টি করছো! তুমি বলো তুমি বুঝতে পারো না কি তুমি করেছো।

সে বলে তুমি একটা ভণ্ড! আর এ কথা বলে সে উন্মত্তের মতো হাসতে আরম্ভ করে।

তার চেহারা তোমাকে শংকিত করে তোলে।

সে বলে সে তোমাকে রক্ত দেখতে বাধ্য করবে। সে চায় তার রক্ত কবজি বেয়ে গড়িয়ে পড়ুক, তার হাতের ওপর দিয়ে, তার বুকে। সে চায় রক্ত ঝরে পড়ুক তার শাদা স্তন বেয়ে, তার সারা দেহে ...

সম্পূর্ণ উলঙ্গ?

সম্পূর্ণ উলঙ্গ। রক্তের বন্যার ভিতর বসে। তার দেহের নিম্নাংশ, তার পা ও উরুর মধ্যে শুধু রক্ত, রক্ত, রক্ত! সে বলে সে ডুবতে চায়। সে বুঝতে পারে না কেন সে কামনা চরিতার্থ করে। সে চায় তুমি তার দেহের ভিতরে আসো। সে বলে তার আর লজ্জা নেই, ভয় নেই। সে বলে তোমাকে ভালোবাসে। সে চায়

BanglaBook.org

তুমি তাকে বলো তুমি তাকে ভালোবাসো। সে চায় তুমি কখনো এ কথা বলো না, তুমি এমন নিষ্ঠুর। তুমি চাও একজন মেয়ে মানুষ, কিন্তু সে চায় ভালোবাসা, এটা তার অনুভব করা প্রয়োজন তার সমস্ত দেহ-প্রাণ দিয়ে, তা যদি হয় তোমাকে নরক পর্যন্ত অনুসরণ করা তবুও। সে অনুনয় করে তুমি যেন তাকে ছেড়ে যেও না, তাকে পরিত্যাগ করো না, সে একাকীত্বকে ভয় পায়। তুমি কিছু বলতে পারো না তাকে খুশি করার জন্যে? তাকে খুশি করার জন্যে বলতে পারো না একটা গল্প?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৯

আমাকে অবশ্যই এই গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। উলিং রেঞ্জের প্রধান পিক, গুইঝৌ, সিচুয়ান, হুবেই ও হুনান প্রদেশের সীমান্তে, সমুদ্রতল থেকে ৩২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাত্রা ৩৪০০ পয়েন্ট আর সারা বছরে এক দিন বা-দুদিন আবহাওয়া ভালো থাকে। এটা একটা শীতল, স্যাঁতসেঁতে ও অশুভ স্থান। আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে মানুষের পৃথিবীর অগ্নি ও ধোঁয়ার কাছে—অনুসন্ধান করতে সূর্যালোক, উষ্ণতা, সুখ।

আমি টংগ্রেন অতিক্রম করে যাই। আমি অনেক সময় থাকি না, একটা বাসে উঠে পড়ি, আর প্রদোষে একটা স্টপে এসে পৌঁছাই যে জায়গাটার নাম ইউবিং। এখানে ব্যক্তিগত মালিকানায়-পরিচালিত কিছু সংখ্যক সরাইখানা সম্প্রতি চালু হয়েছে রেল স্টেশনের পাশে। তার একটিতে আমি একটা কামরা বাড়া করি।

রাত দুটোর সময় আমি কাইলি যাবার একটা ট্রেনে চড়ি এবং কয়েক ঘণ্টা পর মিয়াও স্বায়ত্বশাসিত জেলার রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছাই।

আমি জানতে পারি শিদং মিয়াও-তে ড্রাগন নৌকা উৎসব। এটা নিশ্চিত করলো প্রিফেকচারাল কমিটির একজন ক্যাডার। সে বলে এটা একটা বড় ঘটনা যা গত কয়েক দশকে অনুষ্ঠিত হয়নি এবং সে হিসেবে করে অন্তত দশ হাজার মিয়াও জাতিসত্তার লোক এতে জমায়েত হবে। পাশাপাশি থাকবে ঊর্ধতন প্রাদেশিক ও স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের সরকারি কর্মকর্তারা। আমি জানতে চাই কিভাবে সেখানে কি পৌঁছাতে পারি, সে বলে এটা প্রায় দুই শ' কিলোমিটার দূরে। আর সেখানে আমি কার ভাড়া না করলে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারবো না। আমি জানতে চাই তাদের সাথে আমি সেখানে যেতে পারি কি না। সে রাজী হয় না, তবে অনেকবার আবেদন করার পর সকাল সাতটায় দেখা করতে বলে গাড়িতে জায়গা হবে কি না দেখার জন্যে।

সকাল বেলা কমিটির অফিসে আমি পৌঁছাই দশ মিনিট আগেই, কিন্তু বিশাল আকৃতির গাড়িটার কোনো চিহ্ন নেই যেটা আগের দিন ভবনটার সামনে রাখা ছিলো। খালি ভবনে একমাত্র কর্তব্যরত যে লোকটিকে আমি খুঁজে পাই সে

BanglaBook.org

জানায় যে গাড়িটা অনেক আগেই চলে গেছে। আমি বুঝতে পারি আমার সাথে চালাকি করা হয়েছে। যাহোক বিপদে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে। আমি আমার Writers' Association কার্ডটা বের করি। এটা কখনো কোনো কাজে আসেনি। আমি মিথ্যার আশ্রয় নিই। কার্ড দেখিয়ে বলি যে আমি বেইজিং থেকে আসছি এই উৎসবের ওপর লেখালেখি করার জন্যে এবং তাকে বলি অবিলম্বে প্রিফেকচারাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে। সে আমার সম্পর্কে কিছুই জানে না, কয়েক স্থানে ফোন করে, আর ঘটনাক্রমে দেখতে পায় প্রিফেকচারাল প্রধানের গাড়িটা চলে যায়নি। আমি তার অফিস পর্যন্ত পথটুকু দৌড়ে যাই আর আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। প্রধান আগেই জানতে পেরেছিলো এবং কোনো জিজ্ঞেসবাদ না কররেই তার ছোট্ট গাড়িটায় আমাকে উঠে পড়তে বলে।

নগর ছেড়ে আসার পর খানাখন্দ ভর্তি একটা সড়ক ধরে আমরা এগিয়ে চলি। ট্রাক আর মোটর কারের দীর্ঘ বহর চলেছে সারা পথ জুড়ে। উড়ছে রাজ্যের ধুলো। বিভিন্ন পেশার লোকজন চলেছে আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। মধ্যাহ্নে এই বিশাল কাফেলা এসে পৌঁছালো ছিং-শুই নদীর প্রশস্ত তীরে অবস্থিত মিয়াও জনবসতিতে। হাইওয়ের উভয় পাশ রঙের বাহারে সাজানো হয়েছে। নানাবর্ণের পোশাক পরিহিত মিয়াও নারীরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে সবাইকে। হাইওয়ের পাশে একটা দোতলা ভবন, এটাই সরকারি অফিস। নদীর ভাটি বরাবর মিয়াওদের ঘরবাড়ি। গভর্নমেন্ট অফিসের বারান্দার নিচে অগণিত মানুষের মাথা। বিপুল সংখ্যক ড্রাগন নৌকা ভাসছে নদীর স্বচ্ছ, সবুজ জলের বুকে।

প্রিফেকচারাল প্রধানকে অনুসরণ করে আমি ভবনে প্রবেশ করি পুলিশের প্রহরা পার হয়ে। গ্রহণ করি ক্যাডার দলের উষ্ণ অভ্যর্থনা। উৎসবের সাজে সজ্জিত মিয়াও নারীরা গরম পানির বেসিন নিয়ে আসে আর প্রত্যেক অতিথিকে একটা করে নতুন সুগন্ধিযুক্ত তোয়ালে উপহার দেয় হাত-মুখ মোছার জন্যে। তারপর তারা আমাদের নতুন মৌসুমের চা পান করতে দেয়। এরপর খাবার-দাবার ওপানীয় পরিবেশন করা হয়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো পার্টি সেক্রেটারি ও নগর প্রধাণের সাথে, তারা উভয়েই কিছু চিনা ভাষায় কথা বলতে পারে, আর তারা আমার সাথে করমর্দন করে অন্যান্যদের সঙ্গে। ভোজন পর্বশেষ হলে আবারও চা পরিবেশন করা হলো। বেলা দুটো বেজে গেল এবং শীগগিরই শুরু হবে ড্রাগন নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। আমি সহজভাবে জনস্রোতে ভেসে নদীর তীরে চলে আসি এবং বাধ্য হই একটা ছোট নৌকায় লাফিয়ে উঠতে। সামনেই একটা ড্রাগন নৌকা যা তৈরি করা হয়েছে গাছের কাণ্ড দিয়ে। নৌকায়

BanglaBook.org

একই দিকে মুখ করে বসা তিরিশ জন মাঝি। সবার পরনে গাঢ়-নীল বর্ণ ট্রাউজার ও জ্যাকেট। মাথায় ছোট ছোট হ্যট। প্রত্যেকেরই চোখে রোদচশমা আর কোমরে চকচকে ধাতব বেল্ট। নৌকার মাঝখানে মেয়েদের পোশাক পরা এক বালক। নৌকার মাঝখানে মেয়েদের পোশাক পরা এক বালক। নৌকার গলুইয়ে কাঠের ড্রাগণের মাথা।

আতশবাজির শব্দ আর মানুষের হৈ চৈ ভেসে আসে চারদিক থেকে। গলুইয়ে বসা দলনেতা ঢাকে আঘাত করে আর মাঝিরা সব উঠে দাঁড়ায়। মধ্যবয়সী এক লোক ঊরু পর্যন্ত গভীর পানির মধ্যে নেমে তাদের এক বাটি করে সুরা উপহার দেয়।

আমি যখন দৃশ্য দেখার পাটাতনে ফিরে আসি তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। ড্রাগন নৌকাগুলো একে অন্যের সাথে খেলা করছে, যেন তারা প্রতিযোগিতা করছে না। দর্শণার্থী লোকজন অধৈর্য হয়ে পড়ে। কিছু সময় পর সূর্য অস্ত যাবে। তার পরেও ড্রাগন নৌকাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই পর্যায়ে কথা ওঠে যে আজ আর কোনো প্রতিযোগিতা হবে না আর লোকজনকে নদীর ভাটিতে তিরিশ লি পর্যন্ত যেতে হবে আগামীকাল।

আমি যখন থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিই, তখন একজন ক্যাডার আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললো যে আগামীকাল যেতে চাইলে আমি কোনো গড়ি পাবো না। আমি বললাম যদি গাড়ি না পাই আমি পায়ে হেঁটে যাবো। যাহোক, লোকটা ছিলো দয়ালু, আর স্থানীয় মিয়াও গ্রামের দুজন ক্যাডারকে ডেকে আনলো, তাদের ওপর আমার দায়িত্ব অর্পণ করলো, এবং বললো, 'যদি কিছু অঘটন ঘটে তবে তোমরা দায়ি থাকবে!'

যখন আমি ছোট প্রশাসনিক ভবনে ফিরে আসি তখন আর সেখানে কেউ ছিলো না আর তালা দেয়া ছিলো। এরপর চার পকেট যুক্ত ক্যাডার জ্যাকেট পরিহিত কাউকে আমি আর দেখতে পাই না যারা চিনা ভাষায় কথা বলতে পারে এবং অকস্মাৎ আমি নিঃসঙ্গতা অনুভব করি আর স্বাধীন ভাবে ঘুরতে থাকি জনবসতির ভিতর।

প্রত্যেক বাড়িতেই আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন চলছে। যেখানে অতিথির সংখ্যা বেশি সেখানে চেয়ার-টেবিল রাস্তার ওপর বসানো হয়েছে এবং দরোজার পাশে বালতি ভর্তি ভাত, বাটি ও চপস্টিক। প্রচুর মানুষ নিজেরাই খাবার নিয়ে খাচ্ছে আর কেউই লক্ষ্য করছে না। আমি ক্ষুধার্ত এবং আমি এক বাটি ভাত ও চপস্টিক তুলে নিই। সম্ভবত এটা মিয়াও ঐতিহ্য এবং এ ধরনের স্বাধীনতা আমি কমই উপভোগ করতে পেরেছি।

BanglaBook.org

রাতের বেলা নদীতীরে ঘুরতে ঘুরতে আমি হঠাৎ শুনতে পাই চিনা ভাষায় কেউ ডাকছে, 'বড় ভাই,' এবং কণ্ঠস্বরটা আমার খুব কাছেই মনে হয়। আমি ঘুরি আর দেখতে পাই চার বা পাঁচটা মেয়ে আমার উদ্দেশ্যে গান গাইছে। আরো একবার পরিষ্কার কণ্ঠে 'বড় ভাই'। এই পর্যায়ে আমি বুঝি এটাই একমাত্র চিনা ভাষা যেটুকু সে জানে, কিন্তু ভালোবাসা পেতে এই যথেষ্ট। আমি অন্ধকারে তার প্রত্যাশাপূর্ণ চোখ দেখতে পাই। আমার ওপর তা স্থির। মেয়েটির মুখটা এখনো শিশু সুলভ, উঁচু কপাল, উপর দিকে ওঠা নাক, ছোট্ট মুখ। যদি আমি সামান্য ইঙ্গিত করি সে আমার সাথে চলে আসবে আমি জানি। কিন্তু এই উদ্বিগ্নতা অবহনযোগ্য। আমি দ্রুত নিঃশব্দে হাসি, কোনো সন্দেহ নেই অত্যন্ত বিদঘুটে ভাবে, তারপর ঘুরে দাঁড়াই আর হেঁটে আসি, পিছন ফিরে তাকানো সাহস করি না।

আমি কখনো এ ধরনের ভালোবাসার সাক্ষাৎ পাইনি। এ নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু যখন বাস্তবে ঘটছে তখন আমি এর সাথে খাপ খাওয়াতে পারছি না নিজের।

মধ্যরাতের দিকে, নদীর তীরে, আমি ফ্লোরবোর্ডের ওপর শুয়ে আছি। আমি জানি না কখন নদীর ওপরকার আলো কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে আর আলো নেই তারকাপুঞ্জের। নদী আর অপর তীরের পর্বত-ছায়া এক হয়ে গেছে। রাতের হাওয়া শীতল আর ধারালো এবং একটা নেকড়ের ডাক শোনা যেতে পারে। আমি একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠি আর শুনতে পাই সতর্কতার সাথে যে নেকড়েটার ডাক তার সাথীর জন্যে মিলিত হবার সংকেত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪০

মেয়েটি বলে সে জানে না সুখ কাকে বলে এবং তার সমস্ত কিছুই আছে যা থাকা দরকার— একটা স্বামী, একটা পুত্র সন্তান, লোকজন যাকে মনে করে খাঁটি ছোট পরিবার। তার স্বামী একজন কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার এবং তুমি জানো এই মুহূর্তে কেমন উচ্চ সমাদরনীয় ওই পেশা। সে যুবক আর সক্ষম এবং লোকেরা বলে কোনো একটা পেটেন্ট করলে সে প্রচুর টাকা করতে পারবে শীগগিরই। কিন্তু মেয়েটি সুখী নয়। তিন বছর তার বিয়ে হয়েছে আর ভালোবাসা ও বিয়ের রোমাঞ্চ চলে গেছে। পুত্রটি, সময়, সময়, একটা বাধা। প্রথম যখন সে এ নিয়ে ভেবেছিলো তখন কঠিন ধাক্কা লেগেছিলো মনে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে এ ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যাহোক, সে তার ছেলেকে ভালোবাসে, আর এই ক্ষুদে প্রাণীটাই তাকে সান্ত্বনা দিতো একটু। সে ফিগার ঠিক রাখার জন্যে বুকের দুধ খাওয়ায়নি তার বাচ্চাকে। তার গবেষণা ইন্সটিটিউটে শাওয়ার নেবার জন্যে যখন সে শাদা গাউনটা খুলতো তখন অন্য নারী সহকর্মীরা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়তো।

আরেকটা শাদা গাউন, তুমি বলো।

তার এক নারী বন্ধু, সে বলে, সে সব সময় তার কাছে আসতো তার সমস্যার কথা বলতে। সে বলে সে ওইসব মহিলাদের পছন্দ করতে পারে না যারা রাতদিন বাচ্চাকাচ্চা আর পোশাকের কথা বলে আর তাদের স্বামীদের কথা। একজন নারী তার স্বামী ও সন্তানদের দাসী নয়। সে, অবশ্যই পোশাক বুনেছে তার সন্তানের জন্যে এবং এর সবটা শুরু হয়েছে এই থেকে, সে বলে, এই পুলওভার বোনা থেকেই শুরু হয়েছে তার সব সমস্যা।

এই পুলওভারে কি করেছে?

সে চায় তুমি তার কথা শোনো, কথার মাঝখানে বাধা দিও না, সে নিজেই জিজ্ঞেস করে এই মুহূর্তে কি বলছিলো সে।

তুমি পুলওভার নিয়ে কথা বলছিলে এবং সমস্যা শুরু হয়েছে এটা থেকে।

না, সে বলে, সে কেবল গির্জার গান আর বাদ্য শুনে শান্তি পায়। কখনো কখনো সে রবিবারে গির্জায় যায় আর তার স্বামীকে একনজর দেখতে দেয় বাচ্চাটাকে। সে বলে সে ওষুদ গ্রহণ শুরু করেছিলো আর নিয়মিত ঘুমের বড়ি খেতো। সে ক্লান্তি অনুভব করতো আর কখনো যথেষ্ট ঘুমাতে পারতো না, কিন্তু

BanglaBook.org

ঘুমের বড়ি খাবার পর ঘুম আসতো। যৌনতার দিক দিয়ে সে হতাশ নয়, কোনো ভুল করে না, আর স্বামীর সাথে রতি ক্রিয়ায় তার অর্গাজম্ হতো। এটা এমন নয় যে স্বামী তাকে তৃপ্ত করতে পারতো না, সে তোমার চেয়েও অনেক তরুণ ছিলো। কিন্তু, তার নিজের কাজ আছে, সে খুবই ক্যারিয়ার-ঘেঁষা আর উচ্চাকাংখী। কোনো পুরুষের পক্ষে উচ্চাকাংখী হওয়াটা কিছু ভুল নয়, কিন্তু সে গবেষণাগারে দরোজা আটকে থাকে আর প্রায়শই ওভারটাইম করে কারণ তার মনে হয় বাচ্চাটা ঘরে বেশি হৈ চৈ করে। মেয়েটি এত শীগগির বাচ্চা নিতে চায়নি কিন্তু স্বামী চেয়েছিলো, স্বামী তাকে ভালোবাসতো আর নিজের জন্যে তার কাছ থেকে একটা বাচ্চা চেয়েছিলো। সমস্যা সৃষ্টি হয় সেই বাচ্চা নিয়েই।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো এইভাবে, সে বলে, সে একটা পুলওভার বুনেছিলো যার. ডিজাইন করেছিলো সে নিজেই। সে এক সহকর্মীকে নিয়ে প্রদর্শনীতে গিয়েছিলো কিছু কেনা যায় কিনা দেখতে। সহকর্মীটি গিয়েছিলো তার সাথে, বলেছিলো তার বউয়ের জন্যে কিছু কিনবে। কিন্তু তাদের কিছুই কেনা হয়নি। যাহোক, লোকটা বলেছিলো বাচ্চার জন্যে তার বোনা পুলওভারটি দারুণ খাশা হয়েছে প্রদর্শণীতে রাখা বাচ্চাদের সব পোশাকের চেয়েও। তারপর থেকে এ নিয়ে সে ভাবতে আরম্ভ করে এবং একটা ফ্যাশন প্যাটার্ন বুক কেনে, আর একটা স্কার্ফ আর হাতাহীকন একটা পোশাক তৈরি করে কর্মস্থলে পরার জন্যে। লোকটা তার পোশাকের প্রশংসা করে বলে তার শুধু নিজের করা ডিজাইনের পোশাকই পরা উচিৎ। দু দিন পর একটা ফ্যাশন শো-এর দুটো টিকেট সে জোগাড় করে এনে মেয়েটিকে তার সাথে যাবার আমন্ত্রণ জানালো। ফ্যাশন শো-এর মডেলদের মাঝে শুরু হলো তাদের প্রেম।

সে চায় তুমি তার কথা শোনো, না, সে বলে লোকটা বলেছিলো সে ক্যাটওয়াকে মডেল হিসেবে অংশ নিলে অন্য মডেলরা আর জায়গা পেতো না। একদিন লোকটা আগাগোড়া তার দিকে তাকিয়ে তাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানায়।

কাজেই সে গিয়েছিলো। না, সে বলে, সে অস্বীকার করেছিলো, বাচ্চাকে নিয়ে আসার জন্যে তাকে নার্সারিতে যেতে হয়েছিলো। লোকটা তাকে বলেছিলো রাতে সে একা বাইরে গেলে তার স্বামী কিছু মনে করবে কি না। সে বলেছিলো না, কিন্তু সাধারণত রাতে বাইরে গেলে বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যায় আর বেশি দেরি করে না যাতে বাচ্চাকে ঘুম পাহাড়ে রাত বেশি না হয়। আরেক দিন দুপুরের বিরতি চলাকালে পরের দিন খাবার নিমন্ত্রন দেয় লোকটা তাকে।

সে আবার অস্বীকার করে।

BanglaBook.org

না, প্রথমে সে রাজী হয়েছিলো কিন্তু লোকটা তখন তাকে তার হাতকাটা গাঢ় নীলবর্ণ পোশাকটা পরে আসার জন্যে বলে।

সে রাজী হয়েছিলো ?

না, সে রাজী হয়নি এবং বলেছিলো সে সম্ভবত যেতে পারবে না। কিন্তু পরের দিন সে ওই নীল পোশাকটা পরে কাজে গেল এবং দুপুরের বিরতির সময় লোকটার সাথে তার জায়গায় গেল। সে জানতো না নীল পোশাকটার বিশেষত্ব কি। সে মনে করে না তার দেহটা তেমন সুন্দর এবং তার স্বামী তাকে নিয়ে হাসতো অতোটা সমতল হবার কারণে আর যথেষ্ট যৌন-আবেদনময়ী না-হবার কারণে। তাকে কি বাস্তবিক দেখতে অমন ভালো লাগে যখন সে এই পোশাকটা পরে ?

তুমি বলো পোশাক নয়।

তাহলে কি? সে বলে সে জানে তুমি কি বলবে।

তুমি বলো তুমি কিছুই বলোনি কিন্তু ব্যাপারটা পোশাকে নয়।

সে কি পরে তা নিয়ে তার স্বামীর আগ্রহ না থাকার কারণটাই আসল কারণ! সে বলে সে কাউকে প্রলুব্ধ করেনি।

তুমি বলো বস্তুতপক্ষে সে কাউকে ভালোবাসে না।

সে বলে সে কেবল তার বাচ্চাকে ভালোবাসে।

তুমি বলো সে শুধু নিজেকেই ভালোবাসে।

হয়তো, হয়তো না। সে বলে পরে সে চলে এসেছিলো আর নিজে থেকে সেই লোকের সাথে দেখা করেনি।

কিন্তু তারপরও সে দেখা করেছিলো?

হ্যাঁ।

এবং আবারও লোকটার জায়গায়?

সে বলে সে তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলো ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্যে—

তুমি বলো কথা বলে এ বিষয় পরিষ্কার করা কঠিন।

হ্যাঁ, না। সে বলে সে লোকটাকে ঘৃণা করতো এবং ঘৃণা করতো নিজেকে।

এবং আবারও মন্ত্রাবিষ্টতা ?

চুপ থাকো! সে রেগে উঠেছিলো, সে জানতো না সে কেন এ নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলো, সে চেয়েছিলো খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করে দিতে।

তুমি জানতে চাও কিভাবে এটা শেষ হয়েছিলো?

সে বলে সে জানে না।

BanglaBook.org

৪১

তার মৃত্যু হয়ে গেছে আমি এখানে আসার দুই বছর আগে। সেই সময় সে ছিলো এক শ' মিয়াও জনবসতির মধ্যে সর্বশেষ জীবিত Master of Sacrifice, কিন্তু গত কয়েক দশকে এমনভাবে আর কোনো পূর্বপুরুষ আত্মত্যাগ করেনি।

সর্বশেষ যেবার সে পূর্বপুরুষের আত্মত্যাগ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলো সেবার পরিবারের প্রধান পঁচিশজন লোককে পাঠিয়েছিলো চাল, সুরা ও খাদ্য বহনের জন্যে। কি চমকপ্রদ সময় ছিলো সেটা! সেইসব ভালো দিন গত হয়েছে এখন। সেইসব দিনের স্মৃতি তার মনে পড়ে। ষাঁড় জবাই করার আগে অলংকৃত একটা খুঁটি আগে মাটিতে পোঁতা হতো। পরিবারের সমস্ত সদস্য নতুন পোশাক পরতো আর বাঁশি ও ঢাক বাজানো হতো। সে গাঢ় রঙের একটা আলখাল্লা পরতো আর লাল রঙের একটা হ্যাট। সে ডান হাতে দোলাতো ব্রোঞ্জের একটা ঘণ্টা আর বাম হাতে ছুঁচালো-মাথার একটা পাতা, আহ্‌হ্‌—

ষাঁড় হে ষাঁড়
জন্ম নাও স্থির জলে,
বেড়ে ওঠো বালুময় তীরে,
তুমি নদী পার ওহ্‌ তোমার মায়ের সাথে,
তুমি পাহাড়ে চড়ো তোমার বাবার সাথে,
যুদ্ধ করো ঝিল্লির সাথে উৎসর্গের ঢাকের জন্যে,
যুদ্ধ করো প্রার্থণারত ম্যান্টিসের সাথে উৎসর্গের বাঁশির জন্যে,
যুদ্ধে যাও Three Slopes-এ,
আক্রমণ করো Seven Flats Bay-তে,
পরাস্ত করো ঝিল্লিকে,
বধ করো প্রার্থণারত ম্যান্টিসকে,
ছিনিয়ে নাও লম্বা বাঁশি,
চুরি করো বড়ো ঢাক,
লম্বা বাঁশি তোমার মায়ের প্রতি উৎসর্গ,
বড় ঢাক তোমার বাবার প্রতি উৎসর্গ,

BanglaBook.org

ষাঁড় হে ষাঁড়,
বহন করো তোমার পিঠে চার খণ্ড রূপা,
বহন করো তোমার পিঠে চার খণ্ড সোনা,
তুমি অনুসরণ করো তোমার মাকে,
তুমি অনুসরণ করো তোমার বাবাকে।
কালো গুহায় প্রবেশ করতে,
তুমি পাহারা দাও পর্বত অতিক্রম করে যাও মায়ের সাথে।
তুমি পাহারা দাও গ্রাম বাবার জন্যে,
নিষ্ঠুর অপদেবকে থামাতে মানুষের ক্ষতি করতে,
অশুভ আত্মাকে থামাতে পূর্বপুরুষের সমাধিতে প্রবেশ করতে,
যাতে তোমার মা শান্তি পাবে এক হাজার বছর,
যাতে তোমার বাবা উষ্ণতা পাবে একশ' প্রজন্ম।

লোকেরা ষাঁড়ের নাকে একটা দড়ি বাঁধে, বাঁশের স্তবক দিয়ে মুড়িয়ে দেয় শিং দুটো আর বাইরে নিয়ে আসে। পরিবারের সদস্যরা, প্রত্যেকেই নতুন পোশাকে, ষাঁড়ের প্রতি তিনবার কুর্নিশ করে। জোরে জোরে সে যখন এই গীত গাইছে তখন পরিবারের পুরুষ প্রধান একটা বর্শা তুলে নেয় আর বিদ্ধ করে ষাঁড়কে। তারপর, সমর্থ-দেহী সকল পুরুষ আত্মীয় একে একে বর্শাটা নেয় আর ষাঁড়টাকে বিদ্ধ করতে থাকে। রক্ত ছোটে, পশুটা উন্মত্তের মতো অলংকৃত খুঁটির চারপাশে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না ভেঙে পড়ে ও মারা যায়। তারা তখন মাথাটা কেটে নেয় আর ভাগ করে মাংস।

এখন তার দাঁত পড়ে গেছে এবং সে কেবলমাত্র সামান্য একটু পাতলা ফ্যান খেতে পারে। সে বাস্তবিকই একটা ভালো সময়ের ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে। তবে কেউই আর তার কাছে আসে না। যুব সমাজের প্রত্যেকেরই রয়েছে টাকা। তারা ফিল্টার-টিপ সিগারেট খাওয়া শিখেছে, আর ওইসব অশুভ কালো চশমাও। কিভাবে তারা এখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের কথা ভাবতে? যতো বেশি সে গান গায় ততোই সে বেদনা অনুভব করে।

সে চোখ বন্ধ করে আর তার সামনে দেখতে পায় এক জোড়া ষোলো-বছর বয়সী ড্রাগন কন্যা। তারা সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে এই জনবসতির। তাদের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ নদীর জলের মতো পরিষ্কার কিন্তু অবশ্যই বন্যার নদী নয়। আজকালকার দিনে বৃষ্টি হলে নদী খুব নোংরা হয়ে যায়। কারো পক্ষে উৎসর্গের জন্যে গাছ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কাজে বারো জোড়া বিভিন্ন

BanglaBook.org

ধরনের গাছ প্রয়োজন হয়। সবগুলোই হতে হয় এক উচ্চতার। শাদা কাঠ অবশ্যই হতে হবে শাদা দেবদারু এবং লাল কাঠ অবশ্যই ম্যাপল। যখন চেরাই করা হয়, শাদা দেবদারুর কাঠ হয় রূপা এবং ম্যাপলের কাঠ সোনা।

যাও! ম্যাপল ঢাক বাবা,
যাও! শাদা দেবদারু ঢাক মা,
ম্যাপলের সাথে,
শাদা দেবদারুর সাথে,
রাজাদের অপেক্ষমান স্থানে,
পূর্বপুরুষদের স্থানে,
ছো! উৎসর্গের প্রভু তরবারি বের করে,
তোলে তার তরবারি কাঠ চেরাই করতে,
সে পাহারা দিয়েছে ঢাক,
ডং - কা - ডং - ডং - ডং - ওয়েং,
ডং - কা - কা - ডং - ওয়েং,
কা - ডং - কা - ওয়েং - ওয়েং,
ওয়েং - কা - ডং - ডং - কা,

অনেক ছুরি আর কুঠার সারা রাত ধরে চেরাই করে। কয়েকটি নির্ধারিত আঘাতের পর, দুই ড্রাগন কন্যা তাদের অপূর্ব সুন্দর দেহবল্লরি নিয়ে আবির্ভূত হয়।

স্ত্রীর প্রয়োজন স্বামী,
পুরুষের প্রয়োজন নারী,
বাড়িতে যাও জন্ম দিতে,
শান্তভাবে সৃষ্টি করো মানুষ,
শেকড় ওপড়াতে দিও না,
বীজ ঝাড়ুর সাথে চলে যেতে দিও না,
লালন-পালন করো সুন্দর সাতটি মেয়ে,
লালন-পালন করো সুদর্শন নয়টি ছেলে।

BanglaBook.org

৪২

দিনটা খুব চমৎকার, আকাশে সামান্য এক ফোটাও মেঘ নেই আর সমস্ত কিছু পরিষ্কার ঝকঝকে। স্বপ্নটা এই রকম। তুমি একটা চূড়ার তলদেশে, এক পথে হাঁটছো এবং অন্য পথে, কিন্তু ওপরের পথটা পাচ্ছো না। তুমি দেখতে পাও নিজেকে কাছে আসছে এবং তার পর অকস্মাৎ তুমি আরো দূরে সরে যাচ্ছো। শেষ পর্যন্ত তুমি চেষ্টা ছেড়ে দাও আর পা দুটো পাহাড়ের পথে তোমাকে নিয়ে যেতে দাও। যখন এটা চূড়ার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তুমি হতাশা বোধ এড়াতে পারো না কিছুতেই। তোমার কোনো ধারণা নেই তোমার পায়ের নিচের পাহাড়ি পথ কোথায় তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যে কোনো ব্যাপারই হোক না কেন বস্তুত পক্ষে তোমার তো কোনো গন্তব্য নেই।

তুমি সোজা হেঁটে যাও আর রাস্তাটা চলে গেছে চক্রাকারে প্রকৃত পক্ষে তোমার জীবনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কখনো কিছু নেই। তোমার সব লক্ষ সময়ের সাথে সাথে বদলাতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য আর কিছু থাকে না। খুব চমৎকার তোমাকে তোমার পা যেখানে নিয়ে যায়। যতক্ষন দেখার মতো কিছু থাকে সামনে।

দু'পাশে লাল বেরিবেরি ফলের বন কিন্তু এখন বেরি তোলার মৌসুম নয় এবং বেরি যখন পাকবে তুমি জানো না তখন তুমি কোথায় থাকবে। কেউ বলতে পারে এ বছরের বেরি পরবর্তী বছরের বেরি নয় এবং আজকের অস্তিত্বশীল ব্যক্তি গতকাল অস্তিত্বশীল ছিলো না। কিন্তু এসব প্রশ্নের জটলা দার্শণিকদের জন্যে তোলা থাক এবং তুমি তোমার পথে চলতে থাকো। সারাটা পথ পাহাড়ের ওপর দিকে আর তুমি ঘামতে শুরু করো। যাহোক, অকস্মাৎ তুমি একটা বেড়ার ধারে এসে পৌঁছাও এবং বেড়ার ভিতরের ছায়াসমূহের দিকে তাকিয়ে তোমার হৃৎপিণ্ডে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়।

তুমি আশা করোনি যে বাড়ির কাঠের পাইলনের নিচে লম্বা পাথরের ধাপের ওপর মানুষের ভিড় বসে থাকবে এবং তুমি কেবল তাদের আড়াআড়ি ভাজ করা পায়ের সামনের স্থানটুকু দিয়েই চলাচল করতে পারো। কেউ তোমার দিকে তাকায় না, তাদের দৃষ্টি আনত করে রাখে সূত্র উচ্চারণ করার সময়, *নান-নান-না-না*। মনে হয় তারা শোক করছে। তুমি পাথুরে ধাপের ওপরে ওঠো আর

BanglaBook.org

কোনের দিকে একটা গলি অনুসরণ করো। দুই পাশের কাঠের বাড়িগুলো শীর্ণ আর ঠাশাঠাশি করে আছে একটা আর একটার সাথে, এভাবে রক্ষা পাচ্ছে ভেঙে পড়া থেকে। কিন্তু যদি ভূমিকম্প হয় অথবা ভূমিধ্বস তাহলে একটার পতন হবে সামগ্রিক পতনের কারণ।

বৃদ্ধ লোকেরা একজন আরেকজনের পাশে বসে আছে ঠিক এই রকম। একজনকে ঠেলা দিলে সবাই পড়ে যাবে। মন্ত্রোচ্চারণের মাঝখানে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেড়ালের মতো থাবা বাড়ায় তোমার দিকে, মুঠিতে ধরে তোমাকে আর তোমার হেঁটে যাওয়া অব্যাহত রাখার বলপ্রয়োগ করে। তুমি বুঝতে পারো না শব্দটা কোত্থেকে আসে কিন্তু দেখতে পাও একটা দরোজায় ঝুলছে কাগজের টাকা আর দরোজার পর্দার ফাঁক দিয়ে ধূপকাঠির ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। মনে হয় কেউ মারা গেছে।

হেঁটে চলা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। লোকেরা এখন আরো বেশি একসাথে হয়ে বসে আছে আর পা রাখার কোনো জায়গা নেই। তুমি দম আটকে সাবধানে এক পা ফেলো, তারপর আরেক পা।

তুমি তাদের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাও কিন্তু তারা কেউ তোমার দিকে তাকায় না। তারা পাগড়ি ও স্কার্ফ পরে আছে বলে তুমি তাদের মুখ দেখতে পাও না। এই পর্যায়ে তারা সবাই গাইতে শুরু করে। মনোযোগ সহকারে শুনে শব্দগুলো তুমি বুঝতে পারো।

এসো তোমরা সবাই,
এক দিনে ছয় রাউণ্ড,
এক রাউণ্ড চলে ছয় বার,
নেদারল্যাণ্ডে,
তোমরা সবাই অবশ্যই আসবে সাহায্য করতে।

তীক্ষ্ণস্বরে গানের ধুয়া তুলেছিলো এক বৃদ্ধা মহিলা ঠিক তোমার সামনে দরোজার চৌকাটে বসে আছে। তার কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। তার কাঁধের ওপর একটা কালো কাপড় ফেলে রাখা, তার মাথা সম্পূর্ণ ঢাকা, এবং কম্পিত একটা হাত একটা হাঁটুর ওপর আঘাত করছে তার দেহ ধীর গতিতে সামনে ও পিছনে দোলার সাথে সাথে সময়ে সময়ে গানের তালে। তার পাশের জায়গায় এক বাটি পানি, চালভর্তি বাঁশের একটা চোং, আর ছিদ্রের সারিযুক্ত এক স্তূপ চৌকো খশখশে কাগজ। বাটিতে সে একটা আঙুল ভেজায়, একটা কাগজের চৌকো টাকা তুলে নেয় আর বাতাসে উড়িয়ে দেয় সেটা।

BanglaBook.org

কখন তোমরা সবাই আসবে,
কখন তোমরা সবাই যাবে,
পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত,
পূর্বের ঢালু পর্যন্ত,
একটা বিপর্যয়, এক ক্ষয়ক্ষতি,
একজন মানুষকে হত্যা করতে
নেয় না অর্ধ-সের চাল,
একজন মানুষকে রক্ষা করতে
নেয় না অর্ধ-খানা চুল,
সবাই আসে সাহায্য করতে কারণ সমস্যা
আর দুর্দশা দেখা দিয়েছে
দয়া করে তোমরা সবাই আসো!

তুমি অতিক্রম করে যেতে চাও। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গান গাইছে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তোমার প্রতি অঙ্গভঙ্গি করছে। মুরগির পায়ের মতো আঙুল বাড়িয়ে মুঠি করে ধরতে চায় তোমাকে। তুমি জানো না কোত্থেকে সাহস আসে তোমার মধ্যে, কিন্তু তুমি তার হাত ঠেকা দাও আর তার মাথা ঢেকে রাখা কাপড়টা তুলে ফেলো। এরপর একজনের পর একজন এই বৃদ্ধ মানুষেরা তোমাকে ঘিরে ফেলে। তারা হামলা চালায় তোমার ওপর, তাদের গলার ভিতর শব্দ পেঁচিয়ে যায়। তুমি তাদের এক পাশে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে বাধ্য হও, আর একজনের পর একজন করে তারা পড়ে যেতে থাকে, যেন কাগজের তৈরি, শব্দহীন। তুমি অকস্মাৎ বুঝতে পারো যে পর্দাযুক্ত দরোজার পিছনে, কাঠের তক্তার ওপর শুয়ে থাকা মানুষটা তুমি। তুমি এভাবে মরা প্রত্যাখ্যান করো, অবশ্যই তোমাকে অতিদ্রুত মানুষের জগতে ফিরে যেতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪৩

মিয়াও জনবসতি ছেড়ে আমি হেঁটে চলি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই নির্জন পাহাড়ি পথ ধরে। বাস আর ট্রাকের বহর কদাচিৎ চোখে পড়ে আর আমি সংকেত দিলেই কোনোটা থামবে না।

সূর্য এর মধ্যেই পাহাড়েরর উঁচু দেয়ালের পিছনে ডুবতে শুরু করেছে আর হিম-শীতল পাহাড়ি বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে চার পাশে। উপরে-নিচে কোথাও কোনো গ্রাম চোখে পড়ে না আর রাস্তায় কাউকে হাঁটতে ও দেখা যায় না। আমি জানি না কাউন্টি শহর আর কতো দূর কিংবা আমি সেখানে অন্ধকার নেমে আসার আগেই পৌঁছাতে পারবো কি না। আমি যদি- কোনো গাড়ি থামাতে না-পারি এখন, তাহলে রাত কাটানোর কোনো জায়গা পাওয়ার বিশাল সমস্যায় পড়ে যেতে হবে আমাকে। আমার ব্যাকপ্যাকে ক্যামেরাটির কথা আমার মনে পড়ে। আমি একজন সাংবাদিক—এই ভান করা থেকে কি আমাকে থামাতে পারে ? হয়তো এতে কাজ হবে।

অবশেষে আমি পিছন থেকে একটা যানবাহন আসার শব্দ শুনতে পাই, কাজেই আমি রাস্তার মাঝ খানে গিয়ে দাঁড়াই এবং আমার ক্যামেরা গাড়তে শুরু করি। একটা ট্রাক ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে আসে, গতি না কমিয়েই এগিয়ে আসতে থাকে। ঠিক আমার ওপর উঠে আসার পূর্ব মুহূর্তে সেটা থেমে যায়।

'চুদি তোকে, ভাবছিস ওভাবে গাড়ি থামানো যায়? তুই কি বাঁচতে চাস না?' ড্রাইভার গাড়ির জানলা দিয়ে মাথা বের করে দেয় আমাকে গালাগালি দেবার জন্যে। সে একজন হান চিনা আর আমি তার সাথে ভাষা বিনিময় করতে পারি।

আমি তাড়াতাড়ি করে কেবিনের দরোজায় উঠে পড়ি, ব্যাখ্যা দেবার জন্যে, 'ড্রাইভার, আমি বেইজিং থেকে আসা একজন সাংবাদিক মিয়াওদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছি। আমার জরুরি একটা কাজ বেধেছে, বস্তে কাউন্টি শহরে যেতে হবে একটা টেলিগ্রাম করতে!'

লোকটার চওড়া মুখ, চৌকো চোয়াল আর বিশাল মুখের হা। এ ধরনের লোকজনকে হাত করা কঠিন কিছু নয়। সে আমার দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

'ট্রাকে শুওর ভর্তি আর মানুষ নেয়া যাবে না। আর আমার ট্রাক কাউন্টি শহরের দিকে যাচ্ছে না।' আমি অবশ্য শুওরের ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। 'কসাইখানার আগে যে কোনো জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

সে অনিচ্ছুকভাবে তাকায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরোজা খোলে। আমি দ্রুত তাকে ধন্যবাদ জানাই আর লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ি।

আমি তাকে একটা সিগারেট সাধি, কিন্তু সে নেয় না। আমরা কোনো কথা না বলে কিছু দূর পার হয়ে আসি। নিরাপদে আসন নিয়ে বসে, এখন আরও কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই আমার। যাহোক থেকে থেকে সে আমার ক্যামেরাটার দিকে তাকায়। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে বেইজিং অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাংবাদিকদের পাঠানো একটা বিশেষ ব্যাপার।

আমার ধারণা সে আমাকে জালিয়াত মনে করছে। আমার হাসি পায়। কিছু একটা নিয়ে আমাকে মগ্ন থাকতে হবে, নইলে এই ভ্রমণটা সম্পূর্ণ বিরক্তিকর ঠেকবে।

সে হঠাৎ আমার দিকে তাকায় আর শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'কোথায় আসলে আপনি যাচ্ছেন?'

'কাউন্টি শহরে!'

'কোন কাউন্টি শহর ?'

আমি যখন মিয়াও রাজার গাড়িতে এসেছিলাম তখন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি আর এখন কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। 'আমাকে যেতে হবে সবচেয়ে কাছের কাউন্টি কমিটির রিসিপশন অফিসে!' আমি বলি।

'তাহলে ট্রাক থেকে নেমে যান।' আমি ঠিক বুঝতে পারি না সে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে না কি মজা করছে।

ট্রাকের গতি কমে গেল আর থেমে যায়। 'আমি এখানে মোড় ঘুরবো,' সে যোগ করে।

'তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ট্রাকটা?'

'শুওর ক্রেতা কোম্পানির নিকট।' সে দরোজা খুলে দেয় আমার বেরিয়ে যাবার জন্যে।

আমি দেখি যে সে কৌতুক করছে না। আমার পক্ষে ওখানে বসে থাকাও ঠিক হবে না। নেমে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করি, 'আমরা কি মিয়াও অঞ্চল পার হয়ে এসেছি?'

BanglaBook.org

'অনেক আগেই। এখান থেকে দশ লি দূরে শহর। সন্ধ্যা হবার আগেই আপনি ওখানে পৌঁছাতে পারবেন।' শীতল কণ্ঠে সে বলে।

সশব্দে দরোজা বন্ধ হয়ে যায় এবং পাশের রাস্তায় চলে যায় ট্রাকটা আর ধুলোর মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায় দূরে।

আমি যদি একা একজন মেয়েমানুষ হতাম তাহলে এই ড্রাইভার এতটা শীতল হতো না। আমি জানি এই ধরনের পাহাড়ি পথে মেয়েদের অপহরণ ও ধর্ষণ করে গাড়ির চালকরা।

সূর্য অস্ত গেছে পাহাড়ের আড়ালে। আঁধার হয়ে আসা আকাশে লেগে আছে মাছের পরিমাপ যন্ত্রের মতো আকৃতিবিশিষ্ট এক টুকরো মেঘ। সামনে দীর্ঘ এক ঢালু জায়গা। আমার পিঠবেয়ে ঘাম ঝরছে। আর কোনো যানবাহন আমার প্রত্যাশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি একটু বিশ্রামের জন্যে থামি আর সারা রাত হাঁটার প্রস্তুতি নিই।

পাহাড়ের ওপর আমার মতোই আর কারো সাথে দেখা হবে বলে আমি আশা করিনি। সেও পৌঁছায় প্রায় আমার সাথে একই সময়ে। তার চুল আগাছার মতো হয়ে গেছে আর বেশ কয়েক দিনের না কামানো মুখ। তারও রয়েছে একটা ব্যাগ, পার্থক্য আমার ব্যাগটা পিঠে ঝোলানো, তারটা হাতে। ধুলো লাগা ট্রাউজার তার পরনে, কয়লা খনি কিংবা সিমেন্ট কারখানার শ্রমিকরা যে ধরনের ট্রাউজার ব্যবহার করে। আমার ক্ষেত্রে, আমি এই জিন্স পরে আছি ভ্রমণ শুরুর দিন থেকে আর এগুলো ধোয়া-কাচা হয়নি বিগত কয়েক মাস।

যে মুহূর্তে আমাদের চোখে চোখ পড়ে, আমি অনুভব করি সে খারাপ লোক। সে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে দেখে, তারপর তার দৃষ্টি দ্রুত আমার ব্যাকপ্যাকের ওপর পড়ে। সহজাত কারণে আমিও আগাগোড়া তাকে দেকে নিই। যে ব্যাগটা সে বহন করছে সেটার ওপর আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, ওটার ভিতর কি মারাত্মক কোনো অস্ত্র আছে? আমি তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে, সে কি পিছন থেকে আমাকে আক্রমণ করবে? আমি থেমে দাঁড়াই আমার পথে।

আমার ব্যাগটা হালকা নয়। আমি কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামাই। হাতে ধরি। আর রাস্তার পাশের ঢালু স্থানে বসি। আমি গভীর করে শ্বাস গ্রহণ করি। সেও গভীর শ্বাস নেয় আর অপর পাশে একটা পাথরে ওপর বসে। আমাদের দুজনের মাঝখানে ব্যবধান দশ পদক্ষেপের বেশি নয়।

সে আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী তা পরিষ্কার বোঝা যায় এবং সত্যিকারের একটা লড়াই যদি হয় তবে আমি এঁটে উঠতে পারবো না। যাহোক আমি ইলেকট্রিশিয়ানের ছুরিটার কথা স্মরণ করি যেটা ভ্রমণের সময় সর্বদা সাথে

BanglaBook.org

রাখি। এটা চমৎকার আর আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে আমি ব্যবহার করতে পারি। আমি মনে করি না সে একটা ভয়ংকর অস্ত্র বের করতে পারবে এবং যদি সে একটা ক্ষুদ্র ছুরি বের করে তবে সে জিততে পারবে না। আমি যদি তাকে পরাস্ত করতে না পারি তাহলে আমি ঘুরে দৌড় দিতে পারি, কিন্তু এতে সে উৎসাহিত হবে এবং এতে মনে হবে যে আমার কাছে টাকা-পয়সা আছে। আমি তার দৃষ্টি দেখে বলে দিতে পারি আমার পিছনে কেউ নেই, কোনো যানবাহন আসছে না আর ঠিক তার পিছন দিকটার মতোই নির্জন।

আমি একটা সিগারেট ধরাই এবং বিশ্রামের ভান ধরি। সেও তার ট্রাউজারের পিছনের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে। আমরা কেউই সরাসরি কারো দিকে তাকাই না কিন্তু উভয়েই একে অন্যকে লক্ষ্য করি চোখের কোন দিয়ে।

আমার কাছে মূল্যবান কিছু আছে কি-না নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেবে না। কিন্তু লড়াই একটা হবেই। আমার কাছে টাকা থাকলে এই যন্ত্রণা থেকে আমি অনেক আগেই রেহাই পেতাম। আমার জাপানি ক্যামেরাটাই শুধু ভালো অবস্থায় আছে, কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নেবার মতো মূল্যবান নয় তা। আমার কাছে নগদ আছে একশ' ইউয়ান, কিন্তু এত অল্প টাকার জন্যে আহত হওয়া পোষায় না। আমি আমার ধুলোয় আচ্ছন্ন জুতোর দিকে তাকাই আর তার ওপর ধোঁয়া ছাড়ি। আমার ঘামের ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগে পিঠে আর শুনতে পাই পাহাড়ি বাতাসের প্রলম্বিত গর্জন।

আমার কিছুই নেই যা ডাকাতি হতে পারে। আমি সিগারেটে লম্বা টান দিই, শেষ টুকরোটা ছুড়ে ফেলি। সেও তার সিগারেটে শেষ টান দেয়, তারপর শেষ টুকরোটা ছুড়ে ফেলে।

এর পর আমরা উভয়েই উঠে দাঁড়াই। কেউ কারো জন্যে পথ ছেড়ে দিই না আর উভয়েই রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকি। তারপর একে অপরের গা ঘেঁষে চলে যাই।

BanglaBook.org

৪৪

মেয়েটি বলে সে বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। যখন সে চুল আঁচড়ায় আর সকাল বেলায় মুখ ধোয় আয়নার সামনে তখন তার চোখের কোনে গভীর দাগ দেখতে পায় যা মেক-আপে লুকানো যাবে না। আয়না তাকে বলে তার জীবনের সেরা বছরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে যদি কাজে যেতে না হতো তাহলে সকালে সে বিছানা ছেড়ে উঠতো না, কারো সাথে দেখা করতে চাইতো না।

তুমি বলো তুমি বুঝতে পারো।

না, তুমি সম্ভবত বুঝতে পারো না, সে বলে তুমি সম্ভবত বুঝতে পারো না একজন নারীর হতাশা যখন সে অনুভব করে কেউ তাকে ভালোবাসে না। সে একাকীত্ব সহ্য করতে পারে না। সে বেঁচে থাকায় উদ্বিগ্ন, এই আকুতির অনুভূতি কি তুমি বোঝে? না, তুমি বোঝো না।

সে বলে কেবল রাতের বেলা ড্যান্স ফ্লোরে সে চোখ বন্ধ করে আর তার সঙ্গীর স্পর্শ নিয়ে অনুভব করে নিজেকে জীবন্ত। সে জানে কেউ তাকে ভালোবাসে না সত্যিকার অর্থে। সে পুরুষদের চেনে, যখন তোমার মেয়েমানুষ দরকার তখন তোমার কথাগুলো হবে মধুর মতো মিষ্টি, তারপর নিজে তুমি তৃপ্ত হবার পর, মেয়েটিকে তুমি ফেলে রেখে ছুটবে নতুন রোমাঞ্চের খোঁজে। যখন তুমি সুন্দর তরুণীদের দেখ তখন আবার তুমি কথা বলতে ও হাসতে শুরু করো। কিন্তু একজন নারীর যৌবন কতো বছর থাকে? এই হলো মেয়েদের ভাগ্য। কেবলমাত্র রাতের বেলা, তোমার বিছানায়, যখন তুমি তার চোখের কোনের দাগ দেখতে পাও না এবং সে তোমাকে আনন্দ দেয়, তখন কেবল তুমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কথা বলো। কেবল শোনো তার কি বলার আছে! সে বলে সে জানে তুমি নিস্কৃতি পেতে চাও তার থেকে, যে তার থেকে পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা সহজ করার অজুহাত তৈরি করছো তুমি। কিছু বলো না!

তুমি আয়েশ করতে পারো, সে বলে সে ওই ধরনের মেয়েমানুষ নয় যে আকড়ে ধরবে তোমাকে আর চলে যেতে দেবে না। সে অন্য পুরুষদের খুঁজে নিতে পারে। সে জানে তুমি কি বলতে চাও। তুমি কাজ সম্পর্কে তাকে কিছু বলো না। যখন সে পুরুষ খুঁজে পাবে না তখন সে একটা কাজ খুঁজে নেবে।

BanglaBook.org

কিন্তু সে অন্য লোকদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলিয়ে বিরক্তি উৎপাদন করবে না। সে ধর্মযাজিকা হবে না। তোমার হাসার ভান ধরার দরকার নেই। আজকাল মন্দিরগুলো অতি-তরুণী না হলে গ্রহণ করে না বিদেশীদের জন্যে এর সবটাই লোক দেখানো ব্যাপার। আজকালকার ধর্মযাজিকরা বিয়ে করে আর পারিবারিক জীবন থাকে সবার। সে নিজেকে নিজেই দেখে রাখতে পারে আর বিয়ে না করেই একটা সন্তান নিতে পারে একটা জারজ। শোনো সে কি বলছে!

তুমি নিশ্চিত ভাবেই তাকে একটা সন্তান দিতে পারো ? সে চায় তোমার একটা বীজ, তুমি তাকে দেবে তা ? তুমি সাহস করো না, তুমি ভীত। তোমার উৎকণ্ঠিত হবার দরকার নেই, সে বলবে না সন্তানটা তোমার, তার কোনো পিতা থাকবে না, আর হবে তার মায়ের লাম্পট্যের ফল। বাচ্চাটা কখনো জানবে না কে তার বাবা।

সে শূন্য, সে বলে, তার কোনো অনুভূতি নেই। তার কোনো পরিতাপ নেই, সে বেঁচে আছে আর সেই টুকুই সব। তুমি নিষ্ঠুর, কিন্তু তার কোনো অনুতাপ নেই এবং দোষ দেয় শুধু নিজেকেই। কে তাকে নারী হয়ে জন্মাতে বলেছিলো ? সে তোমার মতো নয়, মৃত্যু ভয়ে ভীত, ভীরু। তার হৃদয় এসবের আগেই মারা গেছে।

চলে যাও যদি তুমি রেহাই পেতে চাও তার থেকে! তাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলা বন্ধ করো! এসব তাকে কোনো সান্ত্বনা দেবে না। সে বলে সে প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করছে না, সব কিছুই সে রেখে যাবে। নারীরা পুরুষের চেয়েও অধিক অনুভূতিপ্রবণ। সে নারী হবার জন্যে দুঃখ করে না। শুধু তাকে মনে রেখো, মনে রেখো তোমাকে দেয়া তার ভালোবাসার কথা, সে জানে তুমি আর ভালোবাসো না তাকে, কাজেই তার চলে যাওয়াই সর্বোত্তম। সে বলে সে চলে যেতে চায় বন-প্রান্তরে একা, যেখানে কালো মেঘ মেশে সড়কে, সড়কের শেষে। মেঘের ছায়ার নিচে সে নির্জন সড়কে হেঁটে যাবে যেখানে তার পা নিয়ে যাবে তাকে।

BanglaBook.org

৪৫

'তুমি চলে যাচ্ছো?' সে জিজ্ঞেস করে।

'বাসটা কি সাতটায় ছাড়ে না?' আমি উত্তর দেবার বদলে জানতে চাই।

'হ্যাঁ, কিন্তু এখনো কিছু সময় হাতে আছে।' সে যেন নিজের সাথেই কথা বলে।

আমি আমার ব্যাকপ্যাক প্রস্তুত করছি, নোংরা কাপড়-চোপড় বাণ্ডিল করে তার ভিতর রাখি। এই কাউন্টি শহরে আমার আরো দুটো দিন থাকার ইচ্ছা ছিলো কাপড় পরিষ্কার করা ও অবসাদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে। আমি জানি সে ঠিক আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্য করছে আমাকে, কিন্তু আমি তাকাই না, ভয় পাই তার দৃষ্টিতে আটকা পড়ে যাবো, ছেড়ে যেতে পারবো না।

ছোট গেস্টরুমে একটা সিঙ্গল বেড আর জানলার পাশে একটা টেবিল। আমি মাত্রই তার কামরা থেকে এসেছি, গতরাতটা ওখানেই কাটিয়েছি, এবং তার বিছানায় শুয়ে তার সাথে প্রভাবে তার প্রথম আলো দেখেছি জানলা দিয়ে।

আমি পাহাড় থেকে একটা বাসে করে এই ছোট কাউন্টি শহরে এসেছিলাম সন্ধ্যার আঁধারে। শহরের একমাত্র লম্বা স্ট্রিটে, ঠিক জানলার নিচেই, তার সাথে আমার দেখা হয়। দোকানগুলোর শাটার সব তোলা ছিলো আর রাস্তায় মানুষজন ছিলো খুব কম। সে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো এবং তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সাংস্কৃতিক কার্যালয়টা কোথায়। আমি থাকার জায়গা খুঁজছিলাম কিন্তু সেটা পাওয়া মুশকিল বলেই মনে হচ্ছিলো। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলো। তুমি বলতে পারতে না যে সে চমৎকার সুন্দরী কিন্তু তার মুখমণ্ডল অত্যন্ত প্রীতিকর।

সে বলেছিলো আমি তার সাথে যেতে পারি এবং জিজ্ঞেস করেছিলো সেখানে কার সাথে আমি দেখা করতে চাই। আমি বলেছিলাম যে কাউকে পেলেই হবে কিন্তু প্রধান ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারলেই বেশি ভালো হয়। সে জিজ্ঞেস করেছিলো কেন আমি প্রধানের সাথে দেখা করছে ইচ্ছুক এবং আমি বলেছিলাম আমি উপাদান সংগ্রহ করছি। কি ধরনের উপাদান আমি সংগ্রহ করছি ? সে এছাড়াও আমার কাছে জানতে চায় আমি কি করি আর কোথেকে আমি এসেছি। আমি বলেছিলাম আমার পরিচয় পরীক্ষা করার কাগজপত্র আছে।

BanglaBook.org

'আমি তোমার কাগজপত্র দেখতে পারি?' সে তার ভুরু কপালে তোলে আর মনে হয় আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।

আমার Writers' Association-এর সদস্য কার্ড শার্টের পকেট থেকে বের করে তাকে দেখাই। যাহোক, মিয়াও জনবসতিতে আমার কার্ড দেখিয়ে বেশ কাজ হয়েছে এবং আমার অভিজ্ঞতা বলে এটা কখনো কখনো উপকারে আসে। বিশেষ করে যাকে দেখানো হচ্ছে সে যদি হয় নারী।

সে বস্তুত পক্ষে সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে কার্ডের আলোকচিত্রের সাথে কোনো মিল আছে কিনা।

'তুমি একজন লেখক?' সে বলে, তার মুখ প্রশান্ত। 'আমি দেখতে বন মানুষ শিকারিদের মতো,' আমি বলি, চেষ্টা করি তার সাথে কৌতুক করার।

'আমি সাংস্কৃতিক কার্যালয়ে কাজ করি,' সে ব্যাখ্যা দেয়। এটা সৌভাগ্য। 'আমি তোমার নাম জানতে পারি?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি।

সে বলে তার নাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সে আরও বলে সে আমার লেখা পড়েছে আর সেগুলো তার ভালো লাগে। তার অফিসে গ্রাম থেকে আসা সাংস্কৃতিক ক্যাডারদের জন্যে একটা গেস্টরুম আছে, সরাইখানার চেয়ে সেটা শস্তা আর যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। এই সময়টায় ওখানে ডিউটিতে নেই কেউ, কিন্তু সে আমাকে সরাসরি প্রধানের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে।

'প্রধানের সংস্কৃতির অভাব আছে,' সে আমাকে নজর দিতে শুরু করেছে এর ভিতরেই। 'কিন্তু সে ভালো মানুষ,' সে যোগ করে।

প্রধান ব্যক্তিটি খাটো ও মোটা, প্রথমে আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখে। তারপর ধীরে-সুস্থে চিন্তা করতে করতে মৃদু হেসে আমার পরিচয়পত্র ফেরত দেয়, বলে, 'কর্তৃপক্ষ যে সব লেখক ও সাংবাদিককে পাঠায় তাদের সাধারণত রিসিভ করে কাউন্টি কমিটি অফিস আর কাইন্টি প্রপাগান্ডা বিভাগ, অন্যথায়, কাউন্টি কালচারাল ব্যুরোর পরিচালক তাদের রিসিভ করেন।'

আমি বলি, 'আমি একজন অপ্রধান লেখক, অতো মানুষকে সমস্যায় ফেলার কোনো দরকার নেই।'

'আমাদের এখানকার এই সাংস্কৃতিক কার্যালয় জন সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর জন্যে কিছু স্থানীয় সৌখিন কার্যক্রম পরিচালনা করে,' সে ব্যাখ্যা দেয়, 'উদাহরণ স্বরূপ, গ্রামে গিয়ে লোসঙ্গীত সংগ্রহ করা

আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি, 'লোকঙ্গিত আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ, ঐ ধরনের উপাদানই আমি সংগ্রহ করছি।'

BanglaBook.org

'অফিসের উপরতলার গেস্ট রুমটা এ মুহূর্তে কি খালি নেই?' মেয়েটি মনে করিয়ে দেয় প্রধানকে। 'এটা অতিশয় ব্যাসিক। কোনো ডাইনিং রুম নেই আর খাবার জন্যে আপনাকে বাইরে যেতে হবে,' প্রধান বলে। 'ওটাই আমার জন্যে ভালো হবে, আমি আশপাশের গ্রামগুলোও সফর করতে চাই,' আমি বলি।

'বেশ, যদি আপনি এটাই পছন্দ করেন,' প্রধান ভদ্র-জনোচিত ভঙ্গিতে উপসংহার টানে।

আমি সাংস্কৃতিক কার্যালয়ের দোতলায় থাকার সুযোগ পাই, এবং মেয়েটি আমাকে সেখানে নিয়ে আসে আর সিঁড়ির পাশে অবস্থিত গেস্টরুমের দরোজা খোলে। আমি ব্যাগ রেখে দেবার পর সে বলে তার রুমটা করিডোরের শেষ প্রান্তে এবং সেখানে যাবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়।

ছোট রুমটা পাউডার আর লিপস্টিকের গন্ধে ভরপুর। জানলার পাশে রাখা বুক শেলফের ওপর একটা গোলাকার আয়না আর প্রচুর সংখ্যক বোতল ও কাচের পাত্র দেয়ালে আঁটা, আমি অনুমান করি, তার প্রিয় চলচ্চিত্র তারকাদের ছবির পোস্টার। মশারির ভিতর নিখুঁত ভাবে ভাঁজ করা বিছানার ওপর কালো ও শাদা রেশমি ফারের একটা পাণ্ডা ঃ আজকালকার দিনে এটা খুব ফ্যাশন-দুরস্ত। আমি কয়েক মাস ধরে পাহাড়-পর্বতে ভ্রমণ করে আসছি গ্রাম্যের ক্যাডার আর চাষীদের সাথে, ঘুমাচ্ছি খড়ের পাটির ওপর, ব্যবহার করছি কর্কশ ভাষা আর পান করছি রূঢ় সুরা, আর এখন এই উজ্জ্বল কামরায় প্রবেশ করে পাউডার ও লিপস্টিকের গন্ধ পেয়ে দ্রুত আমার মাথা হালকা হয়ে যাচ্ছে।

'আমার সম্ভবত উকুন হয়েছে,' আমি বলি ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

সে আমার কথা বিশ্বাস করে না, হাসে, এবং বলে, 'স্নান করো। আমি থার্মোস ফ্লাস্ক দিনের বেলায় ভরে রেখে ছিলাম কাজেই এখনো গরম পানি আছে, তুমি এই রুমেই স্নান করতে পারো, এখানে সব কিছুই তুমি পাবে।' 'আমি তোমাকে খুব বেশি ঝামেলায় ফেলছি,' আমি বলি। 'আমার রুমে আমি ফিরে যাবে, কিন্তু আমি একটা টাব ধরে পেতে পারি?'

'এতে কি আসে যায়? বালতিতে ঠাণ্ডা পানি আছে।' এ কথা বলার সময় বিছানার নিচ থেকে একটা লাল রঙের টাব বের করে আনে সে এবং নিয়ে আসে সাবান ও তোয়ালে। 'ঠিক আছে। আমি অফিসে যাবো আর কিছুক্ষণ পড়াশোনা করবো। আর্কাইভ রুমটা হচ্ছে পাশের দরোজায়, এর পরের দরোজাটা অফিস রুমের, আর তোমার রুমটা একেবারে শেষে।'

'তোমাদের এখানে কি ধরনের আর্কাইভ আছে?' কিছু একটা বলার কথা আমি খুঁজে পাই।

BanglaBook.org

'আমি সত্যিই জানি না। তুমি কি একবার দেখতে চাও ? আমার কাছে একটা চাবি আছে।'

'অবশ্যই, দারুণ হবে!'

স্নানের পর আমার অনেক ভালো লাগে, যদিও তার সাবানের গন্ধ আমাকে মাতাল করে দেয়। সে ফিরে আসে আর আমাকে এক কাপ চা তৈরি করে দেয়। তার কক্ষে বসে আমি আর কোনো আর্কাইভ দেখতে চাই না।

আমি জিজ্ঞেস করি কি ধরনের কাজ এখানে সে করে। সে বলে স্থানীয় টিচারস্' কলেজের গ্রাজুয়েট সে আর সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়েও অধ্যয়ন করেছে। লাইব্রেরীর দায়িত্ব প্রাপ্ত বৃদ্ধা মহিলাটি অসুস্থ হয়ে পড়লে রিডিং রুমের দায়িত্ব ভার চাপানো হয় তার ওপর। এখানে প্রায় এক বছর সে কাজ করছে এবং, সে বলে, তার বয়স প্রায় একুশ।

'তুমি স্থানীয় লোকসঙ্গীত গাইতে পারো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'সেটা খুব ইয়ে হবে,' সে বলে।

'লোকসঙ্গীতের পুরনো কণ্ঠশিল্পীরা কেউ কি আছে এখানে?' আমি জিজ্ঞেস করি, বিষয়টা বদলাচ্ছি। 'অবশ্যই। এখান থেকে চল্লিশ লি দূরের এক ছোট শহরে এক বৃদ্ধ লোক বসবাস করে। সে প্রচুর স্থানীয় লোকসঙ্গীত গাইতে পারে।

'আমি কি তার সাথে দেখা করতে পারি?'

'যদি সকালের বাস ধরে যাও তবে ওই দিনেই ফিরে আসতে পারো। সে লিউপু-তে বসবাস করে, এই শহরটা এ ধরনের গানের জন্যে বিখ্যাত এই কাউন্টিতে।'

সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কতো দিন থাকার পরিকল্পনা করেছো?'

'এক অথবা দুই দিন, যাত্রা শুরু করার আগে খানিকটা বিশ্রাম মাত্র।'

'তোমাকে কি এখনো আরো অনেক স্থানে যেতে হবে?'

'অনেক জায়গা আছে এখনো আমার যাওয়া হয়নি।'

'তুমি যতো জায়গায় গিয়েছো আমার এক জীবনে সাধ্য হবে না সে সব জায়গায় যাবার।'

'তোমার কি অফিসিয়াল ভ্রমণের সুযোগ আসে না? তুমি এছাড়া ছুটিও নিতে পারো আর নিজেই বেড়াতে পারো।'

'আমি শাংহাই আর বেইজিং দেখার জন্যে যেতে চাই। যদি তোমার সাথে আমার দেখা হয়, তখনো কি তুমি আমাকে চিনবে?'

'কেন চিনবো না?'

'ততোদিনে তুমি আমাকে ভুলে যাবে।'

BanglaBook.org

'তোমার কথা থেকে বোঝা যায় তুমি আমাকে নিয়ে খুব বেশি ভাবোনি।'

'আমি বাস্তববাদী হচ্ছি, তুমি নিশ্চয় প্রচুর মানুষকে চেনো।'

'আমার কাজের জন্যে প্রচুর মানুষের সংস্পর্শে আমি আসি, কিন্তু চমৎকার মানুষ খুব বেশি নয়।'

'তোমরা লেখকরা সত্যিই কথা বলার ওস্তাদ। তুমি আর কয়েকটা দিন বেশি থাকতে পারো না? লোক সঙ্গীতের জন্যে লিউপু শুধু একমাত্র জায়গা নয়।'

'আবশ্যই,' আমি বলি।

আমি তার একান্ত উষ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, এবং আমি উপলব্দি করতে পারি সে আমার ওপর একটা জাল বিস্তার করছে।

'তুমি কি ক্লান্তি অনুভব করছো?'

'খানিকটা।' আমার মনে হয় তার রুম ত্যাগ করা উচিৎ আমার এবং সকালে কয়টার সময় লিউপুর উদ্দেশে বাস ছেড়ে যায়।

আমি ভাবিনি সে যেভাবে আয়োজন করেছে সেভাবে আমি সব কিছু ঘটতে দেবো। আমি খুব সকালে শয্যা ত্যাগ করি, লিউপু-তে যাই, সারাদিন ঘুরে বেড়াই। যখন আমি সন্ধ্যা আঁধারে মধ্যে ফিরে আসি, তখন দেখি টেবিলের ওপর সে খাবারের আয়োজন করে রেখেছে। কেরোসিনের স্টোভ জ্বলছে আর ছোট এক পাত্র স্যুপ মৃদু আগুনে গরম করা হচ্ছে। তাকে এত খাবারের আয়োজন করতে দেখে আমি বলি আমি বাইরে গিয়ে কিছু সুরা কিনে আনি।

'কিনতে হবে না, আমার কাছে কিছুটা আছে এখানেই।' সে বলে।

'তুমিও পান করো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি অল্পমাত্রায় পান করতে পারি।'

আমি নোনা শুওরের মাংসের পার্সেল আর হাঁসের রোস্টের মোড়ক খুলি। বাস স্টপের বিপরীত দিনের দোকান থেকে এগুলো আমি কিনেছিলাম।

'বুড়ো মানুষটার সাথে তোমার দেখা হয়েছে?' সে জিজ্ঞেস করে, সুরা ঢেলে দেয় পাত্রে।

'হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিই, মিথ্যা।

'সে কি গান গেয়েছে?'

'হ্যাঁ,' আমি বলি, আবার মিথ্যা।

'সে কি ওই গানগুলোও গেয়েছে?'

'কোন গান?'

'তোমাকে শোনানোর জন্যে ওই গানগুলো গায়নি? ওহ, সে ওই গানগুলো আগুন্তকদের শোনায় না।'

BanglaBook.org

'তুমি কি সাধারণত মদ পান করো?' আমি জানতে চাই। 'না, এ ব্যাপারটা হয়েছিলো আমার এক সহপাঠী এক বার এসেছিলো, বেশ কয়েক মাস আগে। যখন অতিথি আসে তখন এখানকার লোকজন তাদের মদ্যপানে আপ্যায়িত করে।'

'সেক্ষেত্রে, *গানবেই!*'

সে উৎফুল্লের সাথে তার কাপ আমারটার সাথে ঠুকে দেয় আর এক চুমুকে গিলে ফেলে মদটুকু। জানলার বাইরে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ।

'বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?' আমি জানতে চাই।

সে উঠে দাঁড়িয়, জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকায় এবং বলে, 'ভালো হয়েছে যে তুমি ফিরে এসেছো, যদি বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা বাধাতে তাহলে সমস্যা হতো।'

'এটা দারুণ চমৎকার, বাইরে বৃষ্টি নিয়ে এই ছোট রুমের ভিতর।'

সে মৃদু হাসে, তার মুখমণ্ডল হালকা উজ্জ্বল।

'তুমি কথা থামিয়েছো কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি বৃষ্টির শব্দ শুনছি,' সে বলে।

একটু পর সে বলে, 'আমি কি জানলাটা বন্ধ করে দেবো?'

'অবশ্যই, এটা আরো ভালো হবে, আরো আরামদায়ক হবে।' আমি সোজাসুজি বলি।

সে জানলা বন্ধ করতে ওঠে এবং অকস্মাৎ আমি নিজেকে তার কাছাকাছি অনুভব করি। সে জানলা বন্ধ করে এবং তার ডেস্কের কাছে যাবার জন্যে ঘুরতেই আমার বাহুর সাথে ধাক্কা খায়। আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরি। আর আমার দিকে টানি তাকে। সে উষ্ণ আর কোমল। 'তুমি কি সত্যিই আমাকে পছন্দ করো?' সে জিজ্ঞেস করে কোমল স্বরে।

'আমি সারাদিন তোমার কথা ভেবেছি।' এটা সত্যি।

সে তার মুখটা আমার দিকে ফেরায়। আমি তাকে বিছানায় নিয়ে আসি। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তবুও সে আমাকে বলতে থাকে বাতির ফিতে টেনে দিতে আর মশারি ফেলে দিতে।

'আমার দিকে তাকাবে না, তাকাবে না' সে আমার কানে ফিসফিস করে বলে।

'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!' আমি তার দেহ শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরি।

BanglaBook.org

সে আমার হাত নেয় হাতে, কোমলভাবে আমার হাত নিয়ে রাখে তার স্তনযুগলের ওপর। সে আর আমি এই শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় কামনা পূর্ণ করি। এলকোহল, বৃষ্টি, অন্ধকার আর মশারি তাকে নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। সে আর লজ্জা পায় না, আমার হাত সবখানে স্পর্শ করতে দয়ে, আর তাবু পোশাক খোলার সুযোগ দেয়। আমি তার গলা থেকে স্তনবৃন্ত পর্যন্ত চুমু খাই, তার আর্দ্র পা প্রস্তুত হয়ে ফাঁক হয় আর আমি বিড়বিড় করে তাকে বলি, 'আমি তোমাকে ভোগ করতে চাই ...'

'না ... করো না...' মনে হয় সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

আমি দ্রুত তার ওপর উঠে আসি।

'আমি তোমাকে ভোগ করতে চাই এখন!' আমি জানি না কেন আমি এ কথা ঘোষণা করছিলাম। নিজেকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্যে নাকি দায় কমানোর চেষ্টায়?

'আমি এখনো কুমারী ' আমি তার ফোঁপানি শুনতে পাই।

'তোমার কি পরিতাপ হবে?' আমি তৎক্ষনাৎ দ্বিধা করি।

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে না।' সে পরিপূর্ণভাবে এটা জানে, তাই সে কাঁদছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আমি তাকে মিথ্যা বলতে পারিনা এবং আমি জানি শুধু একটা নারীই আমি চাই। এর কারণ আমি ক্লান্ত আর কিছু আনন্দ পেতে চাই, ব্যস। আমি আর বেশি দায়িত্ব নিতে পারি না তার জন্যে। আমি নেমে পরি, হতাশ, আর চুমু খাই তাকে, জিজ্ঞেস করি, 'এটা কি তোমার কাছে মূল্যবান?'

সে নীরবে তার মাথা ঝাঁকায়।

'তুমি কি শংকিত যে যখন তুমি বিয়ে করবে তখন তোমার স্বামী এটা জানতে পারবে আর তোমাকে পেটাবে?'

সে কাঁপছে।

সে কাঁদছে নীরবে।

আমি অতোটা নিষ্ঠুর হতে পারি না শুধু নিজের আনন্দ উপভোগের জন্যে যে তাকে অতোটা চড়া মূল্য দিতে হবে। আমি নিজেকে সামলাতে পারি না তাকে পছন্দ করা থেকে আর আমি জানি এটা ভালোবাসা নয়, কিন্তু তাহলে ভালোবাসা কি ? সকালের আলো ফুটে আসা পর্যন্ত আমি সব কিছুই করলাম তার সাথে, কেবল চূড়ান্ত সঙ্গম ছাড়া। সে উত্তেজিত হলো, ফোঁপালো, কাঁপলো এই সমস্ত সময়টা। জানলায় ভোরের আলো ফুটে উঠলে সে শান্ত হলো।

BanglaBook.org

আমি বিছানায় ঠেশ দিয়ে নিস্প্রভ আলোয় তার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকি।

'তুমি আমাকে পছন্দ করো না?'

আমি উত্তর দিই না, আমি পারি না।

সে উঠে পড়ে, বিছানা থেকে নামে আর জানালায় ঠেশা দিয়ে দাঁড়ায়। তার দেহের ছায়া হৃদয়ে কম্পন তোলে।

'তুমি কেন আমাকে নিলে না?' তার কণ্ঠে আহত হবার সুর। আমি কি বলতে পারি?

'অবশ্যই এ ব্যাপারে তোমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে।'

'মোটেও না!' আমি উঠে বসি।

'কাছে এসো না!' সে আমাকে থামিয়ে দেয় আর পোশাক পরে। আয়নার সামনে দাঁড়ায়ে চুল আঁচড়ায়।

আমি বলতে চাই আমি তার মার খাবার ব্যাপারে শংকিত, শংকিত ভবিষ্যতে তার দুর্ভাগ্য ডেকে আনার ব্যাপারে, শংকিত তার গর্ভবতী হয়ে পড়ার ব্যাপারে। আমি জানি এই রকম ছোট একটা কাউন্টি শহরে অবিবাহিত মেয়েদের গর্ভপাত ঘটানোর জটিলতা কতখানি, আমি বলতে চাই, 'আমি—'

'কোনো কথা বলে না, তুমি আমার কথা শোনো। আমি জানি কিসে তুমি ভীত, আমি খুব তাড়াতাড়ি কাউকে বিয়ে করে ফেলতাম, আমি তোমাকে দোষ দিতাম না।'

সে বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমি চাই ...'

'না! নড়বে না! অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'আমার মনে হয় আজ আমার চলে যাওয়া উচিৎ,' আমি বলি।

'আমি জানি তোমার জন্যে আমি তেমন ভালো নই, তবে তুমি একজন ভালো মানুষ।'

এটা কি খুব প্রয়োজনীয় কিছু?

'তোমার মন শুধু নারীর দেহের ওপর নয়।'

আমি বলতে চাই মোটেও তা নয়।

'না! কোনো কথা বলবে না।'

আমি তখন কথা বলতে পারতাম কিন্তু কিছুই বলি না। তার চুল আঁচড়ানোর পর আর সম্পূর্ণ রূপে পোশাক পরে, সে আমাকে মুখ ধোবার পানি

BanglaBook.org

এনে দেয়, চেয়ারে বসে এবং আমার মুখ ধোয়া ও চুল আঁচাড়ানো শেষ হবার জন্যে শান্তভাবে অপেক্ষা করে। ইতোমধ্যে চারপাম ফর্সা হয়ে গেছে অন্ধকার কেটে।

আমি আমার কামরায় ফিরে যাই আর আমার জিনিস পত্র গুছিয়ে নিই। কিছুক্ষণ পর সে আসে। আমি জানি সে ঠিক আমার পিছনে কিন্তু ঘুরতে সাহস পাই না। যখন সব কিছু ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে জিপার লাগাই তখনই কেবল তার দিকে ফিরি।

দরোজার বাইরে চলে যাবার আগে আমি তাকে আলিঙ্গন করি। সে তার মাথা এক দিকে সরায়, চোখ বন্ধ করে, এবং তার মুখ চেপে ধরে আমার বুকে। আমি তাকে চুমু খেতে চেষ্টা করি কিন্তু সে সরে যায়।

বাস স্টপ অনেক দূরের পথ। সকালের প্রথম প্রহরে বিপুলসংখ্যক মানুষ আসা-যাওয়া করছে সড়ক দিয়ে আর কোলাহলে পূর্ণ। সে আমার থেকে কিছুটা দূরে আর খুব দ্রুত হাঁটছে। ব্যাপারটা যেন আমরা দুজন কেউ কাউকে চিনি না।

বাস স্টপে আসার সারাটা পথ সে আমার সাথে হেঁটে এলো। সেখানে তার কতিপয় চেনা মানুষের দেখা পায় সে এবং তাদের সাথে অভিবাদন বিনিময় করে এবং তাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বলে। তাকে স্বচ্ছন্দ দেখায় কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টিপাত এড়িয়ে যায় সে। আমিও তার সাথে চোখে চোখে যোগাযোগ করার সাহস পাই না। আমি শুনতে পাই সে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, বলছে আমি একজন লেখক, লোক সঙ্গীত সংগ্রহ করতে এসেছি। বাস যখন চলতে শুরু করেছে কেবল তখনই আমি তার চোখের দিকে তাকাই। তার চোখের উজ্জ্বলতা ভেঙে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪৬

সে বলে ঘৃণা করে তোমাকে!

কেন? তুমি স্থির চোখে তাকিয়ে আছো ছুরিটার দিকে যেটা নিয়ে সে খেলছে।

সে বলে তুমি তার জীবনটাকে কবরে নিয়ে গেছো।

তুমি বলো সে এখনো যুবতী।

কিন্তু তুমি ধ্বংস করেছো তার জীবনের সেরা বছরগুলো, সে বলে তোমাকে, হ্যাঁ তুমি!

তুমি বলো সে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে।

তুমি পারো, সে বলে, কিন্তু তার জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তুমি বুঝতে পারছো না কেন দেরি হয়ে গেছে।

এর কারণ সে একজন নারী।

নারীরাও পুরুষের মতো একই।

তুমি তাকে ছুরি তুলতে দেখ এবং তাৎক্ষণিক বসে পড়ো।

সে তোমাকে অতো সহজে পার পেতে দেবে না, সে বলে সে তোমাকে বধ করতে যাচ্ছে!

খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তুমি বলো, সরে যাও আর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করো তাকে।

আমার জীবনের মূল্য আর কিছু নেই, সে বলে।

সে ছুরিটা তাক করে তোমার দিকে।

ছুরিটা নামিয়ে রাখো! তুমি তাকে সাবধান করো।

তুমি কি মৃত্যুভয়ে ভীত? সে হাসে।

সবাই মৃত্যুকে ভয় পায়। তুমি স্বীকার করো তুমি মৃত্যুভয়ে ভীত আর ছুরিটা নামিয়ে রাখার জন্যে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো।

সে ভীত নয়, সে বলে, সে কোনো কিছুতেই ভীত নয়!

মরার জন্যে এইসব ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই, তুমি বলো, মৃত্যুর আরো ভালো পথ আছে। বার্ধক্য।

BanglaBook.org

তুমি ওই বয়স পর্যন্ত বাঁচতে না, সে বলে, তার হাতের ছুরি চকচক করছে।

তুমি এক প্রান্তে সরে যাও এবং পাশ থেকে তাকে লক্ষ্য করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াও।

সে অকস্মাৎ উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করে।

তুমি জানতে চাও সে পাগল হয়ে গেছে কি না।

যদি সে পাগল হয়ে যায় তবে তুমিই তাকে পাগল করেছো, সে বলে।

তাকে কি করেছো ? তুমি বলো তুমি তার সঙ্গে আর বাস করতে পারো না, আলাদা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। একত্র থাকা স্বেচ্ছামূলক, এবং আলাদা হয়ে যাওয়াও। তুমি শান্ত থাকার কঠিন চেষ্টা চালাও।

এটা অতো সাদামাটা নয়।

তাহলে আদালতে যাওয়া যাক।

না।

তাহলে দু পক্ষকেই আলাদা হতে দেয়া হোক।

সে বলে সে তোমাকে অতো সহজে ছেড়ে দিতে পারে না, সে ছুরিটা তুলে ধরে আর তোমার দিকে এগিয়ে আসে।

তুমি বিছানার বাইরে চলে আসো আর তার দিকে মুখ করে বসে।

সেও উঠে পড়ে, তার নগ্ন উর্ধাঙ্গ দেখায়, তার স্তন। তুমি তার হিস্টোরিয়া সহ্য করতে পারো না। তুমি চলে যাবার জন্যে মনস্থির করেছো। তাকে আরো প্ররোচিত করা এড়ানোর জন্যে, তুমি বলো অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যাক।

তুমি কি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছো ?

পালিয়ে যাবো কি থেকে ?

পালিয়ে যাবে মৃত্যু থেকে।

তুমি বলো তুমি তাকে ঘৃণা করো! শেষ পর্যন্ত, এই কথাগুলো বেরিয়ে এলো তোমার দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

অনেক লম্বা সময় ধরে তুমি তাকে ঘৃণা করছো কিন্তু অনেক আগেই তাহলে তাকে বলোনি কেন সে কথা? সে চিৎকার করতে শুরু করে তারস্বরে, তুমি তাকে আহত করেছো। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে আরম্ভ করে।

এটা তখন তেমন খারাপ ছিলো না, তুমি বলো তুমি ভাবোনি সে অতোটা বিরক্তিকর হবে, তুমি বলো আগাগোড়া তাকে তোমার বিস্বাদ লাগে।

তোমার আরো আগে বলা উচিৎ ছিলো, তোমার উচিৎ ছিলো আরো আগে বলা, সে কাঁদতে আরম্ভ করে আর ছুরির ফলা নামিয়ে রাখে।

তুমি বলো তার সবকিছু বিরক্ত করে তোমাকে!

BanglaBook.org

সে ছুরিটা ছুড়ে ফেলে, চিৎকার করে, তোমার আরো আগে বলা উচিৎ ছিলো অনেক দেরি হয়ে গেছে, সব কিছুর পক্ষেই খুব বেশি দেরি, তুমি কেন আরো আগেই বলোনি? সে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চিৎকার করে, তার হাতের মুঠি পাকিয়ে মেঝেতে আঘাত করে।

তুমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চাও কিন্তু সব নষ্ট হয়ে যাবে; সব কিছু আবার শুরু হবে এবং তখন পালিয়ে যাওয়া আরো কঠিন হবে।

তুমি মেঝের ওপর থেকে ছুরিটা তুলে নেবার জন্যে নত হও, কিন্তু ছুরির ফলাটা সে মুঠোয় চেপে ধরে। তুমি তার আঙুল ধরে ফাঁক করার চেষ্টা করো কিন্তু সেগুলো আরো বেশি আঁটো হয়ে বসে।

তোমার হাত কেটে যাবে! তুমি চিৎকার করো, ঝাঁকাতে থাকো তার হাত যতক্ষণ না সেটা ছিটকে পড়ে। লাল রক্ত ঝরে পড়ে তার হাতের তালু থেকে । তুমি তার কবজি ধরে শক্ত করে নাড়ির ওপর চাপ দাও। সে ছুরিটা মুঠি করে ধরে তার অন্য হাতে। তুমি তার মুখে চড় মারো আর সে ছুরিটা ফেলে দেয়।

সে বোবার মতো তাকায় তোমার দিকে, আর নিঃশব্দ কাঁদতে শুরু করে। তুমি তার জন্যে বেদনা অনুভব করো এবং তার আহত হাতটা নিয়ে তার রক্ত চুষে নাও তোমার ঠোঁটে। সে তার বাহুতে তোমাকে শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে, কাঁদছে সে। তুমি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো কিন্তু তার বাহু আরো শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে তোমাকে, টানছে তোমাকে তার স্তনের ভিতর।

কি করছো তুমি? তুমি বিভ্রান্ত।

সে চায় তুমি রতিক্রিয়া করো, ঠিক এখন! সে বলে সে ঠিক এখন রতিক্রিয়া করতে চায়!

বিশাল অসুবিধা নিয়েই তুমি নিজেকে টেনে সরিয়ে নাও এবং বলো তুমি পশু নও!

পশু! তুমি একটা পশু! সে উন্মত্তের মতো চিৎকার করে, অদ্ভুত ভাবে জ্বলজ্বল করে তার চোখ।

তুমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করো, আর একই সময়, এমন না করার আবেদন জানাও, আবেদন জানাও শান্ত হবার।

সে কাঁদছে আর বলছে সে তোমাকে ভালোবাসে, তার ক্রোধ এই কারণে যে সে তোমাকে ভালো বাসে। সে শংকিত হয়ে পড়েছে যে তুমি চলে যাচ্ছো। সে তোমাকে জড়িয়ে ধরে, চুমু খায় তোমাকে পাগলের মতো, ভেজা চুমু তোমার মুখে, তোমার দেহে। সে জিতেছে, তুমি প্রতিরোধ করতে পাবো না আর আবার কামনায় অধীর হয়ে ওঠে, নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ।

BanglaBook.org

৪৭

একটা পাহাড়ের ছায়াচ্ছন্ন দিকে একটা পথে হাঁটার সময় আমি বৃষ্টিতে আক্রান্ত হই। আমার সামনে অথবা পিছনে কেউ ছিলো না। প্রথমে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিলো এবং আমার মুখের ওপর সুন্দর অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছিলো, তারপর প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হয়ে ওঠে এবং আমাকে দৌড়াতে হয়। আমার চুল ও জামাকাপড় ভিজে যায়, আর ঢালে একটা গুহা দেখতে পাই, তাড়াতাড়ি আমি সেটার ভিতর ঢুকে পড়ি। ঠিক ভিতরেই এক গাদা জ্বালানি কাঠ। সিলিংটা বেশ উঁচু আর গুহার এক কোন দিয়ে ভিতর দিকে আরো একটা গুহা দেখা গুহা দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে আলো আসছে। পাথরের এক স্টোভের ওপর একটা লোহার পাত্র— আলো আসছে পাথরের ফাঁক দিয়ে। আমি ঘুরে দাঁড়াই। আমার পিছনে কাঠের খাট ও গোল করে রাখা বিছানা। একজন দাওপন্থী সাধু সেখানে বসে বই পড়ছে। আমি বিস্মিত হই কিন্তু তাকে বিরক্ত করার সাহস পাই না। বাইরে এত প্রচণ্ড জোরালো বৃষ্টিপাত হচ্ছে যে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার উপায়ও নেই।

"ঠিক আছে, তুমি কিছু সময় এখানে থাকতে পারো।' বই নামিয়ে রেখে সেই প্রথম কথা বললো।

তার চুল কাঁধ পর্যন্ত আর তার পরনে উপরে ঢিলেঢালা পোশাক আর নিম্নাঙ্গে ধূসর ট্রাউজার। তার বয়স তিরিশের মতো হবে।

'তুমি এই পর্বতে দাওপন্থীদের একজন? আমি জিজ্ঞেস করি। 'এখনো না। দাওপন্থী মন্দিরের জন্যে আমি জালানি কাঠ কাঠি,' সে উত্তর দেয়।

তার বিছানার ওপর এক কপি *Fiction Monthly.*

'তুমি কি এতেও আগ্রহী?' আমি জানতে চাই।

'সময় কাটানোর জন্যে আমি এটা পড়ি,' সে খোলাখুলি বলে। তুমি একেবারে ভিজে গেছো, প্রথমে নিজেকে শুকিয়ে নাও।' এ কথা বলে এক পাত্র গরম পানি এনে দিলো সে আর একটা তোয়ালে।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিই, তারপর হাত মুখ ধুয়ে গা মুছে ফেলি। তখন বেশ ভালো লাগে।

'এটা সত্যিই আশ্রয়ের জন্যে একটা ভালো জায়গা' আমি বলি বিপরীত দিকের এক খণ্ড কাঠের ওপর বসে। 'তুমি কি এই গুহায় বাস করো?'

BanglaBook.org

সে বলে এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সে এসেছে কিন্তু ওখানকার সবাইকে সে ঘৃণা করে, তার বড় ভাই ও ভাবী, প্রতিবেশী, এবং গ্রামের ক্যাডারদের।

'তারা সব কিছুর আগে টাকা আর মুনাফা বোঝে,'

সে বলে, 'তাদের নিয়ে আমার আর কিছু করার নেই।'

"তাই জীবন ধারণের জন্যে তুমি জালানি কাঠ কাটো?'

'তারা এখনো আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাকে গ্রহণ করেনি।'

'কেন?'

'প্রধান বৃদ্ধ দাওপন্থী দেখতে চায় আমি কতোটা সততাপূর্ণ।'

'তারপর সে তোমাকে গ্রহণ করবে?'

'হ্যাঁ।'

তাকে আরো বিরক্ত করা আমার উচিৎ হবে না। আমি অনেক সময় তার সাথে ধ্যানে বসে থাকি, বৃষ্টির শব্দের ভিতর বিস্তৃতিপূর্ণতায় বসে থাকি।

আমি লক্ষ্য করি না বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু যখন লক্ষ্য করি তখন উঠে পড়ি, তাকে ধন্যবাদ জানাই আর বিদায় নিই।

সে বলে, 'আমাকে ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, এটা ভাগ্য।'

এটা ঘটেছে ছিংচেং পর্বতে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪৮

তুমি তাকে একটা *পিচি* গল্প বলতে চাও জিন শাসনামলের। একবার এক ধর্মযাজিকা এসেছিলো এক গ্র্যাণ্ড মার্শালের বাড়িতে ভিক্ষা নিতে। নিয়ম অনুযায়ী, রক্ষীরা বিষয়টা গৃহস্থালি ব্যবস্থাপকের কাছে জানালে সে ধর্মযাজিকাকে বেশ কিছু নগদ অর্থ দান করে, কিন্তু ধর্মযাজিকা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে যে ভিক্ষাদানকারী কে সে দেখতে চায়। গৃহস্থালির ব্যবস্থাপক বিষয়টা অবগত করে প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে, সে একটা চাকরকে হুকুম দেয় রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে। কিন্তু ধর্মযাজিকা এটাও প্রত্যাখ্যান করে আর গ্রাণ্ড মার্শালের সাথে দেখা করার জন্যে গোঁ ধরে থাকে। বলে যে গ্রাণ্ড মার্মাল বিপদে আছে আর সে এসেছে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতে। গ্র্যান্ড মার্শালকে বিষয়টি জানালে সে নির্দেশ দেয় ধর্মযাজিকাকে ভিতরে নিয়ে আশার জন্যে।

গ্র্যাণ্ড মার্শাল লক্ষ্য করে গায়ে ধুলো-বালি পড়লে ধর্মযাজিকাকে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে আর মোটেও দুর্বৃত্ত ধরনের মনে হচ্ছে না। সে জিজ্ঞেস করে কেন সে এসেছে। ধর্ম যাজিকা উত্তরে জানায়; আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। গ্রাণ্ড ম্যার্শালের অসুস্থ মায়ের জন্যে বোধিসত্ত্বের নিকট সৌভাগ্য আনয়নের প্রার্থণা করতে যাতে করে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং দুর্ভাগ্য দূর হবে। এ জন্যে ধর্ম যাজিকার সাতবার সাতটা সমান ঊনচল্লিশ দিন অনশন ব্রত পালন করতে হবে। গ্রাণ্ড মার্শাল সব কিছুর ব্যবস্থা নেবার জন্যে তত্ত্বাবধায়ককে নির্দেশ দেয়।

তারপর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাঠের খঞ্জনির আওয়াজ চলতে থাকে বাড়িতে। গ্রাণ্ড মার্শাল স্বস্তি অনুভব করে। আর যতো দিন যায় ততো ধর্মযাজিকার প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়ে। প্রতিদিন অপরাহ্নের পর ধূপকাঠি বদলের আগে ধর্মযাজিকা দু ঘণ্টা ধরে স্নান করে। গ্রাণ্ড মার্শাল চিন্তা করে। ধর্মযাজিকাদের মাথা মুণ্ডিত থাকে এবং তা সাধারণ মহিলাদের মতো নয়, তাদের চুল আচড়ানো আর মেক-আপ নেবার জন্যে সময় খরচের প্রয়োজন হয় না। ধূপকাঠি বদলের আগে স্নান করাটা হলো ধর্মীয় একটা উপাচার। তার জন্যে এত সময় লাগবে কেন? গ্রাণ্ড মার্শালের মনে সন্দেহ প্রবেশ করে।

একদিন আঙিনায় যখন সে পায়চারি করছিলো, তখন খঞ্জনির আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল। সাথে সাথে শোনা গেল জলের শব্দ আর সে বুঝলো ধর্মযাজিকা একটু পরেই ধূপকাঠি বদল করবে, তাই সে হল ঘরে এসে অপেক্ষা

banglabook.org

করতে লাগলো। পানির শব্দ ক্রমে বাড়তেই লাগলো, এবং দীর্ঘক্ষন পড়েও থামলো না। গ্রাণ্ড মার্শালের সন্দেহ ঘনিভূত হলো এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে সিঁড়ির ধাপ টপকে ধর্মযাজিকার কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরোজায় একটা ফাটল ছিলো, তাতে চোখ রেখে উঁকি মেরে তাকালো সে কক্ষের ভিতরে। সে দেখতে পেলো ধর্মযাজিকা দরোজার দিকে মুখ করে আছে, তার শরীর থেকে সব কাপড় চোপড় খুলে ফেলেছে আর টাবের ওপর আড়াআড়ি পা ভাঁজ করে রেখে বসে আছে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে।

তার মুখ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেছে, মুখটা আলোকিত হয়ে আছে, তার শাদা দাঁত, গোলাপি গাল আর স্বচ্ছ শদা গলা, কোমল কাঁধ—এক অনন্যা সুন্দরী গ্রাণ্ড মার্শাল দ্রুত হল ঘরে ফিরে এলো-----

কিন্তু পানির শব্দ হতেই থাকলো। আরেকবার দেখার জন্যে সে দরোজায় এসে ফাটলে উঁকি দিলো। ধর্মযাজিকা এখন আঙুলে তার স্তন ঘষছে, শাদা বরফের মতো তার স্তন, চেরি ফুলে সজ্জিত। জীবনের রেখা নেমে গেছে তার নাভি থেকে। গ্রাণ্ড মার্শাল তারপর দেখতে পেলো ধর্মযাজিকা শাদা হাতে টাব থেকে এক জোড়া কাঁচি তুলে নিলো আর আমূল বিদ্ধ করে দিলো নাভিতে আর লাল রক্তের ধারা বেরিয়ে এলো তৎক্ষণাৎ। গ্রাণ্ড মার্শাল চোখ বন্ধ করে ফেললো।

কিছু সময় পেরিয়ে যায় আর জল নাড়াচাড়ার শব্দ আবার শোনা যায়। গ্রাণ্ড মার্শাল ফাটলে চোখ রেখে দেখতে পেলো ন্যাড়া ধর্মযাজিকা রক্তে ভেসে গেছে। তার হাত ব্যস্ত হয়ে তার নাড়িভুড়ি বের করে টাবের রেখে দিচ্ছে! গ্রাণ্ড মার্শাল সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ধর্মযাজিকা তার নাড়িভুড়ি বের করে ধুয়ে পড়িষ্কার করলো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আবার পেটের বিতর যথাস্থানে রেখে দিলো। পরে একে একে হাত-পা, বুক ওতলপেট, দুই পায়ের মাঝখান, পা সব ধুয়ে ফেললো। এসব শেষ হলে আবার সে পূর্ণাঙ্গ হলো। গ্রাণ্ড মার্শাল দ্রুত ফিরে এসে বসলো হল ঘরে।

অল্পক্ষণ পরে ধর্মযাজিকা ফিরে এলো হল ঘরে আর বদল করলো ধূপকাঠি। গ্রাণ্ড মার্শাল যেন জেগে উঠলো এক স্বপ্ন থেকে। তারপর এ বিষয়ে ধর্মযাজিকাকে প্রশ্ন করলো। ধর্মযাজিকা উত্তরে বললো ঃ আপনি যদি মান্যবর জোরপূর্বক রাষ্ট্র দখল করতে চান তাহলে পরিস্থিতি যে বাস্তবিক রাষ্ট্র ক্ষমতা জোরপূর্বক দখল করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো, হতাশা রোধ করতে পারলো না, কিন্তু অনুগত মন্ত্রী হিসেবেই রয়ে গেল।

এটা একটা রাজনৈতিক সতর্ক সংকেতের গল্প।

BanglaBook.org

৪৯

এই কাউন্টি শহরে একটা পুরনো স্ট্রিটে তার একটা ক্যালিগ্রাফির স্টল আছে দুটো কাঠের বেঞ্চির ওপর। একটা দোকানের বাইরে। পাটাতনের পিছনে সে বসে আছে। পুরনো স্টাইলের একটা জ্যাকেট পরিহিত এক বুড়ো। আমি লক্ষ্য করি পেপারওয়েট হিসেবে সে Eight Trigram কম্পাসটা ব্যবহার করছে। আমি কথা বলার জন্যে তার কাছে এগিয়ে যাই।

'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, কারবার কেমন চলছে?'

'ঠিক আছে সব।'

'এক সেট বর্ণমালার জন্যে কতো খরচ পড়ে?'

'কোনো কোনোটা দুই ইউয়নে কোনোটা তিন ইউয়ান, বেশি বর্ণের জন্যে বেশি খরচ।'

'সৌভাগ্যের জন্যে একক একটা বর্ণের খরচ কতো?'

'ওই জন্যে খরচ পড়বে এক ইউয়ন।'

'কিন্তু সেটা কি একটা বর্ণ হবে না?'

'আমি এই জায়গাতেই কাজটা করে দেবো।'

'বিপর্যয় আর অশুভ তাড়ানোর প্রতীক চিহ্নের ব্যাপারে কি?'

সে আমার দিকে মুখ তুলে তাকায় এবং বলে, 'করতে পারবো না।'

'কেন?'

'তুমি একজন ক্যাডার, নিশ্চিত।'

'আমি ক্যাডার নই,' আমি বলি।

'কিন্তু রাষ্ট্র তোমাকে ভরণ-পোষন দেয়।'

'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি,' আমি শুরু করি, 'তুমি কি একজন দাওবাদী সাধু?'

'অনেক দিন আগে আমি ওটা ছেড়ে দিয়েছি।'

'অবশ্যই,' আমি বলি। 'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, আমি জানতে চাইছি তুমি কি জানো কিভাবে দাওপন্থী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা হয়?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সরকার এসব কুসংস্কার অনুশীলনের অনুমতি দেয় না।'

BanglaBook.org

'কেউ তোমাকে করতে বলছে না। আমি ধর্মীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ সঙ্গীত সংগ্রহ করছি, তুমি কি ওসব গান গাইতে পারো? ছিংচেন পর্বত দাওবাদী সংস্থা পুণরায় রেজিস্টার করা হয়েছে আর খুলে দেয়া হয়েছে আবার, তোমার ভয় কিসের?'

'ওটা একটা বড় মন্দির, আমাদের মতো দাওপন্থীদের এসব চর্চার অনুমোদন নেই।

'ঠিক তোমার মতো দাওপন্থীদের আমি খুঁজছি।' আমার আগ্রহ বেড়ে যায় আরো। 'তুমি কি আমাকে শোনাবার জন্যে দুটো গান গাইবে?"

সে দুই লাইন গাইলো, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। যখন সে গাইছিলো তখন সেখানে ভিড় জমে যায় আর কেউ চিৎকার করে বলে, 'হেই, বুড়ো, আমাদের একটা ছেনালদের গান শোনাও না!'

'আমি তোমাদের একটা পাহাড়ির প্রেমের গান শোনাবো।'

ভিড়ের লোকজন চিৎকার করে ওঠে, 'দারুন! দারুন!'

বুড়ো হঠাৎ করে উচ্চ স্বরে গান ধরে।

তরুণী মেয়ে পাহাড়ে চা তোলে,
তরুণ ছেলে নিচে ঝোপ কাটে,
দুই জায়গায় জোড়া হাস ওড়ে,
তরুণী তাড়াতাড়ি তরুণকে বিয়ে করে।

ছোট স্ট্রিটে জ্যাম লেগে যায়। লোকজন অশ্লীল একটা গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাতে থাকে। বুড়ো হঠাৎ নিচু কণ্ঠে বলে, 'পুলিশ আসছে।!'

'তাতে কি?'

'একটু মজা করার মধ্যে দোষের কি আছে?'

'যেন পুলিশ সব ব্যাপারই দেখে থাকে?'

'এসব কথা শুলে বলা তোমাদের পক্ষে সহজ, তোমরা চলে যেতে পারবে, কিন্তু আমি কি ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবো এখান থেকে?' বুড়ো বসে পড়ে।

পুলিশের লোকটা এসে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সে চলে যাবার পর আমি বলি, 'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, আমি কি তোমাকে আমার থাকার জায়গা আমার আমন্ত্রণ জানাতে পারি কিছু গান শোনানোর জন্যে? যখন তুমি স্টল বন্ধ করবে—কেমন হয় কিছু খাবার আর পানীয় দিয়ে যদি তোমাকে আপ্যায়িত করি?'

বুড়োটা তখনও উত্তেজিত, সে দ্রুত রাজী হয়, 'ভালো! আমি এক্ষুণি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি, একটু অপেক্ষা করো।'

'তোমার অর্থ উপার্জনে আমি বিঘ্ন সৃষ্টি করছি।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করছি। আমি খাবার জোটানোর জন্যে এই কারবারের ওপর নির্ভর করি না।'

একটা রেস্তোরাঁয় আসি আমরা। গরম খাবার খাই সেখানে আর কথা বলি। সে তার কাহিনী শোনায়। তারপর বলে কিছু সুরা নিয়ে বাড়িতে যেতে। আমরা তাই করি। একটা একটা বাসে চড়ে কাউন্টি শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে আরেকটা ছোট শহরে আসি। এর বাইরে একটা ধুলিময় রাস্তা। ইতোমধ্যে আঁধার নেমে এসেছে।

'এই ছোট শহরের কাছের গ্রামে তোমার বাড়ি?' আমি প্রশ্ন করি।

'বেশি দূরে নয়, বেশি দূরে নয়,' সে বলে।

আমরা ওই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটা বুলডোজার আমাদের পিছন থেকে এসে পড়ে আর সেটা থামিয়ে আমরা তাতে উঠে পড়ি। বুড়োটা অনর্গল স্থানীয় উচ্চারণে ড্রাইভারের সাথে কথা বলে যায় আর এক বাক্যও আমি বুঝি না। তারা যদি আমাকে জবাই করার আলাপ-পরামর্শও করে তো আমার কিছু করার নেই।

রাস্তার শেষে পৌঁছে একটা বাড়ি আলোহীন—বুলডোজারের ড্রাইবারের বাড়ি সেটা। লোকটা সেখানে চলে যায় আমরা বুলডোজার থেকে নেমে আবার হাঁটতে শুরু করি। অন্ধকারে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে।

'এখনো কি অনেক দূর?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'বেশি দূরে নয়, বেশি দূরে নয়' সে ওই একই জবাব দেয়।

ভাগ্যক্রমে সে আমার আগে আগে চলেছে। আমি জানি সকল পুরণো দাওপন্থী মার্শাল আর্ট জানে এবং আমি যদি ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিই তাহলে সম্ভবত ধানক্ষেতে মুখ থুবড়ে পড়বো কাদার মধ্যে।

দূসর ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ি ছায়ার মধ্যে আলোর ঝিলিক দেখা যায়। সে বলে ওই হলো সেই জায়গা যেখানে আমরা যাচ্ছি।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম খুব দূরে নয়, বলিনি?'

আমি ভাবলাম দূরত্ব সম্পর্কে গ্রামের লোকদের নিজস্ব ধারণা আছে।

BanglaBook.org

৫০

সে বলে যথেষ্ট হয়েছে, বকবকানি থামাও!

তুমি তার সাথে নদী তীরে হাঁটাছো। রাস্তাটা ক্রমে সরু হয়ে যাচ্ছে। সে তোমার সাথে আরও যেতে অস্বীকার করে, বলে সে ফিরে যেতে চায়, যে সে শংকিত তুমি তাকে নদীর ভিতর ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।

তুমি নিজেকে থামাতে পারো না, রাগ শিথিল করো, এবং জানতে চাও সে পাগল হয়ে গেছে কি না।

সে বলে তুমি তাকে এই নদীর কিনারায় এনেছো ধাক্কা মেরে নদীর ভিতর ফেলে দেবার জন্যে যাতে করে তুমি পানিতে ডুবে যাও কোনো চিহ্ন না রেখে।

নরকে যাও!

সে বলে, তুমি দেখ, তুমি দেখ, ঠিক ওটাই তোমার মনের কথা, কেমন চতুর তুমি। তুমি ভালোবাসায় অসমর্থ, তাই থাকো যদি ভালোবাসতে না পারো, কিন্তু তাকে ভ্রষ্ট করেছো কেন? কেন তাকে ছলনা করে এইখানে নিয়ে এসেছো?

তুমি তার চোখে আতংক দেখতে পাও আর তাকে আশ্বস্ত করতে চাও।

না! সে তোমাকে এক পাও তার নিকটবর্তী হতে দেবে না।

সে তোমাকে চলে যেতে অনুনয় করে আর তাকে বেঁচে থাকতে দিতে বলে। সে অবশ্যই দ্রুত ফিরে যাবে, দ্রুত ফিরে যাবে তার পুরনো জীবনে।

সে বলে সে তার পরিবারের অভাব অনুভব করছে, এমন কি তার সৎমায়েরও। তার বাবা নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গেছে আর নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সবখানে।

সে গবেষণাগারে তার সহকর্মীদের অভাবও অনুভব করছে। তারা সংকীর্ণ চিত্ত ও ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু কেউ একজন যদি ফ্যাশন-দুরস্ত কোনো পোশাক কেনে তবে সবাই তার পারে পাল্লা ক্রমে এ সমস্ত কিছুই তার একান্ত পরিচিতি ও প্রিয় তার কাছে। এই নরক তুল্য স্থান থেকে তাকে চলে যেতে হবে, লিংশান সম্পর্কে এই সমস্ত কথাবার্তা বলা আসলে তাকে ছলনার ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্য!

BanglaBook.org

তুমিই বলেছো ভালোবাসা একটা অলীক ব্যাপার। ভালোবাসা নামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব তুমি বিশ্বাস করো না—সে চিৎকার করে বলে সে আর একটুও যাবে না তোমার সঙ্গে" নদীর পানি শান্ত দেখাচ্ছে কিন্তু তা অতল, সে ওদিকে আর এক পাও তোমার সাথে যেতে পারবে না। তুমি যদি তার দিকে এগিয়ে আসো তাহলে সে তোমাকে জাপটে ধরবে আর তোমাকে নিয়েই পানিতে ডুবে মরবে যাতে করে তুমিও যমদূতের কাছে পৌঁছে যাও!

সে বলে, তুমি তাকে বেঁচে থাকার একটা পথ দাও। সে তোমাকে দোষারোপ করবে না। তুমি স্বস্তির সাথে পর্যটন চালিয়ে যেতে পারবে, যেখানে খুশি যেতে পারবে লিংমান কিংবা নরকে। তাকে ধাক্কা মেরে ফেলার প্রয়োজন নেই, সে দূরে চলে যাবে, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে, তোমার সাথে দেখা হবে না আর কোনেদিন, এবং আর কোনোদনি তোমাকে দেখতেও চাইবে না। তাকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা করবারও দরকার নেই।

ঘটনাক্রমে, সে ঘুরে দাঁড়ায় আর হেঁটে সরে যায়। তুমি তাকিয়ে দেখ না, তুমি জানো সে অপেক্ষা করছে তোমার মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করার। যদি তুমি দেখার জন্যে ঘোরো, সে যাবে না, সে তোমার দিকে তাকাবে, চোখের পানি আটকে রাখবে যতক্ষণ না গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। তুমি হাল ছেড়ে দেবে, অনুনয় করবে তাকে থেকে যাবার জন্যে। তারপর হবে আলিঙ্গন ও চুম্বন, আবার সে তোমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হবে।

তুমি তার দিকে তাকাও না আর একাই হেঁটে যাও, সোজা সুজি নদীর কিনারার দিকে। যখন তুমি সেখানে পৌঁছাও তখন পিছনে না তাকিয়ে পারো না, কিন্তু সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তুমি একটা পাথরের ওপর বসো যেন অপেক্ষা করছো তার ফিরে আসার যদিও জানো সে তোমার কাছে ফিরে আসবে না।

তোমরা এক সঙ্গে ভেসে পড়েছিলে জলজ উদ্ভিদের মতো, সেই স্থানে যার নাম উইঝেন, কারণ তোমরা ছিলে নিঃসঙ্গ এবং সে ছিলো বিষণ্ন।

তুমি আসলে তাকে চেনো না একটুও। সেও জানে না কিছুই তোমার সম্পর্কে। কারণ সে একজন নারী আর তুমি একজন পুরুষ কারণ এক অজানা স্থানে সেটা ছিলো একটা স্বপ্নবৎ রাত্রি।

তার ক্ষেত্রে তুমিও ছিলে একই রকম।

হ্যাঁ, তুমি তাকে ভ্রষ্ট করেছো কিন্তু সেও ভ্রষ্ট করেছে তোমাকে।

BanglaBook.org

কিন্তু কোথায় আমি খুঁজে পাবো এই লিংশান? কেবল আছে সেই বোবা পাথর পাথাড়ি নারীরা যেখানে যায় পুত্রসন্তান কামনায়। সে কি ছিলো একজন *ঝুহুয়াপো?* অথবা সে কি ছিলো সেই তরুণী লোকেরা যাকে সাঁতার কাটতে নিয়ে গিয়েছিলো রাতের বেলা? যাই হোক সে একেবারে তরুণী নয় আর তুমিও তরুণ নও। যখন তার সাথে তোমার সম্পর্কের কথা তুমি স্মরণ করছো তখন আকস্মিকভাবে তুমি আবিস্কার করো যে তুমি বলতে পারো না সে দেখতে কেমন কিংবা তার কণ্ঠস্বর কেমন শোনায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫১

White Emperor-এর মন্দির, ইয়াংসি নদীর পাড়ে এক চূড়ার ওপর, অস্তগামী সূর্যের বর্ণচ্ছটায় স্নান করছে। নদীর জলের ঘূর্ণীপাকের শব্দ অনেক দুর থেকেও শোনা যায়।

আমি লক্ষ্য করি অস্তগামী সূর্যের উজ্জ্বল সোনা অদৃশ হয়ে যায় পর্বতশীর্ষের চূড়া থেকে আর গিরিখাতের উভয় দিক অন্ধকারে ডুবে যায়। লাল নৌ বাতি জ্বলে ওঠে নদীর পাশে একটার পর একটা। উজনগামী একটা স্টিমবোট তিনটি ডেকে যাত্রী নিয়ে চলেছে। সেটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পরও বাঁশির আওয়াজ কেঁপে কেঁপে ভেসে আসে।

White Emperor-এর মন্দিরের সামনে আমি যাই এবং একটা চমৎকার নতুন হোস্টেল সেখানে আবিষ্কার করি। এখানকার ভূভাগদৃশ্য কর্কশ ও বন্ধ্যা কিন্তু পাহাড়ের অর্ধেকটা উপরে হান শাসনামলের একটা বড় অর্ধ-গোলাকার নগর প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। এটা কেবলমাত্র দেখা যায় এখানে-ওখানে, কিন্তু এটা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ। স্থানীয় সাংস্কৃতিক কার্যালয়ের পরিচালক জায়গাটা আমাকে দেখায়, সে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ আর নিজের কাজের প্রতি অনুরক্ত।

সে আমাকে চার হাজার বছর পুরনো একটা পাথরের ড্যাগার দেখায়, সেটা এই এলাকার মাটির নিচ থেকেই পাওয়া গিয়েছিলো। ইয়াংসি নদীর উভয় তীরে তারা খুঁড়ে পেয়েছিলো পাথরের সুন্দর সুন্দর শিল্পকর্ম আর নিওলিথিক যুগের লাল মৃৎপাত্র। একটা জায়গায় এক গুহায় এক বাক্স ব্রোঞ্জের অস্ত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো।

সাংস্কৃতিক কার্যালয়ের প্রদর্শনী কক্ষে প্রচুর সংখ্যায় মাটির তৈরি চরকি রাখা আছে। সেগুলো লাল ও কালো রঙের নকশা-আঁকা আর সম্ভবত সেই একই যুগের। এসব চরকি পাওয়া গিয়েছিলো হুবেই প্রদেশের নিম্ন ইয়াংসির ছুচিয়ালিং-এ।

রাতের শান্ত অবস্থার মধ্যে, ইয়াংসির ধারাবাহিক স্রোতের শব্দ শুনতে শুনতে, আমি ভাবি আমার জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলোয় আমি কি করবো।

BanglaBook.org

আমি কি ইয়াংসির তীর ধরে এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাকবো, সংগ্রহ করা চালিয়ে যাবো পাথর, মাছ ধরার জাল, তাছি জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত বাটখারা? আমি এর মধ্যেই এই ধরনের পাথরের একটা পেয়েছি—

আমি খুব সকালে উঠে পড়ি একটা ছোট স্টিমবোট ধরার জন্যে এধরনের বোট, দুপাশের ওয়াটার লাইন যদিও পানি ছুই ছুই, জলে খুব দ্রুত চলতে পারে। মধ্যাহ্নে আমি পৌঁছাই উ পর্বতে যেখানে চু রাজ্যের রাজা হুয়াই এক রাতে স্বপ্ন দেখে সেও একজন দেবী প্রেম করেছে। উ নারীরা কাউন্টি শহরের রাস্তা পূর্ণ করে রেখেছে, কিন্তু মোটেও আকর্ষণীয় নয়। বোটে সাত কিংবা আটজন জিন কাপড়ের পোশাক পরিহিতা তরুণী ও পুরুষ, তাদের উচ্চারণ বেইজিং-এর লোকদের মতো। তারা কথা বলে, হাসে, রোমান্স করে আর টাকা নিয়ে কথা বলে। এ হলো তারা, তাদের কেটল ড্রাম আর ইলেকট্রিক গিটারসহ এবং কয়েকটি পপ গান আর ডিস্কো (রক' এন' রোল নিষিদ্ধ), যারা তাদের ভাষায় হৃদয় জয় করেছে ইয়াংসি নদীর উভয় তীরে মানুষদের।

কাউন্টি গেজেটের একটা ভলিউমে, বাদামি কাগজের ওপর ছেঁড়াখোঁড়া পৃষ্ঠা সেঁটে, নিম্নলিখিত অংশ তুলে ধরা হয়েছে ঃ

> টাং শাসনামলের সম্রাট ইয়াও-এর সময়কালে, উ পর্বতের নামকরণ করা হয়েছিলো উ সিয়ান-এর নামানুসারে যে তার গুপ্ত জ্ঞানের ভিতর দিয়ে পরিণত হয়েছিলো সম্রাট ইয়াও-এর চিকিৎসকে। জীবনে সে ছিলো অভিজাত এবং মৃত্যুর পর এক জ্ঞানী আত্মা। এই পর্বত ছিলো তার জায়গির।, সেই থেকেই এর নাম (দ্রষ্টব্য গুও পু, 'উ সিয়ান পর্বত, একটি *ফু* কবিতা')।
> ইউ শাসনামল। *গুনডিয়ান* বলে ঃ 'উ পর্বত জিংলিয়াং-এর একটা অংশ।' সিয়া শাসনামল। ইউগং বলে ঃ 'নয়টা প্রিফেকচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উ পর্বত রয়ে গেছে জিংলিয়াং-এর তিনটে প্রিফেকচারের সীমানার মধ্যে।'
> শাং শাসনামল। *শাং সংস*-এর 'জিউ ইউ জিউ ওয়েই'তে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'উ পর্বত শাসিত হতে থাকবে সিয়া শাসনামলের মতো।'

BanglaBook.org

ঝৌ শাসনামল। উ ছিলো ইওং রাজ্য। তারপর বসন্ত ও শরৎ কালে কুইজি রাজ্যের অঞ্চলে পরিণত হয়। ডিউক সি-এর ছত্রিশতম বছরের শরতে চু জন গোষ্ঠীর লোকেরা কুই দখলে আনে আর এটা চু হিসেবে নামাংকিত করে। উ এরপর চু-এর অধিকারে আসে। ওয়াররিং রাষ্ট্র কাল চু-তে একটা উ সৈন্য পরিচালন কেন্দ্র ছিলো।

ছিন শাসনামল। *শিজি*-তে 'ছিন-এর নথি; বলে ঃ 'ঝাওরাং রাজার তিরিশতম বছরে চু রাজ্যের উ সৈন্য পরিচালন কেন্দ্র পরিবর্তিত হয় উ কাউন্টিতে দক্ষিণ সেনাঞ্চলের প্রশাসনের অধীনে।

হান শাসনামল। ছিন শাসনামলের মতো এটা উ কাউন্টি হিসেবে অবিহিত হতে থাকে আর শাসিত হতে থাকে দক্ষিন সেনাঞ্চল কর্তৃক।

পরে হান শাসনামল। জিয়ান' আন আমল চলাকালে, প্রথম, দিককার শাসকরা এ জায়গাটিকে স্থাপন করে ইডু কমাণ্ডারির প্রশাসনের অধীনে। পঁচিশতম বছরে, সুন ছুয়ান একে নিয়ে আসে গুলিং প্রশাসনের অধীনে, তারপর উ সুনসিউ একে আনে জিয়ানপিং কমাণ্ডারির অধীনে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫২

তুমি জানো যে আমি নিজের সাথে কথা বলছি আমার একাকীত্ব তাড়ানোর জন্যে। তুমি জানো যে আমার এই একাকীত্ব সম্পূর্ণ দূরারোগ্য, যে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারে না এবং আমি শুধু নিজের সাথে কথা বলতে পারি আমার আলাপের সঙ্গী হিসেবে।

তুমি আমার ছায়া।

আমি যখন তোমার কথা আর আমার নিজের কথা শুনি, তখন আমি তোমাকে একটা সে (স্ত্রীলিঙ্গ) সৃষ্টি করতে দিই, কেননা তুমি আমারই মতো আর তুমিও বহন করতে পারো না একাকীত্ব আর তোমাকে কথা বলার জন্যে খুঁজে নিতে হয় একজন সঙ্গী।

কাজেই তুমি কথা বলো তার সাথে, ঠিক যেভাবে আমি কথা বলছি তোমার সাথে।

তোমার থেকে তার জন্ম, তথাপি আমার নিজের সুনিশ্চয়তা। আমি একটা পর্যটনে আছি— জীবন। জীবন, ভালো অথবা মন্দ, একটা পর্যটন এবং আমার অভ্যন্তরীণ মননে আমি ভ্রমণ করি তোমাকে নিয়ে যে আমার প্রতিফলন।

ঠিক আমার মতো, তুমি ঘুরতে পারো যেখানে তোমার ইচ্ছা। দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে তুমি আর আমি সৃষ্টি হয় অপ্রতিরোধ্য ভাবে এবং তা অবিচ্ছেদ্য। এই পর্যায়ে পিছনে পা ফেলার দরকার হয় আর দরকার হয় স্থান সৃষ্টির। সেই স্থানটিই হলো সে (পুংলিঙ্গ)। সে হলো তুমি আমার দিকে পিছন ফিরে আমাকে ফেলে যাবার পর তোমার অতীত।

আমিও না আর আমার ভাবমূর্তিও না তার মুখ দেখতে পাই, এটা জানাই যথেষ্ট যে সে কারো অতীত।

তুমি যে আমার সৃষ্টি, সৃষ্টি করেছো তাকে (স্ত্রী লিঙ্গ) আর তার মুখ স্বাভাবিকভাবেই কল্পনা করা যাবে, কিন্তু তার বর্ণনা দেবার প্রয়োজন হবে কেন? তাছাড়া তার ভাবমূর্তি চিরকাল পরিবর্তিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

কেবল তোমার থেকে নিস্কৃতি পেলেই আমি আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। আমি একটা ধারণা নিয়ে ভেবেছি। কি হয় যদি তুমি আর আমি স্থান বদল করি? অন্য কথায় আমি তোমার ভাবমূর্তি হবো আর তার বদলে তুমি হবে আমার নিরেট আকার—এটা হবে খুব চিত্তাকর্ষক এক খেলা। তুমি যদি আমার অবস্থান থেকে খুব সতর্কতার সাথে আমার কথাগুলো শোনো, তাহলে তখন আমি হবো তোমার আকাংখার নিরেট অভিব্যক্তি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫৩

আমি ভাড়া করা একটা বাইসাইকেলে চড়ছি। গ্রীষ্মের সময় মধ্যাহ্নে তাপমাত্রা থাকে চল্লিশ ডিগ্রির ওপরে আর জিয়াংলিং-এর প্রাচীন নগরীর বিটুমিন সড়কের পিচ গলে নরম হয়ে যায়। একটা চা ও পানীয়ের স্টলের পিছনে এক বৃদ্ধা গরমের মধ্যে বসে আছে বেতের চেয়ারে। তার হেম্প জ্যাকেটের বোতাম খোলা, তাতে করে দেখা যায় তার শুকিয়ে যাওয়া স্তন। আমি এক বোতল কোমল পানীয় পান করি। সে এমন কি তাকিয়েও দেখে না আমি তাকে যথেষ্ট টাকা দিচ্ছি কি না।

নগর প্রাকারের বাইরে ধানক্ষেত, উজ্জ্বল হলুদ হয়ে গেছে পেকে। রাস্তা আর মাঠ ফাঁকা, প্রত্যেকেই বাড়িতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে আর ঠাণ্ডা হচ্ছে।

আমি সড়কের মাঝখান দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি এবং সড়কের ওপর বাতাসের মতো স্বচ্ছ ঢেউ উঠছে সূর্যের উত্তাপের। আমার পিঠ বেয়ে ঘাম ঝরছে আর আমি আমার পোলো-নেক শার্ট সোয়েটার খুলে আমার মাথায় বাঁধি।

এক ঘন্টা বা ওই রকম সময় ধরে সাইকেল চালিয়ে আসার পর আমি একটা কমপ্লেক্সে এসে পৌঁছাই যেখানে সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'বয়স্কদের বাসস্থান'। একটা কাঠের কারখানার পাশেই সেটা আর আশপাশে কোথাও চোখে পড়ে না একটাও পিচ-গাছ। অথচ এই উপশহরের নাম Peach Blossom Village. কমপ্লেক্সে বেশ কয়েকটা দোতলা ভবন, প্রাঙ্গন, কিন্তু আমি কোনো মানুষজন দেখতে পাই না। হয়তো তারা উত্তাপে আরো বেশি স্পর্শকাতর এবং যার যার কামরায় বসে ঠাণ্ডা হচ্ছে।

আমি একটা অফিস খুঁজে পেলাম দরোজা খোলা। একটা বেতের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়েছে ক্যাডারটি খবর পড়ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি আমার নানী তার বার্ধক্যে যে বয়স্ক আশ্রয় কেন্দ্রে জীবন যাপন করতো এটা সেই আশ্রয় কেন্দ্র কি না। সে খবরের কাগজ নামিয়ে রাখে আর বলে, 'সব তো আবার বদলে গেছে, এখনকার দিনে আর কোনো বয়স্ক আশ্রয় কেন্দ্র নেই, এখন বলা হয় বয়স্কদের বাসস্থান।' আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে অনুসন্ধান করে দেখতে বলি অমুক এক ব্যক্তি এখানে থাকতো কি না যে

BanglaBook.org

ইতোমধ্যে মারা গেছে। সে সহজভাবে আমার সাথে কথা বলে আর আমার পরিচয়পত্র দেখতে দেখতে চায় না। রেজিস্টার বইটা টেনে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টে বছর গুলো দেখতে থাকে, একটা পৃষ্ঠায় থামে, আর ব্যক্তিটির নাম আবারও জানতে চায়।

'মহিলা?'

'হ্যাঁ," আমি নিশ্চিত করি।

সে রেজিস্টারটা আমার দিকে ঠেলে দেয় যাতে করে আমিও দেখতে পাই। সেখানে পরিষ্কার ভাবে আমার নানীর নাম লেখা আছে, আর বয়সের পরিসংখ্যান। 'উনি মারা গেছেন দশ বছর হলো,' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

'হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিই। 'আপনি কি এই সমস্ত সময় ধরে এখানে কাজ করে আসছেন?'

সে মাথা নাড়ে।

'উনি কখনো বলতেন যে তার দুটো নাতি আছে?' আমি জানতে চাই।

'আপনি তার নাতি?'

'হ্যাঁ।'

সে মাথা নাড়ে আর বলে, 'আমার মনে হয় উনি বলতেন।'

'উনি কি কখনো বলেছিলেন যে তারা এসে তাকে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন।'

'কিন্তু ওই সময় আমি পল্লী অঞ্চলে ছিলাম।'

'তখন চলছিলো সাংস্কৃতিক বিপ্লব,' সে আমার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করে, 'তার মৃত্যু ছিলো স্বাভাবিক।'

আমি প্রশ্ন করি না যাদের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিলো না তারা কিভাবে মারা গেল, শুধু জানতে চাই কোথায় তাকে কবর দেয়া হয়েছে।

'তাকে দাহ করা হয়েছিলো। প্রত্যেককেই দাহ করা হয়। এটা শুধু হোমের বয়স্কদের ক্ষেত্রেই নয়, আমরা যখন মরবো তখন আমাদেরও দাহ করা হবে।'

'নগরটার জনসংখ্যা অতিরিক্ত, মৃতদের জন্যে কোনো জায়গা নেই।' আমি আলাপচারিতার ইতি টেনে দিই তার জন্যে, তারপর জিজ্ঞেস করি, 'আপনারা কি তার ভস্ম রেখে দিয়েছেন?'

'ওগুলো নেই। এখানে যারা বাস করে সবাই বার্ধক্য পীড়িত ও আত্মীয়স্বজনহীন, তাদের এক সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়।'

BanglaBook.org

'এখানে কি গণকবর আছে?'

'ইয়ে....' সে ভাবে সে কিভাবে উত্তর দেবে।

এ সবের দোষ তার নয়, দোষ একজন নাতির, একমাত্র আমি যা করতে পারি তাহলো তাকে ধন্যবাদ দিতে পারি একটা।

আমি বাইরে বেরিয়ে আসি, আমার সাইকেলে চড়ি, আর নিজের মনেই ভাবি যে একটা গণকবরেও যদি ভস্ম রাখা হয় তাতেও কিছু করার নেই, প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু তাতে থাকবে না ভবিষ্যতেও। যাই হোক না কেন, আমি শেষ পর্যন্ত আমার নানীর মৃত্যুর স্থানে এসে গেলাম যে একদা আমাকে কিনে দিয়েছিলো একটা লাটিম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫৪

তুমি সব সময় তোমার শৈশব অনুসন্ধান করছো এবং এটা পরিণত হচ্ছে এক বদ্ধ-সংস্কারে। তুমি সব জায়গাগুলোয় যেতে চাও যেসব জায়গায় তোমার ছোটবেলায় তুমি সময় অতিবাহিত করেছো। তোমার স্মৃতির বাড়িগুলো, আঙিনা, রাস্তা ও গলিসমূহ।

এই কারণে তুমি ভ্রমণ করো এক নগরী থেকে আরেক নগরী, কাউন্টি শহর থেকে জেলা সদর তারপর প্রাদেশিক রাজধানী, তারপর আরেক প্রাদেশিক রাজধানী থেকে অন্য জেলা সদর, তারপর এক কাউন্টি শহর থেকে আরেক কাউন্টি শহরে। কখনো কখনো, কোনো ছোট গলিতে যেটা নগর পরিকল্পকরা ভুল করে গেছে, অথবা যেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি। অথবা কোনো কিছু করার উদ্দেশ্য করেনি, অথবা কিছু করতে চাইলেও যেটা নিয়ে কিছু করতে পারেনি, তুমি অকস্মাৎ দেখ একটা পুরনো বাড়ি, দরোজা খোলা, এবং তুমি সেখানে থামো আর আঙিনার দিকে তাকিয়ে দেখ বাঁশের আড়ে কাপড় শুকাচ্ছে। যেন তুমি মাত্র প্রবেশ করেছো আর ফিরে যাবে তোমার শৈশবে ও সেই নিস্প্রভ স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হবে।

যখন তুমি তোমার ভিতরে যাও তখন যেখানেই তুমি যাও আবিষ্কার করো যে সেখানেই তোমার শৈশবের স্মৃতি জাগানিয়া কিছু রয়েছে। ভাসমান পাখির পালক যুক্ত পুকুর, ছোট শহরের মদের দোকান, রাস্তার ওপর ঝুলন্ত ওপরতলার কামরার জানলা, ধনুকের আকৃতি বিশিষ্ট পাথরের ব্রিজ, সরু নৌকা, আর শুষ্ক কূপ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তোমার শৈশবের স্মৃতির সাথে যুক্ত। এবং এতে কিছু যায় আসে না তুমি এইসব জায়গায় ছিলে কি ছিলে না।

শৈশবের স্মৃতি আসলে কি? কিভাবে তা শনাক্ত যায়? সেগুলো কেবর তোমার মনের মধ্যে ধরে রাখো, শনাক্ত করার দরকার আছে কি?

তুমি উপলব্ধি করো যে শৈশব তুমি সন্ধান করছো তার নির্দিষ্ট লোকেশনের প্রয়োজন পড়ে না। যদিও তুমি জন্মগ্রহণ করেছো নগরে। বড়োও হয়েছো নগরে

BanglaBook.org

আর তোমার জীবনের বিশাল একটা অংশ কাটিয়েছো কোনো বিপুলায়তন মহানগরীতে, তথাপি ওই মহানগরীকে তুমি তোমার হোমটাউন হিসেবে হৃদয়ে জায়গা দিতে পারোনি।

তোমার জানা উচিৎ যে এই দুনিয়ায় তোমার চাওয়া খুব কম। তোমার লোভী হবার কোনো দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তুমি যা কিছু অর্জন করতে পারো তাহলো স্মৃতি, স্বপ্নের মতো স্মৃতি যা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। যখন তুমি ওগুলো সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করো, তখন শুধু বাক্য তৈরি হয়, তা পায় এক ভাষাগত আকৃতি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫৫

আমি আলোর বন্যা ভেসে যাওয়া এই নগরীতে এসে পৌঁছাই। রাস্তা ভর্তি পথচারি আর অন্তহীন যান ও জনস্রোত। স্লুইস গেটের মতো ট্রাফিক সিগনাল পরিবর্তিত হলে অসংখ্য বাইসাইকেল আরোহী চলতে শুরু করে। এবং এছাড়াও টি-শার্টি, নিওন আলো, সুন্দর রমনীর ছবিসহ বিজ্ঞাপন।

আমি পরিকল্পনা করেছিলাম স্টেশনের নিকটবর্তী একটা হোটেল খুঁজে নেবার। তাহলে গরম পানিতে গোসল করতে পারবো, খেতে পারবো একটা চমৎকার খাবার, আর গত দশ দিনের ক্লান্তি কাটিয়ে নিতে পারবো ভালো ঘুম দিয়ে। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু সব হোটেলেই সিঙ্গল রুম ভাড়া হয়ে গেছে। আমার আর কিছু করার থাকে না। এর সবটাই বিরক্তিকর। আমার হঠাৎ করেই মনে পড়ে বেইজিং-এর আমার এক বন্ধুর বন্ধু এখানে আছে আর তার টেলিফোন নম্বর আমাকে দিয়েছে বন্ধুটি বলেছে, এ পথে আমি গেলে মুক্ত চিত্তে এই লোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।

আমি চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিই। যে ব্যক্তি উত্তর দেয় সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে। আমি ফোন করতে পছন্দ করি না, প্রথমত আমার নিজের ব্যক্তিগত ফোন নেই এবং দ্বিতীয়ত কেউ কেউ আছে যারা এটাকে কৌশলে কাজে লাগানোর জন্যে ব্যবহার করে থাকে। আমার অল্প কয়েকজন বন্ধুরই কেবল টেলিফোন আছে। কাজেই আমার বন্ধুর এই বন্ধুটি অবশ্যই কোনো কর্মকর্তা হবে। আমি এখনো অপেক্ষা করছি। আমি যদি লাইন কেটেও দিই তবুও আমাকে অপেক্ষা করতে হবে হোটেলের লবিতে। যাইহোক না কেন ফলাফল এটা সময় কাটানোর একটা উপায়।

একটা অবন্ধুসুলভ কণ্ঠস্বর এরপর উত্তর দেয়, আমাকে প্রশ্ন করে, তারপর বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে আর জিজ্ঞেস করে কোথায় আমি। সে বলে সে এক্ষুণি আমাকে নিতে আসবে। সে বাস্তবিকই আমার পুরনো বন্ধুর ভালো বন্ধু যে আমাকে আগে চিনতো না কিন্তু এই বন্ধুত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত। আমি হোটেলে থাকার চিন্তা বাদ দিই, জিজ্ঞেস করি কতো নম্বর বাসে উঠতে হবে, তুলে নিই আমার ব্যাগ আর স্থান ত্যাগ করি।

BanglaBook.org

আমি দরোজায় করাঘাত করার সময় কিছুটা উদ্বেগ বোধ করি। বাড়ির মালিক দরোজা খুলে দেয়, আমার ব্যাগ থেকে আমাকে মুক্তি দেয়, এবং কোনো আনুষ্ঠানিকতা প্রদর্শন কিংবা করমর্দন না কলে, আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে আমাকে ভিতরে নিয়ে যায়।

কি রকম এক স্বস্তিদায়ক বাড়ি এটি। হলওয়ে চলে গেছে আরো দুটো কক্ষে। সেগুলো সাজানো বেতের চেয়ার। গ্লাস ব্লক কফি টেবিল আর এন্টিকসহ একটা কাচের ডিসপ্লে কেবিনেট এবং অন্যান্য আসবাবপত্রে। দেয়ালে ঝোলানো করা পোর্সেলিন প্লেট। মেঝে এমন ঝকঝকে যে কোথায় পা ফেলবো আমি জানি না। আমি প্রথমে আমার ধুলোবালি লাল জুতো নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলাম, তারপর আয়নায় দেখতে পেলাম আমার নোংরা চুল ও মুখ। কয়েক মাস আমার চুল কাটা হয়নি আর একন আমার নিজেকে নিজেই চেনা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

'আমি পর্বত মালা থেকে এসেছি আর বুনো মানুষের মতো হয়ে গেছে চেহারা,' আমি বলি।

'এই সুযোগে না হলে তোমাকে পাওয়া খুব শক্ত হতো,' আমার অতিথিসেবক গৃহকর্তা বললো।

তার স্ত্রী আমার সাথে করমর্দন করে আর চা নিয়ে আসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার কন্যা, যার বয়স এখনো দশ বছর হয়নি, আমাকে অভ্যর্থনা জানায় 'হেলো আংকল্' বলে আর দরোজা থেকে কিছুটা দ্বিধান্বিত হাসি নিয়ে আমাকে দেখে।

গৃহকর্তা বলে বেইজিং থেকে তার বন্ধু চিঠি লিখে সব জানিয়েছে কাজেই তার জানা হয়েছে আমি সবখানে ঘুরছি আর আমার দেখা পাবার জন্যে সে পথ চেয়ে ছিলো। সে আমাকে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সব খবরাখবর বলে—এই ব্যক্তি পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে আর ওই ব্যক্তি ক্ষমতা থেকে পড়ে গেছে, কে এই বক্তৃতা দিয়েছে ইত্যাদি। আমার নাম উল্লেখ করে একটা প্রবন্ধও লেখা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে এই লেখকের রচনা সমস্যাসৃষ্টিকারি তবে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা ঠিক নয়। আমি বলি যে এই সব ব্যাপারে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই, আমার যা প্রয়োজন তাহলো জীবন, উদাহরণ স্বরূপ, এই মুহূর্তে আমার প্রয়োজন গরম জলে স্নান করা। তার স্ত্রী উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ে এবং বলে সে এক্ষুণি পানি গরম করে দেবে।

স্নান করার পর আমার অতিথিসেবক আমাকে তার কন্যার কামরায় নিয়ে যায়, যেটা তার পড়াশোনার কক্ষ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, এবং বলে যদি আমি ক্লান্ত হয়ে থাকি তাহলে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি এবং তারপর সে আমাকে ডেকে তুলবে কিছু খাবার জন্যে। আমি শুনতে পাই তার স্ত্রী কিছু ভাজছে রান্না ঘরে।

BanglaBook.org

৫৬

সে চায় তুমি তার হস্তরেখা পড়ো। তার হাত ছোট, কোমল, অত্যন্ত চমৎকার, আর অত্যন্ত নারীসুলভ। তুমি তার হাতের তালু খোলা আর তোমার হাতের ওপর রাখো। তুমি বলো তার প্রকৃতি সহজ। সে খুব ভদ্র। সে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

তুমি বলো এটা খুব মনোহর তালু আর এ কথায় সে মিষ্টি করে একটু হাসে।

কিন্তু তার হৃদয়ে জ্বলছে এক আগুন, এক উদ্বিগ্নতা। তার জ্বলন্ত উৎকণ্ঠার কারণ তার ভালোবসার জন্যে নিজেকে সমর্পণ করার ইচ্ছা আর যাকে বিশ্বাস করতে পারে এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়ার সমস্যা। তার পক্ষে একথায় খুশি হওয়া শক্ত, কিন্তু হস্তরেখা যা বলছে তুমি তাই তুলে ধরছো। সে মুখভঙ্গি করে।

তার প্রেম হয়েছে একাধিক......

কতোবার? সে বলে তুমি কল্পনা করো।

তুমি বলো সে শুরু করেছিলো যখন সে ছোট ছিলো।

কোন বয়সে? সে জানতে চায়।

তুমি বলো সে একজন রোমান্টিক এবং একেবারে তরুণ কাল থেকেই সে প্রেম করে আসছে। সে হাসে।

তুমি সাবধান করে দাও যে জীবনে সে হতাশ হবে বারবার।

সে তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

তুমি বলো যে তার হাতের রেখা খুব জটিল এবং একই সাথে বেশ কয়েক কনের সঙ্গে সে জড়িত।

ভুল, সে বলে।

তুমি তার প্রতবিাদে বাধা দাও এবং বলো একজনের সাথে যখন সে জড়িত তখন যে অন্যজনের কথা ভাবছে, সে নতুন প্রেমিকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে পুরনোটাকে বাতিল করে দেবার আগেই।

তুমি বলো কখনো কখনো এটা ঘটছে সচেতন ভাবে, আর অন্য সময় তা নয়। তুমি বলো না এটা ভালো নয়, তুমি বলছো যে এসব তার হাতের রেখায় রয়েছে। এমন কিছু আছে যা নিয়ে তোমার কথা বলা উচিৎ নয়? তুমি তার চোখের দিকে তাকাও।

BanglaBook.org

সে ইতস্তত করে, তারপর বলে তুমি সব কিছু নিয়ে কথা বলতে পারো।

তুমি বলো প্রেমে উৎসর্গিত হবার লক্ষ্য তার নেই। তুমি অনুভব করো তার হাতের অস্থি আর বলো যে তুমি শুধু তার হাতের রেখাই পরীক্ষা করোনি শুধু, হাড়ের গঠনও পরীক্ষা করেছো। তুমি বলো যে যে-কোনো পুরুষ তোমাকে নিয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র তোমার এই ছোট কোমল হাত ধরেই।

আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেই দেখ না। সে হাত ফিরিয়ে নেয় কিন্তু তুমি ধরে থাকো আর ছাড়ো না।

তার ভোগান্তি আছে, তুমি বলছো তার হাতের রেখায় যা আছে।

কেন ?

তোমার নিজেকেই করতে হবে এ প্রশ্ন।

সে বলে সে কেবল এককভাবে একজনকেই ভালোবাসতে চায়।

তুমি জানো যে এটাই সে চায় কিন্তু সমস্যা হলো যে এটা অসম্ভব।

কেন?

তুমি বলো তার অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে নিজের হাতকে, যে হাত তার নিজের তুমি তার হয়ে জবাব দিতে পারো না। তুমি সত্যিই ধূর্ত, সে বলে।

তুমি বলো তুমি ধূর্ত নও, তার হাতই হচ্ছে চমৎকার, কোমল, অপরিমাপযোগ্য।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর তোমাকে পড়ে যেতে বলে।

তুমি তার আঙুলগুলো ছড়িয়ে মেলতে বলো আর তুমি সেগুলো আলাদা করো, বলছো, তুমি অবশ্যই দেখবে ভাগ্য তাকে না কি সে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তারপর কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে তুমি মনে করো?

তুমি তার হাত মুঠি করো, তার বাহু টেনে ওপরে তোলো, তারপর সবাইকে ডেকে দেখতে বলো।

তারা সবাই হাসতে শুরু করে আর সে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

তুমি বলো কি দুর্ভাগ্য, তুমি নিজের কথা বলছো এইবার, তার নয়। এতে অন্য সবার সাথে সেও হেসে ওঠে। তুমি জানতে চাও আর কেউ হস্তরেখা দেখাতে চায় কি না। সব মহিলা নীরব থাকে। তারপর লম্বা কঠিন আঙুলের একটা হাত এগিয়ে দিয়ে একটা ভরাট কণ্ঠ বলে, আমাকে দেখ।

তুমি বলো তুমি কেবল হাত পড়তে পারো, মুখ নয়।

আমি আমার ভাগ্য দেখতে বলছি! সে তোমার ভুল ঠিক করে দেয়।

এই হাত সমর্থ হাত, তুমি বলো।

BanglaBook.org

অন্য কিছু নিয়ে বলো না, কেবল আমাকে বলো আমি কোনো পেশায় দাঁড়াতে পারবো কি না।

তুমি বলো যে এই হাত একটা শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছে। এসব বাদ দিয়ে কেবল বলো আমার পেশায় আমি সফল হতে পারবো কি না।

তুমি কেবল বলতে পারো যে সে একটা পেশা পাবে কিন্তু পেশা পাওয়া সফর হবার মতো প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়।

সফল না হলে এটাকে পেশা হিসেবে গণনা করা যাবে কেমন করে? সে প্রশ্ন করে।

একটা পেশা এমন কিছু যে কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়। তুমি কি বলতে চাইছো?

আমি বলছি যে উচ্চাকাংখার ঘাটতি আছে।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। উচ্চাকাংখার অভাব আছে, সে স্বীকার করে।

তুমি বলো সে শক্তিশালী কিন্তু তার উচ্চাকাংখার অভাব এবং অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না।

ব্যাপারটা অমনই, সে ঠোঁট কামড়ায়।

প্রায়শ পেশা আর উচ্চাকাংখা অবিচ্ছেদ্য। কোনো মানুষের উচ্চাকাংখা আছে বলা মানে হচ্ছে তার পেশা আছে বলা। উচ্চাকাংখা একটা পেশার ভিত্তি, উচ্চাকাংখা থাকলে মানুষ অনন্য সাধারণ হতে চাইবে।

হ্যাঁ, সে বলে, সে অনন্যসাধারণ হতে চায় না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫৭

আমি উত্তরে ফাংসিয়ান দিয়ে শেননংজিয়ায় প্রবেশ করি। অদ্যাবধি গুজব আছে যে এই এলাকায় বন মানুষ আছে। এর বিবরণ লেখা আছে ছিং শাসনামলে রচিত Annals of Yunyangfu বইটিতে। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই বনভূমি ৮০০ লি পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি এখানে বন মানুষের তদন্তে আসিনি। দেখতে এসেছি যে এই প্রাচীন বনভূমি এখনো টিকে আছে কি না। জীবন নিজেই লক্ষ্যহীন, আর ঠিক এই রকম ভ্রমণশীল।

রাতের বেলা প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং সকালেও কিছুটা। এখন চমৎকার আবহাওয়া। বেলা এগারোটায় কাউন্টি শহরে পৌঁছোই আমি এবং ফরেস্ট্রি ব্যুরোর হোস্টেলে যাই। সেখানে ক্যাডারদের তিন গ্রেডের বৈঠক চলছিলো।

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে সবাই একত্রিত হলে জানান হলো আমি বেইজিং-এর একজন লেখক। আয়োজনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সেকশন প্রধান তাদের সাথে আমাকে যোগ দিতে বাধ্য করে আর একজন ড্রাইভারের সাথে ব্যবস্থা করে দেয় তার পাশের সিটে বসে যাবার জন্যে যে অপরাহ্নে যাত্রা শুরু করবে এবং পান করার জন্যে আমার সাথে জোরাজুরি শুরু করে দেয়।

'সব লেখকই ভালো সুরাপায়ী!' সে বলে। তার দেহ বিশাল আর সে সোজাসুজি কথা বলে।

পান-ভোজন ভালোই চললো। আমি তাদের হতাশ করতে পারি না আর কিছুটা পান করি। এরপর আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে আর ড্রাইভারের অবস্থা গাড়ি চালানোর মতো থাকে না।

বৈঠক পুনরায় শুরু হয় অপরাহ্নে কিন্তু ড্রাইভার আমাকে নিয়ে আসে একটা গেস্ট রুমে যেখানে আমরা বিছানা খুঁজে পাই আর রাত নেমে আসা পর্যন্ত ঘুমাই।

নৈশভোজেও সমান পানাহার চলে আর আবার আমরা আগাগোড়া মাতাল হয়ে যাই। আমি যা করতে পারি তা হলো হোস্টেলে রাত কাটানো। ড্রাইভার

BanglaBook.org

আসে আর আমাকে জানায় পাহাড়ি বন্যায় বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা ডুবে গেছে এবং বলা শক্ত আগামী কাল যাত্রা শুরু করা সম্ভব হবে কি না। এটা ভালো বিশ্রাম নেবার এক মহা-সুযোগ আর এতে সে দারুন খুশি।

রাতের বেলা সেকশন প্রধান এসে আলাপ করে আর জানতে চায় রাজধানীতে ভোজসভায় তারা কি খায়। প্রথমে কোন খাবার পরিবেশন করা হয়? কোন খাবার পরিবেশন করা হয় শেষে? সে বলে স্থানীয় লোকজন যারা বেইজিং-এর রাজকীয় প্রাসাদ দেখে এসেছে তারা তাকে বলে যে সম্রাজ্ঞী ডোওয়াগের-এর জন্যে যখন একটা খাবার প্রস্তুত করা হতো তখন নাকি এক শ'টা হাঁস বধ করা হতো, এটা কি আসলেই সত্যি? এখনো কি ঝংনানহাই-তে অবস্থিত চেয়ারম্যান মাও-এর বাসভবন উন্মুক্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্যে? আমি কি চেয়ারম্যানের সেই পুরনো পায়জামা দেখেছি টেলিভিশনে যা দেখানো হয়েছে?

পরদিন ক্যাডাররা তাদের বৈঠক আবার শুরু করে। ড্রাইভার আমাকে বলতে আসে রাস্তা এখনো মেরামত করা হয়নি এবং আমাকে আরো একদিন থাকতে হবে। আমি সেকশন প্রধানকে খুঁজে বের করি এবং বলি, 'আপনি বৈঠক নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছেন আর আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। এখানে কি অবসরপ্রাপ্ত ক্যাডাররা আছে যারা খুব ভালোভাবে এই কাউন্টির ইতিহাস জানে? আমি তাদের সাথে গিয়ে আলাপ করতে পারি।'

সে কোনো একজনের কথা ভাবে, সাবেক কুওমিনতাং আমলের একজন ভারপ্রাপ্ত কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট যে শ্রম শিবির থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে। 'এই বুড়োটা সব কিছু জানে, সে এক বুদ্ধিজীবী। কাউন্টি কমিটি যখন কাউন্টি রেকর্ড প্রস্তুতকরণ দল গঠন করেছিলো তখন তারা বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা ও শনাক্ত করার জন্যে তার কাছে যেতো।'

একটা স্যাঁতসেঁতে কর্দমাক্ত গলিতে, অনেকগুলো বাড়ি পেরিয়ে আমি হঠাৎ তার বাড়িতে পৌঁছে যাই। বুড়োটা আমাকে প্রধান কামরায় বসার আমন্ত্রণ জানায়। সে খকখক করে কাশে আর আমাকে চায়ের প্রস্তাব দেয়। আমি তাকে বলি যে আমি একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছি এবং বর্তমান ছাড়া সেটা কিছু করা যাবে না এবং আমি বিশেষ করে তার পরামর্শ নিতে এসেছি। সে কাশি থামায়, একটা সিগারেট ধরায় আর চেয়ারে সোজা করে পিঠ ঠেকিয়ে বসে। তারপর এ অঞ্চলের একটা ইতিহাস শুনিয়ে দেয়। বাইরে চমৎকার বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে।

BanglaBook.org

৫৮

নুওয়া যখন মানব সৃষ্টি করেছিলো তখন সে তাদের জন্যে দুঃখ-দুর্দশাও সৃষ্টি করেছিলো। মানব সৃষ্টি হয়েছিলো নুওয়ার নাড়িভুড়ি থেকে আর জন্ম নিয়েছিলো নারীর রক্তাক্ত তরলে এবং সে কারণেই তাদের পরিষ্কার করা যায় না ধুয়ে।

আত্মা আর ভূত অনুসন্ধান করতে যেও না, কার্য ও কারণ অনুসন্ধান করতে যেও না, অর্থ খুঁজতে যেও না, সব জড়িয়ে আছে গোলমালে।

তোমার ভিতরে যে তুমি আছে সে একটা আয়নার ছবি, জলে যেমন ফুলের প্রতিচ্ছবি। তুমি পারো না আয়নার মধ্যে প্রবেশ করতে। কিন্তু প্রতিচ্ছবি দেখতে পারো আর নিজের জন্যে তাহলে আর দুঃখ অনুভব করবে না।

জ্ঞান একটা অপচয় ব্যয়বহুল খরচ।

তুমি শূন্যতা সৃষ্টি করো। শব্দ নিয়ে খেলা হচ্ছে একটা শিশুর ব্লক নিয়ে খেলার মতো ঘটনা। কিন্তু ব্লক দিয়ে শুধুমাত্র তৈরি করা যায় নির্ধারিত নকশা, গঠনের সম্ভাবনা ব্লকেই নিহিত এবং কিছু আসে যায় না যে ভাবেই সেগুলো সাজানো হোক নতুন কিছুই তুমি সৃষ্টি করতে পারবে না।

ভাষা হচ্ছে পেস্টের মতো যা কেবল ভেঙে যায় বাক্যে। যদি তুমি বাক্য পরিত্যাগ করো, তবে তার পতন ঘটবে আর তুমি অসহায় ভাবে দেখবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫৯

আমি একটা স্প্রিং-এর বিছানায় শুয়ে আছি একটা কামরায়। দেয়ালে হলুদ ছাপা-নকশার ওয়ালপেপার। শাদা পর্দা আর লাল কার্পেট। আমার হাতে যদি স্টেনসিল করা খামার কর্মের গানের, Gongs and Drums to Accompany Weeding একটা কপি না থাকতো তাহলে বিশ্বাস করা কঠিন হতো যে আমি শেননংজিয়া বনভূমিতে আছি। দোতলা এই ভবনটা নির্মাণ করা হয়েছিলো একদল আমেরিকান গবেষকের জন্যে, তারা কোনো কারণে পরে আর না আসায় এটা ক্যাডারদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রুমের ভিতর এক ধরনের ভনভন আওয়াজ হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো পতঙ্গ। কিন্তু রুমের ভিতর কোথাও কোনো পতঙ্গ চোখে পড়লো না। শব্দটা হতেই থাকে আর ঝুলে থাকে বাতাসে। সতর্কভাবে শোনার পর মনে হয় কোনো নারীর গান আর আমার চারপাশে ঘুরতে থাকে। আমি বইটা নামিয়ে রাখার সাথে সাথে শব্দটা থেমে যায় এবং বইটা যখন তুলে নিই হাতে তখন আবার শব্দটা শুরু হয়। আমার মনে হয় আমার কান নিশ্চয় ঝাঁ ঝাঁ করছে তাই আমি উঠে পড়ি, একটু হাঁটি, আর জানলা খুলে দিই।

ভবনের সামনে সূর্য আলো দিচ্ছে প্রচুর। এখন প্রায় দুপুর, এবং কাউকে চোখে পড়ে না, তাহলে কি সবটা আমার মনের ব্যাপার? কোনো অক্ষর ছাড়া এই শব্দটা আমার পরিচিত মনে হয়, মনে হয় কোনো নারীর বেদনার শব্দ যা আমি পাহাড়ে শুনেছি।

আমি বাইরে গিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিই। কামরা থেকে বেরিয়ে আসি আর ভবনের সামনে চলে যাই। কিন্তু কোনো কিছুই চোখে পড়ে না পাহাড়-পর্বত আর বনভূমি ছাড়া। শব্দটাও শোনা যায় না।

আমি ফিরে আসি রুমে এবং জানালার পাশে ডেস্কে বসি, চিন্তা করি নির্বাচন করে কিছু লোকজ সঙ্গীতের এই উপাদান কপি করে নেবো, কিন্তু আমি শব্দটা শুনতে পাই। কিছু একটা বিদঘুটে ব্যাপার ঘটছে এবং অবশ্যই এর শেষটা আমাকে দেখতে হবে। কেউ কি গান গাইছে নাকি কিছু একটা মনস্তাত্ত্বিক ভুল

BanglaBook.org

হচ্ছে আমার? আমি উপর দিকে তাকাই আর শব্দটা শুনতে পাই আমার পিছনে, ঘুরে দাঁড়াই তখন সেটা বাতাসে ভাসে ভাসমান সিল্কের মতো। আমি শব্দের উৎস অনুসন্ধানে মরিয়া হয়ে যাই। এবং এক সময়ে কামরার বাইরে থেকে আসা শব্দের উৎস আবিষ্কারও করি। ব্যালকনি থেকে দেখতে পাই ঢালের অপর পাশে পাহাড় থেকে শব্দটা আসছে। আসলে ওটা ওখানে এক জায়গায় কর্মরত শ্রমিকদের গান। আমি স্বস্তি নিয়ে কামরায় ফিরে আসি যে এটা মনস্তাত্ত্বিক কোনো সমস্যা নয় আর আমার শ্রবণও স্বাভাবিক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬০

'কোনো কিছু নিয়ে ভাববে না যখন তুমি নাচবে।' এই মাত্র তুমি তার সাথে মিলিত হয়েছো, আর জীবনে তার সাথে প্রথমবার নাচছো যখন সে এ কথা তোমাকে বললো।

'কি বলতে চাইছো?' তুমি জিজ্ঞেস করো।

'যখন তুমি নাচবে তখন শুধুই নাচবে, ভাবনার জগতে হারিয়ে যাবে না।'

তুমি হাসো।

'আরো ঘনিষ্ঠ হও, তোমার বাহুর ভিতর আমাকে আকড়ে ধরো।'

'ঠিক আছে,' তুমি বলো।

সে খিকখিক করে হাসে।

'তুমি কেন হাসছো?'

'তুমি কি আমাকে আরো শক্ত করে ধরতে পারো না?'

'অবশ্যই।'

তুমি শক্ত করে তাকে ধরো এবং তার স্তনের স্প্রিং-এর মতো লাফানো বিষয়ে সচেতন থাকো এবং তার গলার সুরভিত উষ্ণতা। রুমটা অন্ধকার, কোণায় রাখা টেবিলল্যাম্প একটা কালো ছাতি দিয়ে আচ্ছাদিত আর নৃত্যরত জুটিগুলোর মুখে অস্পষ্ট। টেপ রেকর্ডারে মৃদু সঙ্গীত বাজছে।

'এটা ভালো,' সে শান্তকণ্ঠে বলে।

'তুমি চমৎকার,' তুমি বলো।

'তুমি কি বলছো?'

'আমি তোমাকে পছন্দ করি কিন্তু এটা প্রেম নয়।'

'এইভাবেই ভালো, ভালোবাসা বেদনাপূর্ণ আর দুশ্চিন্তাময়।'

তুমি বলো তুমিও একই রকম অনুভব করো।

'আমরা একই প্রকার দুইজন,' সে অনুভূতি আর হাসি দিয়ে বলে।

'নিখুঁত জুটি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করবো না।'

'কেন তুমি করতে চাইবে?'

'কিন্তু সত্যিই আমি বিয়ে করতে চাই।'

BanglaBook.org

‘কখন?’

‘হতে পারে পরের বছর।’

‘সে তো অনেক দূরের ব্যাপার।’

‘দূরের হোক আর যাই হোক তোমার সঙ্গে তো নয়।’

‘সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু কাকে তুমি বিয়ে করবে?’

‘আগে-পরে কাউকে তো বিয়ে আমার করতেই হবে।’

‘যে কোন লোককে?’

‘সেটা দরকারি না। যাহোক, আগে-পরে আমাকে বিয়ে করতে হবে।’

‘এবং তারপর তালাক?’

‘হতে পারে।’

‘তারপর আবার একত্রে নাচবো আমরা।’

‘কিন্তু তখনো আমি তোমাকে বিয়ে করবো না।’

‘কেন তুমি করতে চাইবে?’

‘তোমার মধ্যে সুন্দর কিছু একটা আছে।’ সে বাস্তবিকই এটা মন থেকে বলে।

তুমি ধন্যবাদ দাও তাকে।

কাচের জানলা দিয়ে অসংখ্য বাড়ির আলো দেখা যায়। একটা জুটির হঠাৎ করে ছোট রুমের মাঝে ঘূর্নীপাক খেতে থাকে আর তোমার নিতম্বে ধাক্কা মারে। তুমি দ্রুত থেমে পড়ো আর আলিঙ্গন করো তাকে।

‘ভেবো না আমি তোমার গুণকির্তন করে বলবো কি দারুন তুমি নাচতে পারো,’ সে এই সুযোগটা নেয় আবার শুরু করার।

‘আমি পেশাদার নর্তক নই।’

‘তাহলে তুমি নাচো কেন? নারীদের ছোঁয়ার জন্যে?’

‘ছোঁয়ার আরো অনেক উপায় আছে।’

‘তোমার জিভেয় খুব ধার।’

‘তার কারণ তোমার জিভ কখনো থামে না।’

‘ঠিক আছে, আমি চুপচাপ থাকবো।’

তুমি আবার মিলিত হও মধ্য-শরতের এক রাতে। সেদিন হিম-শীতল উত্তর-পশ্চিম বাতাস বইছিলো। বাতাসের মধ্যে তুমি বাইসাইকেলে চড়ছিলে এবং সময় সময় বাতাসের ধাক্কায় প্রায় ভেসে যাচ্ছিলে গাছের পাতার সাথে। তুমি এক শিল্পী বন্ধুর বাসায় আবহাওয়া ভালো না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নাও আর একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ো। অন্ধকারাচ্ছন্ন আঙিনায়, একটা মলিন আলো আসছিলো তার জানলা থেকে। তুমি দরোজায় আঘাত করো আর একটা গভীর কণ্ঠস্বর উত্তর দেয়। সে দরোজা খুলে দেয় এবং সাবধানে পা ফেলার জন্যে বলে কারণ অন্ধকার। রুমের ভিতর ছোট একটা মোমবাতি জ্বলছে।

'দারুন ব্যাপার,' তুমি বলো, 'কি করছো তুমি?'

'নির্দিষ্ট কিছুই না,' সে উত্তর দেয়।

রুমের ভিতর অত্যন্ত উষ্ণ। সে কেবল একটা পুলওভার পরে আছে আর তার চুল ঝাঁকড়া। শীতের জন্যে হিটার-স্টোভের ওপর ইতোমধ্যেই চিমনি ফিট করা হয়েছে।

'তুমি অসুস্থ?' তুমি জিজ্ঞেস করো।

'না।'

মোমবাতির পাশে কিছু নড়ে, তুমি শোনো তার পুরনো সোফার স্প্রিং-এর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ এবং বুঝতে পারো সোফার এক প্রান্তে বসে আছে একজন নারী।

'তোমার মেহমান আছে ঘরে?' তুমি বলো ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

'ঠিক আছে।' সোফার দিকে আঙুল তুলে সে বলে, 'বসো।' কেবল ওই সময়ই সেই মেয়েটিকে তুমি দেখতে পাও, সে হাত বাড়িয়ে দেয় করমর্দনের জন্যে। সে চুল লম্বা রেখেছে। তুমি কৌতুক করো তার সাথে।

'যদি আমি ঠিকভাবে মনে করতে পারি, তোমার চুল এত লম্বা ছিলো না আগে।'

'কখনো কখনো আমি চুল মাথার ওপর বাধি, কখনো ছেড়ে দিই নিচের দিকে, তুমি লক্ষ্য করোনি।' সে মৃদু হাসে।

'তোমরা পরস্পরকে চেনো?' তোমার শিল্পী বন্ধু জিজ্ঞেস করে।

'আমার একত্রে নেচেছিলাম এক বন্ধুর স্থানে।'

'তোমার এখনো মনে আছে।'

'কারো সাথে নাচ করে কি ভুলে যাওয়া সম্ভব?'

'তুমি কি একটা ড্রিংক চাও?' তোমার শিল্পী বন্ধু জানতে চায়।

তুমি বলো তুমি এদিক দিয়েই যাচ্ছিলে আর সামান্য সময় থাকবে।

'আমিও নির্দিষ্ট ভাবে কিছু করছি না,' সে বলে।

'ঠিক আছে ...' সে যোগ করে, শান্ত কণ্ঠে।

এর পর, তারা উভয়েই চুপ করে যায়।

BanglaBook.org

'তোমরা তোমাদের কথা চালিয়ে যেতে পারো,' আমি বলি। 'আমি ভিতরে এসেছি গা গরম করার জন্যে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস যখন একটু কমবে, আমি আমার পথে চলে যাবে।'

'না, তুমি ঠিক সময় মতোই এসেছো,' সে বলে। আবার নীরবতা 'অধিক সঠিক হবে যদি বলা হয় আমি একবারে বেঠিক সময়ে এসেছি।' তুমি ভাবো তোমার বাস্তবিকই চলে যাওয়া উচিৎ কিন্তু তোমার বন্ধু তোমাকে উঠতে দেয় না। সে তোমার কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দেয় আর বলে, 'যেহেতু তুমি এসেছো, যে কোনো বিষয় নিয়েই কথা বলা সম্ভব। তবে আমরা যা বলছিলাম তা আমরা শেষ করে ফেলেছি।'

'তোমরা কথা বলো, আমি শুনবো।' সে সোফার ওপর কুঁকড়ে বাস আর কেবলমাত্র তার নিস্প্রভ মুখের রূপরেখা দৃশ্যমান, তার সুন্দর নাক আর মুখ।

কয়েক দিন পর, সে একদিন দুপুরে তোমার দরোজায় দেখা দেয়।

'কেমন করে জানলে কোথায় আমি থাকি?'

'আমাকে স্বাগত জানানো হবে কি না?'

'অবশ্যই। ভিতরে এসো, ভিতরে এসো।' তোমার দরোজা অবশ্যই তার ভিতরে আসার জন্যে এবং জিজ্ঞেস করো তোমার শিল্পী বন্ধু তাকে তোমার ঠিকানা দিয়েছে কি না। অতীতে তুমি তাকে দেখেছিলে ম্লান আলোয় এবং নিশ্চিত করে বলার সাহস নেই মানুষটা সেই কি না।

'হতে পারে, হতে পারে সে ছিলো অন্য কেউ, তোমার ঠিকানা কি গুপ্ত?' সে উত্তর দেয় প্রশ্ন করে।

তুমি বলো তুমি ভাবোনি সে এখানে এসে তোমাকে সম্মানিত করবে এবং বাস্তবিক তুমি সম্মানিত বোধ করছো।

'তুমি ভুলে গেছো তুমিই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে।'

'সেটাও সম্ভব।'

'এবং তুমিই আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলে, তাও ভুলে গেছো নাকি?'

'আমি অবশ্যই,' তুমি বলো। 'যাকগে, আমি সত্যিই খুশি হয়েছি যে তুমি এসেছো।'

'একজন মডেলের আগমনে কিভাবেই বা তুমি খুশি না হয়ে থাকবে?'

'তুমি একজন মডেল?' তুমি ভীষণ বিস্মিত।

'আমি মডেলিং করছি, অধিকন্তু ন্যুড মডেলিং।'

তুমি বলো, দুর্ভাগ্যক্রমে, তুমি শিল্পী নও কিন্তু তুমি কিছু সৌখিন আলোকচিত্রের কাজ করে থাকে।

BanglaBook.org

'যারা আসে তোমার এখানে তাদের সব সময় কি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়?' সে জিজ্ঞেস করে।

তুমি রুমের ভিতর দ্রুত তাকে আসতে ইঙ্গিত করো। 'মনে করো এটা তোমার নিজের বাড়ি, যা খুশি করার স্বাধীনতা অনুভব করো। এই রুমটা দেখেই তুমি বলতে পারো যে রুমের বাসিন্দার নিয়ম-শৃংখলা কিছু নেই।'

সে ডেস্কের পাশে বসে, চারপাশে তাকায় আর বলে, 'এই জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে এটার প্রয়োজন একজন মহিলা বাসিন্দা।'

'যদি তুমি হতে চাও।'

'ধন্যবাদ।' সে তোমার হাত থেকে চা নেয় আর মৃদু হাসে। 'গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে কথা বলা যাক।'

তুমি শুধু বলো, 'ঠিক আছে।'

তোমার কাপ ভরে নিয়ে ডেস্কের পাশে একটা চেয়ারে তুমি বসো, তুমি স্বস্তি পাও আর তার দিকে ফেরো।

'আমরা কি নিয়ে কথা বলবো সে আলোচনা। থেকে শুরু করতে পারি। যাহোক, তুমি কি সত্যিই একজন মডেল?'

'আমি একজন শিল্পীর মডেল ছিলাম, কিন্তু এখন আমি আর কোনো মডেল নই।'

'আমি জানতে পারি কেন?'

'সে আমার পেইন্টিং করতে অসুস্থ বোধ করে আর অন্য কাউকে খুঁজে পেয়েছে।'

'পেইন্টাররা ওইরকমই হয়ে থাকে, আমি জানি। তারা একজন মডেলের জন্যে সারাটা জীবন খরচ করতে পারে না।' তোমার শিল্পী বন্ধুর পক্ষ নিয়ে তুমি কথা বলো।

'মডেলরাও একই রকম, তারাও কেবল একজন পেইন্টারকে নিয়ে বাঁচে না।'

সে ঠিকই বলেছে, অবশ্যই। বিষয়টা থেকে তোমার অবশ্যই বেরিয়ে আসা দরকার।

'কিন্তু তুমি আসলেই একজন মডেল? আমি তোমার পেশা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি, ওটা কি কাজ?'

'সেটা কি খুবই জরুরি?' সে আবার হাসে, সে সর্বদা তোমার থেকে এক পদক্ষেপ এগিয়ে।

BanglaBook.org

'এটা অতো জরুরি নয়। আমি জিজ্ঞেস করছি যাকে আমি জানবো কি নিয়ে কথা বলতো পারি, যাতে করে আমি কোনো কিছু সম্পর্কে তোমার সাথে কথা বলতে পারি, যাতে তোমার ও আমার উভয়েরই আগ্রহ রয়েছে।'

'আমি একজন ডাক্তার,' সে মাথা নেড়ে বলে। এবং তুমি কোনো কথা বলার সুযোগ নেবার আগেই সে জানতে চায়, 'আমি কি ধুমপান করতে পারি?'

'অবশ্যই, আমিও ধুমপান করি।'

তুমি টেবিলের ওপর দিয়ে তার দিকে সিগারেট ও এ্যাশট্রে এগিয়ে দাও।

'তোমাকে এক রকম লাগে না,' তুমি বলো।

'সে কারণেই আমি বলেছিলাম আমি যা করি তা গুরুত্বহীন। আমি যখন বলেছিলাম আমি একজন মডেল ছিলাম, তুমি কি ভেবেছো সত্যিই আমি মডেল দিলাম?' সে মাথাটা পিছনে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।

এবং যখন তুমি বলো তুমি একজন ডাক্তার তুমি কি বাস্তবিকই একজন ডাক্তার? কিন্তু তুমি স্পষ্ট উচ্চারণ করো না এটা। 'তুমি কি মনে করো সব মডেলই খারাপ?'

'প্রয়োজন নেই, মডেলিং খুব সিরিয়াস কাজ, এবং দেহ প্রদর্শনীর মধ্যে খারাপ কিছুই নেই, আমি ন্যুড মডেলিং সম্পর্কে বলছি। প্রকৃতি যদি সৌন্দর্য সৃষ্টি করে থাকে তবে সে সৃষ্টির উপস্থাপন অন্য অর্থে নেবার কোনো দরকার নেই। এতে দোষের কিছুই নেই। আর তাছাড়া একটা সৌন্দর্যমন্ডিত মানবদেহ যে কোনো শিল্পকর্মের চেয়েও অধিক।'

'তাহলে তুমি কেন শিল্পের সাথে জড়িত?' সে জিজ্ঞেস করে।

তুমি বলো তুমি শিল্প নিয়ে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানচর্চা করোনি এবং তুমি মাত্র একজন লেখক, বলো তাই যা বলতে চাও এবং যখন বলতে চাও।

'কিন্তু লেখাও শিল্পের এক ধরনের ফর্ম।'

তুমি বোঝাতে চাও যে লেখালেখি হচ্ছে কৌশলগত দক্ষতা।

'এটার জন্যে প্রয়োজন হয় টেকনিক, উদাহরণস্বরূপ তুমি, তুমি শিখেছো কিভাবে স্কালপেল নিয়ে কাজ করতে হয়। আমি জানি না তুমি একজন সার্জন না ফিজিশিয়ান, কিন্তু সেটা গুরুত্ব পূর্ণ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার টেকনিক আয়ত্ব থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যে কারো মতো লিখতে পারবে যেমন যে কেউ জানে কেমন ভাবে স্কালপেল ব্যবহার করতে হয়।'

সে হাসে।

BanglaBook.org

তুমি বলতে থাকে যে তুমি বিশ্বাস করো না যে শিল্প হচ্ছে মনগড়া, শিল্প হচ্ছে জীবনের একটা পথ। মানুষের রয়েছে বিভিন্ন প্রকার জীবনোপায়। শিল্প তার সবকিছু উপস্থাপন করতে পারে না।

'তুমি অত্যন্ত জ্ঞানী,' সে বলে।

'তুমি নিজেও বোকা নও,' তুমি বলো।

'কিন্তু কিছু মানুষ বোকা।'

'কারা?'

'শিল্পীরা।'

'শিল্পীদের আছে শিল্পীর দর্শনের ধরন, লেখকদের চেয়ে তারা অনেক বেশি নির্ভর করে দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুর ওপর।'

তোমার সাথে কথা বলার সময় সে টেবিলের ওপর থেকে চাবি তুলে নিয়ে খেলতে থাকে। তুমি দেখ সে সুখী নয়, কাজেই তুমি চাবি নিয়ে তার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করো।

'কিসের চাবি?' সে জানতে চায়।

'তোমার হাতে যে চাবি।'

'চাবি নিয়ে কি?'

তুমি বলো তুমি ওটা হারিয়ে ফেলেছিলে।

'এটা নয় কি?' তার হাতে ধরা চাবিটা সে দেখায়।

তুমি বলো তুমি ভেবেছিলে তুমি ওটা হারিয়ে ফেলেছিলে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে চাবিটা তার হাতে।

সে চাবিটা টেবিলে ওপর নামিয়ে রাখে অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ায় এবং বলে সে চলে যাচ্ছে।

'জরুরি কিছু আছে?'

'হ্যাঁ,' সে বলে, তারপর যোগ করে, 'আমি বিবাহিত।'

'অভিনন্দন,' তুমি তিক্ততার সাথে বলো।

'আমি আবার আসবো।'

সেটা একটা স্বস্তি। 'কখন?'

'যখন আমি সুখী অনুভব করবো। আমি আসবো না যখন আমি অসুখী বোধ করবো আর তোমাকে অসুখী করে তুলবো। যখন আমি সুনির্দিষ্ট ভবে সুখী তখনও —'

BanglaBook.org

'সেটা স্পষ্ট, নিজেকে স্যুট করো।'

তুমি আরো বলো যে তুমি বিশ্বাস করবে যে সে আবার আসবে।

'আমি আসবো এবং কথা বলবো তোমার সাথে তোমার হারানো চাবি সম্পর্কে!'

সে মাথা নাড়লো আর তার চুল দুই কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে এলো, তারপর এক রহস্যময় হাসি দিয়ে সে দরোজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬১

আমার এই পুরনো স্কুল সহপাঠী যাকে আমি দশ বছরেরও বেশি সময় দেখিনি সে ড্রয়ার থেকে একটা আলোকচিত্র বের করে। ছবিটায় তাকে ও অন্য এক ব্যক্তিকে দেখা যায় একটা ভগ্ন মন্দিরের সামনে যেটার পাশে এক টুকরো সবজি-বাগান। মানুষটা হবে মধ্য বয়সী, আর হতে পারে নারী অথবা পুরুষ। সে বলে মানুষটা মহিলা। সে জিজ্ঞেস করে প্রত্যন্ত সমতলের নারী যোদ্ধা সম্পর্কে আমি কিছু জানি কি না।

আমি জানি। আমি যখন জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেছি তখন এক সহপাঠী বাড়ি থেকে পুরনো ন্যায় যোদ্ধাদের উপন্যাস নিয়ে আসতো, যা স্কুলে নিষিদ্ধ ছিলো, যেমন Seven Sword and Thirteen Righteous Warriors, Biography of the Swordsman of Emei এবং Thirteenth Younger Sister. যদি তুমি একজন বন্ধু হয়ে থাকো তবে তুমি রাতের জন্যে বই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারো আর যদি বন্ধু না হও তাহলে তোমার ডেস্কের ড্রায়ারে রেখে ক্লাস চলাকালে লুকিয়ে পড়তে পারো।

আমি আরো মনে করতে পারি যখন আমি আরো তরুণ ছিলাম, আমার একটা সেট ছবির বই ছিলো Woman Warrior of the Desolute Plains নামে আর কয়েকটা পৃষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছিলাম মার্বেল খেলতে গিয়ে।

এবং আমি মনে করতে পারি এই প্রত্যন্ত সমতলে নারী যোদ্ধা অথবা তেরতম ছোট বোন অথবা অন্য কোনো নারী যোদ্ধা যে-ই হোক যৌনতা সম্পর্কে আমার তরুণ বয়সের অজ্ঞতা থেকে আমাকে জাগানোর ব্যাপারে কিছু করেছিলো। সম্ভবত এটা ছিলো একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড বইয়ের দোকানের অলংকৃত বই। বইটার ভিতরে শুরুতেই দেখা যাচ্ছে একটা ছবিতে ঝড়ে ভেঙে পড়া একটা পিচ ফুল যুক্ত ডাল, তার নিচে এ জাতীয় ক্যাপশন 'ঝড় আর বৃষ্টির রাতের না-বলা বেদনা,' সেখানে ছবিতে দেখা যায় নারী যোদ্ধাকে ধর্ষণ করছে একজন মার্শাল আর্ট জানা লোক। পরের পৃষ্ঠার ছবিতে আছে নারী যোদ্ধা মার্শাল আর্ট-এর জগতের উচ্চতর পর্যায়ের একজন বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে উড়ন্ত ছুরির গোপন কলাকৌশল তালিম নিচ্ছে। তার মন প্রতিশোধ স্পৃহায় পূর্ণ, সে ঘটনা-পরম্পরায় তার শত্রুকে খুঁজে বের করে।

BanglaBook.org

তার উড়ন্ত ছুরি বিঁধে যায় শত্রুর মাথায় কিন্তু কোনো কারণে সে বেদনার্ত এবং তার শত্রুর একটা হাত কেটে নেয় আর তাকে ছেড়ে দেয়।

'তুমি বিশ্বাস করো নারী যোদ্ধারা এখনো আছে?' আমার স্কুল সহপাঠী জিজ্ঞেস করে।

'ফটোর মহিলা?' আমি বলতে পারি না সে কৌতুক করছে কি না।

'তাকে আন্ডারএস্টিমেট করো না। সে একজন মার্শাল আর্ট বিশেষজ্ঞ এবং প্রচুর মানুষ বধ করেছে,' সে বলে গুরুত্বের সাথে।

ঝুঝৌ থেকে পূর্ব দিকে আমার যাত্রার পথে, ট্রেন সময়সূচির পিছনে পড়ে গিয়েছিলো এবং সেটা থামে একটা ছোট স্টেশনে, সম্ভবত বিপরীত দিক থেকে আসা স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনকে রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্যেই। আমি যখন স্টেশনটার নাম দেখি, হঠাৎ করে আমার মনে পড়ে যে আমার এই পুরনো সহপাঠী এখানে কাজ করে একটা খনি অনুসন্ধান দলের সাথে। আমাদের দশ বছরের বেশি সময় কোনো দেখা-সাক্ষাৎ নেই; তারপর গত বছর এক প্রকাশনা সংস্থার সম্পাদক একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ফরোয়ার্ড করে যেটা আমার কাছে পাঠিয়েছিলো আমার এই সহপাঠী। এই জায়গাটার নাম লেখা ছিলো খামের ওপর। তার ঠিকানা আমার কাছে ছিলো না কিন্তু এই রকম ছোট জায়গায় প্রচুর সংখ্যক অনুসন্ধানী দল থাকে না এবং তাকে খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয় না। আমি ট্রেন থেকে নেমে আমি। সে আমার শৈশবের দিনগুলো থেকেই খুব ভালো বন্ধু। জীবনে সুখের ঘটনা খুব বেশি নয় এবং পুরনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া খুবই চমকপ্রদ।

জন্ম থেকেই আমি এক উদ্বাস্ত। আমার মা যখন বেঁচে ছিলো সে বলেছিলো সে আমার জন্ম দিয়েছিলো যখন বিমান থেকে বোমা ফেলা হচ্ছিলো তার মধ্যে। হাসপাতালের ডেলিভারি রুমের জানলা কাগজ দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছিলো যাতে বিস্ফোরণের আওয়াজে তাদের কম্পন না লাগে। সৌভাগ্যবশত বোমা অন্যত্র পড়েছিলো আর নিরাপদে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। যাহোক, আমি কাঁদিনি, এবং ডাক্তার আমার নিম্নাঙ্গে চাপড় দিলে আমি কেঁদেছিলাম।

হোস্টেলে আমি একটা বিছানা বুক করি আর জমা রাখি আমার ব্যাকপ্যাক। যদি আমি তাকে খুঁজে না পাই, অন্তত তাহলেই এখানে এসে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবো পরদিন খুব সকালের ট্রেন ধরার জন্যে। আমি এক বাটি সবুজ সয়া বিন পরিজ খেয়ে নিই একটা স্টলে। পাবলিক অফিস ক্যাডার একটা চেয়ারে বসা

BanglaBook.org

ছিলো, আমি তাকে খনি অনুসন্ধানী দল সম্পর্কে জানতে চাই। সে বিষয়টা নিশ্চিত করে বললো— প্রথমে এখান থেকে দুই লি, তারপর তিন, এবং সর্বোচ্চ পাঁচ। আমি একটা ছোট গলিতে ঢুকি, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে, ছোট নদীর ওপরকার কাঠের ব্রিজ পার হয়ে, অপর পারে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন নতুন স্টাইলের ভবন। ওই হলো অনুসন্ধানী দল।

গ্রীষ্মের রাত এটা এবং আকাশ ভর্তি নক্ষত্রপুঞ্জ, আর সবখানে ব্যাঙের ডাক। মাঝ রাতের দিকে আমি তার দরোজায় গিয়ে করাঘাত করলাম।

'তুমি শয়তান?' সে চেঁচিয়ে ওঠে, বিস্মিত। তরুণ বয়সে ইশকুলে সবই আমাকে ক্ষুদে শয়তান বলে ডাকতো। এখন আমার মনে হয় আমি একটা বুড়ো শয়তান।

'তুমি কিভাবে এখানে এলে?'

'আমি মাটি ফুড়ে বেরিয়েছি,' আমি বলি। আমিও বাস্তবিক খুশি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬২

তুমি বলো সে চাবি হারিয়েছে।

সে বলে সে বুঝতে পারে।

তুমি বলো সে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পায় টেবিলের ওপর চাবি আর যখন একটু ঘুরেছে তখন আর চাবিটা সেখানে নেই।

সে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তুমি বলো, এটা একটা সাদামাটা চাবি, একটা চাবির রিং বিহীন চাবি।

সে বলে সে বোঝে।

তুমি বলো এটা একটা সাদামাটা চাবি। সে মনে করে চাবিটা সে টেবিলে রাখা ল্যাম্প স্ট্যান্ডের ওপর রেখেছিলো, কয়েকটা ড্রইং পিনের সাথে। ড্রইং পিনগুলো ওখানে আছে কিন্তু চাবিটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে টেবিলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বইগুলো তুলে দেখেছে। উত্তর দেবার অপেক্ষায় রেখে দেয়া আছে কয়েকটা চিঠি। কিন্তু চাবিটা নেই।

প্রায়ই এমনটাই ঘটে, সে বলে।

তার বাইরে যাবার দরকার ছিলো কিন্তু দরোজা খোলা রেখে সে যেতে পারে না। কাজেই চাবি তাকে খুঁজে বের করতে হবে। টেবিলের ওপর আছে বই, কাগজ, চিঠিপত্র, কিছু টাকা, কয়েকটা মুদ্রা। এর মধ্যে একটা চাবি খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

হ্যাঁ।

কিন্তু ওখানে নেই চাবিটা। সে টেবিলের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ঝাড় দেয়। সেখানে একটা বাস টিকেটও তার চোখে পড়ে। চাবিটা মেঝেতে পড়ে থাকলে একটা আওয়াজ হতো। মেঝের ওপর কয়েকটা বই এবং সেগুলো তুলে রাখে সে। বই আর চাবি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস যা একসাথে মিলে যেতে পারে না।

অবশ্যই না।

এমন ভাবেই অদৃশ্য হয়ে গেছে চাবিটা।

ড্রয়ারে দেখা হয়েছে?

BanglaBook.org

ড্রয়ারও সে দেখেছে। সাধারণ ড্রয়ারের ডান দিকের কোণে চাবিটা রাখার অভ্যেস তার ছিলো, কিন্তু অনেক দিন আগেই সেটা বন্ধ করেছে। ড্রয়ার ভর্তি চিঠি, পাণ্ডুলিপি, বাইসাইকেলের লাইসেন্স প্লেট, মেডিক্যাল কার্ড, গ্যাস সাপ্লাই কার্ড, আর সব ধরনের বিল। কিছু স্মারক ব্যাজ, একটা সোনার পেন বক্স, একটা মঙ্গোলিয়ান ছুরিও আছে সেখানে। এগুলোর তেমন কোনো মূল্য নেই, তবে এগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়া একটু কষ্টের কারণ এগুলো ধারণ করে কিছু স্মৃতি। প্রত্যেকেরই স্মৃতি আছে মূল্যবান।

সব স্মৃতিই মূল্যবান নয়।

হ্যাঁ।

তারপর ড্রয়ারটা টেনে বের করে সব কিছু সে বের করে আনে।

তারপরও সেটা ওখানে নেই।

সে ভালো করেই জানতো চাবিটা ওখানে থাকবে না, কিন্তু তবুও খুঁজে দেখে।

এটা ওই রকম। সে কি পকেট গুলো দেখেছে?

সে সবগুলো পকেট দেখেছে। সে তার ট্রাউজারের সামনের-পিছনের পকেটগুলো দেখেছে কমপক্ষে পাঁচ-ছয়বার। আর সব শার্টের পকেট। তার যতো কাপড়-চোপড় আছে সবগুলোতে যতো পকেট আছে কোনোটা বাদ রাখেনি। কেবল যে একমাত্র জিনিসটা সে স্পর্শ করেনি সেটা হলো স্যুটকেস।

তাহলে—

তাহলে সে টেবিল থেকে সব কিছু সরিয়ে ফেলে মেঝেতে, বিছানার মাথার দিকের সাময়িক পত্রিকাগুলোর গাদা উল্টে ফেলে, বুককেস খোলে, এমন কি ঝাকুনি দেয় বেডিং, মাদুর, আর বিছানার তলা দেখে, ওহ্, আর জুতোর ভিতরেও! একদা একটা পাঁচ সেন্টের মুদ্রা পড়ে গিয়েছিলো এক পাটি জুতোর ভিতর।

বেচারা।

এই চাবির রিং ছাড়া সাদামাটা চাবিটা রুমের ভিতরেই কোথাও ছিলো। দশ মিনিট আগেও আর জীবন ছিলো নিয়মানুবর্তী, শৃংখলাময়। বলা যাবে না যে রুমটা ছিলো চমৎকার ভাবে পরিষ্কার ও গোছানো। কিন্তু বেশ ভালো দেখাতো। এই রুমে সে স্বস্তির সাথে বাস করতো। যাই হোক না কেন এতেই সে অভ্যস্ত ছিলো আর যেহেতু সে অভ্যস্ত ছিলো সেহেতু এটা ছিলো স্বস্তিদায়ক। ঠিক।

এটা সম্পূর্ণ ঠিক আর ছিলো না, সব কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো, সমস্ত কিছুই ভুল!

BanglaBook.org

ত্রস্ত হয়ো না, এখন সতর্কতার সাথে চিন্তা করো। সে বলে এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শোয়ার জায়গা নেই, বসার জায়গা নেই, দাঁড়ানোর জায়গা নেই। তার জীবন পরিণত হয়েছে আবর্জনার স্তূপে। সে নিজের ওপর ক্রোধ থামাতে পারে না। সে কাউকে দোষ দিতে পারে না, সে নিজেই চাবিটা হারিয়েছে আর নিজেকে এই অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। এই বেহাল দশা থেকে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, সে বাইরে যেতে পারে না, কিন্তু বাইরে তাকে যেতে হবে!

ঠিক।

সে আর দেখতে চায় না অথবা এমন কি ফিরেও আসতে চায় না এই রুমে আবার।

তার কি একটা এপয়েন্টমেন্ট ছিলো?

একটা এপয়েন্টমেন্ট, সেটা ঠিক, তাকে বাইরে যেতে হতো কিন্তু সে ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে, সে মিস করেছে এপয়েন্টমেন্ট। কেউ বোকার মতো এক ঘণ্টা তার অপেক্ষা করবে না এবং সে মনে করতে পারে না এপয়েন্টমেন্টটা কোথায় ছিলো আর কার সাথে।

এপয়েন্টমেন্টটা ছিলো একটা মেয়ে বন্ধুর সাথে, সে বলে কোমল কণ্ঠে।

হতে পারে, হতে পারে তাই। সে বলে সে সত্যিই মনে করতে পারছে না, কিন্তু বাইরে তাকে যেতে হবে, এই জঞ্জালের মধ্যে সে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারবে না।

দরোজা লক না করেই?

তার কিছু আর করার নেই বাইরে যাওয়া ছাড়া এবং দরোজা লক না করেই চলে আসে এবং সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় রাস্তায়। লোকজন আসছে ও যাচ্ছে দৈনন্দিন যেমন দেখা যায়, সব সময়ই এই রকম ব্যস্ত দেখা যায় কিন্তু সে জানে না কেন। কেউ জানে না সে তার চাবি হারিয়েছে, কেউ জানে না সে দরোজা লক না করেই রেখে এসেছে, কাজেই অবশ্যই কেউ তার রুমে ঢুকে তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে না। কেউ যদি আসেই তো সে হবে পরিচিত জন। যখন তারা দেখবে যে পা ফেলারও জায়গা নেই, তখন তারা হয়তো বইগুলোর ওপর বসবে আর তার অপেক্ষায় থাকবে অথবা তারা যদি অপেক্ষা করতে না পারে তো চলে যাবে, মোদ্দা কথা তার দুশ্চিন্তা করবার কিছুই নেই। যাহোক তার এক কামরা নিয়ে দুশ্চিন্তা তবুও সে থামাতে পারে না। এখানে চুরি করে কিছুই পাবে না কেউ মূল্যবান। তার রুমে আছে শুধুমাত্র কিছু বই আর অত্যন্ত সাধারণ কাপড়চোপড় ও জুতো —তার সেরা জুতো জোড়া তার পায়ে— কিন্তু এসব ছাড়াও আছে সেই

BanglaBook.org

অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো যা ইতোমধ্যেই সে ঘৃণা করছে। এই পর্যায়ে সে আনন্দ অনুভব করতে শুরু করে, তার রুম অথবা হতচ্ছাড়া চাবি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং সে লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। সাধারণত অন্য সময় সে খুবই ব্যস্ত থাকে হয় কোনো ব্যাপারে নয়তো অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে অথবা নিজেকে নিয়েই। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে কোনো উদ্দেশ্যেই কোনো কিছু সে এসব করছে না এবং এই রকম সুখ আগে আর কখনো পায়নি সে।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর তার মনে পড়ে এপয়েন্টমেন্টটার কথা। তারা যখন মিলিত হয়েছিলো তখন আলাপ করেছিলো নিজেদের চেনাজানা লোকজন সম্পর্কে— কে তালাক দিচ্ছে, কে কার সাথে আছে, আর নতুন বই নতুন নাটক নতুন সিনেমা কি এসেছে ইত্যাদি নিয়ে। পরে আবার যখন তাদের দেখা হবে তখন এই সব নতুন বই নতুন নাটক নতুন চলচ্চিত্র পুরনো হয়ে যাবে এবং এতে আর আগ্রহও থাকবে না। সে এগিয়ে যার কারণ সে একাকীত্ব সহ্য করতে পারে না। এর পর সে ফিরে আসে তার গোলমেলে রুমটাতেই।

দরোজা লক না করা ছিলো না?

হ্যাঁ, ঠেলে সে দরোজা খোলে আর মেঝের ওপর ছড়ানো বইগুলোর সামনে থামে। তার হঠাৎ চোখে পড়ে ডেস্কের পাশে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে চাবির রিং ছাড়া চাবিটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬৩

আমি Profound Sky-এর সাথে দেখা করার জন্যে Dragon Tiger Mountain-এ যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম। Profound Dky একজন বিখ্যাত দাওপন্থী। কিন্তু ট্রেন যখন গুইছিতে থামে আমি তখন নামতে পারি না। চলাচলের পথে লোকজন প্রচন্ড ভিড় করে বসে থাকে। তাদের মাড়িয়ে দরোজা পর্যন্ত যাওয়াই মুশকিল। এই পূর্ব-পশ্চিমের ট্রেন সব সময় অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই থাকে, দিনে কিংবা রাতে। আমার টাকা-পয়সা আরো আগেই শেষ হয়ে গেছে আর এখন আমি চলছি ধার-কর্জের ওপর। একটা প্রকাশনা সংস্থার দয়ালু সম্পাদক আমাকে একটা পান্ডুলিপির রয়াল্টি বাবদ কয়েক শ' ইউয়ান অগ্রিম দিয়েছে যেটা হয়তো বই আকারে অনেক দিন পর্যন্ত সে প্রকাশ করতে পারবে না। আমিও জানি না বইটা আমি লিখতে পারবো কি না, কিন্তু এর মধ্যেই রয়ালটির টাকা অর্ধেকেরও বেশি আমি খরচ করে ফেলেছি। এটা বন্ধুত্বের ঋণ, কিন্তু কে বলতে পারে আগামী দিনে কি ঘটতে পারে? আমাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে সরাইখানাতে আর না থাকার জন্যে আর লজিং খুঁজতে হবে যাতে খরচ পড়বে না কোনো, বা পড়লেও সামান্য। যাহোক, ইতোমধ্যেই আমি গুইছি-তে নেমে যাবার সুযোগ নষ্ট করে ফেলেছি, যেখানে একটা মেয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো আমি তার বাড়িতে থাকতে পারি।

একটা ঘাটে নৌকার জন্যে অপেক্ষা করার সময় তার সাথে আমার দেখা হয়। দুটো ছোট বেনী, বুদ্ধি দীপ্ত চোখ এক জোড়া। আমি দেখতে পাই এই গোলমেলে দুনিয়ার ব্যাপারে তার দারুন কৌতুহল। আমি জানতে চাই কোথায় সে যাচ্ছে এবং সে আমাকে বলে সে Yellow Rock-এ যাচ্ছে। আমি বলি ধুলিমলিন আকাশের নিচে ওই স্থানটায় ইস্পাত কারখানার চিমনি থেকে ওটা কালো ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। ওখানে কি আনন্দ তুমি পাবে? সে বলে সে তার খালার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে এবং আমাকেও একই প্রশ্ন করে। আমি বলি যেখানেই আমি যাই না কেন, আমার নির্ধারিত কোনো গন্তব্য নেই। সে

BanglaBook.org

চোখ বড় বড় করে তাকায় এবং সে জানতে চায় আমি কি কাজ করি। আমি বলি আমি একজন ধাপ্পাবাজ। সে হাসিতে ফেটে পড়ে এবং বলে সে বিশ্বাস করে না।

'আমাকে ধাপ্পাবাজের মতো দেখায় না?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করি।

সে মাথা নাড়ে, 'একেবারেই না।'

'তোমার কি মনে হয় আমাকে কেমন দেখায়?'

'আমি জানি না,' সে বলে, 'কিন্তু ধাপ্পাবাজের মতো অবশ্যই না।'

'সেক্ষেত্রে, আমি একজন পরিব্রাজক।'

'পরিব্রাজকরা খারাপ মানুষ হয় না,' সে বলে।

'বেশির ভাগ পরিব্রজক আসলে ভালো মানুষ।' আমি তাকে নিশ্চিত করে বলি। ' সেই সব লোকজন যারা অত্যন্ত দস্তুরমতো সুশোভন তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাপ্পাবাজ হয়ে থাকে।'

সে হাসি থামাতে পারে না, সে খুব সুখী মেয়ে। সে বলে সেও পরিব্রাজনা করতে চায় সবখানে কিন্তু তার মা-বাবা তাকে যেতে দেয় না। তারা তাকে কেবল তার খালার বাড়িতে যেতে দেয়। তারা আরো বলে যে তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলেই তাকে কাজে দিয়ে দেয়া হবে। এটা তার সর্বশেষ গ্রীষ্ম-অবকাশ। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং বলে, 'বস্তুত পক্ষে, আমি সত্যিই বেইজিং-এ বেড়াতে যেতে চাই, কিন্তু সেখানে আমি কাউকে চিনি না। আমার মা-বাবা আমাকে একা যেতে দেবে না। তুমি কি বেইজিং-এ জন্ম গ্রহণ করেছো?'

'আমার উচ্চারন বেইজিং-এর অধিবাসীদের মতো কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমার জন্ম বেইজিং-এ; আমি বেইজিং-এ বাস করি। তুমি কোথায় থাকো?'

'গুইছি-তে।'

'ওখানে কি Drgon Tiger Mountain আছে?'

'ওটা একটা প্রত্যন্ত পাহাড়, মন্দিরটা ধ্বংস হয়ে গেছে বহু যুগ আগে।'

আমি বলি আমি এই ধরনের পাহাড় খুঁজছি, যে সব স্থানে লোকজন যায় না সেই সব স্থানেই আমি যেতে চাই।

'মানুষজনকে ধাপ্পা দেবার জন্যে ওইসব জায়গা কি উপযুক্ত?' সে হাসি হাসি মুখে বলে।

আমি বলার সময় হাসি থামাতে পারি না যে, 'আমি একজন দাওপন্থী হতে চাই।'

BanglaBook.org

'ওখানে এখন আর কোনো দাওপন্থী নেই। কাউকেই তুমি খুঁজে পাবে না। তবে জায়গাটা সত্যিই ভীষণ সুন্দর। আমি ওখানে সহপাঠীদের সাথে শিক্ষাসফরে গিয়েছিলাম। তুমি যদি সত্যিই ওখানে যেতে চাও, তবে আমাদের বাড়িতে থাকতে পারো, আমার মা-বাবা অতিথিপরায়ন।'

'কিন্তু তুমি কি Yellow Rock-এ যাচ্ছো না? তারা আমাকে চেনে না।'

'আমি দশ দিনের মধ্যে ফিরে আসবো। এ সময়টা অন্য কোথাও ঘুরে আসো না কেন?' সে এ কথা বলার সময় নৌকাটা এসে গেল।

আমি একজন তরুণ দাওপন্থী নানের সাক্ষাৎ পাই যার মুখটা অত্যন্ত সুন্দর ও গায়ের রং উজ্জ্বল। সে আমাকে মন্দিরের একটা গেস্টরুমে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। বার্নিশ না করা ফ্লোরবোর্ড থেকে কাঠের পরিষ্কার রং চোখে পড়ে। পরিষ্কার বিছানার গন্ধ পাওয়া যায়। আমি Palace of Supreme Purity-তে থাকছি।

প্রতি সকালে নান আমার জন্যে গরম পানির ওয়াশ বেসিন এনে দেয় মুখ ধোবার জন্যে। তারপর চা বানায় আর কিছুক্ষণ থেকে যায় কথা বলার জন্যে। সে বলে সে হাইস্কুল শেষ করেছে এবং স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে পরীক্ষা দাওপন্থী নান হবার জন্যে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি না কেন সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা আরো দশজন নারী-পুরুষকে তার সাথে তালিকাভুক্ত করেছে যাদের কমপক্ষে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। প্রধান দাওপন্থী একজন মাস্টার। তার বয়স আশির উপরে কিন্তু চতুর কণ্ঠস্বর আর দৃপ্ত পায়ে হাঁটে। কয়েক বছর আগে স্থানীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করে এবং একটা বৈঠক আহ্বান করে পাহাড়ের পুরনো দাওপন্থীদের সাথে, সে বলে যে ছিংচেং পর্বতে সে আবার Palace of Supreme Purity প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এভাবেই সে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে এই মন্দির।

নান আমাকে বলে তুমি এখানে যতোদিন ইচ্ছা থাকতে পারো, চিত্রকর ঝাং দাছিয়ান এখানে অনেক বছর বাস করে গেছেন। আমি একটা প্রতিকৃতি দেখেছি ঝাং দাছিয়ান-এর পিতার, পাথরে খোদাই করা তিন কিংবদন্তি-শাসকের মন্দিরে—ফুসি, শেননং এবং হলুদ সম্রাট— এটা ঠিক Palace-এর পাশেই অবস্থিত। এরপর আমি জানতে পারি যে জিন শাসনামলের ফ্যান চাংশেং এবং টাং শাসনামলের দু তিংগুয়াং এখানে বসবাস করতেন লেখালেখির উদ্দেশ্যে। আমি এসব কোনো উদ্দেশ্যেই এখানে থাকতে চাই না, আমি এখানে থাকছি চার পাশের বিস্তৃত নীরবতার কারণে।

BanglaBoi.org

আমার কামরাটা মন্দিরের গায়ে লাগা, যেখানে প্রাচীন রং আর প্রাচীন গন্ধে ভরপুর। হল ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ক্যালিগ্রাফি। নান আমাকে বলে তুমি এখানে কিছু লিখতে পড়তে পারো এবং তুমি যখন ক্লান্ত হবে আঙিনায় তখন একটু পায়চারি করতে পারো হলঘরের পিছন দিকে।

আধার নেমে আসার পর যখন সামান্য সংখ্যক পর্যটক চলে গেছে, তখন নীরবতা ভালো লাগে আমার। প্রাসাদের গেটের নিচে আমি একটা পাথরের ওপর একা বসে থাকি। প্রাসাদ হলের চারটি গোলাকার পিলারের গায়ে আছে উৎকীর্ণ পত্র ঃ

> Way জন্ম দেয় একজন, একজন জন্ম দেয় দুই, দুই জন্ম দেয় তিন, তিন জন্ম দেয় অসংখ্য বস্তু
>
> মানুষ অনুসরণ করে মর্ত্য, মর্ত্য অনুসরণ করে স্বর্গ, স্বর্গ অনুসরণ করে Way, Way অনুসরণ করে প্রকৃতি

এটাই হলো সেই উৎস যা আমি শুনেছিলাম প্রাচীন বনভূমিতে একজন বৃদ্ধ উদ্ভিদবিদের কাছ থেকে। এর পর অন্য উৎকীর্ণ পত্র ঃ

> অদৃশ্য ও অশ্রবণযোগ্য, অতীন্দ্রিয় বস্তুত এটার অদর্শনযোগ্যতা, মিলিত হয় ত্রৈত্বে শুভ্র বিশুদ্ধতা, উর্ধস্ত বিশুদ্ধতা এবং সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা
>
> জানো এর ক্রিয়াদি, পর্যবেক্ষন করো এর গভীর জ্ঞাপূর্ণতা, বিশুদ্ধ বস্তুত এর অতল নীরবতা, আকার ধারণ করে আদর্শ স্বর্গ পর্থের, মর্ত্যপথের এবং মানবপথের

বৃদ্ধ দাওপন্থী আমাকে প্রথম দুটো উৎকীর্নপত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, 'Way হচ্ছে অসংখ্য বস্তুর উৎস ও নিয়ম, এই দুই বিষয়ের পারস্পরিক মিল ঘটলে বস্তু হয় একক। এই উৎস পয়দা করে অস্তিত্ব অনস্তিত্ব থেকে, এবং অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্ব। দাওপন্থীদের ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধতাই হলো আদর্শ। এটা হলো সত্যের জীবন।'

BanglaBook.org

৬৪

পরের বার সে আসে, তার চুল তখন ছোট, আর এইবার তাকে তুমি পরিষ্কার দেখতে পাও।

'তুমি কেন তোমার চুল কেটেছো?' তুমি জিজ্ঞেস করো।

'আমি অতীতকে কেটে ফেলেছি।'

'সেটা কি সম্ভব?'

'এটা অসম্ভব হলেও কাটতে হতো। আমার ক্ষেত্রে আমি কেটে ফেলেছি।'

তুমি হাসো।

'মজার কি?' সে কোমল স্বরে বলতে থাকে, 'আমি এখনো কিছু দুঃখ অনুভব করি, তুমি জানো, কি দারুন চমৎকার চুল।'

'তোমার এইরকম চুলেই ভালোলাগে আর এতে ঝামেলাও কম। এখন তোমাকে মুখের ওপর থেকে চুল সরানোর জন্যে ফু দিতে হবে না সব সময়।'

এবার তার হাসির পালা।

'আমার চুল নিয়ে কথা বলা থামাও। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যায় না?'

'কি নিয়ে আমি কথা বলবো?

'তোমার সেই চাবি নিয়ে কিছু বলো। ওটা কি তুমি হারাওনি?'

'আমি ওটা খুঁজে পেয়েছি। অবশ্যই তুমি ওটা ওখানে রেখেছিলে, কিন্তু যদি হারিয়ে যেতো তবে হারিয়ে যেতো, যদি হারিয়েই যায় তো খোঁজাখুঁজি কেন?'

'একবার কাটা হয়েছে তো কাটা হয়েছে।'

'তুমি কি তোমার চুল সম্পর্কে বলছো? আমি আমার চাবি সম্পর্কে বলছিলাম।'

'আমি স্মৃতি সম্পর্কে বলছিলাম। তুমি আর আমি সত্যিই প্রাকৃতিক একজুটি।'

'কিন্তু সব সময় ওই ছোট পার্থক্য আছে।'

"ওই ছোট পার্থক্য' বলতে কি বোঝাচ্ছো?'

'আমি বলছি না যে তুমি আমার মতো ভালো, আমি বলছি যে আমার একে অন্যের পাশ দিয়ে চলে যাই সব সময়।'

'আমি কি আসিনি?'

BanglaBook.org

'তুমি হঠাৎ উঠে চলে যেতে পারো।'

'আমি না গিয়ে থাকতেও পারি।'

'সেটা নিশ্চয় হবে চমৎকার।' কিন্তু, তোমার বিদঘুটে লাগে।

'তুমি শুধু কথা বলো, কিন্তু কিছু করো না।'

'কি করবো?'

'ভালোবাসা, আমি জানি ওটাই তোমার দরকার।'

'ভালোবাসা?'

'একটা নারী, তোমার দরকার একটা নারী।'

'তাহলে তোমার ব্যাপারটা কি?' তুমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো।

'একই, আমার প্রয়োজন একজন পুরুষ।' তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্ররোচনামূলকভাবে।

'আমি মনে করি না তোমার একটাই যথেষ্ট।' তোমর দ্বিধা লাগে।

'তাহলে বলা যাক আমার পুরুষদের প্রয়োজন।' সে তোমার চেয়েও অধিক সরাসরি।

'এই রকম।'

'যখন একজন পুরুষ আর একজন নারী একত্রিত হয়—'

'জগৎ বলে তখন আর কিছু থাকে না।'

'এবং শুধু কামনা থাকে,' সে যোগ করে।

'আমি হার মানছি,' তুমি সত্যিই এটা বোঝাতে চাও। 'তাহলে ঠিক এখন একজন পুরুষ আর একজন নারী এখানে একত্রিত হয়েছে—'

'তাহলে ওটা করা যাক,' সে বলে। 'পর্দা ফেলে দাও।'

'তুমি এখনো অন্ধকার চাও।'

'আমি নিজেকে ভুলে যেতে চাই।'

'তুমি কি সবকিছু ভোলোনি, নিজেকে কেন তুম ভয় পাচ্ছো?'

'তুমি এমন এক মাছি, তুমি চাও কিন্তু সাহস করো না। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

সে তোমার কাছে আসে আর তোমার চুল এলোমেলো করতে থাকে। তুমি তোমার মাথা ডুবিয়ে দাও তার বুকে এবং কোমল স্বরে বলো, 'আমি পর্দা ফেলে দেবো।'

'দরকার নেই।'

সে নিজেকে ঝাকানি দেয়, নিচের দিকে তাকায় আর তার জিন্সের জিপার টেনে নামায়। তুমি তার কোমল পেটে চুমু খাও।

BanglaBook.org

সে তোমার হাতের ওপর থাকে, বলে, 'অমন অধৈর্য হয়ো না।'

'তুমি নিজেই ব্যবস্থা করবে?'

'হ্যাঁ, সেটা কি আরো বেশি উত্তেজনাকর হবে না?'

সে সোয়েটার টেনে খুলে ফেলে আর অভ্যাস বশে মাথা ঝাঁকি দেয় পিছন দিকে চুল সরানোর জন্যে, যদিও এখন ছোট চুলে তার দরকার নেই। সে তোমার সামনে দাঁড়ায় জামাকাপড়ের একটা পুকুরের মাঝখানে। সব কিছুই সে সরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তার ব্রা আঁটো হয়ে বসে আছে তার পূর্ণ স্তনে। সে হাত দুটো পিছনে রাখে আর বলে, 'তুমি এটা করতে পারো না কেন?'

তুমি কিছুটা হতচকিত এবং তুমি দ্রুত ব্যাপারটা ধরতে পারো না।

'একটুখানি সাহায্য করলে কি হয়!'

তুমি এখন উঠে দাঁড়াও, তার পিছনে যাও আর ব্রার হুক খুলে দাও।

'ঠিক আছে, এবার তোমার পালা,' সে তোমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে। তার চোখ গেঁথে আছে তোমার ওপর।

'তুমি একটা দানবী!' তুমি রাগের ভঙ্গিতে খুলে ফেলা তোমার পোশাক ছুড়ে ফেলে দাও।

'আমি একজন দেবী,' সে তোমার ভ্রম সংশোধন করে। সম্পূর্ণ নগ্ন সে রাজাসিক। পরে সে চোখ বন্ধ করে, তার সারা শরীরের চুমু খেতে দেয় তোমাকে। তুমি কিছু বলার চেষ্টা করো।

'কোনো কথা বলো না!'

সে তোমাকে তার আলিঙ্গনের মধ্যে ধরে রাখে আর তুমি নীরবে তার শরীর নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠো। আধ ঘন্টা, হতে পারে এক ঘণ্টা পর, সে বিছানায় উঠে বসে এবং জিজ্ঞেস করে, 'তোমার এখানে কফি আছে?'

'বুকশেলফের ওপর।'

সে বড় কাপে কফি তৈরি করে, চামচে নাড়তে নাড়তে বিছানার প্রান্তে এসে বসে। এক চুমুক গরম কফি পান করে সে তাকায় তোমার দিকে, তোমাকে বলে, 'এখন বলো, ব্যাপারটা ভালো লাগেনি?'

তোমার মুখে কথা আসে না। সে কফি উপভোগ করে যেন কিছুই ঘটেনি।

'তুমি আশ্চর্য এক নারী,' তুমি বলো, তার স্তনের শিরায় চোখ রেখে।

'আমার মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নেই, সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক, তোমার কোল মাত্র প্রয়োজন একজন নারীর ভালোবাসা।'

'আমাকে নারী আর ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু বলো না, সবার সঙ্গেই এটা করতে তোমার ভালো লাগে?'

BanglaBook.org

'ব্যক্তিটাকে যতক্ষণ আমার পছন্দ হয় আর আমার মুড থাকে।'

এই কথায় তুমি আহত হও আর তাকে আঘাত দিয়া কিছু বলতে চাও, কিন্তু শুধু বলো, 'তুমি উচ্ছৃঙ্খল!'

তুমিও কি তাই হতে পছন্দ করো না? এটা কেবল মেয়েদের পক্ষে সহজ। যদি কোনো নারী তোমার ভিতর দিয়ে দেখে, কেন তবে সে নিজেকে উপভোগ করবে না? তোমার কি বলার আছে?' সে কাপ নামিয়ে রাখে আর তার বৃহৎ বাদামি স্তনবৃন্ত ফেরায় তোমার দিকে, দুঃখকাতর ভঙ্গিতে বলে, 'তুমি সত্যিই দুঃখপূর্ণ বড় শিশু, আরেকবার করতে চাও না?'

'কেন নয়?'

তুমি তাকে স্বাগত জানাও।

'তুমি এখন সন্তুষ্ট, তাই না?' সে বলে।

তুমি উত্তর দেবার পরিবর্তে মাথা নাড়াও।

'কোনো বিষয়ে কথা বলো,' সে তোমার কানে মুখ দিয়ে বলে।

'আমি কি নিয়ে কথা বলবো?'

'যা খুশি।'

'চাবি সম্পর্কে নয়?'

'যা তোমার ইচ্ছা বলো।'

'বলা যেতে পারতো যে এই চাবি—'

'আমি শুনছি।'

'যদি এটা হারিয়ে যায় তো যাক।'

'এ কথা এর আগেই তুমি বলেছো।'

'যে কোনো কারণেই সে বাইরে গিয়েছিলো—'

'কি ঘটেছিলো সে বাইরে গেলে?'

'রাস্তার লোকজন দ্রুত আসা-যাওয়া করছিলো।'

'চালিয়ে যাও!'

'সে বিস্মিত হয়েছিলো।'

'কেন?'

'সে বুঝতে পারেনি লোকজন ঊর্ধশ্বাসে ছুটছিলো কেন।'

'তারা কিছু নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে।'

'ভোর হবে একটু পরেই,'

'এসো আবার করা যাক, আরো একবার

BanglaBook.org

৬৫

মানুষের জগতে বহুদিন লড়াই করে আমি ক্লান্ত। প্রত্যেকেই আমার শিক্ষক হতে চায়, আমার নেতা, আমার বিচারক, আমার সুচিকিৎসক, আমার উপদেষ্টা, আমার রেফারি, আমার মুরুব্বি, আমার মন্ত্রী, আমার সমালোচক, আমার গাইড, আমার স্বীকৃত নেতা। আমার দরকার হোক আর না-ই হোক, লোকজন হতে চায় আমার রক্ষক, আমার পুনর্জন্মপ্রাপ্ত মা-বাবা (যদিও উভয়েই মৃত), আর আমার পক্ষে আমার দেশকে উপস্থাপন করে, যখন আমি নিজেই জানি না দেশ কি অথবা আমার কোনো দেশ আদৌ আছে কি না।

হাইবা-তে, তিব্বতের ৪,০০০ মিটার উঁচুতে, আমি নিজের শরীর গরম করে নিচ্ছিলাম এক সড়ক-নির্মাণ শ্রমিকের পাথুরে কুটিরের ভিতর যেটা কালো হয়ে গেছে ধোঁয়ায়। উপরের দিকে বিপুল বরফাবৃত পর্বতমালা। হাইওয়েতে একটা বাস আবির্ভূত হয় আর উত্তেজিত জনতার একটা ভিড় নামে বাস থেকে, কারো পিঠে বোঝা আর কারো হাতে লোহার হাতুড়ি, কারো কারো পিঠে নমুনার ব্যাগ। তাদের দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মনে হয় এখানে প্র্যাকটিক্যাল কাজে এসেছে। তারা জানলা শক্ত করে আঁটা ধোঁয়ায় কালো কুটিরের ভিতর উঁকি মেরে দেখে চলে যায়, কেবল লাল রঙের ছাতি হাতে একটা মেয়ে ভিতরে আসে। হালকা তুষারপাত হচ্ছে বাইরে।

সে ভেবেছে আমি স্থানীয় একজন সড়ক শ্রমিক আর এক গ্লাস পানি চায় পান করার জন্যে। আমি তাকে পানির পাত্র দিই। সে পাত্রটা নেয়, পান করতে শুরু করে, এবং চিৎকার করে ওঠে। গরম পানিতে তার জিভে পুড়ে গেছে। আমি ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না। সে আগুনের আলোর কাছে আসে, আমার দিকে তাকায়, এবং বলে, 'তুমি স্থানীয় অধিবাসী না, তাই নয় কি?'

'তুমি কি মনে করো পাহাড়ি মানুষেরা ক্ষমা চাইতে জানে না?'

তার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'তুমিও এখানে প্র্যাকটিক্যাল কাজে এসেছো?' সে জিজ্ঞেস করে। আমি বলতে পারি না যে আমি তার শিক্ষক হবো, তাই আমি বলি, 'আমি এখানে ছবি তুলতে এসেছি।'

BanglaBook.org

'তুমি একজন আলোকচিত্রি?'

'আমার তাই ধারণা।'

'আমরা এখানে নমুনা সংগ্রহ করছি। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কি অদ্ভুত সুন্দর!' সে হর্ষ প্রকাশ করে।

'হ্যাঁ, বলার অপেক্ষা রাখে না।'

আমি তাকে বলি, 'আমি কি তোমার ছবি তুলতে পারি?'

'আমার ছাতিটা রাখতে পারি?' সে জিজ্ঞেস করে।

'এটা শাদা-কালো ফিল্ম।'

'ওতে কিছু যায় আসে না, শৈল্পিক আলোকচিত্রিরা সব সময় শাদা-কালো ফিল্ম ব্যবহার করে থাকে।' মনে হয় সে এ ব্যাপারে কিছু জানে। সে আমাকে অনুসরণ করে বাইরে আসে। আকাশের বড় একটা অংশ জুড়ে চমৎকার তুষার ভাসছে বাতাসে আর বাতাস ঠেকানোর জন্যে সে লাল ছাতিটা মেলে ধরে।

'এখানে হলে কেমন হয়?' আমি জানতে চাই। পটভূমিতে বরফাবৃত বিশাল পাহাড় সকালের আলোয় পরিস্কার দৃশ্যমান কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে চমৎকার বরফ পরিণত হয়েছে নিস্প্রভ ধূসর ছায়ায়।

'এইভাবে ঠিক আছে না?' সে একটা ভঙ্গিতে দাঁড়ায় মাথা তুলে, কিন্তু পাহাড়ি বাতাসে ছাতাটা ঠিক মতো ধরে রাখা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে।

বাতাসের বিরুদ্ধে তার ছাতি ধরে রাখার সংগ্রাম আরো মনোহর ও দৃষ্টিনন্দন।

আমি তাকে আরেকটু সামনে এগিয়ে যেতে বলি একটা হলুদ আলপাইনের দিকে।

'ওখানে যাও!'

বাতাসে সে ছাতি নিয়ে লড়াই করে এবং আমি আমার লেন্সে জুম করি। পানির বিন্দুতে ঝিকমিক করে তার চুল ও স্কার্ফ। আমি তাকে সংকেত দিই।

'হয়ে গেছে?' চিৎকার করে সে বলে। পানির বিন্দু তার চোখের পাতায় জমে এবং তাকে আরো সুন্দর দেখায়। দুর্ভাগ্যবশত, আমার ফিল্ম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

'তুমি কি আমাকে ছবিটা পাঠাবে?' সে আশান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'যদি তুমি ঠিকানা রেখে যাও আমার কাছে।'

আমার বাস যখন ছেড়ে যাচ্ছে তখন সে দৌড়ে এসে জানলার ভিতর দিয়ে তার নোটবুক থেকে ছিঁড়ে নেয়া এক টুকরো কাগজ দিলো চেংড়ুতে কোনো

BanglaBook.org

একটা রাস্তার ঠিকানা লেখা। সে বললো তার ওখানে আমাকে স্বাগত জানানো হবে যদি যাই, এবং হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

পরে, আমি যখন চেংডুতে ফিরে আসি, আমি ওই পুরনো রাস্তাটা অতিক্রম করে যাই। আমি তার বাড়িতে নম্বর স্মরণ করতে পারি এবং তার সামনে দিয়ে যাই কিন্তু ভিতরে ঢুকি না। আমি তাকে ছবিটাও পাঠাইনি। আমার ফিল্ম ডেভলাপ করার পর, আমার প্রয়োজনীয় কয়েকটা ছাড়া, বাকি সবগুলোর কোনোটাই প্রিন্ট করিনি। আমি জানি না কোনোদিন এসব ফিল্ম থেকে ছবি প্রিন্ট করবো কি না, আমি এও জানি না ছবিতেও তাকে বাস্তবের মতো সুন্দর দেখাবে কি না।

হুয়াংগাং পর্বতে, যেটা উই রেঞ্জের প্রধান পর্বত, আমি একটা বিপুল পাইনের ছবি তুলি। সাব-আলপাইন জলো ঘেসো ভূমিতে সেটা দাঁড়িয়ে ছিলো। কান্ডের মাঝামাঝি গিয়ে এটা হঠাৎ দুটো আভূমিলম্বিত শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। দেখে মনে হয় দানবাকৃতির শিকারি ফ্যালকন পাখি দু পাশে ডানা মেলে উড়তে যাচ্ছে।

উডাং পর্বতে সম্ভবত আমি Pure Unity Sect-এর শেষ দাওপন্থীর দেখা পেয়েছিলাম। আমি তার কথা শুনেছিলাম পাহাড়ের ওপরে আসার পথে যে স্থানে আমার ক্যাম্প করেছিলাম সেখানে। একজন দাওপন্থী ধর্মযাজিকা তার বাসস্থান হিসেবে একটা কুটির তৈরি করেছিলো সিং ইম্পেরিয়াল প্যালেসের Courtyard of Steles-এর দেয়ালের বাইরে। আমি তাকে সেই সব ভালো দিনের সময়কার এই বিখ্যাত দাওপন্থী পর্বতের কথা জিজ্ঞেস করি এবং সে দাওপন্থার প্রধান ধারা সম্পর্কে বলতে শুরু করে। সে বলে কেবল একজন মাত্র Pure Unity Sect-এর দাওপন্থী জীবিত আছে। তার বয়স আশির ওপরে এবং কখনো সে পাহাড়ের নিচে নামেনি, Gold Top প্রহরায় সারা বছর কাটিয়ে দিতেই সে পছন্দ করে। কেউ তাকে প্ররোচিত করার সাহস রাখে না।

South Cliff-এ যাবার জন্যে খুব সকালের বাস ধরি, আমি। তারপর পদব্রজে Gold Top-এ পৌঁছানোর পথ ধরি। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত, এবং কোনো পর্যটক নেই পাহাড়ের ওপর। হিম বাতাসের মধ্যে দুই সারি বাড়ির ভিতর দিয়ে আমি এগিয়ে যায়। সব দরোজা হয় ভিতর থেকে বন্ধ নতুবা বাইরে বড় বড় তালা ঝুলছে। কেবল একটার পুরু ও ভারি দরোজা কিছুটা খোলা। আমি ঠেলা দিই জোরে, অবশেষে সেটা খোলে। একজন বৃদ্ধ মানুষ আবির্ভূত হয় তার লম্বা চুল ও জুলফি আর লম্বা গাউনে। সে বিশাল ও দীর্ঘদেহী। ভয়ংকর গলায় সে খেঁকিয়ে ওঠে, 'তোমার ব্যাপারটা কি?'

'আমি কি জানতে পারি যে আপনি এই Gold Top-এর জিম্মাদার কি না?' আমার গলার আওয়াজ অত্যন্ত মার্জিত।

'এখানে কোনো জিম্মাদার নেই!'

'আমি জানি এখানকার দাওপন্থী মন্দির এখনো পর্যন্ত কার্যক্রম আরম্ভ করেনি, কিন্তু আপনিই কি সাবেক প্রধান দাওপন্থী?'

'এখানে কোনো প্রধান দাওপন্থী নেই!'

'তাহলে আমি কি জানতে পারি, শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, আপনি কি একজন দাওপন্থী?'

'যদি দাওপন্থী হই তো কি?' তার ভুরু কুঁচকে যায়।

'আমি কি জানতে পারি যে আপনি Pure Unity Sect-এর সদস্য কি না? আমি শুনেছি যে কেবলমাত্র এই Gold Top-এ এখনো —'

'আমি কোনো Sect-এর সাথে সম্পৃক্ত না!'

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই সে দরোজা খোলে আর আমাকে ধাওয়া করে বের করে দেয়।

'আমি একজন সাংবাদিক,' আমি তাড়াতাড়ি করে বলি। 'সরকার এখন ধর্মীয় নীতি বাস্তবায়ন করছে, আমি তোমাকে একটা রিপোর্ট পেতে সাহায্য করতে পারি।'

'আমি জানি না একজন সাংবাদিক কি!' এবং এ কথা বলার সাথেই সে দরোজা বন্ধ করে দেয়।

ওই সময় আমি দেখতে পাই একজন বৃদ্ধা আর একজন তরুণী ভিতরে বসে আছে, তারা সম্ভবত তার পরিবার। আমি জানি যে Pure Unity Sect-এর সদস্যরা বিয়ে করতে পারে এবং তারা সন্তান নেয় এবং এমন কি সব ধরনের মহিলা ও পুরুষের সাথে মিলিত হতে পারে যৌন কলাকৌশল রপ্ত করার জন্যে। আমি তার সম্পর্কে সবচেয়ে ধূর্ত ব্যাপারগুলো কল্পনা না করে পারি না। ব্রোঞ্জের মতো তার চোখ তার ঝোপের মতো ভুরুর নিচে আর গমগমে তার কণ্ঠস্বর। সে পরিষ্কারভাবে মার্শাল আর্টের এক উদাহরণ বছরের পর বছর কেউ যে তাকে প্ররোচিত করার সাহস পায় না তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

লোহার হ্যান্ড রেইলযুক্ত সংকীর্ণ পথ ধরে আমি স্বর্ণমন্দিরে উঠে আসি। হলুদ ব্রোঞ্জের আবরণে তা ঢাকা। পাহাড়ের বাতাসে চমৎকার বৃষ্টি উড়ছে। আমি মন্দিরের সামনে আসি। সেখানে দেখা পাই একজন মধ্য বয়সী মহিলার। তার

BanglaBook.org

হাত ও পা বড় বড়। চাষীদের মতো পোশাক তার পরনে কিন্তু তার ভঙ্গি অত্যন্ত হুমকি স্বরুপ। আমি সরে আসি আর লোহার রেইল ধরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার ভান করি।

আমি চারপাশে তাকাই। সে ঠিক আমার পিছনে মার্শাল আর্টের লোহার পোস্টের ভেতর, তার চোক ছোট করে রেখেছে অভিব্যক্তি প্রকাশ না করার জন্যে। তাদের আছে নিজস্ব বদ্ধ জগৎ যেখানে প্রবেশ করতে পারবো না আমি কখনো। তাদের আছে বেঁচে থাকার ও আত্মরক্ষার নিজস্ব মেথড। আমি কেবল শুধু ফিরে যেতে পারি, সেইখানে লোকেরা যাকে বলে স্বাভাবিক জীবন, আমার জন্যে কোনো বিকল্প নেই, এবং সম্ভব এটাই আমার ট্রাজেডি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬৬

সন্ত্রাস ও ভীতির প্রারম্ভিক প্রতিক্রিয়া হলো সংগ্রাম এবং তারপর বিভ্রম। তুমি হারিয়ে গেছো এক আদিম অরণ্যে, একটা পত্রহীন মৃত গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছো। এই স্থান তোমার একমাত্র চিহ্ন যা তুমি ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক।

তুমি পানি থেকে তোলা মাছের মতো মরতে চাও না। স্মৃতি খুঁড়ে তুলে শক্তি ক্ষয় করার পরিবর্তে কেন তুমি পরিচিত মানুষের জগতে এই শেষ সুতো ছুড়ে দিচ্ছো না? অবশ্যই তুমি আরো অনেক বেশি হারিয়ে যাবে, কিন্তু তবুও জীবনের একটা সূতো তুমি পাবে তোমার আলিঙ্গনের মধ্যে।

তুমি আবিষ্কার করো তুমি অরণ্য ও উপত্যকার কিনারায়। তুমি কি অনন্ত অরণ্যে ফিরে যাবে, নাকি চলে যাবে উপত্যকায় তলদেশে?

তুমি উপলব্ধি করো যে তুমি কখনো ফিরে যাবে না উৎকণ্ঠা ও উষ্ণতার মানব জগতে। ওইসব দূরবর্তী স্মৃতি অত্যন্ত ক্লান্তিকর। তুমি একটা উচ্চ চিৎকার না দিয়ে থাকতে পারো না এবং ধাওয়া করে ছুটে যাও এই বিস্মৃতির নদীর দিকে।

দৌড়াচ্ছো আর চিৎকার করছো, আনন্দের উল্লাস ধ্বনি গর্জনের আকারে বেরিয়ে আসছে তোমার বুকের গভীর থেকে। শেষ পর্যন্ত তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে চিৎকার করার আনন্দ অধিকার করতে পেরেছো। আশ্চর্যজনকভাবে, তুমি নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পাও না। তুমি দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দৌড়াচ্ছো, চিৎকার করছো, চিৎকার করছো আবার, দৌড়াচ্ছো আবার, কিন্তু তথাপি শব্দ নেই কোনো।

তুমি ভারমুক্ত, স্বস্তিময়, আর অভিজ্ঞতা অর্জন করছো সেই স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা যে অভিজ্ঞতা আগে আর কখনো অর্জন করোনি।

তুমি একটা বিরতিতে আসো, জলের শব্দ শোনো। তুমি জানো তুমি নদীতীর খুব কাছেই আছো; আর অন্ধকারে শুনতে পাও কোথাও ঝর্ণার কলধ্বনি। তুমি কখনো যত্নসহকারে নদীর জলের শব্দ শোনোনি, এবং এখন শোনার সাথে সাথে তুমি দেখতে পাও অন্ধকারে এর জ্বলজ্বলে ছবি।

এরপর তুমি শুনতে পাও ভারী দীর্ঘশ্বাস। তুমি ভাবো যে নদী, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তুমি বুঝতে পারো যে একটা নয় কয়েকটা নারীর এই দীর্ঘশ্বাস যারা

BanglaBOOK.org

ডুবে গিয়েছিলো নদীতে। একটার পর একটা তারা চলে যায় পাশ দিয়ে, তাদের মুখ মোমের মতো ফ্যাকাশে আর বর্ণবিহীন। তাদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো, এবং তার চুল স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিলো। নদী ঢুকে গেছে অরণ্যের গভীর অন্ধকারে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না আর আকাশ দেখা যায় না ছিঁটেফোটাও। ডুবন্ত নারীরা ভেসে যায় কিন্তু তাদের উদ্ধার করার কথা ভাবো না তুমি; ভাবো না নিজেকে উদ্ধার করার কথাও।

তুমি জানো যদি তোমার পা পিছলে যায় তাহলে তুমিও ডুবে যাবে মৃত্যুর নদীতে ভাসমান লাশের মতো। আর তুমিও দীর্ঘশ্বাস ছড়াবে তাদের সাথে। কাজেই সতর্ক হবার দরকার নেই এবং তুমি হাঁটতে থাকো। নীরব নদী, কালো মৃত পানি। বিছানার চাদরের মতো কিংবা অসংখ্য মৃত নেকড়ের মতো।

তোমার আর নেকড়ের মধ্যে বিশাল কোনো পার্থক্য নেই। অনেক বিপর্যয়ে তুমি ভুগেছো আর অন্য নেকড়েদের মরন কামড় খেয়েছো তুমি। এ সমস্ত বিষয়ে কোনো যুক্তি নেই এবং বিস্মৃতির নদীর চেয়ে বিশাল কোনো সমতা নেই—মানুষ আর নেকড়ের জন্যে বিশ্রামের জায়গা হলো মৃত্যু।

এই উপলব্ধি তোমাতে বয়ে আনে আনন্দ, তুমি এত আনন্দিত যে তুমি চিৎকার করতে চাও। তুমি চিৎকার করো কিন্তু কোনো শব্দ নেই। একমাত্র শব্দ যা শোনা যায় তাহলো গর্তের ভিতর নদীর পানি-পতনের। কোত্থেকে আসে ওইসব গর্ত? জলমগ্ন অঞ্চল বিস্তৃত এবং সীমাহীন কিন্তু খুব বেশি গভীর নয় আর কোনো কুল নেই। কথায় বলে যে ভোগান্তির সমুদ্র সীমাহীন, তুমি ভাসছো এই ভোগান্তির সমুদ্রে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬৭

আমি কয়েকদিন ধরে নদী পথে ভ্রমন করছি আমার গাইড হিসেবে এক জোড়া বন্ধুর সাথে। আমরা যা করতে ইচ্ছে জাগছে করছি, অনেক লি পর্যন্ত হাঁটছি, কিছু দূর বাসে যাচ্ছি, নৌকায় চড়ছি। ঘটনাক্রমে আমরা এই শহরে এসেছি।

আমার নতুন পাওয়া এই বন্ধুটি একজন আইনজীবী এবং সব কিছু জানে স্থানীয় অবস্থা, রীতি নীতি, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে। তার সাথে আছে তার মহিলা বন্ধু যে কথা বলে কোমল সুঝৌ উপভাষায়, এবং তাদের দুজনকে গাইড হিসেবে পেয়ে আমি স্বস্তির সাথে ভ্রমন করছি এই নদীতীরবর্তী শহরগুলোয়। তাদের দৃষ্টিতে আমি একজন বিশিষ্ট বিখ্যাত ব্যক্তি, এবং তারা বলে যে আমার সঙ্গী হতে পেরে তারা খুবই খুশি।

আইনজীবী মাত্র দুই বছর এই পেশায় এসেছে। বহু আগে ভুলে যাওয়া এই পেশা যখন আবার চালু করা হলো, তখন সে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করলো আর সরকারি কাজ ছেড়ে দিলো । সে তার নিজের আইন আফিস খোলার ব্যপারে দৃর প্রতিজ্ঞ এবং দাবি করে যে আইনজীবীর পেশা ঠিক লেখক বৃত্তির মতোই।

এটা স্বাধীনতা সহ একটা পেশা। কেউ কাউকে রক্ষা করবে মনে করলে তার মামলা নিতে পারে। দুর্ভগ্যবশত এই মুহূর্তে সে আমার পক্ষে কাজ করতে পারছে না, কিন্তু, সে বলে , আইন পদ্ধতি যখন আরো শক্তিশালী হবে আর আমি চাইবো আমার মামলাটা আদালতে নিতে তখন আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে নিশ্চিত ভাবেই আমি তাকে পাবো। আমি বলি আমার পরিস্থিতি আদালতের মামলা জাতীয় নয়ঃ অর্থ-সম্পদ জড়িত নয়, আমি কারো মাথার একটা চুল পর্যন্ত ক্ষতি করিনি, চুরি করিনি কিংবা জালিয়াতি, মাদক পাচার নয়, এবং নয় ধর্ষণ। আদালতে যাবার কোনো পয়েন্ট নেই এবং আমি যদি যাইও তবু জিতবো না।

'এ কথা বলো না যে তুমি অসম্ভবকেও করতে পারবে,' তার বান্ধবী বললো।

সে তার দিকে তাকায় , এবং আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞোস করে,' তোমার কি মনে হয় না ও সুন্দরী?

'ওর কথা শুনো না , ওর অনেক মেয়ে বন্ধু আছে,' বান্ধুবী বলে।

BanglaBook.org

'তুমি সুন্দর বলার মধ্যে ভুলটা কোথায়?

সে হাত বাড়িয়ে তাকে আঘাত করার ভান করে।

তারা রাস্তার দিকে মুখ করা একটা রেস্তোরাঁ খুঁজে বের করে আর আমাকে ডিনারে আপ্যায়িত করে। রাত দশটার সময় আমরা খাওয়া শেষ করলাম।

প্রথম দিন আমরা সফর করলাম কয়েকটা সম্প্রদায় ভিত্তিক গ্রাম। সে সবের ঘর বাড়ি মিং শাসনামলের, পরিদর্শন করলাম পুরনো অপেরা মঞ্চ, অনুসন্ধান করলাম পর্বপুরুষের মন্দির। ছবি তুললাম স্মারক ফটকের , প্রাচীন উৎকীর্ণ পত্র পড়লাম, বৃদ্ধদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা রাত্রিযাপন করলাম একটা ছোট গ্রামের প্রান্তসীমায় একটা পরিবারের সাথে এক নতুন বাড়িতে । বাড়ির মালিক অবসর প্রাপ্ত এক বৃদ্ধ সৈনিক, আমাদের স্বগত জানালো আর এমন কি রাতের খাবারও রেঁধে দিলো। সে আমাদের নানা অভিজ্ঞ তার গল্প শোনালো। তার পর আমাদের ক্লান্ত দেখতে পেয়ে নিয়ে গেল উপরতলায়, কিছু টাটকা খড় ছড়িয়ে দিলো সেখানে, তার ওপর পেতে দিলো বিছানা, এবং বললো আমরা যদি বাতি জ্বালিয়ে রাখি তাহলে সাবধান থাকতে হবে যাতে করে অগ্নিকান্ড না ঘটে। আমাদের বাতির প্রয়েজন নেই এবং সেটা তাকে নিচতলায় নিয়ে যেতে দিই, তারপর শুয়ে পড়ি অন্ধকারে। তারা দু জন কথা বলতে থাকে যখন আমি ঘুমে তলিয়ে যচ্ছি।

পরবর্তী রাত, মাথার ওপর নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে, আমরা পৌঁছাই এক কাউন্টি শহরে। আমরা একটা ছোট সবাইখানার দরোজায় করাঘাত করি। একজন বৃদ্ধ ডিউটিতে ছিলো অন্য কোনো আগুন্তুকও ছিলো না। অনেকগুলো রুমের দরোজা খোলা ছিলো আর আমরা তিনজন যে যার পছন্দের রুম বেছে নিলাম। আইনজীবী আমার রুমে চলে এলো গল্পগুজব করার জন্যে। তার বান্ধবী বললো একলা রুমে থাকতে তার ভালো লাগছে না সে খালি একটা বিছানা তুলে নিয়ে চলে এলো আমার কামরায় । আর কাঁথার নিচে ঢুকে পড়লো।

আইনজীবী চমকপ্রদ আর অবাক সব কাহিনী শোনালো। একজন আইনজীবী হিসেবে কতিপয় অপরাধীর সংস্পর্শে আসার কথাও সে জানালো। তার বন্ধবী কাঁথার নিচে কুঁকড়ে শুয়ে থাকলো আর বাধা দিতে লাগলো বন্ধুর গল্পের সত্যাসত্য নিয়ে।

'আমি ব্যক্তিগত ভাবে বেশ কিছু অপরাধীকে জিজ্ঞাস বাদ করেছি। আগের বছর, একটি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিলো এবং একটি কাউন্টি আটশ' জনকে গ্রেফতার করেছিলো। বেশির ভাগই ছিলো যৌন হতাশাগ্রস্ত যুবক।'

BanglaBook.org

'তুমি তাদের পক্ষের আইনজীবী ছিলে?' আমি জিজ্ঞেস করি। সে উঠে বসে আর একটা সিগারেট ধরায়।

'নগ্ন নৃত্যের ওইটা বলো, ' তার বন্ধবী বলে।

'শহরের শেষ প্রান্তে একটা শস্যগোলা আছে। সমস্ত জমি এখন ভাগ করা হয়েছে এবং উৎপন্ন ফসল এখন লোকের বাড়িতেই জমা করে রাখে, কাজেই এই শস্য- গোলাটা ছিলো খালি আর অব্যবহৃত। প্রত্যেক শনিবার, অন্ধকার নামার সাথে সাথে, শহর ও নগরের যুবাদের একটা বড় দল এখানে আসতো তাদের সাইকেল ও মোটর সাইকেল চালিয়ে । তারা সাথে করে আনতো একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর শস্যগোলার ভিতরে ঢুকে নাচতো। তারা প্রবেশ পথে প্রহরী রাখতো আর স্থানীয় লোকদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিলো না। শস্যগোলার ভেন্টিলেটারগুলো ছিলো অনেক উপরে, ফলে বাইরে থেকে লোকজনের দেখার উপায় ছিলো না ভিতরটা। গ্রামবাসীরা কৌতুহলী হয়ে পড়েছিলো এবং এক রাতে তাদের কয়েকজন একটা মই এনে তাতে চড়ে ভেন্টিলেটার দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো কি হচ্ছে ভিতরে। ভিতরে পিচের মতো কালো অন্ধকার। তারা কিছুই দেখতে পায়নি এবং কেবলমাত্র সঙ্গীত শুনেছে, কাজেই তারা রিপোর্ট করে দিলো। জননিরাপত্তা এলো ফোর্স নিয়ে, সেখানে রেইড দিলো আর একশ'র ওপর গ্রেফতার করলো। তাদের সবারই বয়স কুড়ি বছরের মতো, তারা সব পুত্র ও ছোট ভাই স্থানীয় ক্যাডার, তরুণ শ্রমিক, মাঝারি সওদাগর, দোকানের সহকারিও বেকার যুবকদের। তাদের মধ্যে কয়েকজন হাইস্কুলের বালক-বালিকাও ছিলো। পরবর্তীতে তাদের কিছুসংখ্যক কে পাঠানো হয় কারাগারে এবং অন্যদের শ্রম শিবিরে, কয়েকজনের ফাঁসিও হয়।'

'তারা কি সত্যিই উলঙ্গ নৃত্য করছিলো?' বান্ধবী প্রশ্ন করে।

'তাদের কেউ কেউ, বেশির ভাগই যৌনতা নিয়ে মত্ত ছিলো। কুড়ি বছরও হবে না এমন একটা মেয়ে বলেছিলো সে দুইশ' বারেরও বেশি রতিক্রিয়া করেছে। সে সত্যিই ছিলো বন্য।'

'সে গুনলো কি ভাবে? ' বান্ধবীর প্রশ্ন আবারও।

'সে পরে বলেছিলো এমনিতেই সে গুনতো। আমি তাকে দেখেছি আর কথা বলেছি তার সাথে।'

'তুমি তাকে জিজ্ঞেস করোনি সে কেন এটা ঘটতে দিলো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

BanglaBook.org

সে বলেছিলো শুরুতে তার ছিলো কৌতূহল । নাচে যাবার আগে তার কোনো যৌন অভিজ্ঞতা ছিলো না, কিন্তু একবার বন্যার মুখ খুলে গেলে আর থামাথামি থাকে না । এ কথাগুলো তার নিজের ।'

'সেটা খুব সত্যি কথা; বান্ধবী কাঁথার নিচ থেকে বলে।

'সে দেখতে কেমন ছিলো? আমি জিজ্ঞেস করি।

'তার দিকে তাকালে , তুমি বিশ্বাস করবে না, সে দেখতে খুবই সাধারণ। তার মুখটা ভীষণ আপনজনের মতো। তার মাথা কামানো হয়েছিলো আর কয়েকদিন পোশাক পরা ছিলো সে, কাজেই বলা কঠিন কি রকম গঠন ছিলো তার। যাহোক, সে খুব লম্বা ছিলো না আর তার মুখটা ছিলো গোলাকার। '

'অবশ্যই ---' বান্ধবী বললো কোমল স্বরে।

'পরে তার ফাঁসি দেয়া হয়'।

আমরা তিনজনই নীরব হয়ে গেলাম।

'তার অপরাধ ছিলো কি?' আমি জিজ্ঞেস করি কিছূ সময় অতিবাহিত হবার পর।

'তার অপরাধ?' সে প্রশ্ন করে নিজেকেই। 'একজন সন্ত্রাসী যে অন্যদের অপরাধ করার উস্কানি দিয়েছিলো সে নিজে যায়নি কিন্তু অন্য মেয়েদের প্ররোচিত করেছে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬৮

তুমি পাহাড়ে আরোহন করছো। প্রতিবার তোমার মনে হয় তুমি শীর্ষে পৌঁছে গেছো, কিন্তু আসলে তখন অনেক পথ বাকি। তোমার কৌতুহল বাড়তে থাকে, কিন্তু একবার কোলে শীর্ষদেশে পৌঁছানোর পর ওই কৌতুহল আর থাকে না।

কিছু সময় পর এই একাকীত্বে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাও আর পাহাড়ে চড়া পরিনত হয় এক আবিষ্টতায়। তুমি জানো তুমি কিছুই খুঁজে পাবে না কিন্তু চালিত হও এই অন্ধ চিন্তায় আর পাহাড় শীর্ষে আরোহন অব্যাহত রাখো। তুমি বলো তুমি দেখতে পাও একটা লাইমস্টোনের ক্লিফে একটা গুহা। প্রবেশ পথটা প্রায় পুরোটাই বন্ধ হয়ে গেছে পাথরের স্ল্যারের স্তম্ভে। তুমি ভাবো এটা Grandpa Stona এর বাড়ি আর ভিতরে বসবাস করে সেই কিংবদন্তির চরিত্র যার সম্পর্কে ছিয়াং পর্বতের লোকেরা গল্প করে।

তুমি বলো সে পাথরের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে আছে এবং যখন তুমি প্রবেশ করো সে ঠিক তোমার দিকেই তাকিয়ে ছিলো। গর্তের ভিতর বসে গেছে তার চোখ আর আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে। তার রাইফেলটা ঝুলছে তার মাথার ওপর এবং তার হাতের নাগালের মধ্যে। ভালুকের চর্বি দিয়ে তেল দেয়া, কালো গ্রিজের মতো হয়ে গেছে, কিন্তু জং ধরেনি এর ফলে।

'তুমি এখানে এসেছো কেন?' সে জিজ্ঞেস করে।

'তোমার সাথে দেখা করতে , শ্রদ্ধেয় বয়ঃ জ্যেষ্ঠ।' তুমি সম্মান দেখিয়ে বলো, সন্ত্রস্তও আবার। তুমি জানো যদি সে বিষণ্ণ হয় তাহলে রাইফেলটা ধরে গুলি করবে তোমাকে, কাজেই এটা দেখানো জরুরি যে তুমি তাকে ভয় পাচ্ছো। তার চোখের দিকে না তাকানোই ভালো।

'তুমি আমার সাথে দেখা করতে এসেছো কেন?'

তুমি বলতে পারো না কেন যা করতে চাও।

'বহু দিন ধরেই কেউ আর আমার সাথে দেখা করতে আসে না' শূন্যতা থেকে তার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছে মনে হয়। 'প্লাংকের রাস্তাটা পচে যায়নি?'

তুমি বলো তুমি একাকী মৃত্যুর নদী থেকে উঠে এসেছো।

'তোমরা সবাই আমাকে ভুলে গেছো, আমি মনে করি।'

BanglaBook.org

'একটুও না;' তুমি বলো, 'পাহাড়ি লোকজন সবাই তোমার সম্পর্কে জানে, Grandpa Stone- তারা যখন কিছু পান করে তখন তোমাকে নিয়ে স্মরণ করে আর তোমার কাছে আসতে সাহস পায় না।'

এটা সাহস নয় বরং কৌতূহল যা তোমাকে এখানে টেনে এসেছে। তুমি এসেছো কারণ তুমি তার সম্পর্কে শুনেছিলে কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না। এখন তবে কিংবদন্তি পরীক্ষিত হয়েছে, এবং তুমি তাকে দেখেছো, তুমি এখনো ভাবছো কিছু একটা বলা দরকার।

'কুনলুন পর্বত এখান থেকে আর কতটা দূরে?' কেন তুমি কুনলুন পাহাড়ের কথা জিজ্ঞেস করো? কুনলুন হলো আমাদের পূর্বপুরুষদের পাহাড়। পশ্চিমের কুইন মাদার এখানে বাস করতো।

'ও, সোজা হেঁটে যাবে এবং তুমি কুনলুন পাহাড়ে পৌঁছাবে।' সে এই কথা বলে যেন কেউ বলছে সরাসরি চলে যাও আর তুমি পৌঁছে যাবে কোনো বাথরুম অথবা মুভি থিয়েটারে।

'আরো কতোটা সামনে?' তুমি জিজ্ঞেস করার সাহস সঞ্চয় করো।

'সোজা সামনে চলে যাও–'

তুমি পালিয়ে আসতে চাও। কিন্তু শংকিত হয়ে পড়ো সে যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাই তার দিকে তাকিয়ে থাকো, যেন অপেক্ষা করছো তার নির্দেশনা শোনার জন্যে। কিন্তু সে কোনো নির্দেশনা দেয় না অথবা দেবার মতো কোনো নির্দেশনাও নেই। এ অবস্থায় তুমি অনুভব করো যে তোমার মুখের মাংসপেশী ভীষণ পীড়িত হচ্ছে, তাই খুব শান্ত ভাবে তুমি তোমার ঠোঁটের কোণ মুছে নাও, তারপর মৃদু হাসির ভাব ফুটিয়ে তোলো। সে প্রতিক্রিয়া দেখায় না, তাই তুমি তোমার দেহ সামনের দিকে ঝোঁকে এবং তুমি খুব কাছে থেকে দেখ তার চোখের বসে যাওয়া কোটর ঃ চোখের মনি শূন্য। হয়তো সে একটা মনি। তুমি এ ধরনের প্রাচীন লাশ দেখেছো জিয়াংলিং এর চু সমাধিতে এবং মাওয়াংডুই এর পশ্চিমা হান সমাধিতে। সে নিশ্চয় বসে থাকা অবস্থায় মারা গেছে।

BanglaBook.org

৬৯

একটা স্বপ্ন দেখে আমি বিস্ময়ে চমকে উঠি আর জরুরি ঘন্টা ধ্বনি ও ঢাকের শব্দে জেগে উঠি, এক মুহূর্তের জন্যে আমি বুঝতে পারি না আমি কোথায়। গাঢ় অন্ধকার আর ক্রমান্বয়ে আমি একটা চৌকো জানলা দেখতে পাই যাতে গ্রিল লাগানো আছে। আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি কি না তা অবশ্যই জানতে হবে, আর জোর করে আমার ভারী চোখের পাতা খুলি। আমি আমার ফসফরসেন্ট ডায়ালযুক্ত ঘড়ি দেখি। এখন ঠিক রাত তিনটা। আমি অনুধাবন করি সকালের প্রার্থনা শুরু হয়েছে, তারপর মনে পড়ে যে আমি রাত্রি-যাপন করছি একটা মন্দিরে। আমি তাড়াতাড়ি করে বিছানা থেকে নেমে আসি।

আমি দরোজা খুলি আর আঙিনায় প্রবেশ করি। ঢাকের বাদ্য থেমে গেছে। আকাশ ধূসর হয়ে আছে গাছের ছায়ার বিপরীতে এবং ঘন্টা ধ্বনি ভেসে আসছে Palace of Magnificent Treasures -এর পিছনের উঁচু দেয়ালের দিক থেকে। আমি একটা করিডোর ধরে নিরামিষাশী হলের দিকে যাই কিন্তু দরোজাটা অন্যদিক থেকে আটকানো। আমি ফিরে আসি আর করিডোরের অন্য প্রান্তে যাই। সেখানে অনেক উঁচু ইটের দেয়াল। বুঝতে থাকি থাকে না আমার যে একটা আঙিনার মধ্যে আমি বন্দি হয়ে গেছি। আমি কয়েকবার চিৎকার করি, কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না।

দিনের বেলায় আমি এই Temple of National Purity- তে থাকার অনুমতি পেয়েছিলাম অনুনয় করে। সে সন্ন্যাসী আমার কাছ থেকে ধূপকাঠি বাবদ দান গ্রহণ করেছিলো সে আগাগোড়া আমাকে দেখে-ছিলো সাবধানী চোখে। তারপর তারা আমাকে মন্দিরের এই সাইড রুমটায় থাকতে দিয়েছিলো রাতের জন্যে।

আমি এক কোণে আবিষ্কার করলাম একটা ছোট্ট ফাটল দিয়ে দুর্বল আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। আমি সেটা স্পর্শ করি। সেটা একটা ছোট দরোজা আর দ্রুত সেটা খুলে যায়। এটা একটা বৌদ্ধ মন্দির আর এখানে কোনো নিষিদ্ধ এলাকা নেই।

আমি দরোজার ভিতর দিয়ে একটা সূত্র হলে প্রবেশ করি। সেখানে কয়েকটা মোম পুড়ছে আর ধূপকাঠির ধোঁয়া পেঁচিয়ে উঠছে শূন্যে। সমস্ত দেয়ালে প্রাচীন

BanglaBook.org

আমলের ক্যালিগ্রাফি ও তৈলচিত্র। আমি কল্পনা করতে পারিনি মন্দিরের ভিতরে এই রকম আভিজাত্যপূর্ণ একটা রুম থাকতে পারে। বিনা আমন্ত্রণে এখানে আসার জন্যে আমি কিছুটা অপরাধবোধ করতে থাকি। এবং সকালের প্রার্থনার শব্দ অনুসরণ করে হলের প্রধান দরোজা দিয়ে বাইরে আসি।

আমি আরেকটা আঙিনায় প্রবেশ করি। চার পাশের সাইড রুমগুলো মোমের আলোয় আলোকিত এবং সম্ভবত এগুলো সাধুদের ডরমিটরি। কালো পোশাক পরিহিত একজন সাধু আমার পাশ ঘেঁষে আমাকে অতিক্রম করে যায়। আমি তাকে অনুসরণ করে বেশ কয়েকটা করিডোর অতিক্রম করি একটার পর আরেকটা। তারপর এক মুহূর্তের ভিতর সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটা হল ঘরে ঘন্টার সামনে আমি জ্যেষ্ঠ সাধুকে দেখতে পাই। তার গর্তে বসা মুখ নড়ে উঠলে তার ভুরু ও গালও নড়ে ওঠে। সাধুদের দল সূত্র উচ্চারণ শুরু করে ধীরে ধীরে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এক লাইনে মোট নিরানব্বুই জন সাধু হলের মাঝখানে বুদ্ধ মূর্তিকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। আমিও তাদের সাথে যোগ দিই, এবং তাদের মতো আমার দুই হাতের তালু একত্র করে উচ্চারণ করি নামো আমিতোফু। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাবে শুনতে পাই আরেকটা শব্দ। সূত্রের প্রতিটা বাক্য শেষ হতে যায় আর তখনই ঐ কণ্ঠস্বর কিছুটা উচ্চগ্রামে শোনা যায়। তাহলে এখনো একটি আত্মার যন্ত্রনা রয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭০

— গং সিয়ানের আঁকা এই বরফের দৃশ্য দেখার পর কোনো মানুষের আর কি বলার থাকতে পারে অধিক! এমন অদ্ভুত নীরবতা যে কারো পক্ষে তুষার পাতের শব্দ শোনাও সম্ভব। এটা মনে হয় শ্রবনযোগ্য এবং তথাপি শব্দহীন।

—এটা একটা স্বপ্নের দৃশ্য।

—নদীর ওপর কাঠের সেতু আর স্বচ্ছ প্রবাহ এবং নির্জন কুটির। তুমি অনুভব করতে পারো মানব অস্তিত্বের চিহ্ন কিন্তু সেই সাথে বিশুদ্ধ বিচ্ছিন্নতা।

—এ এক স্বপ্ন, স্বপ্নের কিনারায় অন্ধকার দৃশ্যমান।

—এ সব ভেজা কালি, তার ব্রাশ সব সময় ব্যবহার করতো কালি কিন্তু তার ছিলো ওইরকম গভীর শৈল্পিক ধারণা। সে ছিলো একজন খাঁটি শিল্পী। ঝেং পানছিয়াও- কে অনুকরণ করা যায় কিন্তু গং সিয়ান-কে নয়।

— বা ডা-কেও অনুকরণ করা যায় না। তার পথ ফুল আর হাঁসের নিঃসঙ্গতা অনুকরণ করা সম্ভব নয়।

— বা ডা-এর সেরা কাজ তার ল্যান্ডস্কেপ। তার অপ্রধান কাজ হলো স্থূলতা বাতিল।

— কি খাঁটি বিশুদ্ধতা ডুবে থাকে স্থূলতার মধ্যে। স্থূলতার বিরুদ্ধে স্থূলতা এক দুর্দশা, বরং স্থূল হওয়াই উত্তম।

— ঝেং পানছিয়াও এই ধরনের লোকদের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তার বিশুদ্ধ শিল্পকর্মগুলো পরিণত হয়েছিলো লোকজনের সাজ-শয্যায়, যারা ব্যর্থ হয়েছিলো এর উচ্চাকাংখা অর্জনে।

— সে ছিলো ভীরু প্রতিভা আর বা ডা ছিলো উন্মাদ।

— প্রথমে বা ডা পাগল হয়েছিলো। তার শৈল্পিক সাফল্য নিহিত আছে তার আসল পাগলামির মধ্যে।

—কিংবা কেউ বলতে পারে যে সে জগৎকে দেখেছে তার একজোড়া অদ্ভুত চোখ দিয়ে এবং জগতের দৃশ্য তাকে পাগল বানিয়েছে।

— অথবা কেউ বলতে পারে জগৎ যুক্তিবাদিতা সহ্য করতে পারে না এবং কেবলমাত্র পাগলামি দিয়েই জগৎ পরিণত হয় যুক্তিবাদী।

BanglaBook.org

– সু ওয়েই বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলো এই রকম, এবং তার স্ত্রীকে হত্যা করেছিলো।

– হয়তো এ কথা বলাই শ্রেয় যে তার স্ত্রীই তাকে হত্যা করেছিলো।

– এ কথা বলা নিষ্ঠুর মনে হতে পারে কিন্তু সে জগৎকে আর সহ্য করতে পারছিলো না তাই সে পাগল হয়ে গিয়েছিলো।

– যাহোক গং সিয়ান পাগল হয়নি। সে জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায়নি যা তার প্রকৃতির মধ্যে ছিলো সংরক্ষিত।

– সে যুদ্ধ করেনি, তার যুক্তিবাদিতা ছিলো না, তার অস্তিত্বের সমগ্রতা এভাবে সংরক্ষণ করে গেছে।

– সে অধার্মিক ছিলো না, আবার ধর্মপ্রাণও ছিলো না। সে না ছিলো বৌদ্ধ না দাওপন্থী। আধ মু সবজি বাগান আর শিক্ষকতা করে সে জীবিকা নির্বাহ করতো।

– তার তৈলচিত্রগুলো টাকার জন্যে ছিলো না, সেগুলো ছিলো তার হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ।

–তুমি আর আমি কি এই ব্যাপারে সমর্থ?

–সে এটা অর্জন করেছিলো, ঠিক এই বরফের ল্যান্ডস্কেপের মতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭১

তিয়ানতাই পর্বত ত্যাগ করে, আমি যাই শাওসিং-এ যেখানে ধেনো মদ উৎপন্ন হয়। এই ছোট শহরটা এর ধেনো মদের জন্যেই শুধু বিখ্যাত নয়, এখানে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও জন্ম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে মহান রাজনীতিবিদ, লেখক, শিল্পী ও বীরাঙ্গনা নারী রয়েছে যাদের পুরনো বাড়িগুলো এখন জাদুঘর বানানো হয়েছে। এমন স্থানীয় শস্য মন্দির যেখানে আ কিউ, যার চরিত্র চিত্রণ করেছেন লু সুন তার কলমে, এক ঝড়ের রাতে আশ্রয় নিয়েছিলো, সংরক্ষিত হয়েছে আর উজ্জল রঙ দেয়া হয়েছে। আ কিউকে যখন শিরোচ্ছেদ করা হয় একজন স্থানীয় দস্যু হিসেবে সে তখন কল্পনা করতে পারেনি তার মৃত্যুর পর তাকে এমন সম্মানিত করা হবে। আমি চিন্তা করতে থাকি যে এই ছোট শহরের অপ্রধান চরিত্রগুলোর পক্ষেও নিহত হওয়া থেকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। কাজেই এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিপ্লবী বীর শহীদ ছিউ চিন যে ভাবতো তার জাতিকে রক্ষা করা তার কর্তব্য সেও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

তার আলোকচিত্র ঝোলানো আছে তার পুরনো বাসভবনে। একটা বড় পবিারের এই প্রতিভাময়ী সুন্দর কবিতা ও গদ্য লিখতো আর তার ছিলো চমৎকার ভুরু, উজ্জল চোখ আর মার্জিত অভিব্যক্তি। তার বয়স ছিলো মাত্র কুড়ি বছর যখন তাকে বাঁধা হয়, মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয় রাস্তা দিয়ে বাজারে, আর প্রকাশ্য দিবালোকে শিরোচ্ছেদ করা হয়।

যুগের সাহিত্যিক মহীরুহ, লু সুন, সব সময় ছিলেন পয়ায়নপর। তিনি সৌভাগ্যক্রমে বিদেশে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন। নতুবা অসুস্থতায় মৃত্যুর অনেক আগেই তাকে বধ করা হতো। মনে হয় এই দেশে কোথাও নিরাপত্তা ছিলো না। লু সুন-এর কবিতার একটা পংক্তি আছে, 'আমি ঝরাই আমার রক্ত হলুদ সম্রাটের জন্যে,' একজন ছাত্র থাকাকালে আমি এই পংক্তি আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু যা নিয়ে এখন আমি সন্দেহ না করে পারি না। হলুদ সম্রাট ছিলো, কিংবদন্তি অনুযায়ী, এই মাটির প্রথম সম্রাট, আবার এর অর্থ কারো মাতৃভূমি, জাতি, অথবা কারো পূর্বপুরুষ। কিন্তু কারো পূর্বপুরুষের আত্মার জন্যে রক্তের প্রয়োজন কেন হবে?

আমি এই ছোট শহরে দীর্ঘসময় থাকতে পারি না এবং পালিয়ে যাই।

BanglaBook.org

কুয়াইজি পর্বত, নগরীর পশ্চাতে। মহান ইউ-এর কবর। খৃষ্টপূর্ব একুশ শতাব্দীতে তিনি সাম্রাজ্য একত্রিত করেন।

আমি অতিক্রম করে যাই রুওইয়ে প্রবাহের ওপর পাথর নির্মিত সেতু। এর নিচে পাইন-বন-আচ্ছাদিত পাহাড়। মহান ইউ-এর কবরের সামনে স্কয়ারটায় ধান শুকানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। ঋতুর শেষ দিকের ফসল কাটা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মধ্য-শরতের সূর্য এখনো উষ্ণতা ছড়ায় এবং আরামে আমার ঝিমুনি আসে।

ফটকের ভিতর বিপুল জনমানবহীন আঙিনা। আমি কেবল কল্পনা করার চেষ্টা করতে পারি এখানে সাত হাজার বছর আগে বাস করতো হেমুড়ু জনগোষ্ঠীর লোকেরা যারা ধান চাষ করতো, শুওর পালন করতো, মানুষের মাথা ও মুখ সম্বলিত মাটির মূর্তি আগুনে পোড়াতো। তাদের সাথে একত্রে বাস করতো লিয়াংঝু জনগোষ্ঠীর লোকেরা যারা পাঁচ হাজার বছর আগে জ্যামিতিক নকশা আর গোলাকার প্রতীক অংকন করে গেছে।

দুই হাজার বছর আগে সিমা ছিয়ান এখানে এসেছিলেন পরিদর্শন করতে আর লিখেছিলেন *Historical Records* নামে মহান গ্রন্থ। তিনি সম্রাটের গুণকীর্তন করে নিজের মাথা রক্ষা করেছিলেন।

প্রধান হলের ছাদে, দুটো গাঢ় সবুজ ড্রাগনের মাঝখানে, একটা গোলাকার আয়না। রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। ইউ-এর নতুন মূর্তি বসানো হয়েছে ছায়ামলিন প্রধান হলের ভিতর। এর পিছনে নয়টা যুদ্ধ-কুঠার। তার নয়টা রাজ্যের প্রতীক। ইঙ্গিত করছে সত্যের কাছাকাছি কিছু।

'শু রাজ্যের নথি' অনুযায়ী, শিনিউ-তে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ইউ এবং স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন ওয়েনশান-এর গুয়াংরৌ কাউন্টির। আমি মাত্র ঐ এলাকা ঘুরে এসেছি, বর্তমানে সেটা ছিয়াং জাতিগোষ্ঠীর ওয়েনচুয়ান অঞ্চল আর জায়ান্ট পান্ডার আবাসভূমি। ইউ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন একটা ভালুকের গর্ভে, *Classic of the Mountains and Seas* গ্রন্থে এর বিবরণ আছে।

অনেক রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য গঠন করার পর ইউ বিয়ে করেন। তুশান নামের যে জায়গাটি এখন কুয়াইজি নামে পরিচিত, সেখানে তিনি দেখা পান মার-মার কাট-কাট সুন্দরী এক নারীর, তার নাম ইয়াওরাত। তাদের বিয়ের দিন তিনি তার আসল ভালুক চেহারায় আবির্ভূত হন ইয়াওরাও-এর সামনে। সে ভীত হয়ে দৌড়ায় আর তাকে তিনি ধাওয়া করেন, কামনা বন্য। তার স্ত্রীর কাছে তিনি ছিলেন ভালুক, সাধারণ মানুষদের কাছে দেবতা, ঐতিহাসিকদের কাছে সম্রাট।

BanglaBook.org

৭২

'এটা কোনো উপন্যাস নয়!'

'তাহলে এটা কি?' সে জিজ্ঞেস করে।

'একটা উপন্যাসের অবশ্যই থাকতে হবে একটা সম্পূর্ণ কাহিনী।'

সে বলে সে অনেক গল্প বলেছে, কিছু সমাপ্তিসহ এবং অন্যগুলো সমাপ্তিহীন।

'ওগুলো সবই ভগ্ন অংশ যার কোনো ঘটনা নেই, গ্রন্থকার জানে না কিভাবে ঘটনাবলী একত্রিত করতে হয়।'

'তাহলে আমি কি জানতে পারি একটা উপন্যাস কিভাবে সংগঠিত হতে পারে?'

'তোমাকে অবশ্যই প্রথম একটা ছায়াপাত করতে হবে, তারপর তৈরি করতে হবে ক্লাইমেক্স, তারপর উপসংহার। উপন্যাস লেখার ওটাই প্রচলিত মূল জ্ঞান।'

সে জিজ্ঞেস করে প্রচলিত মূল জ্ঞান বাদ দিয়ে উপন্যাস লেখা যেতে পারে কি না। সেটা হবে একটা গল্পের মতো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা অংশ আর শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত একটা অংশ, শুরুর একটা অংশ আর কোনো সমাপ্তি সেই, অংশগুলো রচিত হয় কিন্তু অসম্পূর্ণ অথবা যা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আর এই সমস্তই গল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

'তুমি কিভাবে একটা গল্প বলবে তাতে কিছু আসে যায় না, তবে অবশ্যই থাকতে হবে একটা প্রধান চরিত্র বা নায়ক। উপন্যাসের মতো দীর্ঘ একটা রচনায় অবশ্যই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র থাকতে হবে, কিন্তু তোমার এই কাজ ...?'

'কিন্তু নিশ্চয়ই এই বইয়ে আমি, তুমি, সে ও সে এগুলো সব চরিত্র?' সে প্রশ্ন করে।

'এগুলো কেবল আলাদা সর্বনাম বর্ণনা ভঙ্গি পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে। এগুলো চরিত্র-চিত্রণের বদলি হতে পারে না। তোমার এই সর্বনামগুলো, এগুলো যদি চরিত্রও হয়, এগুলোর পরিষ্কার ভাবমূর্তিও নেই। এগুলো খুব সামান্য বর্ণনা করা হয়েছে।'

সে বলে সে প্রতিকৃতির তৈলচিত্র আঁকেনি।

BanglaBook.org

'ঠিক, উপন্যাস তৈলচিত্র নয়। এটা কথা শিল্প। তুমি কি মনে করো চরিত্রের ব্যক্তিত্ব এতে সৃষ্টি হতে পারে?' সে বলে সে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে চায় না, সবচেয়ে বড় কথা সে জানে না তার নিজেরই ব্যক্তিত্ব আছে কি না।

'কেন তুমি উপন্যাস লিখছো যদি তুমি নাই কোনো যে উপন্যাস কি?'

সে তখন ভদ্রোচিত ভাবে জানতে চায় উপন্যাসের সংজ্ঞা। সমালোচক তখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'এটা আধুনিকতাবাদী, এটা পাশ্চাত্যের অনুকরণ।'

সে তারপর বলে, 'প্রাচ্যের চেয়েও তোমারটা ওঁছা! তুমি আসলে এক জায়গায় গাদা করেছো ভ্রমণ পঞ্জি, নৈতিক অসংলগ্নতা, অনুভূতি, নোট, তত্ত্ববহির্ভূত আলাপচারিতা, না উপকথার মতো উপকথা, কিছু লোক সঙ্গীতের কপি, যোগ করেছো কিছু কিংবদন্তি-সুলভ ননসেন্স যা তোমার নিজের আবিষ্কার, আর এগুলোকেই বলছো উপন্যাস!'

সে বলে যে সে লেখে শুধু মাত্র তার একাকীত্ব সইতে না পারার কারণে। নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্যে সে লেখে। সাহিত্য জগতের মধ্যে সে আছড়ে পড়তে চায় না এবং টেনে তোলার চেষ্টা করছে নিজেকে। সে এই বই লেখেনি মুখের গ্রাসাচ্ছদনের জন্যে, অর্থ উপার্জনের জন্যেও লেখেনি, উপন্যাস তার কাছে এক বিলাসিতা।

'তুমি একজন নিহিলিস্ট!'

সে বলে তার বস্তুত পক্ষে কোনো মতাদর্শ নেই কিন্তু তার ভিতরে কিছু পরিমাণ নিহিলিজ্‌ম আছে। যাইহোক পরিপূর্ণ শূন্যতার সাথে নিহিলিজ্‌মের কোনো সমতা নেই। এটা বইতে যেমন আছে যেখানে তুমি হচ্ছে আমির প্রতিফলন এবং সে হচ্ছে তুমির পশ্চাৎ, ছায়ার ছায়া।

সমালোচক কাঁধ ঝাঁকি দেয় এবং চলে যায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭৩

পূর্ব চিন সাগরের উপকূলে এই ছোট্ট শহরটায় আমি আসার পর মধ্যবয়সী এক মহিলা সাথে আমার দেখা হয় আর সে বলে আমি তার বাড়িতে ডিনার খেতে যেতে পারি। সে আমার থাকার জায়গায় এসে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। বলে যে কাজে যাবার আগে সে আমার জন্যে সব ধরনের সামুদ্রিক খাদ্য সংগ্রহ করে রাখবে— কাঁকড়া, রেজর ক্ল্যাম এবং এমন কি চমৎকার মোটা লবণজলের ইল।

'তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো এই বন্দরে এবং অবশ্যই কিছু সী-ফুড সম্পর্কে ধারণা নেয়া উচিৎ।

এসব সমুদ্র থেকে দূরবর্তী দেশের ভিতরের অঞ্চলেও খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু বড় উপকূলীয় শহরেও তুমি সব সময় এগুলো পাবে না।'

সে খুব আন্তরিক।

প্রত্যাখ্যান করা কঠিন, কাজেই আমি আমার গৃহকর্তাকে বলি, 'আমার সাথে আসবেন?'

গৃহকর্তা তাকে চেনে এবং বলে, 'এটা তোমার জন্যে একটা বিশেষ আমন্ত্রণ। সে তোমার সাথে কিছু আলোচনা করতে চায়।'

কোনো মহিলার কাছ থেকে ডিনারের আমন্ত্রণ পাওয়া বিশাল ব্যাপার কিন্তু সে তার জীবনের সেরা সময় পিছনে ফেলে এসেছে।

আমরা বাইসাইকেলে চড়ে তার বাড়িতে যাবার পথে সে বলে একটা কারখানায় সে একাউন্ট্যান্ট। অবাক হবার কিছু নেই। সে টাকা-পয়সার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মহিলা, এ ধরনের মহিলাদের সাথে আমি কারবার করেছি।

তার বাড়িতে পৌঁছে আমরা সাইকেল রাখি আঙিনায়। দরোজার তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করি। একটা ছোট রুমের অর্ধেকটা জুড়েই বিছানা। এক পাশে একটা চৌকো টেবিল, তার ওপর খাবার ও পানীয়। দুটো বড় কাঠের চেস্ট একদিকে। বিছানোর মাথার দিকে এক স্তূপ পত্র-পত্রিকা।

সে লক্ষ্য করে যে আমি চারদিক দেখছি এবং বলে, 'আমি ভীষণ দুঃখিত, এমন এলোমেলো আর গাদাগাদি।'

'জীবন ওইরকমই।'

BanglaBook.org

সে আলো জ্বালায়। টেবিলে আমাকে বাসায়। স্টোভে আগুন জ্বালিয়ে একটা স্যুপ গরম করে আর আমাকে একটা ড্রিংক ঢেলে দেয় আর বিপরীত দিকে বসে। টেবিলের ওপর কনুই রেখে সে বলে, 'আমি পুরুষদের পছন্দ করি না।'

আমি মাথা নাড়ি।

'আমি তোমার কথা বলছি না,' সে ব্যাখ্যা করে 'আমি সাধারণ অর্থে পুরুষদের সম্পর্কে এ কথা বলছি। তুমি একজন লেখক।'

আমি জানি না মাথা নাড়বো না নাড়বো-না।

'অনেক আগে আমার তালাক হয়েছে আর আমি আমার মতো জীবন যাপন করি।'

'এটা সহজ নয়।' আমি উল্লেখ করি জীবন সবার জন্যেই কঠিন।

'আমার একটা বান্ধবী ছিলো, প্রাইমারি স্কুরের দিনগুলো থেকেই আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম।'

আমার মনে হলো সে সম্ভবত একজন সমকামী।

'সে এখন মৃত।'

আমি কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি না।

'আমি তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তার গল্প বলার জন্যে। সে ছিলো অতিশয় সুন্দরী। তুমি যদি তার ফটো দেখ তাহলে তাকে তোমার ভালো লাগবে, যেই তাকে দেখতো সেই প্রেমে পড়তো তার। স্বাভাবিক জ্ঞানে সে সুন্দরী ছিলো না, সে ছিলো অনন্যসাধারণ সুন্দরী— কোন আমি এসব কথা তোমাকে বলছি? কারণ, দুর্ভাগ্যবশত, আমি তার একটা সিঙ্গল ফটো রাখতে পারিনি। ওই সময়ে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, সে মারা গেলে তার মা এসে সব কিছু নিয়ে যায়। পান করো।'

সেও পান করে আর তার পার করার ধরন দেখে আমি বলে দিতে পারি সে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পানকারীনি। দেয়ালে কোনো ফটো কিংবা তৈলচিত্র নেই। সে নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে, এবং সম্ভবত তার উপার্জিত অর্থের বেশির ভাগটাই এমন কিছুতে ব্যয় হচ্ছে যা পাত্র থেকে চলে যায় তার পাকস্থলিতে।

'আমি তোমাকে বলছি তার জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে। আমি তার সম্পর্কে তোমাকে সবকিছু বলতে পারি, তোমার লেখার স্টাইল খুব চমৎকার। উপন্যাস—'

'না-অস্তিত্ব থেকে সৃষ্ট অস্তিত্ব,' আমি মৃদু হেসে বলি।

'আমি চাই না তুমি বানিয়ে কিছু লেখো। তুমি তার আসল নাম ব্যবহার করতে পারে। আমি লেখকের সম্মানী দেবার সামর্থ রাখি না, আমি পাণ্ডুলিপির

BanglaBook.org

ফি দিতে পারবো। আমার যদি টাকা থাকতো, আম স্বেচ্ছায় সম্মানী প্রদান করতাম। আমি তোমার সাহায্য কামনা করছি, তার কাহিনী লেখার জন্যে অনুরোধ করছি তোমাকে।'

'এটা—' আমি বসি তাকে বোঝানোর জন্যে যে আমি তার আতিথেয়তা সাগ্রহে উপভোগ করছি।

'আমি তোমার সাথে জোচ্চুরি করছি না। যদি তুমি মনে করো তাহলে লিখবে। দুঃখের বিষয় তার কোনো ফটো তোমাকে দেখাতে পারছি না।' তার দৃষ্টি শূন্য। মৃত মেয়েটি প্রচণ্ড ভার হয়ে চেপে আছে তার মনের ওপর। 'আমার চেহারা জন্ম থেকেই কুৎসিৎ, তাই আমি সুন্দর মেয়েদের সব সময় পছন্দ করতাম। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইতাম। আমি তার সাথে একই স্কুলে ছিলাম না, কিন্তু স্কুলে যাবার পথে কিংবা বাড়িতে ফেরার পথে তার সাথে আমার সখ্য হতো। ধরে রেখো না শুধু, পান করো!'

স্ট্যু করা ইল পরিবেশন করে সে, স্যুপটা অতিউপাদেয়। সে মেয়েদের হোমের সদস্য হলো কিভাবে সেই কথা শুনি। মাদার তার সাথে মায়ের মতোই আচরণ করতো। আর প্রায়ই সে বাড়িতে যেতো না এবং তার সাথে একই বিছানায় ঘুমাতো।

'ভেবো না যে ওই ব্যাপারও চলতো। আমি যৌনতা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম তার দশ বছর কারাদণ্ড হবার পর। আমার সাথে তার প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিলো আর আমাকে নিষেধ করেছিলো তার সাথে দেখা করতে না যাওয়ার জন্যে। এরপর আমি এক লোককে খুঁজে পাই আর তাকে বিয়ে করি। সেই মেয়ে আর আমার ভালো বাসা ছিলো বিশুদ্ধ ভালোবাসা, যার অস্তিত্ব তরুণীদের মধ্যে বিদ্যমান। তোমরা পুরুষরা বুঝবে না, নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা পশুর মতো। আমি তোমার কথা বলছি না, তুমি একজন লেখক। একটু কাঁকড়া নাও!'

সে আমার বাটিতে লবন ও মশলাদার কাঁকড়ার ডিশ তুলে দেয়।

তার বান্ধবীর বাবা ছিলো গুওমিনডাং-এর একজন সামরিক কর্মকর্তা এবং যখন লিবারেশন আমি দক্ষিণে এসেছিলো, তখন সে মায়ের গর্ভে। আবার সেই পুরনো গল্প। আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি আর কাঁকড়া খাওয়ায় মন দিই।

'এক রাতে আমরা যখন একত্রে বিছানায় শুয়ে ছিলাম সে আমার গলা জড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি সে কাঁদছে কেন। সে বলে সে বাবাকে হারিয়েছে।'

'কিন্তু সে কখনো তাকে দেখেনি।'

'তার মা তার বাবার সামরিক পোশাক পরা সব ফটো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু তাদের বিয়ের ছবিটা ছিলো। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। এবং তার জন্যে সত্যিই দুঃখ অনুভব করি। তারপর তাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করি আর তার সাথে ফুঁপিয়ে কাঁদি।'

'সেটা বোধগম্য।'

'সবাই যদি এটা চিন্তা করতো, তাহলে খুব সুন্দর হতো। যাহোক, লোকেরা বোঝেনি, তারা বিপ্লববিরোধী হিসেবে তার সাথে আচরণ করেছে এবং বলেছে যে সে প্রতিক্রিয়াশীলতা পুনর্জাগরনের আশা করছে আর পালিয়ে যাওয়ার ধান্ধা করছে তাইওয়ানে।'

'ওই সময়ের পলিসি এখনকার পলিসির মতো ছিরো না। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে আর লোকজন মূল ভূখণ্ডে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে ফিরে আসার সোচ্চার দাবি জানাচ্ছে।' আমি আর কি বলতে পারি?

'ও ছিলো এক তরুণী আর যদিও ওই সময় হাইস্কুলে পড়তো তবুও এইসব ব্যাপার বুঝতো না। সে তার বাবার নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা লিখেছিলো ডায়রিতে!'

'যদি এটা চোখে পড়তো আর রিপোর্ট করা হতো তাহলে তার দন্ড হয়ে যেতে,' আমি বলি। আমি উৎসাহ বোধ করছি জানার জন্যে যে তার বাবার বিষয়টার সাথে সমকামী ভালোবাসার মিশ্রণ নিশ্চিত কোনো পরিবর্তন ঘটিয়েছিলো কি না।

সে বলতে শুরু করলো, তার পারিবারিক পটভূমির কারণে, মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু শিক্ষানবিশ হিসেবে পিকিং অপেরা ট্রুপ কর্তৃক মনোনীত হয়। যখন প্রধান নারী শিল্পী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো তখন তার জায়গায় অভিনয় করতে নেমে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে সে। কিন্তু এতে ঈর্ষান্বিত হয় প্রধান অভিনেত্রী। সে তার ডাইরি সম্পর্কে রিপোর্ট করে দেয়। পরে জননিরাপত্তা কর্মকর্তারা তার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের বাড়ি তল্লাশি করে। মেয়েটি তার মামার বাড়িতে ডায়রিটা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু তার মামা জটিলতায় জড়িয়ে যাবার ভয়ে ডায়রিটা হস্তান্তর করে জননিরাপত্তা কর্মকর্তাদের হাতে। মেয়েটিকে আটক করা হয় এবং পাঠিয়ে দেয়া হয় কারাগারে।

'আমরা তাকে চিহ্নিত করে স্বীকারোক্তি লিখি ও তাতে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিই। এমন কি তার মামাও আমার সাথে পুনরায় দেখা করার সাহস পায়নি। তার মা অভিযোগ করে যে তার মেয়েকে আমিই অগ্নিকুন্ডের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম, আমিই তার মাথায় ওইসব প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ঢুকিয়েছিলাম,

BanglaBook.org

এবং সে আমাকে নিষেধ করে দেয় আর কোনোদিন তার বাড়িতে না যাবার জন্যে!'

গল্প থামিয়ে হঠাৎ করে সে ফোঁপাতে শুরু করে এবং দুই হাতে মুখ ঢাকে, তারপর উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকে।

আমার হাত জোড়া খাবারে, তাই আমি বলি, 'আমি কি একটা তোয়ালে ব্যবহার করতে পারি?'

সে ওয়াশ বেসিন দেখিয়ে দেয়। আমি হাত ধুয়ে আসি। আমি তাকে একটা তোয়ালে দেবার পর সে কান্না থামায়। আমার বিস্বাদ লাগে এই কুৎসিৎ চেহারার মহিলাটিকে এবং কোনো সহানুভূতি আসে না মনে।

সে বলে ওই সময় সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। এক বছর পর বিভ্রান্তি কাটিয়ে সে মেয়েটির সাথে দেখা করতে যায়, কিন্তু মেয়েটি তার সাথে দেখা করেনি এবং দেখা করবে না কখনো বলে জানিয়ে দেয়। তার দশ বছর কারাদণ্ড হয়েছিলো। পরে যখন সে বলেছিলো সে বিয়ে করবে না আর কাজ করবে সে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর জীবিকার প্রয়োজনে, তখন সে দেখা করে এবং তার সাথে নিয়ে আসা খাবার গ্রহণ করে।

তারা আবার একত্র জীবনযাপন করবে। কে হবে স্বামী? কে হবে স্ত্রী? অবশ্যই সে হবে স্ত্রী। তারা বিছানায় খুনসুটি করবে আর হাসতে থাকবে অবিরাম।

'তাহলে তুমি বিয়ে করলে কেন?' আমি জানতে চাই।

'সেই প্রথম পরিবর্তিত হয়েছিলো,' সে বলে, 'একবার দেখা করতে গেলে সে আমাকে বিয়ে করতে বলে আর কখনো যেতেও নিষেধ করে। এর কারণ জানতে চাইলে সে আমাকে বলে, অপর একজন কয়েদির সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে। এরপর আর সে আমার সাথে দেখা করেনি। চিঠি দিয়েছি অনেক, জবাব দেয়নি। তারপর আমি বিয়ে করি।'

'তোমার বাচ্চাকাচ্চা নেই?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি চাইনি।'

নীচ মহিলা।

'এক বছর আগে আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। সেই থেকে আমি একা জীবন যাপন করি। আমি ঘৃণা করি পুরুষদের।'

'সেই মেয়ে মারা গেছে কিভাবে?' আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি।

BanglaBook.org

'শুনেছি পালানোর চেষ্টা করার সময় রক্ষীদের গুলিতে মারা গেছে।'

আমি আর কিছু শুনতে চাই না এবং চাই সে দ্রুত শেষ করুক গল্পটা।

'তুমি কি এই কাহিনী লিখবে?' সে জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে দেখতে হবে!'

ফেরার পথে সমুদ্রের দিক থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাস লাগে আমার গায়ে। মধ্যরাতে আমার লজিং-এ ফিরে আসি। আমি তখন বমি আর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭৪

তারা বলে রাতের বেলা পাহাড় থেকে আসা ঘণ্টা আর ঢাকের অদ্ভুত বাদ্য শোনা যায় উপকূল বরাবর—এ হলো দাওপন্থী সাধু আর ধর্মযাজিকাদের গোপন উৎসব। যাহোক, লোকজন যদি দিনের বেলা পাহাড়ে যায় অনুসন্ধান করতে, তারা সেখানে দাওপন্থী মন্দির খুঁজে পায় না।

ব্যাপারটা ভূতুড়ে মনে হয় কিন্তু সবাই এ সম্পর্কে তোমাকে বলে। এই প্রথম তুমি তাদের সাথে মিলিত হয়েছো এবং তারা তোমার সাথে আন্তরিক মানুষের মতো কথা বলে।

তারা বলে তুমি যেহেতু এত পথ পেরিয়ে এই উপকূলে এসেছো উদ্ভট ব্যাপারের সন্ধানে, সেহেতু ওখানে যাওয়া তোমার জন্যে উপযুক্ত হবে। তারা তোমার সাথে যেতে পছন্দ করতো কিন্তু যদি তারা তোমার সঙ্গে যায় তাহলে তারা দাওপন্থী মন্দির খুঁজে পাবে না। তুমি দেখতে চাইলে দেখতে পাবে না, না চাইলে পাবে। তুমি বিশ্বাস করতে পারো কিংবা নাও করতে পারো, যখন তারা নিজের চোখের এটা দেখে তখন তাদের শংকা তাৎক্ষণিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা হলফ করে বলতে পারে। কিন্তু তাদের শপথ তোমার সেখানে নিজে যাবার ব্যাপারটার বদলি হতে পারে না। তোমার পক্ষে তাদের সততা সম্পর্কে সন্দেহ করা অসম্ভব।

পর্বতের চূড়ায় বসে তুমি রাজসিক সূর্যাস্ত দেখো তারপর দ্রুত নেমে আসে অন্ধকার। পাহাড় থেকে তুমি নামতে থাকো। কিন্তু অন্ধকার দ্রুত তোমাকে ধরে ফেলে। হাঁটার লাঠি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে তুমি একটা গাছের ডাল ভেঙে নাও আর শীগগির পা চালাও। তুমি একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যকায় প্রবেশ করো এবং না সমুদ্র না সড়ক কিছুই দেখতে পাও না।

অন্ধকারে কোনো গভীর খাদে পা হড়কে পড়ে যাবার ভয় তোমাকে পেয়ে বসে। তুমি হাতের লাঠিটা ব্যবহার করে মাটি ঠুকে নিশ্চিত হও, তারপর পা ফেল। তা সত্ত্বেও তুমি নিশ্চিত হতে পারো না। লাঠিটার ওপর তোমার বিশ্বাস হারিয়ে যায় আর তোমার মনে পড়ে পকেটে লাইটার আছে। এতে পথ দেখা যাবে না, তবু কিছু অংশ আলোকিত হবে। তুমি লাইটার বের করে জ্বালাও, কিন্তু

BanglaBook.org

তোমার হাত এত কাঁপতে থাকে যে মনে হয় তুমি শংকিত হয়ে পড়েছো আর বাতাস ঠেকানোর জন্যে তুমি হাতের তালু ব্যবহার করো। ঠাণ্ডা বাতাসে আলোটা নিভে যায় আর তুমি অন্ধের মতো, কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করার থাকে না শুধু হাতের ডালটা ছাড়া, ছোট ছোট পা ফেলা তুমি এগিয়ে যাও।

একটা গুহার মতো জায়গায় পৌঁছে যাও তুমি এক সময়। আর এক চিলতে মলিন আলো চোখে পড়ে তোমার। যেন দরোজার ফাটল দিয়ে আসছে ওই আলো। তুমি কাছে এসে ঠেলা দাও। কিন্তু সেটা আটকানো।

তুমি দরোজার ফাটলে তোমার চোখ রাখো আর দেখতে পাও একটা নিঃসঙ্গ প্রদীপ জ্বলছে একটা খালি হলঘরে যেখানে রয়েছে Three Supreme Purities -এর মূর্তি—প্রভু দাওদে, প্রভু ইউয়ানশি এবং প্রভু লিংবাও।

'তুমি এখানে কি করছো?' পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তুমি চমকে ওঠো, কিন্তু এটা মানুষের কণ্ঠস্বর এবং তুমি আশ্বস্ত হও।

তুমি বলো তুমি একজন পর্যটক এবং অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছো এবং রাতের মতো কোথাও আশ্রয় প্রয়োজন তোমার।

বেশি কথা না বলে সে তোমাকে নিয়ে যায় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে একটা কামরায়। সেখানে তেলের প্রদীপ জ্বলছে। তখনই তোমার চোখে পড়ে লোকটার পরনে দাওপন্থী আলখাল্লা আর ট্রাউজারের পায়ের কাছে আঁটো। সে পরিস্কারভাবে একজন পুরনো ওস্তাদ।

তুমি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আরেকটা কামরায় আসো তার সাথে। এবং সে চলে যায় কোনো কথা না বলে। তুমি লাইটার জ্বালিয়ে দেখতে পাও একটা কাঠের বেড ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই। তাই পুরো পোশাক পরেই তুমি শুয়ে পড়ো। তুমি ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুনতে পাও কোনো নারীর মন্ত্রোচ্চারণ। তুমি উঠে দেখতে চাও, কিন্তু নড়া-চড়ার সাহস পাও না। তারপর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাও।

খুব সকালের আলোয় তুমি উঠে পড়ো এবং উপরতলায় উঠে আসো। দরোজা সেখানে খোলা। হলটা জনশূন্য এবং সেখানে কোনো ধূপকাঠির টেবিল কিংবা পর্দা নেই, নেই মূর্তি অথবা ট্যাবলেট। কেবল দেয়ালের মাঝখানে ঝুলছে বিশাল এক আয়না। আয়নাটা মুখ করা গুহায় প্রবেশ পথের দিকে। আয়নার দিকে হেঁটে এগিয়ে গেলে তুমি সেখানে নীল আকাশ দেখে আচমকা থেমে দাঁড়াও।

BanglaBook.org

পাহাড় থেকে নেমে আসার পথে তুমি শুনতে পাও ফোঁপানির শব্দ এবং দেখতে পাও পথের মাঝখানে বসে আছে উলঙ্গ একটা শিশু। সে ফোঁপাচ্ছে এবং তাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে এবং অনেক সময় ধরে সে কেঁদে চলেছে।

তুমি শিশুটার কাছে আসো আর আনত হয়ে জিজ্ঞেস করো, 'তুমি একা নাকি?'

কাউকে আসতে দেখে সে আরো জোরে শব্দ করে কাঁদে। তুমি তার ছোট কাঁধ হাতের মুঠোয় ধরো, তাকে দাঁড় করাও, এবং তার নগ্ন পাছার ধুলো ঝেড়ে দাও।

'তোমার পরিবারের বড়োরা সব কোথায়?'

যতো বেশি তুমি তাকে প্রশ্ন করো ততোই সে বেশি করে কাঁদতে থাকে, এবং কোথাও গ্রামের চিহ্ন চোখে পড়ে না।

'তোমার মা-বাবা কোথায়?'

সে মাথা ঝাঁকায় আর তোমার দিকে তাকায়। তার চোখে অশ্রুর ধারা।

'কোথায় থাকো তুমি?'

তার ছোট মুখে কোনো কথা ফোটে না।

'কাঁদতে থাকো, আমি আর দেখবো না!' তুমি হুমকির সুরে বলো।

এতে কাজ হয় এবং সে কান্না থামায়।

'কোত্থেকে এসেছো?'

সে কথা বলে না।

'তুমি কি একদম একা?'

সে কেবল বোবার মতো তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তুমি কথা বলতে পারো?' তুমি ক্রুদ্ধ চোখে তাকাও।

সে আবার কাঁদতে শুরু করে।

'কেঁদো না!' তুমি থামাও তাকে।

সে কান্না থামায় আর তুমি তাকে কোলে তুলে নাও।

'ক্ষুদে পুরুষ, কোথায় যেতে চাস তুই? কথা বল!'

সে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকে।

'নিশ্চয় কথা বলতে পারিস?'

তুমি তাকে কিছু দুর পর্যন্ত নিয়ে আসো, কিন্তু কোনো বাড়ি-ঘরের ছায়াও দেখতে পাও না। তুমি বুঝতে পারো না এখন কি করবে বাচ্চাটিকে নিয়ে।

বাচ্চাটা ঘুমিয়ে গেছে। তুমি তার অশ্রুর দাগ ধরা ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাও। গাছপালার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার মুখে।

BanglaBook.org

তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে অন্যরকম এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে আর তুমি বুঝতে পারো এমন স্নেহ অনেক দিন তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তার দিকে তাকিয়ে তোমার মনে হতে থাকে সে দেখতে তোমার মতোই।

তুমি পাহাড়ি পথের সেই জায়গায় ফিরে আসো যেখানে পেয়েছিলে তাকে। সেখানে তাকে নামিয়ে রাখো। সে ঘুমের মধ্যে টের পায় না। তুমি ভয় পাও সে শীতল মাটির স্পর্শে জেগে উঠবে। তুমি দৌড় লাগাও, প্রকাশ্য দিবালোকে, একটা মারাত্মক অপরাধীর মতো। তুমি মনে হয় ফোঁপানির আওয়াজ শুনতে পাও পিছন থেকে আসা, কিন্তু দৌড়াও, পিছনে তাকানোর সাহস করো না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭৫

আমি শাংহাই এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। টিকেট অফিসের লম্বা কিউতে আমি একটা টিকেট জোগাড় করে নিতে পারি বেইজিং গামী বিশেষ এক্সপ্রেস ট্রেনের। কেউ একজন ওই টিকেটটা ফেরৎ দিতে এসেছিলো এবং এক ঘন্টা বা ওই রকম সময়ের মধ্যেই আমি ট্রেনটা পেয়ে যাই এটা বিরাট এক সৌভাগ্য। এই প্রকান্ড মেট্রোপলিস, দশ মিলিয়ন জনসংখ্যা যার, আমার আগ্রহ সৃষ্টি করে না আর। আমার দূর সম্পর্কিত চাচা আমার বাবারও অনেক আগে চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে, এখানে কেউ নেই আমার।

আমি ইয়াংসি নদীর মুখে এসেছি। বিপুল হলুদ ঢেউয়ের ওপর ভাসছে ইস্পাতের মালবাহী জাহাজ। এই হলুদ ঢেউ আছড়ে পড়ে অবিরাম কর্দমাক্ত তীরে।

আমি স্মরণ করতে পারি যে যখন আমি এককা শিশু ছিলাম তখন ইয়াংসি নদীর পানি ছিলো সঠদা পরিষ্কার, সুন্দর আর দুষ্টি মুখর উভয় ধরনের দিনেই। নদীর তীরে, খুব সকাল থেকে সন্ধ্যার আঁধার পর্যন্ত মাছে বিক্রেতারা মাছ বেচতে বসতো যেগুলোর আকার হতো শিশুদের মতো, আর সেগুলো তারা বিক্রি করতো ভাগ করে। ইয়াংসি নদীর অনেক বন্দরে আমি ঘুরেছি কিন্তু কোথাও ওইরকম আকৃতির মাছ দেখিনি এবং মাছের স্টল খুঁজে পাওয়াও বেশ দুস্কর। কেবল মাত্র ওয়ানসিয়ান এ ওই ধরনের কিছু মাছ আমি দেখে ছিলাম। সেই সব দিনে আমি জেটিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতাম পন্টনে বসে লোকজন ছিপে মাছ ধরতো। মাছ বড় শিতে বেঁধে পানির ওপর উঠলে সেটা হতো উত্তেজনাকর বিষয়। তখন সত্যিকারের এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো মাছ আর মানুষের মধ্যে। আজকের দিনে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ নদী পরিস্কারের কৌশলে কাজ করছে। তার ঊর্ধতন কর্তা ব্যক্তিরা চলে যাবার পর কোনো সেকশন অথবা ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাল চারপাশ, শান্তভাবে বললো যে নদীর সুপেয় জলের মাছের একশ'রও বেশি প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাবার মুখে।

আমি মনে করি আমার দূর সম্পর্কের সেই চাচা ছিলো বড় মানুষ। আমি বড় ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করছি না। আমার এই চাচাকে ভুল ইনজেকশন দেয়া হয়েছিলো। নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করার জন্যে তাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছিলো, কিন্তু একটা ইনজেকশন দেবার দুই ঘন্টা পর তাকে লাশকাটা ঘরে পাঠানো হয়। আমি শুনেছিলাম হাসপাতালে লোকজনকে হত্যা করা হয়, কিন্তু তার ওই রকম মৃত্যুর আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি।

BanglaBook.org

৭৬

সে সম্পূর্ণ একা। সে অনেক দিন পর্যন্ত ভাসছে এবং ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ পায় এক বয়স্ক লোকের যে লম্বা গাউন পরিহিত। সে তার কাছে যায় আর ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করে, 'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, আপনি কি আমাকে লিংশান এর লোকেশনটা বলতে পারেন?'

'তুমি কোত্থেকে এসেছো?' উত্তর না দিয়ে বুড়ো মানুষটা জিজ্ঞেস করে।

সে বলে উইঝেন থেকে।

'উইঝেন?' বুড়ো লোকটা একটু ভাবে। 'এটা নদীর অন্য তীরে।'

সে বলে সেও নদীর ওই তীর থেকে এসেছে। সে কি ভুল পথ নিতে পারে? বুড়ো লোকটা একটা ভুরু উঁচু করে আর বলে, 'পথটা ভুল নয়, পর্যটকই ভুল।'

'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, আপনি যা বলছেন তা পরিপূর্ণ সঠিক।' কিন্তু যা সে জিজ্ঞেস করছে তাহলো লিংশান নদীর অপর তীরে কি না।

'যদি আমি বলি ওটা নদীর অপর তীরে তাহলে ওটা নদীর অপর তীরে।' বৃদ্ধ মানুষটা বিরক্ত।

সে বলে সে ইতোমধ্যে নদীর এই তীরে এসেছে নদীর ওই তীর থেকে।

'তুমি চলে যাচ্ছো অনেক অনেক দূরে,' বৃদ্ধ লোকটি দৃঢ়তা সহকারে বলতে থাকে।

'তাহলে আমাকে আবার পিছনে ফিরে যেতে হবে?' সে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু নিজেকে নিজেই না বলে পারে না যে, আমি সত্যিই বুঝি না।

'আমি এর মধ্যেই এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি।' বৃদ্ধ ঠাণ্ডা সুরে বলে।

'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, আপনি অবশ্যই ঠিক বলেছেন, আপনি এটা পরিষ্কার করে' সমস্যা হলো যে এটা তার কাছে পরিষ্কার নয়।

'কোন ব্যাপারটা এখনো তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছো না?' বৃদ্ধ তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো তার ভুরুর নিচ থেকে।

সে বলে সে এখনো বুঝতে পারে না লিংশান-এ কিভাবে পৌঁছানো যায়।

বুড়ো লোকটা মনোযোগ একীভূত করার জন্য তার চোখ বন্ধ করে।

'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি আপনি বলেননি কি যে এটা নদীর অপর তীরে?' সে আবার জিজ্ঞেস করে। 'কিন্তু আমি ইতোমধ্যে নদীর এই তীরে এসেছি—'

BanglaBook.org

'তাহলে ওটা নদীর ওই তীরে,' বুড়ো মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয়।

'এবং যদি আমি আমার বিয়ারিং পেতে উইঝেনকে ব্যবহার করি?'

'তাহলে এটা তখনো নদীর ওই তীরে।'

'কিন্তু আমি ইতোমধ্যে নদীর এই তীরে এসেছি উইঝেন থেকে। কাজেই যখন আপনি বলেন নদীর ওই তীর, তখন কি নদীর এই তীর হওয়া উচিৎ নয়?'

'তুমি কি লিংশানে যেতে চাও না?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে ওটা নদীর ওই তীরে।'

'শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, নিশ্চয় আপনি বলছেন অধিবিদ্যা?'

বৃদ্ধ মানুষটা বললো সবটুকু আন্তরিকতা থেকে, 'তুমি কি পথের কথা জিজ্ঞেস করছো না?'

সে বলে সে করছে।

'তাহলে ইতোমধ্যে তোমাকে আমি বলেছি।' বৃদ্ধ মানুষটা তার লাঠি তুললো, তাকে বিদায় করে দিলো, এবং নদীর পাড় ধরে হেঁটে দূরে চলে গেল।

সে একা থেকে গেল নদীর এই তীরে; উইঝেন থেকে নদীর অপর তীরে। সমস্যা হলো এখন যে নদীর কোন তীরে উইঝেন? সে কিছুতেই তার মনস্থির করতে পারে না এবং কেবলমাত্র ভাবতে পারে এক হাজার বছর আগের একটা প্রবচন 'অস্তিত্ব ফিরে আসছে, অনস্তিত্ব ফিরে আসছে, কাজেই নদীর পাড়ে থেকো না ঠাণ্ডা বাতাসে উড়ে যাবার জন্যে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭৭

আমি বুঝি না এই প্রতিফলনের অর্থ কি। এটা জলের বিশাল কোনো পরিব্যাপন নয়, বৃক্ষরাজির পাতা সব ঝরে গেছে এবং শাখা-প্রশাখা ও কাণ্ড ধূসর-কালো। সবচেয়ে কাছে যেটা মনে হয় সেটা উইলো, পানির কাছাকাছি দুটো এল্ম। আমি বলতে পারি না প্রতিফলন ময় পানি বরফ হয়ে গেছে কি না, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কখনো কখনো বরফের স্তর জনে থাকে ওপরে। আকাশ ধূসর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, কিন্তু বৃষ্টি নেই, কোনো নড়াচড়া নেই কোথাও, গাছের শাখা-প্রশাখা দুলছে না, বাতাস নেই। সব কিছু জমে গেছে যেন মৃত। সব কিছু স্থির আর অনড়, মৃত পানির এক পরিব্যাপ্ত অঞ্চলের মতো, একটা সমাপ্ত তৈলচিত্র যা আর পরিবর্তিত হবে না, পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছাবিহীন, বিরক্তিবিহীন, কামনাবিহীন। ভূমি আর জল আর বৃক্ষ আর বৃক্ষের শাখা। সর্বডানে জলের কিনারায় একটা ছোট ও দুর্লভ গাছ। খুব বেশি উঁচু নয় এবং অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আঙুলের মতো ছড়ানো সব দিকে। কাছের উইলো গাছের নিচে একটা পাথর। লোকজনের বসার জন্যে কি? নাকি লোকজনের দাঁড়ানোর জন্যে যাতে তাদের জুতো না ভেজে যখন পানি উঠে আসে এখানে? হতে পারে এটা অনেক নির্দিষ্ট উদ্দেশে নয়, হতে পারে এটা পাথর নয়। এখানে একটা রাস্তা থাকতে পারতো, অথবা রাস্তার মতো কিছু, পানির কাছে যাবার পানি যখন স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন এই সমস্ত কিছু ডুবে যাবে। বাধের দিকে একটা পাখি উড়ছে উপরে-নিচে, ওটাকে দেখতে পাওয়া কঠিন। পাখিটা বস্তুত জীবন্ত এবং ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দিলে দেখা যাবে একটা নয় অনেকগুলো পাখি, গাছের নিচে চরছে আর উড়ছে উপরে ও নিচে। ওগুলো সম্ভবত চড়ুই, আর উইলোর শাখায় যেটা বসে আছে সেটা ময়না। অপর তীরে কিছু একটা নড়ছে, জলের অপর পাশে ধূসর-বাদামি ঝোপের ওপর একটা শকট। কেউ একজন ওটার পিছন থেকে ঠেলছে তার সামনে একজন টানছে। টায়ারের চাকাওয়ালা একটা শকট আধ-টন লোড নিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্যের এই সব বৃক্ষ, পাখি আর শকট কি তাদের নিজস্ব অর্থের কথা ভাবে? আর কিসের সম্পর্ক ধরে ধূসর

BanglaBook.org

আকাশের প্রতিফলন জলের ওপর, গাছের ওপর, পাখির ওপর আর শকটের ওপর? ধূসর আকাশ জল সবুজের কোনো চিহ্ন নেই ... সমস্ত কালো শকট পাখি স্বচ্ছ বৃক্ষ শীর্ষ ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত আকাশ বৃষ্টি স্বর্ণ ফিজ্যান্ট-এর লেজের পালক পালক হালকা গোলাপি রঙ অন্তহীন রাত খারাপ নয়... কিছুটা হাওয়া ভালো আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ভীষণ আমি খেয়াল করিনি যে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে রাস্তার ওপর কোনো শকট নেই এবং কেউ হাঁটছেও না সেখানে। উইলো গাছের নিচে পাথরটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তুষার সবকিছু ঢেকে দিয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭৮

একটা মৃত গ্রাম, প্রচণ্ড তুষারপাতে বন্ধ হয়ে গেছে। পিছনের বিশাল নীরব পর্বতটাও পুরু বরফে আচ্ছাদিত। ধূসর-কালো গাছের শাখা। রঙের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। অন্ধকারে আলো থাকার ফলে এটা বলা অসম্ভব যে এখন দিন অথবা রাত।

এটা একটা কুষ্ঠ গ্রাম।

হতে পারে।

একটাও কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে না কেন?

ওগুলো সব মৃত।

ডাক দাও।

দরকার নেই। তাদের এখানে বাড়ি আছে। তাদের জোর করে ঘুমাতে পাঠানো হয়।

তারা কি সবাই মারা গেছে ঘুমের মধ্যে?

সেটা খুব ভালো হতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেটা ছিলো গণহত্যা।

কুকুরগুলো যখন মরছিলো তখন কি চিৎকার করেনি তারা?

একজন বিশেষজ্ঞ কেবল কুকুরগুলোর নাকে একবার করে আঘাত করে।

অন্য কোথাও কেন আঘাত করেনি তাদের?

কোনো কুকুরের নাকে আঘাত করলে সে মারা যাবে। তরুণী মেয়েরা আর শিশুরা পালাতে পারেনি?

চওড়া কুঠার ব্যবহার করা হয়েছিলো।

নারীদের কি ছেড়ে দেয়া হয়নি?

যখন নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিলো তখন এটা আরো পাশবিক ছিলো—যথেষ্ট।

তুমি ভীত চকিত?

গ্রামে কেবল একটি পরিবার বাস করে না, আরো অনেক পরিবার আছে।

তিন ভাইসহ একটি পরিবার।

তারা সবাই মারা গেছে?

BanglaBook.org

লোকজন বলে কোনো পারিবারিক শত্রু অথবা মড়ক। হতে পারে তারা হঠাৎ করে ধনী হয়ে গিয়েছিলো, নদীর তলায় সোনা পেয়েছিলো।

এবং বাইরের লোকদের দ্বারা নিহত হয়েছিলো?

তার নদীর তলদেশ দখল করেছিলো আর বাইরের লোকদের সোনা তুলতে দেয়নি।

নদীর তলদেশটা কোথায়?

ঠিক তোমার আর আমার পায়ের নিচে।

কেন আমি এটা দেখতে পাচ্ছি না?

যা কিছু দেখা যায় তাহলো দোযখ থেকে উত্থিত বাষ্প কিন্তু সেটা শুধুই অনুভূতি। এটা একটা মৃত নদী।

তুমি আর আমি এই মৃত নদীর ওপর?

হ্যাঁ, আমাকে পথটা দেখতে দাও।

কোন দিকে?

নদীর অপর তীর, ধবধবে শাদা বরফ-ঢাকা ভূমির দিকে। বরফের প্রান্তে তিনটি বৃক্ষ এবং আরো পরে পর্বত, বরফ-ঢাকা বাড়িগুলো ভাবের চাপে ভেঙে পড়েছে। তুমি আকাশ দেখতে পাও না আর শুধুমাত্র দেখো পতনশীল বরফ। চমৎকার বরফ পড়েছে একটা বেড়ার ওপর এবং এর পিছনে একটা সবজির বাগান।

ব্যাপার কি?

কিছুই না, আমার মনে হয় আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে গ্রামের ওপর বরফ পড়ছিলো। রাতের আকাশ আলোকিত আভাময় হয়েছিলো তুষারে, এই রাত ছিলো অবাস্তব, বাতাস ছিলো তিক্ত শীতল এবং আমার মাথা ছিলো হালকা ও শূন্য। যাই হোক, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম বরফের ও শীতের এবং আমার পদচ্ছাপ পড়ে শীতে বরফের ওপর, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম,

আমাকে এ নিয়ে কিছু বলো না, আমি বড় হতে চাই না, আমি হারিয়েছি আমার বাবাকে, কেবল সেই আমাকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসতো, তুমি শুধু আমার সাথে শুতে চাও, ভালোবাসা ছাড়া আমি যৌনসঙ্গম করতে পারি না, আমি তোমাকে ভালোবাসি,

ননসেন্স। তোমার কাছে এটা মুহূর্তের প্রয়োজন মাত্র, কি বলছো তুমি? আমি তোমাকে ভালোবাসি!

হ্যাঁ, বরফে গড়াগড়ি যাচ্ছি, কুকুরের মতো, চলে যাও, আমি শুধু আমাকেই চাই,

BanglaBook.org

নেকড়ে মুখে করে নিয়ে যাবে তোমাকে আর তোমার দেহের ভিতরের সবকিছু খেয়ে ফেলবে এবং বাদামী ভালুক ধরে নিয়ে যাবে তোমাকে তার গুহার ভিতর আর সঙ্গম করবে তোমার সাথে!

তুমি ওই সম্পর্কে ভাবো, আমার সম্পর্কে ভাবো, আমার অনুভূতি সম্পর্কে ভাবো,

কিসের অনুভূতি?

একটু কল্পনা করো, ও তুমি অমন বোকা, আমি উড়তে চাই—

কি?

আমি অন্ধকারে একটা ফুল দেখতে পাই,

কিসের ফুল?

একটা ক্যামেলিয়া,

আমি ওটা তুলে দেবো তোমার পরার জন্যে,

ওটা ধ্বংস করো না, তুমি আমার জন্যে মরবে না, কেন আমি মরতে চাইবো?

আমি তোমাকে আমার জন্যে মরতে বলবো না, আমি বাস্তবিক একাকী, আর কোনো প্রতিধ্বনি নেই। আমি গলা চিরে চিৎকার করি কিন্তু চারপাশে নীরবতা, নদীটা কোথায় যেখানে তারা সোনা তুলেছিলো? তোমার পায়ের নিচের বরফের নিচে,

রাবিশ,

এটা ভূমিতলে একটা গোপন নদী,

এই রাতে কিছু একটা বিদঘুটে ব্যাপার আছে, রাতটা কালির মতো কালো কিন্তু উজ্জ্বল। কিন্তু তোমাকে আমার পাশে পেয়ে আমি সত্যিই শংকিত নই।

তুমি কি নিরাপদ বোধ করছো?

হ্যাঁ।

তুমি কি আমার বাহুর ভিতর?

হ্যাঁ, আমি তোমার ওপর ঠেশ দিচ্ছি আর তুমি আমাকে নম্রভাবে ধরে রেখেছো।

আমি তোমাকে চুমু খাই?

না।

তুমি চাও আমি তোমাকে চুমু খাই?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, কি আমি মনস্থির করতে পারি না। এভাবেই চমৎকার, এক সাথে হেঁটে যাওয়া,

তুমি কিন্তু দেখতে পাও তুমি কেমন?

আমার দেখার দরকার নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত সামান্য ঠাণ্ডাও অনুভব করি, আর আমি বরফ অনুভব করতে পারি আর তোমাকে আমার পাশে অনুভব করতে পারি, আমি নিরাপদ বোধ করি আর আশ্বস্ত হতে পারি আর হাঁটতেই থাকি। মাই ডার্লিং, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ।

চুমু খাও আমাকে, চুমু খাও আমার হাতের তালুতে। কোথায় তুমি? আমাকে ছেড়ে যেও না!

আমি ঠিক তোমার পাশে।

না, আমি তোমার আত্মাকে ডাকছি, আমি তোমাকে ডাকছি, তুমি অবশ্যই আসবে,

বোকা শিশু,

আমি শংকিত, শংকিত তুমি চলে যাচ্ছো। আমাকে ছেড়ে যেও না, আমি একাকীত্ব বহন করতে পারবো না।

তুমি কি আমার বাহুর ভিতরে না এ মুহূর্তে?

হ্যাঁ, আমি জানি, আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে,

মাই লাভ।

ঘুমাও, ঘুমাও শান্তির সাথে।

আমি ঘুম কাতুরে নই মোটেও, আমার মন স্ফটিক স্বচ্ছ, আমি স্বচ্ছ রাত দেখতে পাই, বরফে ঢাকা নীল বন। কোনো নাক্ষত্রিক আলো নেই এবং কোনো চন্দ্রালোক, কিন্তু এ সবই পরিষ্কার ভাবে দেখা যেতে পারে। এটা খুব অদ্ভুত এক রাত। এই বরফ রাতে তোমার সাথে চিরকাল আমি থাকতে চাই, এইভাবে। চলে যেও না। আমি কাঁদতে চাই। আমি জানি না কেন। আমাকে পরিত্যাগ করো না, আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেও না, অন্য নারীদের চুম্বন করতে যেও না!

BanglaBook.org

৭৯

এই শীতেই এক তুষার পাতের পর এক বন্ধু এলো তার শ্রম সংস্কার ফার্মে থাকার সময়ের কথা বলতে। সে আমার জানলার বাইরে বরফ-ঢাকা ল্যান্ডস্কেপ-এর দিকে সে তাকায় আর যেন স্মৃতির ভিতর ডুবে যায়।

বিশাল এক ডেরিক ছিলো, সে বলে কয়েক খামারে। সে একটা উঁচু দালানের দিকে তাকিয়ে হিসেব করলো এর উচ্চতা ছিলো অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটার, যে ভবনটায় আমরা আছি তার চেয়ে কম নয়। কয়েদী দলের ইনচার্জ ছিলো একজন কোরীয় যুদ্ধ ফেরত ব্রিগেড লিডার। দ্বিতীয় গ্রেডের পুরস্কার প্রাপ্ত পুরণো সৈনিকটার একটা পা ছিলো একটু বড় অন্যটার থেকে। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতো সে। তার ভাগ্য ছিলো খারাপ। কোম্পানি কমান্ডার হিসেবেই তাকে শেষ করতে হয় সৈনিকের জীবন। পরে এই কয়েদীদের ভার দেয়া হয় তার ওপর। ফলে সব সময় সে অভিশম্পাত দিতো।

ওপরে ওঠ আর দেখে আয়! ডেরিকের কাছে এসে সে আমাকে হুকুম দিতো।

আমার আর কিছু করার থাকতো না। অর্ধেকটা ওঠার পর প্রচণ্ড বাতাসের তোড়ে আমার কবজি কাঁপতে থাকতো। আমি নিজের দিকে তাকাতাম আর আমার পায়ে কাঁপুনি শুরু হতো। দুর্ভিক্ষের একটি বছর চলাকালে এই ব্যাপার হয়েছিলো, তখন চারপাশের খামারগুলোতে অনাহারে মারা যাচ্ছিলো লোকজন। যাহোক অতো উঁচুতে ওঠার পক্ষে আমি ছিলাম শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল।

ব্রিগেড লিডার! আমি নিচে দাঁড়ালো তার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছু করতে পারতাম না।

আমি তোকে বলেছি উপরে উঠে দেখতে কি আছে ওখানে, নিচ থেকে সে চিৎকার করতো।

আমি উপরে তাকাতাম।

মনে হচ্ছে একটা কাপড়ের থলে ঝুলছে উপরে, আমি বলি। আমার সব কিছু আঁধার হয়ে আসে আর আমি তার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠি, আমি আর উপরে উঠতে পারবো না!

তুই যদি না পারিস তাহলে আমরা অন্য লোক দেখবো!

BanglaBook.org

আমি নেমে আসি।

চোরটাকে ডেকে আন! সে বলে।

চোর হচ্ছে আরেকজন কয়েদী, সতেরো বা আঠোরো বছর বয়সের এক তরুণ। বাসে কারো ওয়ালেট চুরি করার সময় সে ধরা পড়ে। তাই তার ডাকনাম জোটে চোর।

আমি চোরকে নিয়ে আসি। এই তরুণটা একবার উপর দিকে তাকায় আর উপরে উঠতে অস্বীকৃতি জানায়। ব্রিগেড লিডারের মেজাজ ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

আমি তোকে বলিনি তুই নিজেকে খুন কর, বলেছি?

চোর বলে সে পড়ে যাবার ভয়ে ভীত।

ব্রিগেড লিডার কাউকে হুকুম করে এক খন্ড দড়ি আনার, তারপর বলে যদি সে উপরে না ওঠে তাহলে তার তিন দিনের রেশন কাটা যাবে।

কেবল তখনই চোর দড়িটা কোমরে বেঁধে উপরে উঠতে শুরু করে। আমরা সবাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করি নিচে দাঁড়িয়ে। সে ডেরিকের একেবারে উপরে উঠে যায়। হেম্পের থলেটা ফেলে দেয় নিচে। কি আছে দেখার জন্যে আমরা যাই। হেম্প থলের অর্ধেকটা পিনাটে ভর্তি!

সারিবদ্ধ হও! বাঁশি বাজায় ব্রিগেড কমন্ডার সবাই সারিবদ্ধ হয়। সে জিজ্ঞেস করে কে দায়ি।

কেউ শব্দ করার সাহস পায় না।

পিনাট ভর্তি থলেটা ওখানে উড়ে যায়নি, গিয়েছে কি?

আমি ভেবেছিলাম এটা পচা মানুষের মাংস!

আমরা জোর করে চুপ থাকি, হাসার সাহস হয় না কারো।

যদি কেউ দায়িত্ব স্বীকার না করে তবে সবার মিল বন্ধ থাকবে!

এ কথায় প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে আর একজন আর একজনের দিকে তাকায়। কিন্তু আমরা সবাই জানতাম যে কেবল চোরই ওখানে উঠতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চোখ পড়লো তার ওপর। সে মাটির দিকে দৃষ্টি ফেলে রাখলো, তারপর সহ্য করতে না পেরে স্বীকার করলো যে রাতের বেলা সে পিনাট চুরি করে ওখানে রেখে এসেছে। সে বললো সে ভয় পেয়েছিলো অনাহারে মৃত্যুর।

তুই কি দড়ি ব্যবহার করেছিলি? ব্রিগেড লিডার জিজ্ঞেস করে।

না।

তাহলে ওই অভিনয়টা এই মাত্র করছিস কেন? এই কুত্তীর বাচ্চার এক দিনের খাবার বন্ধ! ব্রিগেড লিডার ঘোষণা করে।

BanglaBook.org

প্রত্যেকে উৎফুল্ল।

চোর চিৎকার করে ওঠে।

আমার আরেকজন বন্ধু নতুন একটা উলেন ওভারকোট আর একজোড়া চকচকে কালো চামড়ার জুতো গায় চাপায়। তাকে ক্যাডারদের মতো মনে হচ্ছিলো সমুদ্রপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মিশনে অংশ নেবার সময়।

তার ওভারকোট খুলে সে উচ্চস্বরে বলে যে ব্যবসা করে সে তার ভাগ্য ফিরিয়েছে! আজকের সে নয় গতকালকের সে। ওভারকোট সরানোর পর তার পরিষ্কারভাবে ইস্তিরি করা স্যুট, শার্ট, লাল ফুল তোলা নেকটাই ইত্যাদি চোখে পড়ে আর এসবে তাকে বিদেশী কোম্পানির প্রতিনিধি মনে হয়।

আমি তাকে বলি বাইরে ঠাণ্ডা তুমি বুঝতে পারবে না এই পোশাকে।

সে বলে সে আর বাসে চড়ে না, সে এসেছে ট্যাক্সিতে, আর এইবার সে থাকছে বেইজিং হোটেলে! কি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না? উচ্চ শ্রেণীর হোটেলে শুধু বিদেশীরাই থাকবে কেন?

সে চার পাশে তাকায়।

এটা কেমন কথা যে তুমি এই রকম একটা রুমে বাস করছো? চিন্তা করে দেখ আমি বর্তমানে কতোগুলো কামরা নিয়ে বসবাস করছি?

আমি বলি আমার চিন্তা করার কোনো উপায় নেই। তিনটে রুম আর একটা লাউঞ্জ রুম। তোমার বেইজিং নগরীতে ওটা হবে একজন ব্যুরো চিফের সমান! এ কি করে সম্ভব যে তোমার রঙিন টেলিভিশন নেই? সে জিজ্ঞেস করে।

আমি তাকে বলি যে আমি কখনো টেলিভিশন দেখি না। না দেখলেও শো হিসেবে একটা রাখা উচিৎ তোমার। বাড়িতে আমাদের দুইটা টেলিভিশন আছে, একটা লাউঞ্জ রুমে এবং আরেকটা আমার মেয়ের রুমে।

আমার মেয়ে আর তার মা দেখে তাদের পছন্দের অনুষ্ঠান। তুমি কি একটা চাও? আমি তোমার সাথে এক্ষুনি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়ে নিয়ে আসতে পারি একটা!

আমি সত্যি বলছি।

আমি অনুমান করি তোমার টাকা দ্রুত পুড়ে যাচ্ছে না, আমি বলি।

আমি বেচা-কেনার সাথে আছি। সকল কর্মকর্তাকে আমি এইসব জিনিস উপহার দিই। তোমার প্রস্তাব অনুমোদন করানোর জন্যে তো তাদের প্রয়োজন।

BanglaBook.org

তুমি উপহার না দিলে দরোজা উন্মুক্ত হবে না। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু! খরচের টাকা কি তোমার কম আছে? যদি এটা দশ হাজারের নিচে হয় তাহলে এটা আমি তোমাকে দিতে পারবো কোনো সমস্যা ছাড়াই।

আইন ভঙ্গ করতে যেও না, আমি সতর্ক করি।

আইন ভঙ্গ? আমি মাত্র কয়েকটা উপহার দিচ্ছি। আইন আমি ভাঙছি না। যাহোক আমি তোমার কাছে এসেছি একটু সাহায্য নিতে।

কি সাহায্য?

আমার কন্যাকে কে একটা মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যাপারে সাহায্য চাই তোমার।

আমি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নই।

নিশ্চয় তোমার কিছু যোগাযোগ আছে। আমাকে তুমি সাহায্য করবে কি না?

এটা নির্ভর করে তার স্কুলের রেজাল্টের ওপর, আমি কোনো সাহায্য করতে পারি না।

কেউ দরোজায় করাঘাত করছে আবার। আমি দরোজা খুলি কিন্তু প্লাস্টিকের কালো ব্যাগ হাতে দাঁড়ানো লোকটাকে চিনতে পারি না। আমি বলি আমি আর কোনো ডিম কিনতে চাই না, আমি খেয়েছি।

সে বলে সে ডিম বিক্রি করছে না এবং ব্যাগ খুলে দেখায় তার ভিতর কোনো অস্ত্র নেই এবং সে অপরাধী নয়। সে যত্ন করে বড় এক বান্ডিল কাগজ বের করে এবং বলে সে বিশেষ ভাবে আমার সাহায্য নিতে এসেছে। সে একটা উপন্যাস লিখেছে আর সেটা আমাকে দেখতে হবে। তাকে ভিতরে আসতে না দিয়ে আর কোনো উপায় থাকে না এবং তাকে বাসার আমন্ত্রণ জানাই।

সে বলে সে বসবে না কিন্তু পাণ্ডুলিপি রেখে যাবে এবং পরের তারিখে আবার আসবে।

আমি বলি তার প্রয়োজন নেই, সে যদি কিছু বলতে চায়, এখনই বলতে পারে।

সে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে।

আমি তাকে দেশলাই দিই। এবং তার সিগারেট ধরিয়ে নেবার অপেক্ষায় থাকি।

সে বলে একটা বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসটা সে লিখেছে। সে চায় পাণ্ডুলিপিটা আমি দেখি আর প্রকাশের জন্যে সুপারিশ করি। আমি যে কোনো সংশোধন করতে পারি। এমন কি আমার নামও যোগ করতে পারি যাতে

BanglaBook.org

এটা যৌথ রচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অবশ্যই তার নাম থাকবে দ্বিতীয় স্থানে আর আমার নাম প্রথমে।

আমি বলি আমার নাম যোগ করলে বইটা প্রকাশ করা আরো কঠিন হবে।

কেন?

কারণ আমার রচনা প্রকাশ করা কঠিন।

সে বলে যে বুঝতে পেরেছে।

আমার আশংকা সে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেনি। তাকে বলি যে ভালো হয় যদি সে কোনো সম্পাদককে খুঁজে বের করে যে তার লেখা প্রকাশ করতে পারবে।

সে কথা বন্ধ করে আর স্পষ্টত অস্বস্তিতে ভোগে। আমি তাকে সাহায্য করার জন্যে মনস্থির করি, তারপর উপন্যাসটা তাকে ফেরত নিয়ে যেতে বলি। তাকে পরামর্শ দিই উপন্যাসটা সরাসরি সম্পাদকীয় বিভাগে পাঠিয়ে দিতে। এতে ঝামেলা হবে না। বরং পাণ্ডুলিপি ভালো হলে প্রকাশের ব্যবস্থা হবে।

সে পাণ্ডুলিপি ব্যাগে ভরে এবং আমাকে ধন্যবাদ জানায়।

আমি বলি না, আমিই তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আবার দরোজায় করাঘাতের শব্দ।

আমি দরোজাটা আর খুলতে চাই না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৮০

তুমি বাতাসের জন্যে হাসফাস করো আর একটা পা ফেলো এবং বিশ্রাম নিচ্ছো বরফের পর্বতের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। এটা এক সংগ্রাম। বরফের সবুজ নদী অন্ধকার কিন্তু স্বচ্ছ। প্রচুর। খনিজ শিরা শুয়ে আছে এর নিচে।

মসৃণ বরফের ওপর তুমি পিছলে চলো এবং ঠাণ্ডায় জমে যায় তোমার থুৎনি। তোমার চারপাশে জমে যাওয়া এক নিস্তব্ধতা।

তুমি এই বরফের সাম্রাজ্যে যে কোনো পদক্ষেপেই পড়ে যেতে পারো। আর তোমাকে তখন সংগ্রাম করতে হয় গড়িয়ে, হামাগুড়ি, দিয়ে। তোমার হাত ও পা আর যন্ত্রণা অনুভব করে না।

একটা ন্যাড়া ঈগল চক্রাকারে ঘুরছে নিচের বরফাবৃত উপত্যকায়। তোমার থেকে আলাদা এটা জীবনের আরেকটা আকার। তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো না এই একটা কিছু তোমার কল্পনায় এসেছে কি না কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো তোমার নিজেরও রয়েছে দৃশ্যমান প্রতিমূর্তি।

তুমি পেঁচিয়ে ওঠো উপর দিকে। এবং জীবন ও মৃত্যুর মাঝে পেঁচিয়ে ওঠার সময়ও তুমি সংগ্রাম করছো। তুমি এখনো বেঁচে আছো, রক্ত এখনো সঞ্চালিত হচ্ছে তোমার শিরায়, তোমার জীবন এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

বিস্তীর্ণ নীরবতার মধ্যে, টুংটাং আওয়াজ, তুমি মনে করো তুমি শুনতে পেয়েছো। প্রায় শোনাই যায় না, মনে হয় বরফের ঠোকাঠুকি।

টুংটাং আওয়াজ আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তুমি তারপর দেখতে পাও একজন মহিলা একটা ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তুষারের রেখার ওপর একসাথে ঘোড়া ও মহিলার মাথা ভেসে ওঠে। তুমি ঘোড়ার ঘণ্টির টুংটাং আওয়াজের সাথে গানও শুনতে পাও।

চাং' আন থেকে আগত নারী
চুল বাঁধা রেশমি ফিতায়
শাদা কানের দুল
রূপার বাজুবন্দ

BanglaBook.org

মনে হয় সে তিব্বতী নারী একদা তাকে তুমি দেখেছিলে এক ঘোড়ার পিঠে এক তুষার-ঢাকা পর্বতে, যেখানে সড়ক চিহ্নিত ছিলো ৫৬০০ ফুট উচ্চতায় সমুদ্রতল থেকে। সে তোমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিলো, আর বরফের একটা গর্তে তুমি পড়ে গিয়েছিলে

এই সমস্তই স্মৃতি, এই টুং টাং মনে হয় তোমার মস্তিস্কে একটা শব্দ। তোমার ফুসফুস ও পাকস্থলিতে যন্ত্রণা, তোমার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে পাগলের মতো, আর তোমার মস্তিস্ক যেন ফেটে পড়বে।

তুমি পতিত হচ্ছো আরো গভীর এক অন্ধকারে এবং আবার অনুভব করো তোমার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ধড়াশ ধড়াশ করে, শারীরিক যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে। জীবন্ত শরীরের মৃতুভীতি এই রকম নিরেট, শারীরিক দেহ পরিত্যাগ করতে তুমি ব্যর্থ পুনরুদ্ধার করে সংবেদনশীলতা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৮১

আমার জানলার বাইরে বরফে আমি দেখি একটা ছোট সবুজ ব্যাঙ, একটা চোখ পিটপিট করছে আর অন্য চোখটা পুরোপুরি খোলা, অনড়, তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি জানি এ হলো ঈশ্বর।

সে ঠিক এভাবেই আবির্ভূত হয়েছে আমার সামনে এবং লক্ষ্য করছে যে আমি বুঝতে পেরেছি কি না।

সে আমার সাথে কথা বলছে তার চোখ দিয়ে একবার খোলে ও একবার বন্ধ করে। ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলার সময় চায় না মানুষ তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাক।

এবং আমি মনে করি না এটা একটুও অদ্ভুত, এটা যেন এইরকমই হওয়া উচিৎ। যেন ঈশ্বর বস্তুত একটা ব্যাঙ। বুদ্ধিদীপ্ত গোলাকার চোখ পিটপিট করার চেয়ে বেশি কিছু নয় যেন। এটা সত্যিই তার দয়া যে সে দৃষ্টি স্থাপন করেছে শোচনীয় এই মানুষটার ওপর, আমার ওপর।

তার অন্য চোখটি খোলে ও বন্ধ হয় যেন কথা বলে এক ভাষায় যা মানুষের অবোধগম্য। আমি বুঝি কি না-বুঝি তা ঈশ্বরের দেখার বিষয় না।

আমি অবশ্যই ভাবতে পারতাম যে হয়তো ওই পিটপিট করা চোখের আদৌ কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ এর না-থাকাই হতো এর অমূল্যরতন।

কোনো অলৌকিক নয়। ঈশ্বর বলছে এই কথা, বলছে এই কথা এই অতৃপ্ত মানুষকে, আমাকে।

তাহলে সন্ধান করার আর কি আছে? আমি তার প্রশ্ন করি।

চারপাশে নীরবতা, তুষার পড়ছে শব্দহীন। আমি এই নিঃশব্দতায় বিস্মিত। বেহেশ্তেও এই রকম শান্তিময়তা। এবং কোনো আনন্দ নয়। আনন্দ সম্পর্কিত উদ্বেগের সাথে। তুষার পড়ছে।

আমি জানি না কোথায় আমি এই মুহূর্তে, আমি জানি না কোত্থেকে বেহেশতের এই রাজ্য আসছে, আমি চারপাশে তাকাই।

আমি জানি না যে আমি কিছুই বুঝি না এবং তবুও মনে করি সবই জানি।

BanglaBook.org

ঘটনা আমার ঠিক পিছনে ঘটে এবং সবসময় থাকে একটা রহস্যময় চোখ, কাজেই আমার জন্যে উত্তম ভান করা যে আমি বুঝি যদিও আমি বুঝি না। যখন বোঝার ভান করছি, তখনো আমি বুঝি না। আসল ব্যাপার হলো আমি কিছুই উপলব্ধি করি না, কিছুই আমি বুঝি না।

এটা এই রকমই।

রচনাকাল ১৯৮২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
বেইজিং ও প্যারিস

বাংলা অনুবাদ ঃ ডিসেম্বর ২০০০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১
ঢাকা।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org